Contents

সুনান ইবনে মাজাহ

ইমাম ইবনে মাজাহ (রহি.)

১ম খন্ড

তাহক্বীক্ব ঃ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি.)

অনুবাদ ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহি.)

আত-তাওহীদ প্রকাশনী

https://www.facebook.com/178945132263517

সুনান
ইবনে মাজাহ

https://www.facebook.com/178945132263517

সুনান ইবনে মাজাহ

ইমাম ইবনে মাজাহ (রহি.)

১ম খন্ড

তাহক্বীক্ব ঃ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি.)

অনুবাদ ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহি.)

আত-তাওহীদ প্রকাশনী

https://www.facebook.com/178945132263517

সুনান ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ আল-ক্বাযভীনী ইবনে মাজাহ আর-রাবয়িয়্যী (রহি.)
মৃত্যু : ২৮৩ হিজরী



তাহক্বীক্ব ঃ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি.)
অনুবাদ ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহি.)

https://www.facebook.com/178945132263517

সুনান ইবনে মাজাহ ১ম খন্ড

ইমাম ইবনে মাজাহ (রহি.)

প্রকাশনায় ঃ আত্-তাওহীদ প্রকাশনী
৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল ঃ ০১৭১২-৫৪৯৯৫৬
ই-মেইল ঃ atpbd04@gmail.com

প্রথম প্রকাশ ঃ পরীক্ষা সংস্করণ, চৈত্র -১৪২০ বাংলা, এপ্রিল ২০১৪ ইং

গ্রন্থস্বত্ব ঃ পরিচালক (আ.ত.প্র)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ইউনুস বিন আহাম্মাদ সরদার ও
ফাতিমা বিনতে ফযলুর রহমান।
কম্পিউটার কম্পো, প্রচ্ছেদ ঃ আত্-তাওহীদ কম্পিউটার বিভাগ।

মুদ্রণে ঃ মজিবর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং, ফকিরাপুল, ঢাকা।

বিনিময় মূল্য ঃ ৫৫০/- (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা
৫০/- (সউদি রিয়াল)
২০/- (ইউএস ডলার)

ISBN - 984-8419-05-7

Sunan Ibn Mazah. Published by : At-tawheed prokasoni, 79/Ko, North Jatrabari, Dhaka-1204. First Adition April 2014 . Price : 550/- Taka only.

https://www.facebook.com/178945132263517

উপদেষ্টা মন্ডলী

১। শাইখুল হাদীস আব্দুল খালেক সালাফী
সাবেক মুহাদ্দিস ও প্রিন্সিপাল : মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া
প্রিন্সিপাল : আল মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী, রাজশাহী।

২। শাইখুল হাদীস মোস্তফা বিন বাহারুদ্দীন আল কাসেমী
ফযীলত, জামি'আহ ইসলামিয়্যাহ দারুল উলূল দেওবন্দ
অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য

১। ড. হাফিজ শাইখ রফিকুল ইসলাম বিন খয়রাত আলী
মুদাররিস : মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া
লিসান্স : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ ।

২। হাফিজ শাইখ আনিসুর রহমান মাদানী
মুদাররিস : মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া
দাঈ : সৌদি আরব ধর্মমন্ত্রণালয়
লিসান্স : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ।

৩। হাফিজ শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ বিন আব্দুল হামীদ
এম. এ. এম. এস. ডি. এইস. ঢাকা
লিসান্স : ইসলামী-বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ
প্রিন্সিপাল : উসওয়াতুল হাসানাহ মাদরাসা, ঢাকা।

৪। শাইখ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালিম মাদানী
মুদাররিস : মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া
দাঈ : সৌদি আরব ধর্মমন্ত্রণালয়
লিসান্স : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ।

৫। শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
সাবেক মুহাদ্দিস : মাদরাসাতুল হাদীস নাজির বাজার
লিসান্স : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ
ইমাম : ইসলামীক রিচার্স সেন্টার, বৃটেন।

৬। শাইখ আব্দুল জলীল মাদানী
দাঈ : রিয়াদ, সৌদী আরব
লিসান্স : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ।

৭। শাইখ নুরুল আলম
এম. এম (ডবল), ডি. এইস. এইস. কিউ ঢাকা।
ভাইস প্রিন্সিপাল : উসওয়াতুল হাসানাহ মাদরাসা।

৮। শাইখ আব্দুর রহীম ত্রিশালী
ডি. এইস. এম. এম. এ ঢাকা
মুদাররিস, মুহাম্মদী মডেল মাদরাসা, মোঃপুর
ইমাম : আল-আমীন জামে' মাসজিদ, মোঃপুর।

৯। শাইখ আব্দুর রহমান বিন আনোয়ার
ডি. এইস. এম. এম. এ ঢাকা।

টিকা সংযোজনে ঃ আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ
এম.এ (ফার্স্ট ক্লাস), দাওরা হাদীস,
এম.এম. আরাবীয়া, এমফিল, ঢা.বি।

সম্পাদনা সহযোগী ঃ

আব্দুল্লাহ মুজাম্মেল
উমর ফারুক বিন আনোয়ার হোসেন

https://www.facebook.com/178945132263517

১ম প্রকাশের কথা

সমস্ত গুনগান একমাত্র ইবাদাতের উপযোগী সত্য মা'বুদ মহামহিয়ান আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই যিনি মানুষকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালীত করতে যুগে যুগে হিদায়াতের বানীসহ মহাপুরুষদের পাঠিয়েছেন। আর সর্বশেষ বানী মহা গ্রন্থ আল কুরআন দিয়ে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহান দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত মহাপুরুষ হচ্ছেন মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার উপরই অর্পিত হোক লক্ষ কোটি দুরুদ ও সালাম। তার পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণের উপর এবং কিয়ামাত অবদি আগত সকল মু'মিনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথকেই আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। কেননা তার মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। আর একথা স্বীকার্য তার সুন্নাহ্ বা আদর্শকে আমরা জানতে পেরেছি বিশ্বের সমস্ত লোকের মাঝে বাছাইকৃত সৌভাগ্যবান আলেম ও মুহাদ্দিসগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে। সেটা যেমন সত্যি, তেমনি মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ থেকে বিচ্যুত করতে ইহুদি এবং নাসারা সহ অন্যান্য ধর্মের বা মতের লোকেরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেছে যুগে যুগে। তাদের একটি পদ্ধতি ছিল হাদীসে রাসুলকে কলংকিত করা আর সেটায় তারা কম শ্রম ব্যয় করেনি। আর আল্লাহ তাদের সমস্ত হীন প্রচেষ্টাকে বাতিল করে দিয়েছেন তার বাচাইকৃত বান্দাদের প্রচেষ্টা দ্বারা। কুতুবুস সিত্তাহর অন্যতম গন্থ 'সুনান ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে তাই সহীহ হাদীসের সাথে সাথে অনেক যঈফ, মাওযু হাদীসের স্থান হয়েছে। আল্লাহ তার বাছাইকৃত বান্দাদের দ্বারা সেগুলো জানা ও চেনার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সুরা হিজরের ৯ নং আয়াতে বলেন ঃ আমি যিকর অহী অবতীর্ন করেছি, আমিই এর সংরক্ষণ করব।

সুনান ইবনে মাজাহর অনুবাদ কাজ সম্পাদন করেছিলেন বাংলার তাওহীদী আলেমগণের মধ্যে অন্যতম তরুন আলেম খালিলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহিমাহুল্লাহ) আনুমানিক ২০০৩ ও ২০০৪ সালের এক সময়ে সাথে সাথে তিনি এর তাহক্বীক্বও সংযোগ করেছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম মুহদ্দিস আল্লামা নাসিরদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর তাহক্বীক্ব থেকে। যদিও তিনি সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। মহান প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২০০৪ সালের ২৯শে জুলাই তিনি পৃথিবী থেকে চলে যান। এতটা বছর তার এই অসামান্য অবদানকে সকলের সমীপে প্রকাশ করতে পারিনি বলে আমরা দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। যাই হোক বিশ্বস্রষ্টার দয়ায় অবশেষে 'তাহক্বীক্ব সুনানে ইবনে মাজাহ'' এর ১ম খন্ড আমরা প্রকাশ করতে যাচ্ছি। ইনশা-আল্লাহ ৪ খন্ডে একে সমাপ্ত করব এমন আশা করছি।

বিজ্ঞ আলেম ও মুহাদ্দিসগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্পাদিত হওয়ার পরেও আমাদের ক্ষনিকের অমোনোযোগীতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারনে অথবা মুদ্রণ শিল্পের কোন ভুলের কারনে পাঠক সমাজের কাছে কোন ভুল দৃষ্টিগোছর হলে দয়া করে আমাদেরকে অবহিত করবেন। যাতে করে আমরা আরো নির্ভুল এবং নিখুঁত গ্রন্থ আপনাদের উপহার দিতে পারি। আপনারা আমাদেরকে পরবর্তী খন্ডগুলোর জন্যও পরামর্শ দিতে পারেন এবং এখন্ডের যে কোন ভুল বা আরো সুন্দর কিভাবে করা যায় সেটার পরামর্শ দিতে পারেন। তাহলে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।

আর এই বিশাল কাজের পিছনে আমাকে যারা অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম মামা **মোশারফ হোসেন,** যার পিড়াপিড়িতেই বলা যায় এত বড় কাজে হাত দিতে সাহস পেয়েছি তাকে আল্লাহ্ উত্তম প্রতিদান দান করুন। এছাড়া আরো অনেকেই যেমন ঃ আমার পিতা ইউনুস বিন আহম্মদ আলী, ছোট ভাই খালিদ বিন ইউনুস, বড় মামা আনোয়ার হোসেন মন্টার আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাদেরকেও আল্লাহ্ উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরিশেষে মহান স্রষ্টার কাছে সকলের ভালো পরিনাম কামনা এবং সকলের হিদায়াত প্রার্থনা করছি। তার জন্যই এত বড় কাজ আমরা সম্পাদন করতে পারলাম তাই আবারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল হামদুলিল্লাহ।

ওয়াসসালাম
পরিচালক-আতপ্র
তারিখ ঃ ০৮-০৪-২০১৪
মোবাইল ঃ ০১৭৫৭-২৫৭৯৬২

https://www.facebook.com/178945132263517

কিছু কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর তা'য়ালার জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। অতঃপর সুনান ইবনে মাজাহর বিষয় কিছু কথা জানানো আবশ্যক মনে করছি। কুতুস সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ সুনান ইবনে মাজাহকে সাজাতে যেয়ে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করেছি।

১। আমরা 'দারুল কালেমাহ' মিশর কর্তৃক আরবী নুসখাহ ২০১১ সালের প্রকাশিত বইটিকে সামনে রেখে হাদীসের বিন্যাস করেছি। যেহেতু বাজারে বা বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার অনেক নুসখাতে হাদীসের নাম্বারের তারতম্য দেখা যায়। তাই সবচেয়ে সুন্দর বিন্যাস এবং সাজানোর দিকে লক্ষ্য রেখে দারুল কালেমাহ' কে সামনে রেখেছি।

২। লক্ষনীয় যে, বুখারী; মুসলিম; তিরমিযি; আবূ দাউদ; নাসাঈ গ্রন্থের হাদীসের নাম্বার আমরা আরবীর হাদীস নাম্বার এবং বাংলায় অনুদিত ক্রমিক সহ তাদের প্রকাশনার নাম ব্যবহার করেছি।

৩। প্রতিটি হাদীস শেষে অন্য কোন হাদীস গ্রন্থে থাকলে কিম্বা কোন তাহক্বীক্ব গ্রন্থ যেমন ঃ সিলসিলায়ে সহীহাহ'' থাকলে সেটার নাম্বার সংযোগ করে দিয়েছি।

৪। কোন হাদীস যঈফ হলে তার তাহক্বীক্বের সাথে অন্যান্য কোন কথা যেমন ঃ কোন রাবীর কারণে যঈফ'' বা অন্য কোন কথা থাকলে আমরা টিকায় লিপিবদ্ধ করেছি।

৫। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানীর তাহক্বীক্বের সাথে সাথে অন্যান্য মুহাক্বীক্বগণ কোন কথা হাদীসটির বিষয়ে বললে সেটা উল্লেখ করেছি। যেমন ঃ আল্লামা বুসায়রী, শাইখ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

৬। বুখারীর সে ক্রমিক নাম্বার ব্যবহার করেছি তা তাওহীদ পাবলিকেশন্স ও হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, আল্লামা আলবানী একাডেমী, থেকে অনুবাদ বের হয়েছে। অন্যদেরকে আমরা এড়িয়ে গেছি।

৭। সহীহ মুসলিমের ক্রমিক নাম্বার আমরা ইসলামীক সেন্টার কর্তৃক এবং ফুয়াদ আ. বাকী'র যার অনুবাদ হাদীস একাডেমী বংশাল কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে সেটা ব্যবহার করেছি।

৮। তিরমিযি, নাসাঈ এর বাংলা ক্রমিক ব্যবহার করেছি হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনীর।

৯। আবূ দাউদ এর ক্রমিক ব্যবহার করেছি আলবানী একাডেমী, সুরীটোলা কর্তৃক অনুবাদ গ্রন্থের।

১০। আবূ দাউদের আরেকটি নাম্বার উল্লেখ করেছি সেটা সহীহ এবং যঈফ আলাদা গ্রন্থের ক্রমিক নাম্বার এবং সেটা বাংলাতে অনুবাদ হয়নি।

১১। নাম্বার সংযোগ করতে যেয়ে দেখা গেছে যে, ইবনে মাজাহ'র এবং অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসের সানাদে বা মাতানে ভিন্নতা রয়েছে। কোন কোন মাতান সম্পূর্ণ মিলবে আবার কোনটা আংশিক মিলকে। সানাদের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য।

১২। একটি হাদীসের এক অংশ সহীহ এবং অন্য অংশ যঈফ এরূপ ক্ষেত্রে আমরা একটা অংশকে অন্য অংশ থেকে আলাদা করেছি।

১৩। আমরা বুখারীর যে নাম্বার ব্যবহার করেছি সেটা তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী, উমদাতুল ক্বারী, শরহে উসাইমিন-এর নাম্বারের সাথেও মিলে যাবে।

১৪। আমরা হাদীসের তাহক্বীক্ব হাদীস এর শেষে উল্লেখ করেছি, আলাদা লাইন করিনি। যাতে করে কলেবর বৃদ্ধি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে।

কভার পেজে মূল বইয়ের নাম ঠিক রেখেছি এই জন্য যে, অন্যথায় পাঠক সমাজ বইটিকে আলাদা কোন বই ভেবে ভুল করে বসবেন। আরো কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, ইবনে মাজাহকে সাজাতে যেয়ে।

বিনীত

আব্দুর রহমান বিন আনোয়ার

মাহ্দী বিন ইউনুস

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুবাদকের জীবনী

তুমি সত্যিকার কাহিনী বর্ণনা করো, যাতে লোকেরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। (সূরাহ্ আল-'আরাফ : ১৭৬ আয়াত)

নাম : মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান। পিতা : ফযলুর রহমান। মাতা : রোকেয়া

জন্ম : এই তরুণ গবেষক, লেখক এবং অনুবাদকের জন্মা হয়েছিল আনুমানিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বা তার ১বছর অক্টোবর মাসে বর্তমানে মাদারিপুর জেলার কালকিনি থানার রামনগর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে। তার পিতা এলাকার সম্মানিত মৌলভী ছিলেন। তিনি তৎকালিন সময়ে হানাফি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

বাল্যকাল : বাল্যকাল থেকেই খলীলুর রহমান ছিলেন ধার্মিক। খুব ছোট বয়স থেকেই নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সলাত এবং সিয়াম পালন করতেন।

শিক্ষা-দীক্ষা : তার পিতার প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এ এলাকায় শিক্ষা-দীক্ষার তেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক দূরে অবস্থিত। প্রাথমিক শিক্ষার পরে ধ্বজ্বী হামিদিয়ার ফাযিল মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে কয়েক বৎসর লেখাপড়ার পর তার মনে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে সঠিক দ্বীন সম্পর্কে জানার ব্যাপারে। অতঃপর আলিয়া মাদরাসা ছেড়ে বনগ্রাম কাওমীয়া মাদরাসায় কিছুদিন লেখাপড়া করেন। সেখানেও তার মন সঠিক দ্বীনের সন্ধান পাচ্ছিলনা। চলে আসেন বাড়ী, বেশ কিছুদিন লেখাপড়া স্থগিত থাকে। মনে মনে সঠিক দ্বীনের সন্ধান করছিলেন। পিতা-মাতা ও বড় ভাইদের প্রচুর চাপ থাকা সত্ত্বেও কোন কিছু করলেন না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমাতে পেয়ে যান ইসলামের সঠিক পথ। সঠিক কুরআন হাদীসের দা'ওয়াত। অতঃপর তিনি ১৯৯২ইং সনে ঢাকার অন্যতম বিদ্যাপীঠ মাদরাসায়ে মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। সেখানে পেয়ে যান উপযুক্ত শিক্ষকমন্ডলী ও সঠিক কুরআন হাদীসের শিক্ষা। এখানে ১১ বছর লেখাপড়া পর ২০০২ ইং সনে দাওরায়ে হাদীস কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন।

কর্ম জীবন ঃ বিদ'আতপন্থী এলাকার অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও নির্ভেজাল দ্বীনের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা অন্যদের জন্য নজির স্থাপন করেছে। তার জীবনের উদ্দেশ্য-ছিল শির্ক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন যে কলম যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদগণ। ছাত্র জীবনেই তিনি কলম যুদ্ধ শুরু করেন। তার এলাকায় বিরাট এক গাছকে কেন্দ্র করে মাযার পূজায় লিপ্ত থাকত বিদ'আত পন্থিরা। তারা গাছকে মান্য করত এবং গাছের কাছে অনেক কিছু চাইতো। গাছ ছিল তাদের পীর। শায়খ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমানের নেতৃত্ব মাদরাসা মুহাম্মাদীয় আরাবীয়ার ১২ জন ছাত্র এবং এলাকার কিছু ছেলেদের নিয়ে বহু বাধার মধ্য দিয়েও সে গাছের মুল উৎপাটন করে এলাকাকে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত করেছেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর অনেক চাকুরীর অফার আসা সত্ত্বেও তিনি চাকুরীর জন্য রাজী হননি। তিনি বাংলাভাষী মুসলমানদের সঠিক 'আক্বীদার দা'ওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে 'আক্বীদা ভিত্তিক প্রকাশনার কাজ শুরু করেন।

শিক্ষকমন্ডলী : তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে আল্লামা আহমাদুল্লাহ্ রাহমানী, আহমাদুল্লাহ রাহমানী নাসিরাবাদী এবং, আব্দুল খালেক সালাফী, মোস্তাফা বিন বাহারুদ্দীন আল-ক্বাসেমী, বিলাল হুসাইন রাহমানী (হাফিযাহুল্লাহ) অন্যতম।

বিবাহ : মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার পাচ্চর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জনাব হাজী হাবীবুর রহমান মিঞার কনিষ্ঠ কন্যা বেগম নাজমার সহিত ৭ জুন ২০০৪ ইং তারিখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

হৃদরোগে নিখোঁজ : তরুণ গবেষক ও লেখক ২০০৪ ইং সনের ২৯ জুলাই ২০০৪ ইং ঢাকা থেকে নিজ বাড়ি মাদারীপুর যাওয়ার পথে পদ্মা নদীতে সি. বোট/স্পিড বোট উল্টিয়ে ভক্তবৃন্দ, ওস্তাদ ও আত্মীয়-স্বজনদের শোক সাগরে ভাসিয়ে নিখোঁজ হন জীবিত বা মৃত কোনটা জানা যায়নি- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহ রাজিউন।

রচনাবলী ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান- এর লিখিত, অনুদিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি বাংলাদেশে সর্ব প্রথম বুলুগুল মারাম এর অনুবাদ সম্পন্ন করেন। যা হাদীস একাডেমী, বংশাল থেকে প্রকাশীত হচ্ছে। তিনি সুনান ইবনে মাজাহ, ইবনে খোজায়মাহ এর অনুবাদ ও সম্পন্ন করেন। যা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। তার আরও উল্লেখযোগ্য লিখিত ও অনুদিত গ্রন্থ আত্-তাওহীদ প্রকাশনী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশীত হয়েছে। এছাড়া কিছু গ্রন্থ পান্ডলিপি অবস্থায় রয়েছে।

https://www.facebook.com/178945132263517

ইমাম ইবনু মাজাহ্‌র জীবনী

যে সমস্ত মুহাদ্দিস হাদীস সংগ্রহ, সংকলন ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) তাঁদের অন্যতম। তিনি অসাধারণ মেধা, দক্ষতা ও প্রতিভার গুণে নিরন্তর সাধনা চালিয়ে সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থখানি সংকলন করেন। যা প্রসিদ্ধ ছয়খানি গ্রন্থের ষষ্ঠগ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। নিম্নে সংক্ষেপে ইমাম ইবনু মাজাহ্‌র জীবনী ও তাঁর সুনান গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল।

নাম ঃ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ আল কাযভীনী। তাঁকে ইবনু মাজাহ বলার কারণ নিয়ে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেছেন, ইবনু মাজাহ তাঁরই বিশেষণ। কারো মতে, এটা তাঁর পিতার উপাধি ছিল। কেউ বলেছেন, এটা দাদার উপাধি ছিল। তবে শাহ 'আব্দুল' আযীয, আবুল হাসান সিন্দি এবং মুরতাযা যাবিদী বলেন, মাজাহ ছিলতাঁর মায়ের উপাধি।

জন্ম ঃ তিনি ২০৯ হিজরীতে ২০শে রমাযান ইরাকের আযম বা উত্তম-পশ্চিম ইরাকের কাযভীন নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ বাল্যকাল থেকেই হাদীস শিক্ষার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। কেননা তাঁর জন্মস্থান কাযভীন শহরটি তৃতীয় খালীফাহ উসমান (রাযিঃ)–এর শাসনামলে বিজিত হওয়ার পর থেকেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকে। হিজরীর তৃতীয় শতকের শুরু থেকেই এটি ছিল ইলমে হাদীসের প্রাণ কেন্দ্র। মূলতঃ তাঁর বাল্যকাল ছিল ইসলামী দুনিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ।তাঁর সময়ে খালীফার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বিশিষ্ট বিদ্যানুরাগী খালীফাহ মামূনুর রশীদ।

দেশভ্রমণ ঃ তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকেই হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশে মাদীনা, মাক্কা, কূফা, বাসরা, বাগদাদ, দামিস্ক, মিসর, ত্রিগ্রীস, ইস্পাহান, খুরাসান প্রভৃতি হাদীসের কেন্দ্রসমূহে সফর করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশে তার এই সফর ২৩০ হিজরীর পর থেকে শুরু হয়।

শিক্ষকবৃন্দ ঃ ইমাম ইবনু মাজাহর অসংখ্য উস্তায ছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবু উমার আল আদনী, আবু মারওয়ান মুহাম্মাদ ইবনে উসমান আল উসমানী, ইবরাহীম ইবনে মহাম্মাদ আশা-শাফিঈ, ইবরাহীম ইবনে মুনযীর আল হাযামী, আহমাদ ইবনে আবু বকর আয যুহ্‌রী, ঈসা ইবনে হাম্মাদ রুগবাহ, আহমদ ইবনে আমর, মুহাম্মাদ ইবনে রুমহ্‌, আবু বকর ও উসমান ইবনে আবি শাইবাহ, আলী ইবনে মুনযির আততুরিক্বী, আবু মুহাম্মাদ আমর ইবনে রাফে', মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল ইবনে সামুরাহ আল আহমাসী, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ, ইবনে বাশীর ইবনে যাকওয়ান (রহিঃ) প্রমুখ।

https://www.facebook.com/178945132263517

ছাত্রবৃন্দ ঃ ইমাম ইবনু মাজাহর ছাত্রের সংখ্যাও অসংখ্য। তাদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলেন ঃ আবুল হাসান কাত্তান, ঈসা ইবনু আবসার, ইবরাহীম ইবনু দীনার, সুলাইমান ইবনু ইয়াযীদ, আহমাদ ইবনু ইবরাহীম কাযভীনী, হুসায়ন ইবনু'আলী ইবনে বারানিয়াদ, আবূ তৈয়্যাব আহমাদ ও মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা সাফ্ফার (রহঃ) প্রমুখ।

ইমাম ইবনু মাজাহর গ্রহণযোগ্যতা ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ নিশ্চয় তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয, সত্যবাদী ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

ঐতিহাসিক ইবনু খাল্লিকান বলেন, ইমাম ইবনু মাজাহ ছিলেন হাদীসের ইমাম এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞানে পারদর্শী। মূলতঃ তার পাণ্ডিত্য ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ইবনুল জাওযী ও আবূ ইয়ালা খালীলীসহ বহু বিদ্যান প্রশংসনীয় মন্তব্য পেশ করেছেন।

মৃত্যু ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ্র মৃত্যু কোথায় হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি ২৭৩ হিজরীতে সোমবার মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৪ বছর।

গ্রন্থাবলী ঃ ইমাম ইবনু মাজাহর বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থ হলো ঃ

১। হাদীসের আলোকে কুরআন মাজীদের বিরাট তাফসীর গ্রন্থ।

২। আত্-তারীখ। ইবনু খাল্লিকান একে তারীখে মালীহ নামে বর্ণনা করেছেন। এতে সহাবাগণের যুগ থেকে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত বিস্তারিত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

হাফিয ইবনু কাসীর বলেন, ইমাম ইবনু মাজাহর তাফসীর ও তারীখ উভয় গ্রন্থই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৩। আস্-সুনান। যা ইমাম ইবনু মাজাহর অনন্য ও শ্রেষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ।

ইবনু মাজাহ্র স্বীকৃতি ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ্র গ্রন্থ সম্পর্কে ইমাম আবূ যুর'আহ্ বলেন ঃ আমার ধারণা, এই গ্রন্থ যদি মানুষের হাতে পৌঁছে তাহলে বর্তমান সময় পর্যন্ত রচিত সমস্ত বা অধিকাংশ গ্রন্থই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

হাফিয ইবনু কাসীর বলেন ঃ অবশ্য একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ গ্রন্থ। ফিক্বহের দৃষ্টিতে এর অধ্যায়সমূহ খুবই চমৎকার ও মযবুত।

ইবনু মাজাহর সুনান গ্রন্থের স্থান ঃ সাধারনত ইবনু মাজাহর সুনান গ্রন্থ ছয়টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয় (আমাদের দেশে যা ছিয়াহ সিত্তাহ নামে পরিচিত)। এতে যঈফ হাদীসের সংখ্যা সুনান আবূদাউদ, সুনানু নাসাঈ ও জামে আত তিরমিযী'র তুলনায় কিছু বেশী হওয়ার কারণে ছয়টি হাদীস গ্রন্থে এর স্থান সর্বশেষে। মুহাদ্দিস সানাদী বলেন, ''যা হোক, মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে ইবনু মাজাহর গ্রন্থ অপর পাঁচটি গ্রন্থের নীচে ও পরে অবস্থিত।

কিন্তু প্রসিদ্ধ পাঁচটি গ্রন্থের পরে সুনান ইবনু মাজাহকে ষষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদা দান নিয়ে মত

https://www.facebook.com/178945132263517

পার্থক্যও আছে। বলা হয়, আবুল ফাযল মুহাম্মাদ ইবনু ত্বাহির (মৃত্যু ৫০৭ হিঃ) এই গ্রন্থকে সর্বপ্রথম ছয়টি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন স্বীয় 'আত্বরাফ কুতুবুস সিত্তাহ' ও 'শুরুত্ব আয়িম্মাহ সিত্তাহ' গ্রন্থে। পরবর্তীকালের অনেকমুহাদ্দিস তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেন। কিন্তু ইবনু সাকান (মৃত্যু ৩৫৩ হিজরী), ইবনু মানদাহ (মৃত্যু ৯৫ হিজরী), মুহাদ্দিস রাযীন ইবনু আমীর (মৃত্যু ৬০৬ হিজরী), এবং আবূ যাফর ইবনু যুবায়র (রহঃ) প্রমুখ 'আলিমগণের মতে ষষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে মুয়াত্তা ইমাম মালিক। আব্দুল গণি নাবলূসী (রহঃ) বলেন, পূর্বাঞ্চলীয় আলিমগণের নিকট ষষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে সুনান ইবনু মাজাহ। আর পশ্চিমাঞ্চলীয় আলিমগণের মতে ষষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম মালিকের মুয়াত্তা।

হাফিয ইবনু রজাব ইমাম যুহরী সূত্রে বলেন ঃ মাতরূক ও মাজহুল বর্ণনাকারীদের একটি দল যেমন আয়লী, আবদুল কুদ্দুস ইবনে হাবীব, মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ মাসলূব, বাহরুস সিকা ও তাদের অনুরূপ পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারীদের থেকে ইমাম তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী-এঁদের কেউ বর্ননা করেননি। অথচ তাদের কতকের থেকে ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন। এদিক থেকে ইবনু মাজাহর সুনান গ্রন্থখানি অবশিষ্ট গ্রন্থাবলীর চেয়ে মর্যাদার দিক দিয়ে নিচু স্তরে পৌঁছে যায়। কেবল পরবর্তী যুগের একটি দল ছাড়া কেউ সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থটিকে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলীর পর্যায়ে গণ্য করেননি। এমনকি আল্লামা সিররী বলতেন ঃ ইবনু মাজাহ যেসব বর্ণনায় একক হয়ে গেছেন সে সকল বর্ণনাতে অনেক সংখ্যক মুনকার বর্ণনা রয়েছে। হাফিয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আলী লিখেছেন ঃ আমি আমার উস্তাস হাফিয আবুল হাজ্জাজ আস সিযযী (রহি.) কে বলতে শুনেছি ঃ ইবনু মাজাহ যেসব বর্ণনায় একক হয়ে গেছেন তার সবগুলোই দুর্বল। অর্থাৎ হাদীসের পাঁচজন ইমাম যেসব হাদীস বর্ণনা করেননি বরং কেবল উবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন সেগুলো। তার এই লিখনীয় মাধ্যমে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে, তাঁর উস্তাযের বক্তব্যের সাথে তিনিও একমত। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যটি রিজালের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য। হাদীসগুলোতে একে ঢালাও ভাবে প্রয়োগ করা সঠিক হবে না।

কতিপয় হাফিয সুনান দারিমীকে ষষ্ঠ গণ্য করেছেন। সালাহউদ্দীন খালীল আলা'ঈর মত ও তাই। ত্বাহির আল জাযায়িরী (রহঃ) বলেন ইবনু মাজাহ যেসব বর্ণনায় একক হয়েগেছেন সেসকল বর্ণনাতে অনেক সংখ্যক মুনকার বর্ণনা রয়েছে। হাফিয মুহাম্মাদ ইবনে আলী লিখেছেন ঃ আমি আমার উস্তাস হাফিয আবুল হাজজাজ আলযিয়যী (রহি) কে বলতে শুনেছি ঃ ইবনু মাজাহ এমন ব্যক্তিদের থেকেও হাদীসাবলী বর্ণনা করেছেন যারা মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন এবং হাদীস চোর। সেজন্য কতিপয় মুহাদ্দিস বলেছেন, সুনানু দারিমী গ্রন্থকে ষষ্ঠ গ্রন্থ গণ্য করা উচিত। কেননা এতে দুর্বল বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কম, শায ও মুনকার হাদীস দুর্লভ। যদিও এতে মুরসাল ও মাওকুফ পর্যায়ের হাদীসাবলী রয়েছে তথাপি এটি ইবনু মাজাহর চেয়ে অগ্রগণ্য।

ইমাম যাহাবী বলেন ঃ আবু আবদুল্লাহর সুনান কিতাবটি সুন্দর হত যদি না তাতে নিকৃষ্ট পর্যায়ের হাদীস এনে নোংরা না করতেন। তবে এরূপ হাদীস খুব বেশি নেই।

https://www.facebook.com/178945132263517

সুনান ইবনু মাজাহর বিন্যাস পদ্ধতি ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ লক্ষাধিক হাদীস যাচাই বাছাই করে গ্রন্থটিতে মোট ৪৩৪১টি হাদীস স্থান দিয়েছেন। তার মধ্যকার ৩০০২টি হাদীস এমন যেগুলো পাঁচটি প্রসিদ্ধ পাঁচজন হাদীস গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। এতে ৩৮টি পর্ব এবং ১৫৪৫টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। উল্লেখ্য পাণ্ডুলিপির ভিন্নতার কারণে কেউ কেউ হাদীসের সংখ্যা, পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়ের সংখ্যা নির্ণয়ে কম-বেশি করেছেন।

প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী ঃ ইবনু মাজাহতে বিশেষ কিছু প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী হচ্ছেন ঃ আবুল হাসান কাত্তান (রহঃ), সুলাইমান ইবনু ইয়াযীদ, আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আবু বাকর হামিদ আযহারী ও ইব্রাহীম ইবনু দীনার।

সুলুসিয়াত ঃ অর্থাৎ যে সমস্ত বর্ণনার সানাদে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইমাম ইবনু মাজাহ্‌র মধ্যবর্তী তিনজন বর্ণনাকারী আছেন, ইবনু মাজাহতে এরূপ বর্ণনার সংখ্যা পাঁচটি। সুনান আবূ দাউদ ও জামে আত্ তিরমিযীতে এরূপ বর্ণনার সংখ্যা একটি। সহীহ মুসলিম এবং সুনানু নাসাঈতে এরূপ একটিও নেই।

সুনান ইবনু মাজাহর কতিপয় ভাষ্যগ্রন্থ ঃ সুনান ইবনু মাজাহর অনেকগুলো আংশিক ও পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। যার কয়েকটি হলো ঃ

১। বিমা তামাস্‌সা ইলাইহিল হাজাহ্ 'আলা সুনানে ইবনে মাজাহ-শায়খ সিরাজুদ্দীন উমার ইবনু আলী (মৃত্যু ৮০৪)।

২। আদ্-দামীরী, আদ্-দীবাজা ফী শারহে সুনানে ইবনে মাজাহ।

৩। শরহু সুনানে ইবনে মাজাহ-হাফিয আব্দুল হাসান সিন্দি।

৫। শরহু মিফতাহিস সুনান-ফুয়াদ আব্দুল বাকী।

৬। মিসবাহুল যুজাজাহ ফী যাওয়ায়িদে ইবনে মাজাহ-আল্লামা বুসয়রী (মৃত্যু ৮৪০ হিঃ)।

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি.)-এর পরিচিতি

মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাঁর প্রিয় রসূল এর মুখ নিসৃত বাণীকে কলুষমুক্ত করে যাচাই-বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর মুসলিমদের সম্মুখে বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করার তাওফীক্ব যে কয়জন বান্দাহকে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে হাফিয যাহাবী (রহঃ) ও হাফিয ইবু হাজার আসকালানী (রহঃ)-এর পর আল্লামা নাসিরুদ্দীন (রহঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর পুরো নাম আবূ 'আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।

জন্ম ঃ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ১৯১৪ ঈসায়ী সনে পূর্ব ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার রাজধানী কুদরাহতে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি 'আলবানী' নামে অভিহিত হন। তাঁর পিতার নাম নূহ নাতাজী আলবানী। তিনি তৎকালীন সময়ে একজন প্রসিদ্ধ হানাফী আলিম ছিলেন। তিনি ঈমান রক্ষার্থে পরবর্তীতে সিরিয়ায় হিজরত করেন।

শিক্ষা-দীক্ষা ঃ দামিশকের একটি মাদরাসা হতে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তাঁর পিতার বন্ধু শায়খ সায়ীদ আল-বুরহানীর নিকট ফিকহের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। একবার তিনি মিশরের আল্লামা রশীদ রিযা সম্পাদিত ''আল-মানার'' এর একটি সংখ্যায় ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধই তাঁকে হাদীস চর্চা ও রিজাল শাস্ত্রের গবেষণায় পিপাসার্ত করে তুলে। পরবর্তীতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, সাধারণ মুসলিমদের সামনে আল্লাহর নাবী এর বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দান করার তাওফীকদান করেছেন এবং তার জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

কর্মজীবন ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) নিজেই বলেছেন- ''আল্লাহ আমাকে অসংখ্য সম্পদ দান করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, আমার পিতা আমাকে ঘড়ি মেরামত করার কাজ শিখানো।'' যৌবনের প্রথম দিকে তিনি ঘড়ি মেরামত করে জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু পাশাপাশি অধিকাংশ সময় তিনি হাদীস অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং বই লেখার কাজে ব্যয় করতেন। তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্বদ্যিালয়ে তিন বছর অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। কর্ম জীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতা দানে ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে হাজার বছর ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমাত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

রচনাবলী ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০০। তার মধ্যে কয়েকটি হলো ঃ (১) সিলসিলাতুল আহা-দীসিয যঈফাহ্ ওয়াল মাউযূ'আহ (২) সিলসিলাতুল আহা-দীসিস সহীহাহ্ (৩) ইরওয়া-উল গালীল ফী তাখরীজি মানা-রিস সাবীল, (৪) মুখতাসার সহীহ মুসলিম লিল মুনযিরী, (৫) মুখতাসার সহীহুল বুখারী, (৬) সহীহ সুনানে আবী দাউদ, (৭) যঈফ সুনানে আবী দাউদ, (৮) সহীহ তিরমিযী, (৯) যঈফ

https://www.facebook.com/178945132263517

তিরমিযী, (১০) সহীহ সুনানে নাসাঈ (১১) যঈফ সুনানে নাসাঈ, (১২) সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, (১৩) যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪) সহীহ জামিউস সগীর, (১৫) যঈফ জামিউস সগীল, (১৬) সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, (১৭) সহীহ আদাবুল মুফরাদ, (১৮) যঈফ আদাবুল মুফরাদ, (১৯) তাহক্বীক্ব মিশকাতুল মাসাবীহ (২০) আদাবুয যিফাফ, (আতপ্র কর্তৃক প্রকাশীত) (২১) আহকামুল জানায়িয (আতপ্র কর্তৃক প্রকাশীত) (২২) সিফাতু সলাতিন্ নাবী (সাঃ) (২৩) সলাতুত তারাবীহ, (২৪) সলাতুল ঈদাইন ফিল মুসাল্লা, (২৫) গায়াতুল মারাম, (২৬) তাহজিরুস্ সাজিদ, (২৭) কিস্সাতু মাসীহিদ্ দাজ্জাল, (২৮) হিজাবুল মারয়াতি মুসলিমাহ, (২৯) হাজ্জাতুন্ নাবী , (৩০) আল ইসরা ওয়াল মি'রাজ, (৩১) রাওযুন নাযীর, (৩২) তা'লকির রাগীব, (৩৩) রিসালাহ বিদ'আত, ইত্যাদি।

আলবানী সম্পর্কে মতামত ঃ শায়খ আব্দুল আযীয বিন বা-য তাকে যুগ মুহাদ্দিস নামে অভিহিত করেছেন। ইসলামী যুবকদের বিশ্ব সংগঠন-আননাদওয়াতুল 'আ-লামিয়্যাহ লিশ্শাবা-বিল ইসলামী'র জেনারেল সেক্রেটারী ডঃ মা-নি' ইবনু হাম্মাদ আলজুহানী বলেন, আল্লামা আলবানী সম্পর্কে বলা যায় যে, বর্তমান যুগে আকাশের নীচে তাঁর চেয়ে বড় হাদীস বিশারদ আর কেউ নেই। ডঃ সুহায়িব হাসান বলেন, আলবানী বিংশ শতকের হাদীস শাস্ত্রের মু'জিযাহ (অলৌকিক ঘটনা)।

মৃত্যু ঃ ১৯৯৯ ঈসায়ী সনের ২ অক্টোবর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি.) জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদানের জন্য বিশ্ববাসী তাঁকে স্মরণ করে রাখবে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন-আমীন।

https://www.facebook.com/178945132263517

যা জানা জরুরী

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ ঃ

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীস প্রধানত দু' প্রকার ঃ (১) সহীহ, (২) হাসান। এর প্রত্যেকটির আবার দু'টি প্রকার রয়েছে। অতএব, গ্রহণযোগ্য ও দলিলযোগ্য হাদীস চার প্রকার।

১। সহীহ লিযাতিহী ঃ যে হাদীসের সানাদ অবিচ্ছিন্ন হয়, বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হন এবং সানাদটি শা'জ ও মু'আল্লাল না হয় সে হাদীসকে সহীহ বা সহীহ লিযাতিহী বলে। গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলোর মধ্যে সহীহ লিযাতিহী'র মর্যাদা সবচেয়ে বেশী।

২। হাসান লিযাতিহী ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তিতে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে কিন্তু সহীহ হাদীসের অবশিষ্ট চারটি শর্ত বহাল আছে তাকে হাসান লিযাতিহী হাদীস বলা হয়।

৩। সহীহ লিগাইরিহী (অন্য সানাদের কারণে সহীহ) ঃ যদি হাসান হাদীসের সানাদ সংখ্যা অধিক হয় তখন এর দ্বারা হাসান রাবীর মাঝে যে ঘাটতি ছিল তা পূরণ হয়ে যায়। এরূপ অধিক সানাদে বর্ণিত হাসান হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহী বলা হয়।

৪। হাসান লিগাইরহী (অন্য সানাদের কারণে হাসান) ঃ অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীস একাধিক সানাদে বর্নিত হলে তাকে হাসান লিগাইরিহী বলা হয়। এটি মূলত দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং এর বর্ণনাকারী ফাসিক ও মিথ্যার দোষে দোষী না হয় তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে হাসান এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর মান হাসান লিযাতিহী'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

যঈফ বা অগ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ

যে হাদীসে হাসান লি গাইরিহী শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ বা দুর্বল হাদীস বলে। ইমাম নাবাবী বলেন, যে হাদীসের (বর্ণনাকারীর মাঝে) সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ হাদীস বলে। এরূপ হাদীস অগ্রহণযোগ্য।

প্রধানত ঃ দুটি কারনে হাদীস প্রত্যাখ্যাত হয়।

(১) সানাদ থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাওয়া।

(২) বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকা। এই অভিযোগ বর্ণনাকারীর দ্বীনদারী সম্পর্কিত হতে পারে আবার আয়ত্বশক্তি সম্পর্কিতও হতে পারে। নিম্নে যে সকল হাদীস অগ্রহণযোগ্য ও ত্রুটিযুক্ত হাদীস শাস্ত্রে সেগুলোর পরিভাষাগত পরিচয় তুলে ধরা হলো ঃ

১। মু'আল্লাক ঃ যে হাদীসে সানাদের শুরু থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে তাকে মু'আল্লাক বলা হয়।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

২। **মুনকাতি'** ঃ হাদীসের সানাদে যে কোন স্থান থেকে বর্ণনাকারী বাঁদ পড়াকে মুনকাতি' বলা হয়।

৩। **মুরসাল** ঃ যে হাদীসের সানাদের শেষ ভাগে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাবিঈর মাঝে কোন রাবী পড়ে গেছে তাকে মুরসাল বলা হয়।

মুরসাল হাদীসকে প্রত্যাখ্যাত শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখ করার কারণ হলো উহ্য বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে না জানা। কেননা, উক্ত উহ্য ব্যক্তি সাহাবীও হতে পারেন, তাবিঈও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি দুর্বলও হতে পারেন, আবার নির্ভরযোগ্যও হতে পারেন ইত্যাদি।

তবে যদি উক্ত তাবিঈ সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারো নিকট থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন না, তাহলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটিকে মুলতবী রাখার পক্ষপর্তী। কেননা, তাতে সন্দেহ বহাল থেকে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মালিক (রহঃ) মরসাল হাদীস সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণের মত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) তা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেছেন, যদি তা অন্য একটি সানাদে বর্ণিত হবার কারণে শক্তি সঞ্চয় করে, চাই সে সানাদ মুত্তাসিল হোক বা মুরসাল; তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এর দ্বারা উহ্য ব্যক্তি মৌলিকভাবে নির্ভরযোগ্য হবার সম্ভাবনা জোরদার হবে। হানাফীদের মধ্যে আবূ বাক্র রাজী ও মালিকীদের মধ্যে আবুল ওলীদ রাজী বর্না করছেন ঃ কোন বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য এবং অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের ব্যক্তি থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন, তাহলে তার মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না, এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

৪। **মু'দাল** ঃ হাদীসের সানাদ থেকে ধারাবাহিকভাবে দু' বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেলে তাকে মু'দাল বলে।

৫। **মুদাল্লাস** ঃ সানাদের ত্রুটিকে গোপন করে তাকে অন্যর কাছে সুন্দর করে তুলে ধরা। অর্থাৎ বর্ণনাকারী সানাদে স্বীয় শায়খের নাম গোপন রেখে তার উপরস্থ শায়খের নামে এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করা যেন তিনি নিজেই তার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন। অথচ তিনি তার কাছ থেকে শুনেননি। এরূপ হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়। সানাদে তাদলীস বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। মুদাল্লিস হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর মুদাল্লিস ব্যক্তি যদি যইফ হয় তাহলে তার সবই বাতিল।

৬ **শায** ঃ একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যদি তার চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনার সাথে গড়মিল হয় (বিপরীত হয়) তাহলে তাকে শা'য বলা হয়। শা'য হাদীস সহীহ নয়। এটি হাদীস শাস্ত্রের জন্য দোষণীয়।

৭ **মা'রুফ** ঃ যদি দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনায় গড়মিল দেখা যায় তাহলে যার বর্ণনাটিকে প্রধান্য দেয়া হয় তাকে মা'রুফ বলে। অন্য কথায় পরস্পর বিরোধী দু'টি যঈফ হাদীসের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম যঈফ তাকে মা'রুফ বলা হয়।

https://www.facebook.com/178945132263517

৮। মুনকার ঃ মা'রুফ হাদীসের বিপরীতে অধিকতর দুর্বল হাদীসকে মুনকার বলা হয়। মুনকার হাদীস ত্রুটিমুক্ত।

৯। মাতরূক ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলার কারণে যার হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয় তাকে মাতরূক বলে। তবে খাঁটি মনে তাওবাহ করে যদি সে সত্য পথ অবলম্বন করে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পরবর্তীতে তার হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০। মাওযু' বা বানোয়াট ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রসূলের নামে বানোয়াট হাদীস তৈরী করে তবে তার হাদীসকে মাওযু' বা বানোয়াট বলা হয়। বানোয়াট হাদীস সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য এবং তা বর্ণনা করা হারাম। হাদীস জালকারী খাঁটি মনে তাওবাহ করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।

১১। মুবহাম ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী পরিচয় ভাল করে জানা যায়নি যার দ্বারা তার দোষ-গুণ যাচাই করা যায় তাকে মুবহাম বলা হয়। সাহাবী ব্যতিত কারোর মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১২। মুদরাজ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী নিজের অথবা অন্য কারোর কথা সংযোজন করে দেয় তাকে মুদরাজ বলা হয়। মুদরাজ সানাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার মাতানের মধ্যেও হতে পারে। হাদীসে এরূপ সংযোজন করা হারাম।

কতিপয় পরিভাষা

১। মুতাওয়াতির ঃ মুতাওয়াতির বলা হয় সেই হাদীসকে যেটিকে এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

২। খবরু ওয়াহিদ ঃ আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি। এই খবরু ওয়াহিদ তিন প্রকার ঃ

(ক) মাশহুর ঃ আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহূর বলা হয়। **(খ) আযীয ঃ** সেই হাদীসকে বলা হয় যার সানাদের প্রতিটি স্তরে দু'জন করে বর্ণনাকারী রয়েছে। **(গ) গরীব ঃ** যে হাদীসের সানাদের কোন এক স্তরে মাত্র একজনে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকেই বলা হয় গরীব হাদীস।

৩। মারফূ' ঃ যে হাদীসের সানাদ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে বা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বা কাজ বা তার মৌন সমর্থনকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীস।

৪। মাওকূফ ঃ যে হাদীসের সানাদ সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে বা সাহাবীর কথা বা কর্ম বা

https://www.facebook.com/178945132263517

সমর্থনকে বলা হয় 'মাওকূফ'।

৫। **মাক্বতূ** ঃ তাবিঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাক্বতূ'।

৬। **মুত্তাসিল** ঃ যে মারফূ বা মাওকূফ-এ সানাদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকে 'মুত্তাসিল' বলা হয়।

৭। **মাহ্ফূয** ঃ যে হাদীসটি বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে বলা হয় 'মাহফুয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

৮। **মাজহূল** ঃ যে বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকে 'মাজহূল' বলা হয়। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৯। **জাহালাত** ঃ যে সানাদের কোন বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না সে সানাদটিকে জাহালাত (অজ্ঞতা) সম্বলিত সানাদ বলা হয়।

১০। **তাবে'** ঃ তাবে' বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এতে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী (সহাবী) ভিন্ন হবেন একই ব্যক্তি হবে না।

১১। **শাহিদ** ঃ শাহিদ বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থেরদিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এতে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী (সহাবী) ভিন্ন হবেন একই ব্যক্তি হবেন না।

১২। **মুতাবা'আত** ঃ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'। এটি দুই প্রকার ঃ **(ক) মুতাবা'আতু তাম্মাহ** ঃ যদি সানাদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াত' তাম্মাহ' বলা হয়। **(খ) মুতাবা'আতু কাসিরাহ** ঃ যদি সানাদের মাঝের কোন বর্ণনাকারী স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে মুতাবা'য়াতু কাসিরা' বলা হয়।

১৩। **তাসহীফ** ঃ আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে। পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্হাফ বলা হয় ঃ শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে।

তাসহীফ সানাদ ও মাতান উভয়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সাধারণত শিক্ষক বা শায়খের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজী হতে হাদীস গ্রহণকারী বর্ণনাকারী তাসহীফ-এর পতিত হয়ে থাকেন। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ)-এর নিকট মুসাহ্হাফ বলা হয় নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সানাদে ব্যক্তির নামের বা হাদীসের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নুকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

https://www.facebook.com/178945132263517

ইবনু মাজাহ ১ম খন্ড গ্রন্থের দুর্বল হাদীসের বিন্যাস নাম্বার

যঈফ বা দুর্বল হাদীস ঃ ১৯, ৪৬, ৫০, ৫৪, ৫৬, ৬২, ৭০, ৭৩, ৭৫, ৮৪, ৯৯, ১০৯, ১১০, ১৩৭, ১৪০, ১৪৫, ১৪৯, ১৫২, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৯৩, ২০০, ২০৮, ২১৭, ২১৯, ২২৮, ২২৯, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৯, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৭৯, ২৮৯, ২৯৯, ৩০১, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৮, ৩১৯, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৭, ৩৩০, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫৬, ৩৬১, ৩৬৯, ৩৭৫, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৯১, ৩৯২, ৪১০, ৪২০, ৪২৫, ৪৩২, ৪৪৯, ৪৬৩, ৪৬৬, ৪৬৯, ৪৮৭, ৪৯৬, ৪৯৭, ৫০১, ৫০৩, ৫১২, ৫১৯, ৫২১, ৫৩২, ৫৪৮, ৫৫০, ৫৫৭, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৮০, ৫৯৪, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬৪৫, ৬৫০, ৬৫৪, ৬৫৯, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৯৪, ৭০৭, ৭১০, ৭১৫, ৭১৭, ৭১৭, ৭১৯, ৭২৬, ৭২৭, ৭৩৭, ৭৪০, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৫০, ৭৫২, ৭৫৭, ৭৭৯, ৮০২, ৮০৭, ৮১৫, ৮২৮, ৮৩০, ৮৩৯, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৫৩, ৮৭৯, ৮৮২, ৮৮৭, ৮৯০, ৮৯৪, ৯০২, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯৪৩, ৯৪৮, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৭, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৮২, ১০০৫, ১০০৭, ১০২৭, ১০৩১, ১০৩২, ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৬৯ = ১৪৮

যঈফ জিদ্দান বা খুবই দুর্বল ঃ ২১, ৭৪, ৮৭, ১০৩, ১৬৫, ২১০, ২১৬, ২৬৩, ২৬৫, ৩০৯, ৩১১, ৩২৩, ৩৬২, ৪১৯, ৪২১, ৪৮৪, ৫৫১, ৫৭৪, ৬১৫, ৬৫৯, ৬৫৭, ৬৬৪, ৭৪১, ৭৬০, ৮৫৭, ১০৬২ = ২৬

মুনকার ঃ ১০৪, ৪০০, ৪৭৬, ৫৯৫, ৮৩৩, ৯১৭, ৯৮১, ১০০৮, ১০১০, ১০৭২ = ১০

সানাদ যঈফ ঃ ৫১, ৫০৭, ৮৪২ = ৩

বাতিল ঃ ১২০ = ১

মাওযু বা বানোয়াট ঃ ৪৯, ৫৫, ৬৫, ১৪১, ২২২, ২৪৮, ৪২৪, ৭১২, ৮৯৬, ৯৬৮ = ১০

https://www.facebook.com/178945132263517

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	
1 – المقدمة পর্ব-১ ঃ ভূমিকা		
অনুচ্ছেদ-১: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ	১	1 - بَابُ اتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
অনুচ্ছেদ-২:রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার বিরুদ্ধবাদীর প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ।	৫	2 - بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ
অনুচ্ছেদ-৩: আল্লাহ্র রাসূল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করা।	১১	3 - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
অনুচ্ছেদ- ৪: ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ এর উপর মিথ্যারোপের কঠোর পরিণতি	১৪	4 - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَعَمُّدِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ
অনুচ্ছেদ- ৫: জ্ঞাতসারে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-এর দিকে সম্বন্ধ করে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করা	১৬	5 - بَابُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ
অনুচ্ছেদ-৬: হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ	১৮	6 - بَابُ اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ
অনুচ্ছেদ- ৭: বিদ্'আত ও ঝগড়া-ফাসাদ থেকে বিরত থাকা	১৯	7 - بَابُ اجْتِنَابِ الْبِدَعِ وَالْجَدَلِ
অনুচ্ছেদ- ৮: মতামত প্রদান ও ক্বিয়াস করা থেকে বিরত থাকা	২৪	8 - بَابُ اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ– ৯: ঈমান প্রসঙ্গে	২৭	9 – بَابٌ: فِي الإِيمَان
অনুচ্ছেদ– ১০: তাক্বদীর প্রসঙ্গে	৩৭	10 – بَابٌ: فِي القَدَر
অনুচ্ছেদ–১১: আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের ফাযীলাতের বর্ণনা	৪৬	بَابٌ: فِي فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
অধ্যায়: ‘উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু -এ ফযীলত	৫০	بَابُ فَضْلِ عُمَرَ رضى الله عنه
অধ্যায়: ‘উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফযীলত	৫৩	بَابُ فَضْلِ عُثْمَانَ رضى الله عنه
অধ্যায়: ‘আলী ইবনু আবূ তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফযীলত	৫৫	بَابُ فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه
অধ্যায়: যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফযীলত	৫৯	بَابُ فَضْلِ الزُّبَيْرِ رضى الله عنه
অধ্যায়: তাল্‌হা ইবনু ‘উবাদুল্লাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফযীলত	৬০	بَابُ فَضْلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رضى الله عنه
অধ্যায়: সা‘দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফযীলত	৬১	بَابُ فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضى الله عنه
অধ্যায়: ‘আশারা-ই মুবাশশারা রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফযীলত	৬৩	بَابُ فَضَائِلِ العَشَرَةِ رضى الله عنهم
অধ্যায়: আবূ ‘উবাইদাহ্ ইবনুল জার্‌রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফযীলত	৬৩	**بَابُ فَضْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رضى الله عنه**
অধ্যায়: ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর	৬৪	بَابُ فَضْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

https://www.facebook.com/178945132263517

ফাযীলাত		رضى الله عنه
অধ্যায়: 'আব্বাস ইবনু 'আব্দুল মুত্তালিবের রাযিয়াল্লাহু আনহু ফাযীলাত	৬৫	بَابُ فَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضى الله عنه
অধ্যায়: হাসান ও হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুম -এর ফাযীলাত	৬৬	بَابُ فَضْلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَىْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنهم
অধ্যায়: 'আম্মার ইবনু ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফাযীলাত	৬৮	بَابُ فَضْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
অধ্যায়: সালমান, আবু যার ও মিক্বদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফাযীলাত	৬৯	باب فَضْلِ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ
অধ্যায়: বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফাযীলাত	৭০	بَابُ فَضَائِلِ بِلاَلٍ
অধ্যায়: খাব্বার রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফযীলত	৭১	باب فَضَائِلِ خَبَّابٍ
অধ্যায়: আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফাযীলাত	৭৩	باب فَضْلِ أَبِي ذَرٍّ
অধ্যায়: সা'দ ইবনু মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফাযীলাত	৭৩	بَابُ فَضْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ
অধ্যায়: জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফাযীলাত	৭৪	بَابُ فَضْلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ
অধ্যায়: বদরী সাহাবীগণের ফাযীলাত	৭৪	بَابُ فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ

https://www.facebook.com/178945132263517

অধ্যায়: আনসারদের ফাযীলাত	৭৬	بَابُ فَضْلِ الأَنْصَارِ
অধ্যায়: ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ফযীলত	৭৭	بَابُ فَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ
অনুচ্ছেদ-১২ : খারেজী সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসংগে	৭৭	بَابٌ فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ
অনুচ্ছেদ–১৩: জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় যা অস্বীকার করে, সে প্রসঙ্গে	৮২	13 - بَابٌ فِيمَا أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ
অনুচ্ছেদ–১৪: যে ব্যক্তি কোন ভাল অথবা মন্দ কাজের প্রচলন করে	৯৫	14 - باب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً
অনুচ্ছেদ–১৫: মৃত সুন্নাত জীবিত করা	৯৭	15 - بَابُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ
অনুচ্ছেদ–১৬: কুরআন শিক্ষা করা এবং তা শিক্ষা দেওয়ার ফযীলত	৯৮	16 - بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
অনুচ্ছেদ–১৭: 'আলিমগনের ফযীলত এবং ঈলম অর্জনের জন্য উৎসাহ প্রদান	১০৩	17 - بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ والحثّ على طلبِ العِلمِ
অনুচ্ছেদ–১৮: যে ঈল্‌মের প্রচার করে তার বিবরণ	১০৮	18 - باب مَنْ بَلَّغَ عِلْمًا
অনুচ্ছেদ–১৯: যারা কল্যাণের চাবিকাঠি, তাদের বর্ণনা	১১০	19 - بَابُ مَنْ كَانَ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ
অনুচ্ছেদ–২০: লোকদের কল্যাণকর বিষয়ে শিক্ষাদাতার পুরস্কার	১১১	20 - بَابُ ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ–২১: যে ব্যক্তি অন্যের পেছনে চলা মাকরূহ মনে করে	১১৩	21 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ عَقِبَاهُ
অনুচ্ছেদ–২২ : ঈলম শিক্ষার্থীদের প্রতি উপদেশ	১১৪	22 - باب الوَصَاةِ بِطَلَبَةِ العِلمِ
অনুচ্ছেদ–২৩: ঈলম দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং তদনুযায়ী 'আমল করা	১১৬	23 - بَابُ الانْتِفَاعِ بِالعِلمِ وَالعَمَلِ بِهِ
অনুচ্ছেদ–২৪: যাকে কিছু ঈলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় আর সে তা গোপন করে	১২১	24 - بَابُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلمٍ، فَكَتَمَهُ

2 - كتاب الطهارة وسننها

পর্ব– ২ : পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ

অনুচ্ছেদ– ১: উযূ ও অপবিত্রতার গোসলের জন্য পানির পরিমাণ	১২৬	1 - باب مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ المَاءِ لِلوُضُوءِ وَالغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
অনুচ্ছেদ– ২: পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহ সলাত কবূল করেন না	১২৭	2 - باب لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
অনুচ্ছেদ– ৩: পরিবত্রতা সলাতেরচাবি	১২৮	3 - باب مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ
অনুচ্ছেদ– ৪: উযূর প্রতি যত্নবান হওয়া	১২৯	4 - باب المُحَافَظَةِ عَلَى الوُضُوءِ
অনুচ্ছেদ– ৫: উযূ ঈমানের অর্ধেক	১৩০	5 - باب الوُضُوءُ شَطْرُ الإِيمَانِ
অনুচ্ছেদ– ৬: পবিত্রতার সাওয়াব	১৩১	6 - باب ثَوَابِ الطُّهُورِ

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ– ৭: মিসওয়াকের বর্ণনা	১৩৩	7 - باب السِّوَاكِ
অনুচ্ছেদ– ৮: ফিতরাতের বর্ণনা	১৩৫	8 - باب الْفِطْرَةِ
অনুচ্ছেদ– ৯: পায়খানায় প্রবেশের সময় যা বলবে	১৩৭	9- باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ
অনুচ্ছেদ– ১০: পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় যা বলবে	১৩৯	10 - باب مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ
অনুচ্ছেদ– ১১: পায়খানায় অবস্থানকালে আল্লাহর যিকর করা এবং আংটি পরিধান করা	১৩৯	11 - باب ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْخَلاَءِ وَالْخَاتَمِ فِي الْخَلاَءِ
অনুচ্ছেদ– ১২: গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ	১৪০	12 - باب كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ
অনুচ্ছেদ– ১৩: দাঁড়িয়ে পেশাব করা	১৪১	13 - باب مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا
অনুচ্ছেদ– ১৪: বসে পেশাব করা	১৪২	14 - باب فِي الْبَوْلِ قَاعِدًا
অনুচ্ছেদ– ১৫: ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা এবং ডান হাতে ইস্তিনজা করা মাকরূহ্	১৪৩	15 - باب كَرَاهَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ وَالاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ
অনুচ্ছেদ– ১৬: পাথর দিয়ে ইস্তিনজা করা এবং গোবর ও পঁচা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা না করা	১৪৪	16 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهْىِ عَنِ الرَّوْثِ، وَالرِّمَّةِ
অনুচ্ছেদ–১৭: পেশাব-পায়খানার সময়	১৪৫	17 - باب النَّهْىِ عَنِ اسْتِقْبَالِ

https://www.facebook.com/178945132263517

ক্বিবলামুখী হওয়া নিষেধ		القِبْلَةِ بِالغَائِطِ وَالبَوْلِ
অনুচ্ছেদ– ১৮: খোলা জায়গা ব্যতীত ঘরের মধ্যে ক্বিবলামুখী হয়ে ইস্তিনজা করার অনুমতি	১৪৭	18 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الكُنُفِ وَإِبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَارَى
অনুচ্ছেদ– ১৯: পেশাবের পর পবিত্রতা হাসিল করা	১৪৯	19 - باب الاِسْتِبْرَاءِ بَعْدَ البَوْلِ
অনুচ্ছেদ– ২০: পেশাব করার পর উযূ না করা প্রসঙ্গে	১৫০	20 - باب مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
অনুচ্ছেদ– ২১: চলাচলের পথে পেশাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ	১৫০	21 - باب النَّهْيِ عَنِ الخَلاَءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ
অনুচ্ছেদ–২২: খোলা জায়গায় পায়খানা-পেশাবের জন্য দূরে যাওয়া	১৫২	22 - باب التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازِ فِي الفَضَاءِ
অনুচ্ছেদ–২৩: পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা	১৫৩	23 - باب الاِرْتِيَادِ لِلْغَائِطِ وَالبَوْلِ
অনুচ্ছেদ– ২৪: একত্রে বসে পায়খানা করা এবং এ সময় পরস্পর কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ	১৫৫	24 - باب النَّهْيِ عَنِ الاِجْتِمَاعِ، عَلَى الخَلاَءِ وَالحَدِيثِ عِنْدَهُ
অনুচ্ছেদ– ২৫: বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ	১৫৬	25 - باب النَّهْيِ عَنِ البَوْلِ، فِي المَاءِ الرَّاكِدِ
অনুচ্ছেদ– ২৬: পেশাব করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা	১৫৭	26 - باب التَّشْدِيدِ فِي البَوْلِ

https://www.facebook.com/178945132263517

27 - باب الرَّجُل يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ	১৬৮	অনুচ্ছেদ– ২৭: যে পেশাব করে, তাকে সালাম দেওয়া
28 - باب الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ	১৬০	অনুচ্ছেদ– ২৮: পানি দিয়ে ইস্তিনজা করা
29 - باب مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ	১৬২	অনুচ্ছেদ– ২৯: ইস্তিনজা করার পর যমীনে হাত ঘষা
30 - باب تَغْطِيَةِ الإِنَاءِ	১৬২	অনুচ্ছেদ– ৩০: পাত্র ঢেকে রাখা
31 - باب غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ	১৬৩	অনুচ্ছেদ– ৩১: কুকুরের এঁটো করা পাত্র ধোয়ার বর্ণনা
32 - باب الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ	১৬৫	অনুচ্ছেদ– ৩২: বিড়ালের উচ্ছিষ্ট দিয়ে উযু করা এবং এ বিষয়ে অনুমতি
33 - باب الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ	১৬৬	অনুচ্ছেদ– ৩৩: নারীর ব্যবহৃত উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা উযূ করার অনুমিত
34 - باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ	১৬৭	অনুচ্ছেদ– ৩৪: স্ত্রীর ব্যবহৃত (উদ্বৃত্ত) পানি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ
35 - باب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ	১৬৮	অনুচ্ছেদ–৩৫: স্বামী-স্ত্রী একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করা
36 - باب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّآنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ	১৬৯	অনুচ্ছেদ–৩৬: স্বামী-স্ত্রী একই পাত্রের পানিতে উযূ করা
37 - باب الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ	১৭০	অনুচ্ছেদ– ৩৭: নাবীয দিয়ে উযূ করা

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ– ৩৮: সমুদ্রের পানি দিয়ে উযূ করা	১৭১	38 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ
অনুচ্ছেদ– ৩৯: উযূর ব্যাপারে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা এবং তার পানি ঢালার বর্ণনা	১৭৩	39 - باب الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوئِهِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِ
অনুচ্ছেদ– ৪০: নিদ্রা থেকে জাগ্রহত হয়ে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করাবে কি?	১৭৪	40 - باب الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا؟
অনুচ্ছেদ– ৪১: উযূ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা	১৭৬	41 - باب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ
অনুচ্ছেদ– ৪২: ডানদিক থেকে উযূ করা	১৭৭	42 - باب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ
অনুচ্ছেদ– ৪৩: এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া	১৭৮	43 - باب الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ
অনুচ্ছেদ– ৪৪: নাকের ভেতর পানি দেওয়া ও নাক উত্তমরূপে পরিষ্কার করা	১৭৯	44 - باب الْمُبَالَغَةِ فِي الاِسْتِنْشَاقِ وَالاِسْتِنْثَارِ
অনুচ্ছেদ– ৪৫: একবার একবার করে উযূর অঙ্গ ধৌত করা প্রসঙ্গে	১৮০	45 - باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً
অনুচ্ছেদ– ৪৬: উযূর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করা	১৮১	46 - باب الْوُضُوءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا
অনুচ্ছেদ–৪৭ : একবার-একবার, দু'বার-দু'বার এবং তিনবার-তিনবার করে উযূর অঙ্গ ধোয়া প্রসঙ্গে	১৮৩	47 - باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ-- ৪৮: উযূতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং উযূর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা	১৮৪	48 - باب مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوَضُوءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّعَدِّي فِيهِ
অনুচ্ছেদ- ৪৯: পরিপূর্ণভাবে উযূ করার বর্ণনা	১৮৬	49 - باب مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
অনুচ্ছেদ- ৫০: দাঁড়ি খিলাল করা প্রসঙ্গে	১৮৭	50 - باب مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ
অনুচ্ছেদ- ৫১: মাথা মাসাহ্ করা প্রসঙ্গে	১৮৮	51 - باب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ
অনুচ্ছেদ- ৫২: উভয় কান মাসাহ্ করা প্রসঙ্গে	১৯০	52 - باب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الأُذُنَيْنِ
অনুচ্ছেদ- ৫৩: উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত	১৯১	53 - باب الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ
অনুচ্ছেদ- ৫৪: আঙ্গুল খিলাল করা	১৯২	54 - باب تَخْلِيلِ الأَصَابِعِ
অনুচ্ছেদ- ৫৫: পায়ের গোড়ালী ধোয়া	১৯৩	55 - باب غَسْلِ الْعَرَاقِيبِ
অনুচ্ছেদ- ৫৬: দু' পা ধোয়া প্রসঙ্গে	১৯৫	56 - باب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ
অনুচ্ছেদ- ৫৭: আল্লাহ্র নির্দেশিত পন্থায় উযূ করা	১৯৬	57 - باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى
অনুচ্ছেদ- ৫৮: উযূর পরে পানি ছিটানো প্রসঙ্গে	১৯৭	58 - باب مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ
অনুচ্ছেদ-৫৯ : উযূ ও গোসলের পর রুমাল ব্যবহার করা	১৯৯	59 - باب الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ– ৬০: উযূর পরে যা বলতে হয়	২০০	60 - باب مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ
অনুচ্ছেদ– ৬১: পিতলের পাত্রে উযূ করা	২০১	61 - باب الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ
অনুচ্ছেদ– ৬২: ঘুম থেকে জেগে উযূ করা	২০২	62 - باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ
অনুচ্ছেদ– ৬৩: লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে উযূ করা	২০৩	63 - باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
অনুচ্ছেদ– ৬৪: লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযূ না করার অনুমতি	২০৫	64 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
অনুচ্ছেদ– ৬৫: আগুনের তাপে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযূ করা প্রসঙ্গে	২০৫	65 - باب الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ
অনুচ্ছেদ– ৬৬: আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযূ না করা প্রসঙ্গে	২০৭	66 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
অনুচ্ছেদ– ৬৭: উটের গোশ্ত খাওয়ার পর উযূ করা প্রসঙ্গে	২০৯	67 - باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ
অনুচ্ছেদ– ৬৮: দুধপান করার পর কুলি করা	২১১	68 - باب الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ
অনুচ্ছেদ– ৬৯: চুমু দেওয়ার পর উযূ করা প্রসঙ্গে	২১২	69 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ
অনুচ্ছেদ– ৭০: মযী বের হলে উযূ করা	২১২	70 - باب الْوُضُوءِ مِنَ

https://www.facebook.com/178945132263517

المَدْى		
71 - باب وُضُوءِ النَّوْمِ	২১৪	অনুচ্ছেদ–৭১: শোয়ার সময় উযূ করা
72 - باب الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ	২১৫	অনুচ্ছেদ– ৭২: প্রত্যেক সলাতের জন্য উযূ করা এবং একই উযূতে সলাতসমূহ আদায় করা প্রসঙ্গে
73 - باب الْوُضُوءِ عَلَى الطُّهَارَةِ	২১৬	অনুচ্ছেদ–৭৩: উযূ থাকতে উযূ করা
74 - باب لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ	২১৭	অনুচ্ছেদ– ৭৪: উযূ ভংগ না হলে উযূ করার প্রয়োজন নেই
75 - باب مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لاَ يَنْجَسُ	২১৮	অনুচ্ছেদ– ৭৫: পানি যে পরিমাণ হলে অপবিত্র হয় না, সে প্রসঙ্গে
76 - باب الْحِيَاضِ	২১৯	অনুচ্ছেদ–৭৬: হাউজের বর্ণনা প্রসঙ্গে
77 - باب مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ	২২০	অনুচ্ছেদ–৭৭: যে চিবিয়ে খাবার খায় না, এমন শিশুর পেশাব প্রসঙ্গে
78 – بَابٌ: الأَرْضُ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كَيْفَ تُغْسَلُ	২২৩	অনুচ্ছেদ–৭৮: প্রস্রাবসিক্ত যমীন কিরূপে ধুতে হবে?
79 – باب: الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا	২২৪	অনুচ্ছেদ–৭৯: যমীনের একাংশ অপরাংশকে পবিত্র করার বর্ণনা
80 - باب مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ	২২৬	অনুচ্ছেদ–৮০: অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা
81 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ	২২৭	অনুচ্ছেদ–৮১: কাপড়ে বীর্য লেগে যাওয়া

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রসঙ্গে		الثَّوْبَ
অনুচ্ছেদ–৮২: কাপড় থেকে বীর্য খুটিয়ে ফেলা	২২৭	82 - باب فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ
অনুচ্ছেদ–৮৩: সহবাসকালে পরিধেয় কাপড়ে সলাত আদায় করা প্রসঙ্গে	২২৮	83 - باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ
অনুচ্ছেদ–৮৪: উভয় মোজার উপর মাসাহ করার প্রসঙ্গে	২৩০	84 - باب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
অনুচ্ছেদ–৮৫: মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসাহ করা প্রসঙ্গে	২৩২	85 - باب فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ
অনুচ্ছেদ– ৮৬: মুকীম ও মুসাফিরের জন্য মাসাহ করার সময়সীমা প্রসঙ্গে	২৩৩	86 - باب مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ
অনুচ্ছেদ–৮৭: অনির্ধারিত সময়ের জন্য মাসাহ করা প্রসঙ্গে	২৩৫	87 - باب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ
অনুচ্ছেদ–৮৮: চামড়ার মোজা ও জুতার উপর মাসাহ প্রসঙ্গে	২৩৬	88 - باب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ
অনুচ্ছেদ–৮৯: পাগড়ীর উপর মাসাহ করা প্রসঙ্গে	২৩৭	89 - باب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ
অনুচ্ছেদ–৯০: তায়াম্মুম প্রসঙ্গে	২৩৮	90 - باب مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ
অনুচ্ছেদ– ৯১: তায়াম্মুমে (মাটিতে) একবার হাত মারা প্রসঙ্গে	২৪০	91 - باب مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ– ৯২: তায়াম্মুম করার সময় জমিনে দুইবার হাত মারা প্রসঙ্গে	২৪১	92 - باب فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ
অনুচ্ছেদ–৯৩: অপবিত্র আহত ব্যক্তি গোসল করায় নিজের ক্ষতির আশংকা করলে	২৪১	93 - باب فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ
অনুচ্ছেদ–৯৪: অপবিত্রতা থেকে গোসল প্রসঙ্গে	২৪২	94 - باب مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
অনুচ্ছেদ–৯৫: জানাবাত থেকে গোসল করা	২৪৩	95 - باب فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
অনুচ্ছেদ–৯৬: গোসলের পর উযূ করা প্রসঙ্গে	২৪৪	96 - باب فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ
অনুচ্ছেদ–৯৭: মহিলার জানাবাতের গোসলের পূর্বে কোন লোকের স্বীয় স্ত্রীর শরীরের সঙ্গে শরীর লাগিয়ে গরম করা প্রসঙ্গে	২৪৫	97 - باب فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
অনুচ্ছেদ–৯৮: পানি স্পর্শ ব্যতিরেকে অপবিত্র অবস্থায় নিদ্রা যাওয়া প্রসঙ্গে	২৪৫	98 - باب فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً
অনুচ্ছেদ–৯৯: অপবিত্র ব্যক্তি সলাতের ন্যায় উযূ করা ব্যতীত ঘুমাবে না	২৪৬	99 - باب مَنْ قَالَ لاَ يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ
অনুচ্ছেদ–১০০: স্ত্রীর সাথে পুনঃ সহবাসের ইচ্ছা করলে উযূ করে নেবে	২৪৭	100 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ
অনুচ্ছেদ– ১০১: সব স্ত্রীর সংগে সহবাস করার পর একেবার গোসল করা	২৪৭	101 - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلاً

https://www.facebook.com/178945132263517

		وَاحِدًا
অনুচ্ছেদ- ১০২: প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর গোসল করা	২৪৮	102 - باب فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلاً
অনুচ্ছেদ- ১০৩: অপবিত্র অবস্থায় পানাহার করা	২৪৯	103 - باب فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ
অনুচ্ছেদ- ১০৪: পানাহারের জন্য দু' হাত ধোয়া যথেষ্ট	২৪৯	104 - باب مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ
অনুচ্ছেদ-১০৫: বিনা উযূতে কুরআন তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গে	২৫০	105 - باب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
অনুচ্ছেদ-১০৬: প্রতিটি পশমের গোড়া অপবিত্র হওয়া প্রসঙ্গে	২৫১	106 - باب تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ
অনুচ্ছেদ-১০৭: পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদের স্বপ্নদোষ হওয়া প্রসঙ্গে	২৫২	107 - باب فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ
অনুচ্ছেদ-১০৮: মহিলাদের অপবিত্রতা থেকে গোসল করা	২৫৪	108 - باب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ
অনুচ্ছেদ-১০৯: অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কি স্থির পানিতে ডুব দেয়া যথেষ্ট?	২৫৫	109 - باب الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ
অনুচ্ছেদ- ১১০: বীর্যপাতে গোসল ওয়াজিব হয়	২৫৫	110 - باب الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ
অনুচ্ছেদ- ১১১: পুরুষ ও নারীর লজ্জাস্থান মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গ	২৫৬	111 - باب مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْتِقَاءِ

https://www.facebook.com/178945132263517

		الخِتَانَيْن
অনুচ্ছেদ- ১১২: স্বপ্নদোষের পর আর্দ্রতা দেখতে না পেলে	২৫৭	112 - باب مَن احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلاً
অনুচ্ছেদ-১১৩: গোসলের সময় পর্দা করা প্রসঙ্গে	২৫৮	113 - باب مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ
অনুচ্ছেদ- ১১৪: পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে সলাত আদায় করা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে	২৫৯	114 - باب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ
অনুচ্ছেদ- ১১৫: ঋতুবতী স্ত্রীলোকের হায়েযের সময় পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত নির্গত হওয়া প্রসঙ্গে	২৬০	115 - باب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَقْرَاءَهَا
অনুচ্ছেদ-১১৬: যখন ইস্তিহাযা ও হায়েযের সংমিশ্রণ ঘটে, ফলে যে স্ত্রীলোকহায়েযের সময়কাল বুঝতে পারে না তখন করণীয় কী?	২৬৩	116 - باب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا
অনুচ্ছেদ- ১১৭: সেই কুমারী মেয়ের বর্ণনা, যার প্রথমেই ইস্তিহাযা এসেছে অথবা যে হায়েযের ইদ্দতের কথা ভূলে গেছে	২৬৪	117 - باب مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا
অনুচ্ছেদ-১১৮: কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে যাওয়া প্রসঙ্গে	২৬৫	118 - باب فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
অনুচ্ছেদ- ১১৯: ঋতুবতী মহিলা সলাতের কাযা আদায় করবে না	২৬৬	119 - باب الْحَائِضِ لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ
অনুচ্ছেদ- ১২০: হায়েয মহিলার মাসজিদ হতে কোন দ্রব্য নেয়া প্রসঙ্গে	২৬৭	120 - باب الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ
অনুচ্ছেদ- ১২১: ঋতুবতী মহিলার সাথে তার	২৬৮	121 - باب مَا لِلرَّجُلِ مِن

https://www.facebook.com/178945132263517

স্বামীর আচরণ প্রসঙ্গে		امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
অনুচ্ছেদ– ১২২: ঋতুবতী স্ত্রীর সংগে সহবাস করা নিষিদ্ধ	২৭০	122 - باب النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ
অনুচ্ছেদ– ১২৩: ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার কাফফারা	২৭০	123 - باب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا
অনুচ্ছেদ– ১২৪: ঋতুবতী মহিলার গোসলের পদ্ধতি	২৭০	124 - باب فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ
অনুচ্ছেদ–১২৫: ঋতুবতী মহিলার উচ্ছিষ্ট প্রসংগে	২৭২	125 - باب مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الْحَائِضِ
অনুচ্ছেদ– ১২৬: ঋতুবতী মহিলার মাসজিদে প্রবেশ না করা প্রসঙ্গে	২৭৩	126 - باب فِي مَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ
অনুচ্ছেদ– ১২৭: ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হবার পর হলুদ ও মেটে রঙের স্রাব দেখতে পেলে	২৭৩	127 - باب مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ
অনুচ্ছেদ– ১২৮: নিফাসওয়ালী মহিলাদের ইদ্দত প্রসংগে	২৭৪	128 - باب النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ
অনুচ্ছেদ–১২৯: ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা প্রসংগে	২৭৫	129- باب مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
অনুচ্ছেদ–১৩০: ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার করা	২৭৫	130 - باب فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ
অনুচ্ছেদ–১৩১: হায়যের কাপড়ে সলাত আদায় করা	২৭৬	131 - باب فِي الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ- ১৩২: প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা ওড়না পরিধান করা ব্যতীত সলাত আদায় করবে না	২৭৬	132 - باب إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ بِخِمَارٍ
অনুচ্ছেদ- ১৩৩: ঋতুবতী নারীর মেহেদিলাগানো	২৭৭	133 - باب الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ
অনুচ্ছেদ- ১৩৪: পট্টির উপর মাসাহ করা	২৭৭	134 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ
অনুচ্ছেদ- ১৩৫: কাপড়ে লালা লেগে যাওয়া	২৭৮	135 - باب اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
অনুচ্ছেদ- ১৩৬: পাত্রের পানিতে কুলি করা সম্পর্কে	২৭৮	136 - باب الْمَجِّ فِي الإِنَاءِ
অনুচ্ছেদ-১৩৭: অপরের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো নিষিদ্ধ	২৭৯	137 - باب النَّهْىِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ
অনুচ্ছেদ-১৩৮: জানাবাতের গোসলে শরীরের কোন অংশে পানি না পৌছালে যা করতে হবে	২৮০	138 - باب مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ
অনুচ্ছেদ-১৩৯: উযূর মধ্যে কোন স্থানে পানি না পৌছলে	২৮১	139 - باب مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ
2 - كتاب الصلاة **পর্ব- ২: সলাত (সলাত প্রসঙ্গ)**		
অনুচ্ছেদ- ১: সলাতের ওয়াক্তসমূহ	২৮৪	1 - باب أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ– ২: ফজরের সলাতের ওয়াক্ত	২৮৬	2 - باب وَقْتِ صَلاَةِ الْفَجْرِ
অনুচ্ছেদ– ৩: যুহরের সলাতের ওয়াক্ত	৩৮৭	3 - باب وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ
অনুচ্ছেদ– ৪: প্রচণ্ড গরমের দিনে যুহরের সলাত আদায়ে বিলম্ব করা	২৮৮	4 - باب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
অনুচ্ছেদ– ৫: 'আসরের সলাতের ওয়াক্ত	২৯০	5 - باب وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ
অনুচ্ছেদ– ৬: 'আসরের সলাতের হিফাযত করা	২৯০	6 - باب الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ
অনুচ্ছেদ– ৭: মাগরিবের সলাতের ওয়াক্ত	২৯১	7 - باب وَقْتِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ
অনুচ্ছেদ– ৮: 'ঈশার সলাতেরওয়াক্ত	২৯২	8 - باب وَقْتِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ
অনুচ্ছেদ– ৯: মেঘাচ্ছন্ন দিনে সলাতেরওয়াক্ত	২৯৪	9 - باب مِيقَاتِ الصَّلاَةِ فِي الْغَيْمِ
অনুচ্ছেদ– ১০: যে ব্যক্তি সলাত আদায় না করে নিদ্রা যায় অথবা সলাতের কথা ভুলে যায়	২৯৪	10 - باب مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ نَسِيَهَا
অনুচ্ছেদ–১১: ওযর ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সলাতের ওয়াক্ত	২৯৭	11 - باب وَقْتِ الصَّلاَةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ
অনুচ্ছেদ– ১২: 'ঈশার সলাতেরপূর্বে ঘুমানো এবং 'ইশার সলাতের পরে কথাবার্তা বলা নিষেধ	২৯৮	12 - باب النَّهْىِ عَنِ النَّوْمِ، قَبْلَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيثِ، بَعْدَهَا

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ– ১৩: 'ঈশার সলাতকে 'আত'আমার সলাত বলা নিষেধ	২৯৯	13 - باب النَّهْى أَنْ يُقَالَ صَلاَةُ الْعَتَمَةِ

4 - كتاب الأذان والسنة فيها

পর্ব– ৪: কিতাবুল আযান ওয়াস্-সুন্নাতু ফীহা (আযান ও উহার নিয়মাবলী)

অনুচ্ছেদ– ১: আযানের সূচনা	৩০২	1 - باب بَدْءِ الأَذَان
অনুচ্ছেদ– ২: আযানে তারজী'র বর্ণনা	৩০৫	2 - باب التَّرْجِيعِ فِي الأَذَان
অনুচ্ছেদ–৩: আযানের তরীকা	৩০৮	3 - باب السُّنَّةِ فِي الأَذَان
অনুচ্ছেদ– ৪: মুয়াযযিন যখন আযান দেন তখন (জওয়াবে) যা বলতে হবে	৩১১	4 - باب مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ
অনুচ্ছেদ– ৫: আযান ও মুয়াযযিনের ফযীলত	৩১৩	5 - باب فَضْلِ الأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ
অনুচ্ছেদ–: ইক্বামতের শব্দ একবার একবার বলা	৩১৬	6 - باب إِفْرَادِ الإِقَامَةِ
অনুচ্ছেদ– ৭: মাসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হলে সেখান থেকে বের না হওয়া	৩১৭	7 - باب إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ تَخْرُجْ

https://www.facebook.com/178945132263517

5 - كتاب المساجد والجماعات

পর্ব- ৫: কিতাবুল মাসাজিদি ওয়াল জামা'আত

(মাসজিদ ও জামা'আত প্রসঙ্গ)

1 - باب مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِدًا	৩২০	অনুচ্ছেদ- ১: আল্লাহ্‌র জন্য যিনি মাসজিদ নির্মাণ করেন
2- باب تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ	৩২১	অনুচ্ছেদ- ২: মাসজিদ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা
3 - باب أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ	৩২২	অনুচ্ছেদ- ৩: মাসজিদ নির্মাণের বৈধ স্থান
4 - باب الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ	৩২৩	অনুচ্ছেদ- ৪: যে সব স্থানে সলাত আদায় করা মাকরূহ
5 - باب مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ	৩২৫	অনুচ্ছেদ- ৫: মাসজিদে যে সব কাজ করা মাকরূহ
6 - باب النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ	৩২৬	অনুচ্ছেদ-৬: মাসজিদে ঘুমান
7 - باب أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ	৩২৭	অনুচ্ছেদ- ৭: সর্বপ্রথম নির্মিত মাসজিদ
8 - باب الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ	৩২৭	অনুচ্ছেদ- ৮: বাড়ীঘরে নির্মিত মাসজিদ
9 - باب تَطْهِيرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا	৩২৯	অনুচ্ছেদ- ৯: মাসজিদ পবিত্র রাখা ও তাতে সুগন্ধি লাগানো

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ– ১০: মাসজিদে কফ ফেলা মাকরূহ	৩৩১	10 - باب كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ
অনুচ্ছেদ–১১: মাসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করা নিষেধ	৩৩২	11 - باب النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ، فِي الْمَسْجِدِ
অনুচ্ছেদ– ১২: উটের খোঁয়াড়ে এবং ছাগলের খোঁয়াড়ে সলাত আদায় করা	৩৩৩	12 - باب الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ
অনুচ্ছেদ– ১৩: মাসজিদে প্রবেশের দু'আ	৩৩৪	13 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ
অনুচ্ছেদ– ১৪: সলাত আদায় করার জন্য গমনাগমন	৩৩৫	14 - باب الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ
অনুচ্ছেদ– ১৫: মাসজিদ থেকে অধিক দূরত্বে বসবাসকারীর জন্য মহাপুরস্কার	৩৩৯	15 - باب الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا
অনুচ্ছেদ– ১৬: জামা'আতে সলাত আদায়ের ফযীলত	৩৪১	16 - باب فَضْلِ الصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ
অনুচ্ছেদ– ১৭: জামা'আত থেকে পেছনে থাকার কঠোরতা	৩৪২	17 - باب التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ
অনুচ্ছেদ– ১৮: 'ঈশা ও ফজরের সলাত জামা'আতে আদায় করা	৩৪৪	18 - باب صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ
অনুচ্ছেদ–১৯: মাসজিদে বসে থাকা এবং সলাতের জন্য অপেক্ষা করা	৩৪৫	19 - باب لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلاَةِ

https://www.facebook.com/178945132263517

6- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

পর্ব–৬: সলাত প্রতিষ্ঠা করা এবং উহার পদ্ধতি

1- باب افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ	৩৫০	অনুচ্ছেদ– ১: সলাত শুরু করা
2 - باب الاِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلاَةِ	৩৫১	অনুচ্ছেদ– ২: সলাতের মধ্যে পানাহ চাওয়া
3 - باب وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ	৩৫২	অনুচ্ছেদ– ৩: সলাতের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা
4 - باب افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ	৩৫৩	অনুচ্ছেদ– ৪: সলাতের কিরা'আত শুরু করা
5 - باب الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ	৩৫৫	অনুচ্ছেদ– ৫: ফজরের সলাতে কিরা'আত পাঠ
6 - باب الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ	৩৫৬	অনুচ্ছেদ– ৬: জুমু'আর দিনে ফজরের সলাতে কিরা'আত পাঠ
7 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ	৩৫৮	অনুচ্ছেদ–৭ : যুহর ও 'আসরের সলাতে কিরা'আত পাঠা
8 - باب الْجَهْرِ بِالآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ	৩৬০	অনুচ্ছেদ– ৮: যুহর ও 'আসরের সলাতে কখনো স্পষ্ট আওয়াজে কিরা'আত পাঠ
9 - باب الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ	৩৬০	অনুচ্ছেদ– ৯: মাগরিবের সলাতের কিরা'আত পাঠ
10 - باب الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ	৩৬২	অনুচ্ছেদ– ১০: 'ঈশার সলাতে কিরা'আত পাঠ

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ– ১১: ইমামের পেছনে কিরা'আত পাঠ করা	৩৬৩	11 - باب القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ
অনুচ্ছেদ– ১২: ইমামের নীরবতা অবলম্বনের স্থান	৩৬৫	12 - باب فِي سَكْتَتَى الإِمَامِ
অনুচ্ছেদ– ১৩: ইমামের কিরা'আত পাঠের সময় তোমরা নীরব থাকবে	৩৬৬	13 - باب إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ فَأَنْصِتُوا
অনুচ্ছেদ– ১৪: শব্দ করে আমীন বলা	৩৬৮	14 - باب الْجَهْرِ بِامِينَ
অনুচ্ছেদ– ১৫: রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় দু'হাত উত্তোলন	৩৭১	15 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
অনুচ্ছেদ– ১৬: সলাতে রুকূ করা	৩৭৫	16 - باب الرُّكُوعِ فِي الصَّلاَةِ
অনুচ্ছেদ– ১৭: দু' হাঁটুর উপর দু'হাত রাখা	৩৭৭	17 - باب وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ
অনুচ্ছেদ– ১৮: রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় যা বলবে	৩৭৭	18 - باب مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
অনুচ্ছেদ– ১৯: সাজদাহ করা	৩৮০	19 - باب السُّجُودِ
অনুচ্ছেদ– ২০: রুকূ ও সাজদাহর তাসবীহ্	৩৮২	20 - باب التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
অনুচ্ছেদ– ২১: সঠিকভাবে সাজদাহ করা	৩৮৪	21 - باب الاِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ– ২২: দুই সাজদাহর মাঝে বসা	৩৮৫	22 - باب الجُلُوس بَيْنَ السَّجْدَتَيْن
অনুচ্ছেদ– ২৩: দুই সাজদাহর মাঝে দু'আ	৩৮৬	23 - باب مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن
অনুচ্ছেদ– ২৪: তাশাহহুদ প্রসঙ্গে	৩৮৭	24 - باب مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ
অনুচ্ছেদ– ২৫: নাবী ﷺ-এর প্রতি দূরূদ পাঠ	৩৯০	25 - باب الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
অনুচ্ছেদ– ২৬: তাশাহহুদ এবং নাবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠের পর যা বলা হবে	৩৯৩	26 - باب مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
অনুচ্ছেদ– ২৭: তাশাহহুদের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা	৩৯৪	27 - باب الإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ
অনুচ্ছেদ– ২৮: সালাম ফিরানো	৩৯৫	28 - باب التَّسْلِيمِ
অনুচ্ছেদ– ২৯: একবার সালাম ফিরানো	৩৯৭	29 - باب مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
অনুচ্ছেদ– ৩০: ইমামের সালামের জওয়াব দেওয়া	৩৯৮	30 - باب رَدِّ السَّلاَمِ عَلَى الإِمَامِ
অনুচ্ছেদ– ৩১: ইমাম কেবল নিজের জন্য দু'আ করবে না	৩৯৮	31 - باب وَلاَ يَخُصُّ الإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ– ৩২: সালাম ফিরানোর পর যা বলা হয়	৩৯৯	32 - باب مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
অনুচ্ছেদ– ৩৩: সলাত শেষে ঘুরে বসা	৪০১	33 - باب الإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ
অনুচ্ছেদ– ৩৪: সলাতের সময়ে খাবার উপস্থিত করা হলে	৪০৩	34 - باب إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ
অনুচ্ছেদ– ৩৫: বৃষ্টির রাতে সলাতের জামা'আত	৪০৪	35 - باب الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ
অনুচ্ছেদ– ৩৬: মুসল্লী যা দিয়ে আড়াল করবে	৪০৫	36 - باب مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي
অনুচ্ছেদ– ৩৭: মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা	৪০৭	37 - باب الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّي
অনুচ্ছেদ– ৩৮: সলাত বিনষ্টকারী কার্যাবলী	৪০৯	38 - باب مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ
অনুচ্ছেদ– ৩৯: সলাতের সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত কারীকে যথাসাধ্য বিরত রাখা	৪১১	39 - باب ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ
অনুচ্ছেদ– ৪০: যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে তার ও ক্বিবলার মাঝে কিছু থাকা	৪১২	40 - باب مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَىْءٌ
অনুচ্ছেদ– ৪১: ইমামের আগে রুকূ সাজদাহয় যাওয়া নিষিদ্ধ	৪১৩	41 - باب النَّهْىِ أَنْ يُسْبَقَ الإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
অনুচ্ছেদ– ৪২: সলাতে মাকরূহসমূহ	৪১৫	42 - باب مَا يُكْرَهُ فِي

https://www.facebook.com/178945132263517

		الصَّلاَةِ
অনুচ্ছেদ– ৪৩: লোকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করা	৪১৭	43 - باب مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
অনুচ্ছেদ– ৪৪: দু'জনে জামা'আত হয়	৪১৮	44 - باب الاِثْنَانِ جَمَاعَةٌ
অনুচ্ছেদ– ৪৫: ইমামের নিকটবর্তী স্থানে কার দাঁড়ানো পছন্দনীয়?	৪১৯	45 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمَامَ؟
অনুচ্ছেদ– ৪৬: ইমামতির জন্য কে অধিক হকদার?	৪২০	46 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ؟
অনুচ্ছেদ– ৪৭: ইমামের উপর যা আবশ্যক	৪২১	47 - باب مَا يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ
অনুচ্ছেদ– ৪৮: ইমামের সলাত সংক্ষেপ করা	৪২৩	48 - باب مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ
অনুচ্ছেদ– ৪৯: কোন কারণ ঘটলে ইমাম সলাত সংক্ষেপ করবে	৪২৫	49 - باب الإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلاَةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ
অনুচ্ছেদ– ৫০: সলাতের কাতার সোজা করা	৪২৬	50 - باب إِقَامَةِ الصُّفُوفِ
অনুচ্ছেদ– ৫১: সামনের কাতারের ফযীলত	৪২৮	51 - باب فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ
অনুচ্ছেদ– ৫২: মহিলাদের সলাতের কাতার	৪২৯	52 - باب صُفُوفِ النِّسَاءِ
অনুচ্ছেদ– ৫৩: দুই খুঁটির মাঝখানে সলাতের কাতার করা	৪৩০	53 - باب الصَّلاَةِ بَيْنَ

https://www.facebook.com/178945132263517

		السَّوَارِي فِي الصَّفِّ
অনুচ্ছেদ– ৫৪: কাতারের পিছনে একাকী সলাত আদায় করা	৪৩০	54 - باب صَلاَةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
অনুচ্ছেদ– ৫৫: কাতারের ডানদিকে দাঁড়ানোর ফযীলত	৪৩১	55 - باب فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ
অনুচ্ছেদ– ৫৬: ক্বিবলার বর্ণনা	৪৩২	56 - باب القِبْلَةِ
অনুচ্ছেদ– ৫৭: মাসজিদে প্রবেশকারী, সলাত আদায়ের পূর্বে যেন না বসে	৪৩৪	57 - باب مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ
অনুচ্ছেদ–৫৮: রসূন খেয়ে কেউ যেন মাসজিদের নিকটবর্তী না হয়	৪৩৫	58 - باب مَنْ أَكَلَ الثُّومَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ
অনুচ্ছেদ– ৫৯: মুসল্লীকে সালাম দেয়া হলে সে কিরূপে সালামের জওয়াব দিবে	৪৩৬	59 - باب الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كَيْفَ يَرُدُّ
অনুচ্ছেদ– ৬০: কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত: ক্বিবলা ছাড়া অন্যদিকে ফিরে সলাত আদায় করলে	৪৩৭	60 - باب مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ القِبْلَةِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ
অনুচ্ছেদ– ৬১: সলাত আদায়কারীর কফ ফেলা	৪৩৮	61 - باب الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ
অনুচ্ছেদ– ৬২: সলাতে থাকাবস্থায় কংকর স্পর্শ করা	৪৪০	62 - باب مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ
অনুচ্ছেদ– ৬৩: চাটাইয়ের উপর সলাত আদায় করা	৪৪১	63 - باب الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ– ৬৪: ঠাণ্ডা এবং গরমের কারণে কাপড়ের উপর সাজদাহ করা	৪৪২	64 - باب السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ
অনুচ্ছেদ–৬৫: সলাতে (ইমামের ভুল সংশোধনের জন্য) পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি	৪৪৩	65 - باب التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلاَةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ
অনুচ্ছেদ– ৬৬: জুতা পরে সলাত আদায় করা	৪৪৪	66 - باب الصَّلاَةِ فِي النِّعَالِ
অনুচ্ছেদ– ৬৭: সলাতরত অবস্থায় চুল ও কাপড় সামলানো	৪৪৫	67 - باب كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلاَةِ
অনুচ্ছেদ– ৬৮: সলাতে বিনয়ী হওয়া	৪৪৭	68 - باب الْخُشُوعِ فِي الصَّلاَةِ
অনুচ্ছেদ– ৬৯: এক কাপড়ে সলাত আদায় করা	৪৪৮	69 - باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
অনুচ্ছেদ– ৭০: কুরআন তিলাওয়াতের সাজদাহ	৪৫০	70 - باب سُجُودِ الْقُرْآنِ
অনুচ্ছেদ– ৭১: তিলাওয়াতে সাজদাহর সংখ্যা	৪৫২	71 - باب عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ
অনুচ্ছেদ– ৭২: যথাযথাভাবে সলাত আদায় করা	৪৫৪	72 - باب إِتْمَامِ الصَّلاَةِ
অনুচ্ছেদ– ৭৩: সফরে সলাত কসর করা	৪৫৭	73 - باب تَقْصِيرِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ

https://www.facebook.com/178945132263517

অনুচ্ছেদ- ৭৪: সফরে দুই ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় করা	৪৫৯	74 - باب الجَمْع بَيْنَ الصَّلاَتَيْن فِي السَّفَر
অনুচ্ছেদ-৭৫: সফরের নফল সলাত আদায় করা	৪৬০	75 - باب التَّطوُّع فِي السَّفَر
অনুচ্ছেদ-৭৬: মুসাফির কোন জনবসতিতে অবস্থান করলে কতদিন সলাত কসর করবে?	৪৬১	76 - باب كَمْ يَقصُرُ الصَّلاَةَ المُسَافِرُ إذَا أقَامَ بِبَلْدَةٍ
অনুচ্ছেদ-৭৭: যে ব্যক্তি সলাত বর্জন করে সে প্রসঙ্গে	৪৬৩	77 - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ

https://www.facebook.com/178945132263517

https://www.facebook.com/178945132263517

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

1 - المقدمة

পর্ব-১ ঃ ভূমিকা

1 - بَابُ اتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ- ১: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ

1- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ".

১. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে যা আদেশ দেই, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো। সহীহ।

[ইরওয়াউল গালীল ১৫৫, ৩১৪ সহীহাহ ৮৫০ বুখারী ও ফাতহুল বারী হা. ৭২৮৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৩৩৭); (ই. সে.) হা. ৩১২০, ৫৯৩৯]

2 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَانْتَهُوا " .

২. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যে সম্পর্কে তোমাদের বলিনি, সে সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ তাদের নাবীগণের নিকট অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ের নির্দেশ দিলে তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করো এবং কোন বিষয়ে আমি তোমাদের নিষেধ করলে তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। সহীহ।

আহাদীসুস সহীহাহ-৮৫০ বুখারী ও ফাতহুল বারী হা. ৭২৮৮; মুসলিম (ই. সে.) হা. ৩১২০, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৩৩৭)]

https://www.facebook.com/178945132263517

3 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ " .

৩. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যাচরণ করে সে আল্লাহ্‌রই অবাধ্যাচরণ করে। সহীহ।

[ইরওয়াউল গালীল ৩৩৯৪ বুখারী ও ফাতহুল বারী হা. ২৯৫৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৮৩৫); (ই. সে.) হা. ৪৫৯৭]

4 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا لَمْ يَعْدُهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ دُونَهُ .

৪. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন হাদীস শুনলে, তাতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি করতেন না। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ৫৫৪৬; দারেমী হা. ৩১৮]

5 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَفْطَسُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ فَقَالَ "الْفَقْرَ تَخَافُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا حَتَّى لاَ يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدٍ مِنْكُمْ إِزَاغَةَ إِلاَّ هِيَهْ وَايْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ ". قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ صَدَقَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرَكَنَا وَاللهِ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ .

৫. আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসেন, তখন আমরা দারিদ্র্যতা সম্পর্কে আলাপরত ছিলাম এবং আমরা সে বিষয়ে সংকিত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় করছো? সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই তোমাদের উপর পৃথিবী প্রবল বেগে প্রবাহিত হবে (প্রভাব বিস্তার করবে), এমনকি পৃথিবী তোমাদের অন্তর কেবল তার দিকেই আকৃষ্ট করে ফেলবে। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় ছেড়ে গেলাম, যার রাত-দিন ঔজ্জ্বল্যে সমান্ আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন। আল্লাহর শপথ! তিনি তোমাদের পরিচ্ছন্ন অবস্থায়ই ছেড়ে গেছেন, যার রাত ও দিন ঔজ্জ্বল্যে সমান। হাসান।

https://www.facebook.com/178945132263517

[আহাদীসুস সহীহাহ ৬৮৮যিলালুল জান্নাহ ৪৭, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

6 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ " .

৬. কুররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতে একটি দল অব্যাহতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত হতে থাকবে এবং যারা তাদের অপদস্থ করতে চায় তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। সহীহ।

[ফাযায়ীলিশ শাম-৫ আহাদীসুস আহাদীসুস সহীহাহ (১/৩/১৩৫) [সহীহ। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২১৯২]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) এই দল সম্পর্কে বলেনঃ এই দলটি যদি আহলে হাদীসরা না হন, তাহলে আমি জানি না তারা-কারা।

7 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ، نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الأَسْوَدِ، وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا ".

৭. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা আল্লাহ্‌র নির্দেশের উপর স্থির থাকবে। তাদের বিরোধীরা তাদের ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। সহীহ।

[সহীহ ফাযায়ীলিশ শাম ৬, আহাদীসুস আহাদীসুস সহীহাহ ১৯৬২। মুসনাদে আহমাদ হা. ৮২৫৭।

8 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ زُرْعَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِنَبَةَ الْخَوْلاَنِيَّ، وَكَانَ، قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ يَزَالُ اللهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ " .

৮. আবু ঈনাবাহ (উতবা) আল-খাওলানী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দুই কিবলার দিকেই সলাতপড়েছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ সর্বদা এই দ্বীনের মধ্যে একটি গাছ রোপন করতে থাকবেন (এমন লোক সৃষ্টি করতে থাকবেন) যাদের তিনি তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখবেন। হাসান।

আহাদীসুস আহাদীসুস সহীহাহ ২৪৪২ মুসনাদে আহমাদ হা. ১৭৮২২।

https://www.facebook.com/178945132263517

9 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبًا فَقَالَ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ وَطَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ لاَ يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ نَصَرَهُمْ " .

৯. আবদুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন, তোমাদের আলেমগণ কোথায়, তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা লোকদের উপর বিজয়ী থাকবে। তারা তাদের লাঞ্ছিত করতে উদ্যত বা সাহায্য করতে আগ্রহী কারো পরোয়া করবে না। সহীহ।

[আহাদিসুস আহাদীসুস আহাদীসুস সহীহাহ ১১৬৫, ১৯৫৮, ১৯৭১। বুখারী ও ফাতহুল বারী হা. ৭১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১০৩৭); (ই. সে.) হা. ৪৮০৩]

10 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

১০। সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একটি দল সত্যের উপর স্থির থাকবে এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হতে থাকবে। মহামহিয়ান আল্লাহ্‌র নির্দেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সহীহ।

[আহাদীসুস আহাদীসুস সহীহাহ ১৯৫৭, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৯২০); (ই. সে.) হা. ৪৭৯৮]

11 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَالِدًا، يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الأَوْسَطِ فَقَالَ "هَذَا سَبِيلُ اللهِ". ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ .

১১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি একটি সরল রেখা টানলেন এবং তাঁর ডান দিকে দু'টি সরল রেখা টানলেন এবং বাম দিকেও দু'টি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী রেখার উপর তাঁর হাত রেখে বলেন ঃ এটা আল্লাহ্‌র রাস্তা। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ ''এবং এ পথই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ

https://www.facebook.com/178945132263517

পথেরই অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে'' (সূরা আনআম ঃ ১৫৪) সহীহ।

[যিলালুল জান্নাহ ১৬ মুসনাদে আহমাদ হা. ১৫৩১২]

2 - بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ

অনুচ্ছেদ– ২:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার বিরুদ্ধবাদীর প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করা।

12 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ . أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ " .

১২. আল-মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব আল-বিনদী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই কোন ব্যক্তি তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বসে থাকবে এবং তার সামনে আমার হাদীস থেকে বর্ণনা করা হবে, তখন সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে মহামহিম আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট। আমরা তাতে যা হালাল পাবো তাকেই হালাল মানবো এবং তাতে যা হারাম পাবো তাকেই হারাম মানবো। (মহানাবী বলেন) সাবধান! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার অনুরূপ। সহীহ।

[তাখরীজুল মিশকাত-১৬৩ আবূ দাউদ (আলবানী একাডেমী) হা. ৪৬০৪; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৬৪]

13 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فِي بَيْتِهِ أَنَا سَأَلْتُهُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، ثُمَّ مَرَّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَوْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

১৩. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না পাই যে, সে তার আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে এবং (এই অবস্থায়) আমার প্রদত্ত কোন আদেশ অথবা আমার প্রদত্ত কোন নিষেধাজ্ঞা তার নিকট পৌঁছলে সে বলবে, আমি কিছু জানি না, আমরা আল্লাহর কিতাবে যা পাবো তার অনুসরণ করবো। সহীহ।

[তাখরীজুল মিশকাত- ১৬২। আবূ দাউদ (আলবানী একাডেমী) হা. ৪৬০৫; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৬৩]

14 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " .

১৪. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি কেউ আমাদের এই দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে, যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। সহীহ।

[গয়াতুল মারাম ৫, ইরওয়াউল গালীল ৮৮, বুখারী ও ফাতহুল বারী হা. ২৬৯৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৭১৮); (ই. সে.) হা. ৪৩৪৩]

15 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ . فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ " . فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ " يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ " . قَالَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنِّي لأَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

১৫. আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক আনসার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে হাররার পানির নালা

https://www.facebook.com/178945132263517

নিয়ে বিবাদ করে, যার দ্বারা তারা খেজুর বাগানে পানি সেচ কতেন। আনসারী বললো, তুমি পানি ছেড়ে দাও যাতে তা প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু তা অস্বীকার করেন। তাই তারা বিবাদ করতে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে যুবাইর! তোমার বাগানে পানি সিঞ্চন করো, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে তা পাঠিয়ে দাও। এতে আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ফুফাতো ভাই তো (তাই এরূপ ফয়সালা দিলেন)। এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি বলেনঃ হে যুবাইর! (তোমার বাগানে) পানি সিঞ্চন করো, অতঃপর তা প্রতিরোধ করে রাখো, যাবত না তা আইল বরাবর হয়। রাবী আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার মতে এ আয়াত উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ ''কিন্তু না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার প্রদত্ত সিদ্ধান্তে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্ব সম্মতি ক্রমে তারা তা মেনে নেয়'' (সূরা নিসা ঃ ৬৫)। সহীহ। বুখারী, মুসলিম।

16 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ " . فَقَالَ ابْنٌ لَهُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ . فَقَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ إِنِّي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّكَ تَقُولُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ .

১৬. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমারা আল্লাহ্‌র বান্দীদেরকে আল্লাহ্‌র মসজিদে সলাত পড়তে (যেতে) বাধা দিও না। ইবনে উমার- রাযিয়াল্লাহু আনহু- এর এক পুত্র বললো, আমরা অবশ্যই তাদেরকে বাধা দিবো। রাবী বলেন, এতে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি বলছো, আমরা অবশ্যই তাদের বাধা দিবো। সহীহ।

[ইরওয়া ৫১৫ গয়াতুল মারাম ২০৬ তামরীজুর মুখতারাহ ১৮৩, তালাক ইবনুখুযাইমাহ ১৬৮৪ সহীহ আবূদাউদ ৫৭৫]

17 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا

https://www.facebook.com/178945132263517

إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخٍ لَهُ فَخَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ " إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكِي عَدُوًّا وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ " . قَالَ فَعَادَ ابْنُ أَخِيهِ يَخْذِفُ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَدًا .

১৭. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তার পাশে তার এক ভাতিজা বসা ছিল। সে কংকর নিক্ষেপ করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ এতে না শিকার ধরা যায়, না শত্রুকে আহত করা যায়, বরং তা দাঁত ভেঙ্গে দেয় এবং চোখ ফুঁড়ে দেয়। রাবী বলেন, তার ভাইপো পুনরায় কংকর নিক্ষেপ করলে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তোমাকে হাদীস শুনাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন, তারপরও তুমি কংকর নিক্ষেপ করলে! আমি তোমার সাথে কখনও কথা বলবো না। সহীহ। গয়াতুল মারাম ৫১, বুখারী, মুসলিম।

18 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ الأَنْصَارِيَّ النَّقِيبَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزَا مَعَ مُعَاوِيَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كِسَرَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيرِ وَكِسَرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلاَ نَظِرَةَ ". فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ لاَ أَرَى الرِّبَا فِي هَذَا إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ نَظِرَةٍ . فَقَالَ عُبَادَةُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ رَأْيِكَ لَئِنْ أَخْرَجَنِي اللهُ لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ لَكَ عَلَىَّ فِيهَا إِمْرَةٌ . فَلَمَّا قَفَلَ لَحِقَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَنَتِهِ فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِلَى أَرْضِكَ فَقَبَّحَ اللهُ أَرْضًا لَسْتَ فِيهَا وَأَمْثَالَكَ . وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ لاَ إِمْرَةَ لَكَ عَلَيْهِ وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ فَإِنَّهُ هُوَ الأَمْرُ .

১৮. কাবীসাহ (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তাঁর মুখপাত্র উবাদা ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে রোম (বায়যান্টাইন) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লোকদের লক্ষ্য করলেন যে, তারা সোনার টুকরা স্বর্ণ মুদ্রার সাথে এবং রূপার টুকরা রৌপ্য মুদ্রার সাথে ক্রয়-বিক্রয় (বিনিময়) করছে। তিনি বলেন, হে

https://www.facebook.com/178945132263517

লোকসকল! তোমরা তো (এরূপ বিনিময়ে) সূদ খাচ্ছো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রয় করো না, তবে পরিমাণে সমান সমান হলে, বাড়তি না হলে এবং লেনদেন বাকীতে না হলে করতে পারো। তখন মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আমি তো এরূপ লেনদেনে সূদের কিছু দেখছি না, যদি না লেনদেন বাকীতে হয়। উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করছি। আর তুমি আমার নিকট তোমার অভিমত ব্যক্ত করছো। আল্লাহ যদি আমাকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেন তাহলে আমি এমন এলাকায় বসবাস করবো না, যেখানে আমার উপর তোমার কর্তৃত্ব চলে। অতএব তিনি (যুদ্ধ থেকে) প্রত্যাবর্তন করে মাদীনায় পৌঁছলে উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনি কেন ফিরে এসেছেন? তখন তিনি তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন এবং সেখানে তার বসবাস না করার কথাও ব্যক্ত করেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনি আপনার এলাকায় ফিরে যান। কেননা যে এলাকায় আপনি ও আপনার মত মানুষ থাকবে না সেখানে আল্লাহ গযব নাযিল করবেন। তিনি মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে লিখে পাঠান, উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু-র উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব চলবে না এবং তিনি যা বলেন জনসাধারণকে তদনুযায়ী পরিচালনা করো। কারণ এটাই আদেশ। সহীহ।

19 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلاَّدِ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، أَنْبَأَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَظُنُّوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتْقَاهُ .

১৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করলে তোমরা তার (সাধনা), ধার্মিকতা ও তাকওয়ার কথা স্মরণে রেখে তা মেনে নাও (এবং নিজের মত খাটানো ত্যাগ করো)। **যঈফ, মুনকাতে'।** [১]

---

[১] আহমাদ (২৬৩৭, ৩৯০), দারিমী (৫৯১)।

আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই মাতান বর্ণনায় গ্রন্থকার একক হয়ে গেছেন।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির বলেছেন, এর সানাদটি ইনকিতা (বিচ্ছিন্ন) হওয়ায় দুর্বল। সানাদে 'আওন ইবনু 'আবদুল্লাহ হাদীসটি তার পিতা থেকে শুনেননি। তার পিতা সূত্রে তার হাদীসটি মুরসাল। সানাদে ইবনু 'আজলান হচ্ছে মুহাম্মাদ।-তাহক্বীক্ব ঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (রহঃ)

https://www.facebook.com/178945132263517

20 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحَدِيثٍ فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتْقَاهُ .

২০. আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করলে তোমরা মনে রাখবে যে, তিনি ছিলেন সর্বাধিক ধার্মিক, হেদায়াতপ্রাপ্ত ও আল্লাহভীরু। সহীহ

21 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، حَدَّثَنَا الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَنَّهُ قَالَ " لاَ أَعْرِفَنَّ مَا يُحَدِّثُ أَحَدُكُمْ عَنِّي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ ﷺأبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ اقْرَأْ قُرْآنًا . مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَأَنَا قُلْتُهُ " .

২-২১. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি এমন লোকের পরিচয় তুলে ধরছি যার নিকট তোমাদের কেউ আমার হাদীস বর্ণনা করবে, আর সে তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বলবে, কুরআন পাঠ করো্ কোন উত্তম কথা বলা হলে (মনে করবে যে) আমিই তা বলেছি। অত্যান্ত যঈফ, মুনকার।[২]

[আহাদীসুয সঈফাহ ওয়াল মাওযুয়াহ ১০৮৪]

22 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا حَدَّثْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ الأَمْثَالَ .

২২. আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে (ইবনে আব্বাসকে) বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করলে তুমি তার বিপরীতে কোন দৃষ্টান্ত পেশ করো না। হাসান।

[২] আহমাদ (৮৫৮৩, ৯৮৯৯)। হাদীসের সানাদে মাক্বুবুরী হলো আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আবু সাঈদ মাক্বুবুরী। ইমাম বুখারী (রাঃ) বলেছেন, মুহাদ্দীসগণ তাকে বর্জন করেছেন। অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে। হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেছেন, সে মাতরূক। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন, আমি তার মাজলিসে বসে জানতে পারলাম তার মাঝে মিথ্যাবাদীতা রয়েছে- যঈফাহ্।

https://www.facebook.com/178945132263517

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْكَرَابِيسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، مِثْلَ حَدِيثِ عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنه .

আমর ইবনে মুররাহ (রাযি) হতে : আলী (রাযি) এর (২০ নং) হাদীসের অনুরূপ।

3 - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ- ৩: আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করা।

23 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الْبَطِينُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلاَّ أَتَيْتُهُ فِيهِ قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِشَىْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - قَالَ فَنَكَسَ. قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَهُوَ قَائِمٌ مُحَلِّلَةً أَزْرَارُ قَمِيصِهِ قَدِ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ قَالَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَبِيهًا بِذَلِكَ .

২৩. আমর ইবনে মাইমূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট উপস্থিত হতে আমার ভুল হতো না। কিন্তু আমি কখনও তাঁকে ''রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন'' এভাবে কিছু বলতে শুনিনি। এক রাতে তিনি বলেন, ''রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন''। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি মাথা নিচু করলেন। রাবী বলেন, আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন যে, তার জামার বোতাম খোলা, তার চক্ষুদ্বয় অশ্রু বিগলিত এবং এর শিরাগুলো ফুলে গেছে। অতঃপর তিনি বলেন, তিনি (স) এই বলেছেন অথবা এর অধিক বা কম বলেছেন অথবা এর কাছাকাছি বা এর অনুরূপ বলেছেন (অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন তা আমার হুবহু মনে নাই)। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৩১৪৬; দারেমী হা. ২৭৭]

24 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا فَفَرَغَ مِنْهُ قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

https://www.facebook.com/178945132263517

২৪. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনাকালে ভীত-শংকিত হতেন এবং বলতেন, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ বলেছেন। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৩১৪৬; দারেমী হা. ২৭৭]

25 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ كَبِرْنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَدِيدٌ .

২৫. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যায়েদ ইবনে আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললাম, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং (অনেক কিছুই) ভুলে গেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করা খুবই কঠিন দায়িত্ব। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৯৩২৩, ১৯৩২৪]

26 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا .

২৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবুস সাফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শা'বী (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-র সাথে একটি বছর যাবত উঠাবসা করেছি, কিন্তু আমি তাকে কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে কিছুই বর্ণনা করতে শুনিনি। সহীহ।

[দারেমী হা. ২৭২]

27 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا إِذَا رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ فَهَيْهَاتَ.

২৭. ত্বাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছি, তিনি বলতেনঃ আমরা হাদীস মুখস্ত করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই হাদীস মুখস্ত করা হতো। কিন্তু এখন তোমরা প্রতিটি কষ্টকর ও

https://www.facebook.com/178945132263517

অপমানদায়ক স্থানে (পর্যালোচনা ব্যতীত) উঠতে শুরু করেছ। তোমাদের জন্য আফসোস হয়। সহীহ

[দারেমী হা. ৪২৭]

28 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ بَعَثَنَا عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الْكُوفَةِ وَشَيَّعَنَا فَمَشَى مَعَنَا إِلَى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ صِرَارٌ . فَقَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِحَقِّ الأَنْصَارِ . قَالَ لَكِنِّي مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْفَظُوهُ لِمَمْشَايَ مَعَكُمْ إِنَّكُمْ تَقْدُمُونَ عَلَى قَوْمٍ لِلْقُرْآنِ فِي صُدُورِهِمْ هَزِيزٌ كَهَزِيزِ الْمِرْجَلِ فَإِذَا رَأَوْكُمْ مَدُّوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ وَقَالُوا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ . فَأَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ .

২৮. কুরাযাহ ইবনে কাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে কুফার উদ্দেশে পাঠালেন। তিনি আমাদের বিদায় দিতে আমাদের সাথে সিরার নামক স্থান পর্যন্ত হেঁটে আসেন। তিনি বলেন, তোমরা কি জানো আমি কেন তোমাদের সাথে চলে এসেছি? রাবী বলেন, আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের কর্তব্য এবং আনসারদের প্রতি কর্তব্যের কারণে। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি বিশেষ কথা বলার উদ্দেশে তোমাদের সঙ্গে চলে এসেছি। আমি আশা করি তোমাদের সাথে আমার চলে আসার প্রতি খেয়াল রেখে তোমরা তা মনে রাখবে। তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো, যাদের বক্ষস্থলে ফুটন্ত হাঁড়ির মত কুরআনের আওয়াজ হবে। তারা তোমাদেরকে দেখে তোমাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের গর্দান এগিয়ে দিবে এবং বলবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এসেছেন। তোমরা তাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করবে। তাহলে আমি তোমাদের সাথে আছি। সহীহ। [দারেমী হা. ২৭৯]

29 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ .

২৯. সাইব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত সা'দ ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাহচর্যে ছিলাম। কিন্তু আমি তাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসও বর্ণনাকরতে শুনিনি। সহীহ।

https://www.facebook.com/178945132263517

[বুখারী অনুরুপ বলেছেন। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৮২৪]

4 - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَعَمُّدِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ– ৪: ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপের কঠোর পরিণতি

30 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

৩০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামকে তার বাসস্থান বানালো। সহীহ।

[মুতাওয়াতির হাদীস, রওযন নাসীর ৭০৭, ৮৮৫, আহাদীসুস আহাদীসুস সহীহাহ ১৩৮৩ আত-তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২২৫৭, ২৬৫৯]

31 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّ الْكَذِبَ عَلَيَّ يُولِجُ النَّارَ ".

৩১. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। কেননা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১০৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১); (ই. সে.) -এর ভূমিকা; অনুচ্ছেদ– ২; পৃষ্ঠা ৩৯]

32 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - حَسِبْتُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا - فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .

৩২. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে, সে

https://www.facebook.com/178945132263517

যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো। সহীহ।

[রওযুন নাযীর ৭০৭। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১০৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২); (ই. সে.) -এর ভূমিকা; অনুচ্ছেদ- ২; পৃষ্ঠা ৩৯]

33 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .

৩৩. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ, হা. ১৪২৯৪; দারেমী হা. ২৩১]

34 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .

৩৪. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নামে মনগড়া কথা রচনা করলো, যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো। সহীহ।

[মিশকাত ৫৯৪০, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১১০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩); (ই. সে.) -এর ভূমিকা; অনুচ্ছেদ- ২; পৃষ্ঠা ৩৯]

35 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ " إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقًا وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .

৩৫. আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আমার থেকেঅধিক হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সাবধান হও। কেউ আমার সম্পর্কে বলতে চাইলে সে যেন হক কথা বা সত্য কথাই বলে। যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলে যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো। হাসান।

[সহীহাহ ১৭৫৩, মুসনাদে আহমাদ হা. ২২৫৯১; দারেমী ২৩৭]

https://www.facebook.com/178945132263517

36 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ ابْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ مَا لِيَ لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً يَقُولُ " مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .

৩৬. আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললাম, আমি যেমন ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও অমুক অমুক সাহীবীকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনি তদ্রূপ আপনাকে কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না? তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনও আমি তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। কিন্তু আমি তাঁকে একটি কথা বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করলো। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১০৭]

37 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .

৩৭. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেন জাহান্নামে তার আবাস নির্ধারণ করলো। সহীহ।

[রওযুন নাযীর-৭০৭ মুসলিম (ফুয়াদ আ. বাকী-৪), (ই. সে.৭২৯২]

5 - بَابُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

অনুচ্ছেদ– ৫: জ্ঞাতসারে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর দিকে সম্বন্ধ করে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করা

38 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبَيْنِ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

৩৮. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নামে হাদীস বর্ণনা করলো, অথচ সে মনে করে যে, সে মিথ্যা বলেছে, সেও মিথ্যাবাদী দের একজন। সহীহ।

[তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৬২]

39 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ " .

৩৯. সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার নামে মিথ্যা বর্ণনা করলো, সেও মিথ্যাবাদীদের একজন। সহীহ।

[তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৬২]

40 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ " .

৪০। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নামে জ্ঞাতসারে কোন মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করলো, সে অন্যতম মিথ্যাবাদী। সহীহ।

[মুসলিম (ফুয়াদ আ. বাকী-৪), তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৬২]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، عَنْ شُعْبَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ .

সামুরা ইবনে যুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু শু'বা অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

41 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ ".

৪১. মুগীরা ইবনে শোবা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ ধারণা মতে আমার বরাতে কোন (মিথ্যা) হাদীস বর্ণনা করলো সে অন্যতম মিথ্যাবাদী। সহীহ। [পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

https://www.facebook.com/178945132263517

6 - بَابُ اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

অনুচ্ছেদ– ৬: হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ

42 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاَءِ، - يَعْنِي ابْنَ زَبْرٍ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ، قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ فَقَالَ "عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلاَفًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ".

৪২. ইরবায ইবনে সারিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আমাদের নসহীহত করেন, যাতে অন্ত রসমূহ ভীত হলো এবং চোখগুলো অশ্রু বর্ষণ করলো। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বিদায় গ্রহণকারীর উপদেশ দিলেন। অতএব আমাদের নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন (একটি সুনির্দিষ্ট আদেশ দিন)। তিনি বলেন ঃ তোমরা আল্লাহভীতি অবলম্বন করো, শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো (নেতৃ-আদেশ), যদিও সে হাবশী। গোলাম হয়। আমার পরে অচিরেই তোমরা মারাত্মক মতভেদ লক্ষ্য করবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অবশ্যই অবলম্বন করবে, তা দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরবে। অবশ্যই তোমরা বিদ'আত কাজ পরিহার করবে। কারণ প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্ট। সহীহ।

[ইরওয়া ২৪৫৫ মিশকাত ১৬৫ যিলাল ৩৪-২৬, সালাতুল তারাবীহ ৮৮-৮৯, সহীহ। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৬০৭; তিরমিযী হা. ২৬৭৬]

43 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السَّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، يَقُولُ وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلاَّ هَالِكٌ مَنْ

https://www.facebook.com/178945132263517

يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ "

৪৩. ইরবায ইবনে সারিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন হৃদয়গ্রাহী নসীহত করেন যে, তাতে (আমাদের) চোখগুলো অশ্রু ঝরালো এবং অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হলো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো যেন নিশ্চয়ই বিদায়ী ভাষণ। অতএব আপনি আমাদের থেকে কি প্রতিশ্রুতি নিবেন (আদেশ দিবেন)? তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের আলোকিত দীনের উপর রেখে যাচ্ছি, তার রাত তার দিনের মতই (উজ্জ্বল)। আমার পরে নিজেকে ধ্বংসকারীই কেবল এ দ্বীন ছেড়ে বিপথগামী হবে। তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব তোমাদের উপর তোমাদের নিকট পরিচিত আমার আদর্শ এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা তা শক্তভাবে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে। তোমরা অবশ্যই আনুগত্য করবে, যদি হাবসী গোলামও (তোমাদের নেতা নিযুক্ত) হয়। কেননা মুমিন ব্যক্তি হচ্ছে নাসারন্ধ্রে লাগাম পরানো উটেরমতো। লাগাম ধরে যে দিকেই তাকে টানা হয়, সে দিকেই যেতে বাধ্য হয়। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৭১৮২]

44 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً . فَذَكَرَ

৪৪. ইরবায ইবনে সারিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ফজরের সলাতপড়ালেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশ্যে মর্মস্পশী ওয়ায করেন..... অবশিষ্ট বিবরণ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরুপ। সহীহ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৬০৭; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৭৬]

7 - بَابُ اجْتِنَابِ الْبِدَعِ وَالْجَدَلِ

অনুচ্ছেদ– ৭: বিদ্‌'আত ও ঝগড়া-ফাসাদ থেকে বিরত থাকা

45 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ

https://www.facebook.com/178945132263517

احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ " صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ " . وَيَقُولُ " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ". وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ يَقُولُ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الأُمُورِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْى هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ " . وَكَانَ يَقُولُ " مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَىَّ وَإِلَىَّ " .

৪৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভাষণ দিতেন তখন তাঁর চোখ দু'টি লাল হয়ে যেতো, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো, তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেতো, যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন ঃ তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় আক্রান্ত হতে পারো (অথবা তোমাদের সকাল-সন্ধ্যা কল্যাণময় হোক)। তিনি আরো বলতেন ঃ আমার প্রেরণ ও কিয়ামত এ দু'টি আংগুলের অবস্থানের মত পরস্পর নিকটবর্তী। তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আংগুল মিলিয়ে দেখান। অতঃপর তিনি বলেন ঃ সবচেয়ে উত্তম নির্দেশ হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথ। দীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন সর্বপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজ। প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্ট। তিনি আরো বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে (মারা) গেলে তা তার পরিবারবর্গের এবং কোন ব্যক্তি দেনা অথবা অসহায় সন্তান রেখে (মারা) গেলে তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার এবং তার সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বভারও আমার যিম্মায়। সহীহ।

[ইরওয়া ৬০৮, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৮৬৭); (ই. সে.) হা. ১৮৮৩]

46 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ الْكَلاَمُ وَالْهَدْىُ فَأَحْسَنُ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْى هَدْىُ مُحَمَّدٍ أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ شَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ أَلاَ لاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ أَلاَ إِنَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ وَإِنَّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ أَلاَ إِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ أَلاَ إِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ لاَ يَصْلُحُ بِالْجِدِّ وَلاَ بِالْهَزْلِ وَلاَ يَعِدِ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لاَ يَفِي لَهُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ

https://www.facebook.com/178945132263517

وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّ . وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرَ . أَلاَ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا".

৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বস্তুত বিষয় দু'টি ঃ কালাম ও হেদায়াত। অতএব সর্বোত্তম কালাম (কথা) হলো আল্লাহর কালাম এবং সর্বোত্তম হেদায়াত (পথনির্দেশ) হলো মুহাম্মাদ (সাঃ) এর হেদায়াত। শোন! তোমরা নতুনভাবে উদ্ভাবিত নিকৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। কেননা নিকৃষ্ট কাজ হলো দীনের মাঝে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। প্রতিটি নতুন নিকৃষ্ট উদ্ভাবন হচ্ছে বিদআত এবং প্রতটি বিদআতই ভ্রষ্ট। সাবধান! (শয়তান) যেন তোমাদের অন্তরে দীর্ঘায়ুর আকাঙ্খা সৃষ্টি করতে না পারে, অন্যথায় তা তোমাদের অন্তরাত্মাকে শক্ত করে দিবে। সাবধান! নিশ্চয় যা কিছু আসার তা নিকটবর্তী এবং যা দূরবর্তী তা আসার নয়। জেনে রাখো! অবশ্যই সেই ব্যক্তি দুর্ভাগা যে তার মায়ের গর্ভ থেকেই দুর্ভাগ্য। খোশনসীব সেই ব্যক্তি যে অপরকে দেখে নসীহত গ্রহণ করে। সাবধান! ঈমানদার ব্যক্তি হত্যা করা (বা তার সাথে সশস্ত্র সংঘাত করা) কুফরী এবং তাকে গালমন্দ করা পাপ। কোন মুসলমানের পক্ষে তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের অধিক (কথা না বলে) ত্যাগ করা হালাল নয়। সাবধান! তোমরা মিথ্যাচারিতা থেকে দূরে থাকো। কেননা মিথ্যাচারিতা দ্বারা না সফলতা অর্জন করা যায়, না অর্থহীন আলাপ থেকে বাঁচা যায়। নিজ সন্তানের সাথে ওয়াদা করে তা পূরণ না করা কোন লোকের জন্যই শোভনীয় নয়। কেননা মিথ্যা (মানুষকে) পাপাচারের দিকে চালিত করে এবং পাপাচার দোযখের দিকে চালিত করে। পক্ষান্তরে সততা (মানুষকে) পুণ্যের পথে চালিত করে এবং পূণ্য বেহেশতের দিকে চালিত করে। **সত্যবাদী সম্পর্কে বলা হয়, সে সত্য বলেছে ও পুণ্যের কাজ করেছে। আর মিথ্যাবাদী সম্পর্কে বলা হয়, সে মিথ্যা বলেছে ও পাপাচার করেছে। জেনে রাখো! কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর নিকট ডাহা মিথ্যাবাদী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়।** [৩] যঈফ। তবে হাদীসের শেষাংশ সহীহ

[যিলালুল জান্নাহ ২৫ । বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও (ফাতহুল বারী) হা. ৬০৯৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬০৭); (ই. সে.) হা. ৬৪৫০]

47 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَلاَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةَ {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} إِلَى قَوْلِهِ {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ

[৩] আহমাদ (৩৬৩১, ৩৭১৯, ৩৮৩৫, ৪০৪৮, ৪০৯৭, ২৭৮৪০, ৪১৭৬), দারিমী (২৭১৫)। হাদীসের সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছে।

https://www.facebook.com/178945132263517

أُولُو الأَلْبَابِ}. فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَاهُمُ اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ " .

৪৭. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ ''তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলো কিতাবের মূল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। যাদের অন্তরে সত্য লংঘন প্রবণতা আছে শুধু তারাই বিশৃংখলা ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তার ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা বলে, আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম, সমস্তই আমাদের রবের নিকট থেকে আগত। বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না'' (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭)। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! যখন তুমি তাদেরকে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বাদানুবাদ করতে দেখবে, তখন মনে করবে যে, এরা সেই লোক যাদের আল্লাহ অপদস্থ করেন। তোমরা তাদের পরিহার করো। সহীহ।

[যিলালুল জান্নাহ ৫, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৫৪৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬৬৫); (ই. সে.) হা. ৬৫৮৫]

48 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ " . ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} .

৪৮. আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোক তখনই পথভ্রষ্ট হবে, যখন তারা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে। অতঃপর তিনি এক আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ ''বরং এরা তো এক বির্তককারী সম্প্রদায়'' (সূরা যুখরুফ ঃ ৫৮)। হাসান।

[সহীহ তারগীব ১৩৭, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩২৫৩]

49 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو هَاشِمٍ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلاَ صَلاَةً

https://www.facebook.com/178945132263517

وَلاَ صَدَقَةً وَلاَ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً وَلاَ جِهَادًا وَلاَ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ " .

৪৯. হুযায়ফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ বিদআতী ব্যক্তির রোযা, নামায, যাকাত বা দান-খয়রাত, হজ্জ, উমরা, জিহাদ, ফিদয়া, ন্যায়বিচার ইত্যাদি কিছুই কবুল করবেন না। সে ইসলাম থেকে এমনভাবে খারিজ হয়ে যায় যেভাবে আটা থেকে চুল টেনে বের করা হয়। [৪]

[মাওযূ' । আহদীসুয যঈফাহ -১৪৯৩। হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

50 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ " .

৫০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বিদআতী ব্যক্তির নেক আমল কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে তার বিদাআত পরিহার করে। [৫] য'ঈফ।

[যঈফাহ ১৪৯৩। হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

51 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلاَهَا " .

---

[৪] সানাদে অবস্থিত মুহাম্মাদ ইবনু মিহসান মিথ্যাবাদী। যেমনটি বলেছেন ইবনু মঈন ও আবূ হাতিম। হাফিয ইবনে হাযার 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, মুহাদ্দিসগন তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। আল্লামা বুসায়রী একটু শিথিলতা প্রদর্শন করে আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল। এতে মুহাম্মাদ ইবনু মিহসান রয়েছেন। মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যে সে দুর্বল।-যঈফাহ

[৫] ইবনু আবী আসিম 'সুন্নাহ' (ক্বাফ ৪/২) এবং দায়লামী (১/১/৮০)। এর সানাদে ধারাবাহিকভাবে কতগুলো অপরিচিত লোকের সমাবেশ ঘটেছে। ইমাম আবূ যুর'আহ বলেছেন, আমি সানাদের আবু যায়দ, তার শায়খ এবং বিশরকে চিনতে পারিনি। ইমাম যাহাবীও একই ধরনের মন্তব্য পেশ করেছেন।-যঈফাহ্
আল্লামা বুসায়রী বলেছেন, এই হাদীসের সানাদের প্রত্যেক ব্যক্তি মাজহুল। আয-যাওয়ায়িদ

https://www.facebook.com/178945132263517

৫১. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যাকে বাতিল মনে করে পরিহার করলো তার জন্য বেহেশতের এক প্রান্তে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি সংগত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করলো তার জন্য বেহেশতের মধ্যখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি তার চরিত্র সুন্দর করলো তার জন্য বেহেশতের উচ্চতর স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। [৬] যঈফ।

[আহাদীসুস সহীহাহ (২৭৩) আহদীসুয যঈফাহ (১০৫৬), হাদীসটির সানাদ য'ঈফ। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৯৯৩]

٨ - بَابُ اجْتِنَابِ الرَّأْى وَالْقِيَاسِ

অনুচ্ছেদ– ৮: মতামত প্রদান ও ক্বিয়াস করা থেকে বিরত থাকা

52 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا " .

৫২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তর থেকে এলেমকে বিলুপ্ত করার মাধ্যমে তা কেঁড়ে নিবেন না, বরং তিনি আলেমদেরকে (দুনিয়া থেকে) তুলে নেয়ার মাধ্যমে এলমকেও তুলে নিবেন। অতএব যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন জনগণ অজ্ঞ ও মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং তাদের কাছে (দীনী বিষয়ে) জিজ্ঞেস করা হলে তারা (সেই বিষয়ে) কোন এলম না থাকা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং জনগণকেও পথভ্রষ্ট করবে। সহীহ।

[৬] সানাদের সালামাহ ইবনু ওয়ারদান লাইসী জমহুর ইমামগণের নিকট সে দুর্বল। আর সেজন্যই হাফিয (রহ) তার দুর্বল হওয়ার বিষয়টি দৃঢ় করেছেন আত-তাক্বরীব গ্রন্থে। ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে তার উল্লেখ করে বলেছেন, ইমাম দ্বারাকুতনী ও অন্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম হাকিম বলেছেন, আনাস সূত্রে তার বর্নিত হাদীসের অধিকাংশই মুনকার।-যঈফাহ

https://www.facebook.com/178945132263517

[রওযুন নাযার ৫৭৯, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১০০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬৭৩); (ই. সে.) হা. ৬৬০৬]

53 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ. حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ " .

৫৩. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দলীল-প্রমাণ ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ব্যতীত কাউকে সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) দেয়া হলে তার পাপের বোঝা ফতওয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে। হাসান।

[মিশকাত ২৪২, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৬৫৭]

54 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، - هُوَ الإِفْرِيقِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ " .

৫৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অত্যাবশ্যকীয় এলেম (জ্ঞান) তিন প্রকার, এ ছাড়া অবশিষ্টগুলো অতিরিক্ত ঃ আল-কুরআনের বিধান সম্পর্কিত (মুহকাম) আয়াতসমূহ অথবা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ (হাদীস) অথবা ইনসাফভিত্তিক ফারায়েজের জ্ঞান (ওয়ারিসী স্বত্ব ন্যায়সংগতভাবে বণ্টনের জ্ঞান)। যঈফ।[৭]

[মিশকাত (২৩৯) যঈফ আবূদাউদ (৪৯৬) আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৮৮৫]

55 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، سَجَّادَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " لاَ تَقْضِيَنَّ وَلاَ تَفْصِلَنَّ إِلاَّ بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقِفْ حَتَّى تُبَيِّنَهُ أَوْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فِيهِ ".

[৭] সানাদে ইবনু আন'উম ইফরীক্বী হাদীসবিশারদগণের নিকট দুর্বল। তাকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল কাত্তান ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, আমি ইফরীক্বীর হাদীস লিখি না।-ইরওয়াউল গালীল

https://www.facebook.com/178945132263517

৫৫. মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেন ঃ যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান আছে কেবল সেই বিষয়ে তুমি সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদান করবে। কোন বিষয় তোমার জন্য কঠিন হলে (অজ্ঞাত থাকলে) তুমি অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না তোমার নিকট স্পষ্ট হয় (বা তোমাকে বলে দেয়া হয়) অথবা তুমি লিখিতভাবে সে সম্পর্কে আমাকে জানাবে। মাওযু বা বানোয়াট। [৮]

[আহদীসুয যঈফাহ ২/২৭৫-২৭৬। হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন]

56 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلاً حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الأُمَمِ فَقَالُوا بِالرَّأْىِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا " .

৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বনী ইসরাঈলেরর যাবতীয় কাজকর্ম যথার্থভাবেই হচ্ছিল, যতক্ষণ তাদের মধ্যে যথার্থ সন্তান জন্মেছে। অতঃপর তাদের মধ্যে বিজাতীয় বা লুণ্ঠনকৃত নারীর সন্তান যুক্ত হলে তারা নিজেদেরমত অনুযায়ী রায় প্রদান করে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করে। যঈফ। [৯]

[আহদীসুয যঈফাহ ৪৩৩৬, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

---

৮ হাফিয ইবনে হাযার ''আত-তাক্বরীব'' গ্রন্থে বলেন ঃ 'সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ মাসলুবসম্পর্কেআহমাদ ইবন সালিহ বলেছেন, সে চার হাজার মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে। ইমাম আহমাদ বলেন, মানসুর তাকে যিনদীক্ব (বেদ্বীন) হওয়ার কারনে হত্যা করে ফাঁসীতে ঝুলান।'' আহমাদ, হাকিম, বুসয়রী ও ইবনু হিব্বান তাকে হাদীস জালকারী বলেছেন .-যঈফাহ

৯ তাবারানী এবং বায্যার (ফায়যুল কাদীর ৭৩৬২)। আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে এর সানাদকে দুর্বল বলেছেন ড. মুস্তফা মুহাম্মদ হুসাইন বলেন, এর সানাদে সুওয়ায়িদ ইবনু সাঈদকে ইমাম যাহাবী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

এই অনুচ্ছেদে এই হাদীসের পরই সুনানু ইবনে মাজাহ'র কতিফয় নুসখাহ-তে অতিরিক্তভাবে বিশুদ্ধ সানাদে সুফয়ান ইবনু উআইনাহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ মানুষের কাজ-কর্ম ততদিন পর্যন্ত সঠিক ছিল যতদিন না তাদের মাঝে কুফা থেকে জনৈক ব্যক্তি এবং মাদীনাহ থেকে রায়পন্থী রবী'আহ ও বাসরাহ থেকে উসমান আল-বাত্তী'র আবির্ভাব ঘটেছে। আর আমরা তাদেকে দাসী গর্ভের সন্তানরূপেই পেয়েছি। এটি প্রমাণিত আছে আল্লামা বুসয়রীর নুসখাহ ''মিসবাহুয যুজাজ ফী যাওয়ায়িদে ইবনে মাজাহ'' (১/১১ লেবানন ছাপা)। হাফিয মিয্বী (রহঃ) ও হাদীসটিকে ইবনে মাজাহ'র দিকে সম্পৃক্ত করেছেন ''তুহফাতুল আশরাফ'' গ্রন্থে(১৩/২২৩)। আর সম্ভবত সেজন্যই এ যুগে প্রকাশিত সুনানু ইবনে মাজাহ'র পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীসটিকে গেপন বা বিলুপ্ত করেছেন আবূ হানিফার কতিপয় পক্ষাতিত্বকারী। কেননা হাদীসে বর্ণিত তথা ''কুফার জনৈক ব্যক্তি'' দ্বারা তিনিই উদ্দেশ্য। যেমন তা স্পষ্ট হয়েছে ইবনু আবদিল বার ও অন্যদের বর্ণনাতে, যা ''সিলসিলাহ যঈফাহ''গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।-আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

9 – بَابٌ: فِي الإِيمَان
অনুচ্ছেদ– ৯: ঈমান প্রসঙ্গে

57 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ ".

৫৭. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃঈমানের ষাট বা সত্তরের অধিক স্তর আছে। তার সাধারণ বা নিম্নতর স্তর হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। সর্বোচ্চ স্তর হলো কলেমা ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই) বলা এবং লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১৭৬৯ তাখরীজুল ঈমান ইবনু আবী শাইবাহ ২১/৬৭, বুখারী (তা.পা. : আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৫); (ই. সে.) হা. ৬১]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، نَحْوَهُ . ﷺ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

আবু হুরায়রাহ সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

58 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ "إِنَّ الْحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ".

৫৮. সালেম (রহি) থেকে তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লজ্জাশীলতা সম্পর্কে তার ভাইকে নসীহত (তিরস্কার) করতে শুনলেন। তখন তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা। সহীহ।

https://www.facebook.com/178945132263517

[রওযুন নাযার ৫১৩, ৭৪৩, বুখারী (অ-মা প্র) ও ফাতহুল বারী হা. ২৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৬); (ই. সে.) হা. ৬২]

59 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ مَسْلَمَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ " .

৫৯. আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার অন্তরে সরিষার দানা (সামান্যতম) পরিমাণও অহংকার আছে, সে (প্রথম পর্যায়েই) জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং যার অন্তরে সরিষার দানা (সামান্যতম) পরিমাণ ঈমান আছে সে জাহান্নামে (স্থায়ীভাবে) প্রবেশ করবে না। সহীহ।

[ইসলাহু মাসাজিদ ১১৫, মুসলিম (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৯১); (ই. সে.) হা. ১৭৩]

60 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا خَلَصَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا فَمَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ. قَالَ: يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ. فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ لاَ تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مَنْ قَدْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دِينَارٍ مِنَ الإِيمَانِ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ هَذَا فَلْيَقْرَأْ {إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} .

৬০। আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) মুমিনদেরকে

https://www.facebook.com/178945132263517

দোযখ থেকে মুক্তি দিবেন এবং তার নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন ইমানদারগণ তাদের দোযখী ভাইদের ব্যাপারে তাদের প্রতিপালকের সাথে এত প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে যে, তারা দুনিয়াতে অবস্থানকালে তাদের কেউ তার বন্ধুর পক্ষে ততটা প্রচণ্ড বিতর্কে লিপ্ত হয়নি। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ ভাইরা তো আমাদের সাথে সলাত পড়তো, রোযা রাখতো এবং হজ্জ করতো। অথচ আপনি তাদেরকে দোযখে দাখিল করেছেন। তখন আল্লাহ পাক বলবেনঃ তোমরা যাও এবং তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা চিনতে পারো, তাদের বের করে নিয়ে এসো। অতএব তারা তাদের কাছে যাবে এবং তাদের আকৃতি দেখে তাদের চিনতে পারবে। দোযখের আগুন তাদের দৈহিক গঠনাকৃতি ভক্ষণ (নষ্ট) করবে না। আগুন তাদের কারো পদদ্বয়ের জংঘার অর্ধাংশ পর্যন্ত এবং কারো পদদ্বয়ের গোছা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। তারা তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে এনে বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে যাদের বের করে আনার নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তাদের বের করে এনেছি। অতঃপর আল্লাহ বলবেন ঃ যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান আছে, অতঃপর যাদের অন্তরে অর্ধদীনার পরিমাণ ঈমান আছে, অতঃপর যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তোমরা তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যার এ কথা বিশ্বাস না হয় সে যেন তিলাওয়াত করে (অনুবাদ) ঃ ''আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। কোন উত্তম কাজ হলে আল্লাহ তা দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ তার পক্ষ থেকে মহা পুরস্কার প্রদান করেন'' (সূরা নিসা ঃ ৪০) সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৩০৫৪ যিলালুল জান্নাহ ৮৫৭, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২২; মুসলিম ((ফুয়াদ আ. বাকী)) হা. ১৮৩; (ই. সে.) হা. ৩৬২]

61 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ، وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا " .

৬১. জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী এবং সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি এবং তার দ্বারা আমাদের ঈমান বেড়ে যায়। সহীহ।

[হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

62 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نِزَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي الإِسْلاَمِ نَصِيبٌ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ ".

https://www.facebook.com/178945132263517

৬২. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ উম্মাতের দুইটি শ্রেণীর জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই- মুরজিয়্যাহ ও কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়। যঈফ। [১০]

[মিশকাত ১০৫, যিলালুল জান্নাহ ৩৩৪/৩৩৫, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২১৪৯]

63 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ شَعَرِ الرَّأْسِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ . قَالَ: فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ إِلَى رُكْبَتِهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ . ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ ". قَالَ: صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ . ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ". قَالَ: صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ . ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: " أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ". قَالَ: فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ". قَالَ: فَمَا أَمَارَتُهَا قَالَ " أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا ". قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي تَلِدُ الْعَجَمُ الْعَرَبَ " وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ ". قَالَ: ثُمَّ قَالَ: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَقَالَ: "أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ؟". قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: " ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ ".

৬৩. উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত ও মাথায় গাঢ়ো কালো চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে হাযির হন। তার চেহারায় সফরের কোন ছাপ দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের কেউই তাকে চিনে না। রাবী বলেন, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে, তার হাঁটুদ্বয় মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটুদ্বয়ের সাথে লাগিয়ে এবং তার দু'হাত তাঁর দু'উরুর উপর রেখে বসলেন তারপর জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! ইসলাম কি?

[১০] প্রমাণযোগ্য হাদীসে এসেছে ঃ এ দু'দলের লোকেরা নাবী (সঃ) এর সঙ্গে হাওযে কাওসারে মিলিত হবে না এবং জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না।-সহীহাহ (২৭৪৮)

https://www.facebook.com/178945132263517

তিনি বলেন ঃ এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহর রাসূল, সলাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা। তিনি (আগন্তুক) বলেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন। আমরা তার এ কথায় অবাক হলাম যে, তিনিই জিজ্ঞেস করলেন এবং তিনিই তা সত্যায়ন করলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! ঈমান কি? তিনি বলেন ঃ তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগনের, তাঁর রসূলগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, আখেরাতের দিনে এবং তাকদীরে ও তার ভালো-মন্দে। আগন্তুক বলেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন। আমরা এবারও তার কথায় অবাক হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করছেন এবং তিনিই তা সত্যায়ন করছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! ইহসান কি? তিনি বলেন ঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো, যদি তুমি তাঁকে না দেখো তবে নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন। তিনি বলেন, কিয়ামত) কখন আসবে? তিনি বলেনঃ এ সম্পর্কে উত্তরদাতা প্রশ্নকর্তার চেয়ে অধিক কিছু জানে না। তিনি বলেন, তাহলে এর আলামত কি? তিনি বলেন ঃ ক্রীতদাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। ওয়াকী (র) বলেন, অর্থাৎ অনারবদের ঔরসে আরবরা জন্মগ্রহণ করবে। তুমি দেখতে পাবে নগ্নদেহ, নগ্নপদ ও অভাবগ্রস্থ মেষ চালকরা সুউচ্চ ইমারতের মালিক হয়ে অহংকারে ফেটে পড়বে। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ ঘটনার তিন দিন পর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করে বলেন ঃ লোকটি কে তুমি কি তা জানো? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন ঃ ইনি হলেন জিবরীল (আ), তোমাদের দীনের বিষয়াদি তোমাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের নিকট এসেছেন। সহীহ।

[যিলাল ১২০-১২৭ ইরওয়া ৩৩-৩৪, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৮); (ই. সে.) হা. ১]

64 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: " أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ ". قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الإِحْسَانُ قَالَ " أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ". قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: " مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّتَهَا فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي

https://www.facebook.com/178945132263517

خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ ". فَتَلاَ رَسُولُ اللهِ ﷺ{إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}.

৬৪. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকবেষ্টিত থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান কি? তিনি বলেন ঃ তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রাসূলগণে, তার সাথে সাক্ষাতে এবং তুমি আরো ঈমান আনবে পুনরুত্থান দিবসে। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলাম কি? তিনি বলেনঃ তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক বরবে না, ফরয সলাতকায়েম করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। সে বললো, হে আল্লাহর রাসুল! ইহসান কি? তিনি বলেন ঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাকে দেখছো। যদি তুমি তাকে দেখতে সক্ষম না হও, তবে তিনি নিশ্চয় তোমাকে দেখছেন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (কিয়ামত) কখন আসবে? তিনি বলেন ঃ এ বিষয়ে উত্তরদাতা প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক কিছু জানে না। তবে আমি তোমাকে তার কতিপয় শর্ত (আলামত) সম্পর্কে বলছি। ক্রীতদাসী যখন তার মনিবকে প্রসব করবে, সেটা কিয়ামতের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। যখন মেষ চারকরা সুউচ্চ দালান-কোঠার (মালিক হয়ে) অহংকারে ফেটে পড়বে, এটাও তার শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ ''কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জড়ায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামী কাল (বা ভবিষ্যতে) সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মরবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত''। সহীহ।

[সূরা লোকমান ঃ ৩৪, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৯); (ই. সে.) হা. ৫]

65 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ ". قَالَ أَبُو الصَّلْتِ لَوْ قُرِئَ هَذَا الإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَأَ .

৬৫. আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমান হলো ঃ অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং দীনের রোকনসমূহের (অপরিহার্য বিধানসমূহ) বাস্তবায়ন। আবুস সালত (র) বলেন, এ সানাদ কোন পাগলের নিকট পাঠ করা হলে সেও নিরাময় লাভ করবে। মাওযূ। [১১]

[যঈফ আল জামে ২৩০৯, আহদীসুয যঈফাহ ২২৭০, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

66 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ - أَوْ قَالَ لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".

৬৬. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ (পূর্ণ) মুমিন হবে না, যাবত না সে তার ভাইয়ের জন্য (বা তার প্রতিবেশীর জন্য) তাই পছন্দ করবে, যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে। সহীহ।

[আহাদীসুস আহাদীসুস আহাদীসুস সহীহাহ ৭৩, রওযুননারীর ১২৯, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৫); (ই. সে.) হা. ৭৮]

67 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".

৬৭. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের কারো কাছে তার সন্তান-সন্ততি, তার পিতা-মাতা ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হওয়া পর্যন্ত সে (পূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৪); (ই. সে.) হা. ৭৭]

---

[১১] উকাইলী আয-যুআফা'' (৪০৬), দুলাবী 'কুনা' (২/১১), ইবনু জারীর আত-তাবারী আত-তাহযীব (২/১৯৬/১৫২০), আজরী 'শারীআহ' (১৩০-১৩১ পৃষ্ঠা), বায়হাকী শুআব (১/১২), আবু নুআইম আখবারে আসবাহান (১/১৩৮), খাতীব (১০/৩৪৩-৩৪৪), তার সূত্রে ইবনুল জাওযীর মাওযূ'আহ (১/১২৮), ইবনু আব্দুল হাদী জুযউ আহাদীস ওয়া হিকাইয়াত (৩২৯/২)। আল্লামা উকাইলী বলেছেন, সানাদের মূসা ইবনু জা'ফার এর হাদীস অসংরক্ষিত যা আবূ সালত বর্ণনা করেছে। তার নাম হলো আব্দুস সালাম ইবনু সালীহ। ইমাম যাহাবী ''আয-যুআফা' গ্রন্থে বলেছেন, কতিপয় ইমাম তাঁকে মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন বলেছেন। আবু যুর'আহ বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু আদী বলেছেন, সে সন্দেহভাজন। অন্যান্যরা বলেছেন, সে রাফিজী।-যঈফাহ্

https://www.facebook.com/178945132263517

68 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ".

৬৮.আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তোমরা পরস্পরকে মহব্বত না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় নির্দেশ করবো না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে মহব্বত করবে? তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও। সহীহ।

[ইরওয়া ৭৭৭, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৪); (ই. সে.) হা. ১০২]

69 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ".

৬৯. আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া গর্হিত কাজ এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরী। সহীহ।

[সহীহ জামে' ৩৫৯৫, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৪); (ই. সে.) হা. ১২৯]

70 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الإِخْلاَصِ للهِ وَحْدَهُ وَعِبَادَتِهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ مَاتَ وَاللهُ عَنْهُ رَاضٍ". قَالَ أَنَسٌ: وَهُوَ دِينُ اللهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الأَحَادِيثِ وَاخْتِلاَفِ الأَهْوَاءِ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ يَقُولُ اللهُ {فَإِنْ تَابُوا} قَالَ خَلَعُوا الأَوْثَانَ وَعِبَادَتَهَا {وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ} وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}

৭০.আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান অবস্থায়, তাঁর ইবাদতরত

https://www.facebook.com/178945132263517

অবস্থায় যাঁর কোন শরীক নাই, সলাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, সে এমন অবস্থায় মারা গেল যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এটি হলো আল্লাহর সেইদীন, যা নিয়ে রাসূলগণ এসেছেন এবং তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তা মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন ফেতনা-ফাসাদ এবং মনগড়া মতবিরোধ সৃষ্টির পূর্বেই। এর সমর্থন রয়েছে কুরআনের শেষের দিকে অবতীর্ণ আয়াতে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন (অনুবাদ) ঃ ''যদি তারা তওবা করে, সলাতকায়েম করে এবং যাকাত দেয়'' (সূরা তওবা ঃ ৫)। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারা তওবা করার পর মূর্তিগুলো ও সেগুলোর পূজা ত্যাগ করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, (অনুবাদ) ঃ যদি তারা তওবা করে, সলাতকায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই'' (সূরা তওবা ঃ ১১)। যঈফ।

[তালীকুররগীব ১/২৩, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، مِثْلَهُ .

আবু হাতেম' উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা থেকে আবু জাফর থেকে রবি' ইবনে আনাস অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

71 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ".

৭১.আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল এবং তারা সলাতকায়েম করে এবং যাকাত দেয়। সহীহ।

[মুতাওয়াতির, আহাদীসুস সহীহাহ ৪০৭। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৩৯৯, ২৯৪৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২০); (ই. সে.) হা. ৩২]

72 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ".

৭২. মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ

https://www.facebook.com/178945132263517

না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল এবং তারা সলাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। সহীহ।

[মুতাওয়াতির। মুসনাদে আহমাদ হা. ২২১৭৫]

73 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ، حَدَّثَنَا نِزَارُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الإِسْلاَمِ نَصِيبٌ أَهْلُ الإِرْجَاءِ وَأَهْلُ الْقَدَرِ " .

৭৩. ইবনে আব্বাস ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের দুই শ্রেণীর লোকের ইসলামে কোন অংশ নেই মুরজিয়্যাহ সম্প্রদায় ও কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়। যঈফ। [১২]

[মিশকাত ১০৫ যিলালুল জান্নাহ ৩৩৪, ৩৩৫, ৯৪৮, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

74 - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ، سَعِيدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ،- يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ .

৭৪. আবু হুরায়রাহ ও ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তারা বলেন, ঈমান বাড়েও কমে। নিতান্ত যঈফ।[১৩]

[আহদীসুয যঈফাহ ১১২৩। হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

75 - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَظُنُّهُ - عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ الإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ .

৭৫. আবুদারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈমান বাড়ে ও কমে। য'ঈফ।[১৪] [হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

---

[১২] সানাদে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ আল লাইসী যঈফ

[১৩] সানাদে ইসমাইল এবং ইয়ানী ইবনে আইয়্যাস যঈফ

[১৪] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে হাদীসের এই সানাদকে দুর্বল বলেছেন।

--তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

10 – بَابٌ: فِي الْقَدَرِ

অনুচ্ছেদ– ১০: তাক্বদীর প্রসঙ্গে

76 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ " يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ . فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا " .

৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে সমর্থিত ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি কার্যক্রম এভাবে অগ্রসর হয় যে, তার মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত (শুক্ররূপে) জমা রাখা হয়, তারপর অনুরূপ সময়ে তা জমাট রক্ত পিণ্ডের রূপ ধারণ করে, তারপর অনুরূপ সময়ে তা মাংসপিণ্ডের রূপ ধারণ করে, তারপর আল্লাহ তাআলা তার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠান। তাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। অতএব তিনি (আল্লাহ) বলেন, তার কার্যকলাপ, তার আয়ুষ্কাল, তার রিযিক এবং সে দুর্ভাগা না ভাগ্যবান তা লিখে দাও। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তোমাদের কেউ অবশ্যই বেহেশতীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও বেহেশতের মাঝে মাত্র এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকে, তখন তার দিকে তার তাকদীরের লেখা অগ্রসর হয় এবং সে দোযখীদের কাজ করে, ফলে সে দোযখে প্রবেশ করে আবার তোমাদের কেউ অবশ্যই দোযখীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও দোযখের মাঝে মাত্র এক হাত পমিাণ দূরত্ব থাকে, তখন তার দিকে তার তাকদীরের লেখা অগ্রসর হয় এবং সে বেহেশতীদের কাজ করে, ফলে সে বেহেশতে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ অবশ্যই দোযখীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও যোদখের মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, তখন তার দিকে তার তাকদীরের লেখা অগ্রসর হয় এবং সে বেহেশতীদের কাজ করে, ফলে সে বেহেশতে প্রবেশ করে। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩২০৮, ৩৩২২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬৪৩); (ই. সে.) হা. ৬৫৩৪]

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

77 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سِنَانٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْحِمْصِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ خَشِيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِينِي وَأَمْرِي فَأَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ فَخَشِيتُ عَلَى دِينِي وَأَمْرِي فَحَدِّثْنِي مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ . فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ . وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ . فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ . وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ أَخِي عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ . فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ فَسَأَلْتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ أُبَيٌّ وَقَالَ لِي وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ حُذَيْفَةَ . فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالاَ وَقَالَ ائْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَاسْأَلْهُ . فَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قُبِلَهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ " .

৭৭. ইবনুদ দাইলামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনে এই তাক্বদীর সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ দানা বাঁধে। তাই আমি এই ভেবে শংকিত হই যে, তা আমার দ্বীন ও অন্যান্য কার্যক্রম নষ্ট করে দেয় কিনা। তাই আমি উবাই ইবনে কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আবুল মুনযির! আমার মনে এই তাক্বদীর সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ দানা বেঁধেছে, তাই আমি এই ভেবে শংকিত হই যে, তা আমার দ্বীন ও অন্যান্য কার্যক্রমকে নষ্ট করে দেয় কিনা। অতএব এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। আশা করি আল্লাহ তার দ্বারা আমার উপকার করবেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা উর্ধলোকের ও ইহলোকের সকলকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারেন। তথাপি তিনি তাদের প্রতি যুলুমকারী নন। আর তিনি তাদেরকে দয়া করতে চাইলে তার দয়া তাদের জন্য তাদের কাজকর্মের চেয়ে কল্যাণময়। যদি তোমাদের নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ বা উহুদ পাহাড়ের মত সোনা থাকতো এবং তুমি তা

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহর রাস্তার খরচ করতে থাকো, তবে তোমার সেই দান কবুল করা হবে না, যতখন না তুমি তাকদীরের উপর ঈমান আনো। অএতব তুমি জেনে রাখো! যা কিছু তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা তোমার উপর আপতিত হতে কখনো ভুল হতো না এবং যা তোমার উপর আপতিত হওয়ার কিছু না তা ভুলেও কখনো তোমার উপর আপতিত হবে না। তুমি যদি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মারা যাও, তাহলে তুমি দোযখে যাবে। আমি মনে করি, তুমি আমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। (ইবনুদ দাইলামী বলেন), অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও উবাই রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুরূপ বললেন। তিনি আরো বললেন, তুমি হুযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর। তিনিও তাদের দুইজনের অনুরূপ বললেন। তিনি আরও বলেন, তুমি যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর। অতঃপর আমি যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) এর নিকট আসলাম এবং তাকে ও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা উর্ধলোক ও ইহলোকের সকল অধিবাসীকে শাস্তি দিতে চাইলে অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারবেন এবং তিনি তাদের প্রতি যুলুমকারী নন। আর তিনি তাদের প্রতি দয়া করতে চাইলে, তাঁর দয়া তাদের সমস্ত সৎ কাজের চাইতেও তাদের জন্য অধিক কল্যাণকর। তোমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকলেও এবং তুমি তা আল্লাহর পথে ব্যয় করলেও তিনি তা কবুল করবেন না, যাবত না তুমি সম্পূর্ণরূপে তাক্বদীরের উপর ঈমান আনো। অতএব তুমি জেনে রাখো! তোমার উপর যা কিছু আপতিত হওয়ার আছে তা তোমার উপর আপতিত হয়েছে; তা কখনো ভুলেও এড়িয়ে যেত না এবং যা তোমার উপর আপতিত হওয়ার ছিল না, তা তোমার উপর ভুলেও কখনো আপতিত হত না। তুমি যদি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মারা যাও তাহলে তুমি জাহান্নামে যাবে। সহীহ।

[যিলালুল জান্নাহ ১৪৫, মিশকাত ১১৫, তাখরাজুত তাহারীয়াহ ৪৪৭, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৬৯৯]

78 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَبِيَدِهِ عُودٌ فَنَكَتَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ". قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ؟ قَالَ " لاَ. اعْمَلُوا وَلاَ تَتَّكِلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ " . ثُمَّ قَرَأَ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} .

৭৮.আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

https://www.facebook.com/178945132263517

ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তাঁর হাতে ছিল এক টুকরা কাঠ। তা দিয়ে তিনি মাটির উপর রেখা টানলেন, অতঃপর মাথা তুলে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জন্য বেহেশতে তার একটি আসন অথবা দোযখে তার নিকট আসন নির্ধারিত করা হয়নি। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমরা কি ভরসা করব না? তিনি বলেন ঃ না, তোমরা সৎ কাজ করতে থাকো এবং (এর উপর) ভরসা করো না। কারণ যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজসাধ্য করা হয়েছে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ ''সুতরাং কেউ দান করলে, মোত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ। আর কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে মুখাপেক্ষীহীন মনে করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব কঠোর পথ'' (সূরা লাইল ঃ ৫-১০)। সহীহ।

[যিলালুল জান্নাহ ১৭১ রওয়ুন নাযার ৭০১, বুখারী (তা.পা. : আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৩৬২, ৪৯৪৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬৪৭); (ই. সে.) হা. ৬৫৪৪]

79 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وفي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجِزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا . وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ " لَوْ " تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ".

৭৯. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্খা করো এবং আল্লাহর সাহায্য চাও এবং কখনও অক্ষমতা প্রকাশ করো না। তোমার কোন ক্ষতি হলে বলো না, যদি আমি এভাবে করতাম, বরং তুমি বল, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চান তাই করেন। কেননা ''লো'' (যদি) শব্দটি শয়তানের তৎপরতার দ্বার খুলে দেয়। হাসান সহীহ।

[যিলালুল জান্নাহ ৩৫৬ , মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬৬৪); (ই. সে.) হা. ৬৫৮৪]

80 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "احْتَجَّ

https://www.facebook.com/178945132263517

آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ . فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى" . ثَلاَثًا .

৮০. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আদম (আ) মূসা (আ)-এর সাথে (আত্মার জগতে) বিতর্ক করেন। মূসা (আ) তাঁকে বলেন ঃ হে আদম ! আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদের হতাশ করেছেন এবং আপনার ভুলের মাশুল স্বরূপ আমাদেরকে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করেছেন। আদম (আ) তাঁকে বলেন ঃ হে মূসা! আল্লাহ তোমাকে তাঁর প্রত্যক্ষ কালামের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি স্বহস্তে তোমাকে তাওরাত কিতাব লিখে দিয়েছেন। তুমি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপারে দোষারোপ করছো, যা আল্লাহ তাআলা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বে আমার জন্য নির্ধারিত করেন? অতএব আদম (আ) বিতর্কে মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন, আদম (আ) মূসা (আ)-এর সাথে বিতর্কে বিজয়ী হন, আদম (আ) মূসা (আ)-এর সাথে বিতর্কে বিজয়ী হন। কথাটি তিনি তিনবার বলেন। সহীহ।

[যিলালুল জান্নাহ ১৪৫, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৬১৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬৫২); (ই. সে.) হা. ৬৫৫২]

81 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ بِاللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرِ " .

৮১. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দাহ চারটি বিষয়ের উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত মুমিন হবে না- একমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান আনবে, যাঁর কোন শরীক নেই, নিশ্চিয় আমি আল্লাহর রাসূল, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে এবং তাকদীরের ভালোমন্দে। সহীহ।

[মিশকাত ১০৪ যিলালুল জান্নাহ ১৩০, তাখরীজ আহাদীসুল মুখতারাহ ৪১৬-৪২৩ বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২১৪৫]

82 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جِنَازَةِ غُلاَمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ . قَالَ " أَوَ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ " .

৮২. উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আনসার সম্প্রদায়ের এক বালকের জানাযা পড়ার জন্য ডাকা হলো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার জন্য সুসংবাদ, সে জান্নাতের চড়ুই পাখীদের মধ্যে এক চড়ুই যে পাপ কাজ করেনি এবং তা তাকে স্পর্শও করেনি। তিনি বলেন ঃ হে আয়িশাহ! এর ব্যতিক্রমও কি হতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা একদল লোককে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে অবচেতন থাকতেই তিনি তাদেরকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি দোযখের জন্যও একদল সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে অবচেতন থাকতেই তিনি তাদেরকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৪/৪৪৮ যিলাল-২৫১, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬৬২); (ই. সে.) হা. ৬৫৭৮]

83 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝ إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} .

৮৩. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ মুশরিকরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে তাকদীরের ব্যাপারে ঝগড়া করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝ إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

অনুবাদঃ ''যেদিন তাদের উপুড় করে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, সেদিন বলা হবে : জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।"সহীহ। [(৫৪: ৪৮-৪৯) মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬৫৬); (ই. সে.) হা. ৬৫৬২]

84 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا شَيْئًا مِنَ الْقَدَرِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ ".

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-র নিকট উপস্থিত হয়ে তার সংগে তাক্বদীর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তাক্বদীর সম্পর্কে কিছু বলবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছু বলবে না তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে না। যঈফ।[১৫]

[যঈফ আল জামে' ৫৫৩২ মিশকাত ১১৪, ইবনু মাজাহ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ خَازِمُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَيْبَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

আব্দুল মালেক ইবনে শাইবান থেকে ইয়াহইয়া ইবনে ওসমান অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

85 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ فَكَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ " بِهَذَا أُمِرْتُمْ أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ؟ تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ . بِهَذَا هَلَكَتِ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَتَخَلُّفِي عَنْهُ.

৮৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিকট বের হয়ে এলেন। তখন তারা তাক্বদীর সম্পর্কে বাদানুবাদ করছিলো। ফলে রাগে তাঁর চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করে, যেন ডালিমের দানা তাঁর মুখমণ্ডলে ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কি এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা এর জন্য কি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরাও কুরআনের কতকাংশকে কতকাংশের বিরুদ্ধে পেশ করছো। এ কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ ধ্বংস হয়েছে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি এই মজলিসে উপস্থিত না থাকায় যে লজ্জা পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোন মজলিসে উপস্থিত না হওয়ায় এতটা লজ্জা পাইনি। হাসান সহীহ।

[মিশকাত ৯৮, ৯৯, ২৩৭ যিলালুল জান্নাহ ৪০৬, মুসনাদে আহমাদ হা. ৬৭০২]

---

[১৫] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে হাদীসের সানাদকে দুর্বল বলেছেন।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

86 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ ". فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُجْرِبُ الإِبِلَ كُلَّهَا؟ قَالَ: " ذَلِكُمُ الْقَدَرُ فَمَنْ أَجْرَبَ الأَوَّلَ ".

৮৬. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে বলতে কোন রোগ নেই, অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই এবং হামাহ (পেঁচার ডাক) বলতে কিছুই নেই। তখন তার সামনে এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কি মত যে, চর্মরোগে আক্রান্ত একটি উট সুস্থ উটের সংস্পর্শে এসে সকল উটকে আক্রান্ত করে? তিনি বলেন ঃ **এটাই তোমাদের তাক্বদীর**। আচ্ছা প্রথম উটটিকে কে সংক্রোমিত করেছিলো। (**এটাই তোমাদের তাক্বদীর**।" অংশ বাদে হাদীসটি সহীহ।)

(আহাদীসুস সহীহাহ ৭৮২ আহদীসুয যঈফাহ ৪৮০৮, মুসনাদে আহমাদ হা. ৪৭৭৫]

87 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الْجَرَّارُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ الْكُوفَةَ أَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ . فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَقَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَسْلِمْ تَسْلَمْ " . قُلْتُ: وَمَا الإِسْلاَمُ؟ فَقَالَ: " تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَتُؤْمِنُ بِالأَقْدَارِ كُلِّهَا خَيْرِهَا وَشَرِّهَا حُلْوِهَا وَمُرِّهَا " .

৮৭. শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদী ইবনে হাতিম রাযিয়াল্লাহু আনহু কূফায় এলে আমরা কূফার একদল ফকীহ তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। আমরা তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা শুনেছেন, তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি বলেন ঃ হে আদী ইবনে হাতিম! তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তি পাবে। আমি বললাম, ইসলাম কি? তিনি বলেন ঃ তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহর রাসূল এবং তুমি তাক্বদীরের ভাল-মন্দ, স্বাদ-তিক্ততা সব কিছুর উপর ঈমান আনবে। অত্যান্ত যঈফ।

যিলালুবা জান্নাহ ১৩৫। আহমাদ (১৭৭৯৬, ১৮৮৮)। আল্লামা বুসায়রী বলেছেন, এই হাদীসের সানাদ দুর্বল।-আয-যাওয়ায়িদ

88 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ غُنَيْمِ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلاَةٍ ".

https://www.facebook.com/178945132263517

৮৮. আবু মূসা আল-আশআ'রী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অন্তর হলো পালকতুল্য, উন্মুক্ত মাঠে বাতাস তাকে যেদিকে ইচ্ছা উল্টাতে-পাল্টাতে থাকে। সহীহ।

[যিলালুল জান্নাহ ২২৭-২২৮ মিশকাত ১০৩, মুসনাদে আহমাদ হা. ১৯৭৭২]

89 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي، يَعْلَى عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَعْزِلُ عَنْهَا؟ قَالَ "سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". فَأَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ شَىْءٌ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ ".

৮৯. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি দাসী আছে। আমি কি তার সাথে (সঙ্গমকালে) আযল করতে পারি? তিনি বলেন ঃ তার জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অবশ্যই সে লাভ করবে। পরে আবার সেই আনসারই তাঁর নিকট এসে বলেন, দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার জন্য যা নির্ধারিত করা হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে। সহীহ।

[যিলাল ৩৬২ আহাদীসুস সহীহাহ ৩/৩২২, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২১৭৩]

90 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ لِلْخَطِيئَةِ يَعْمَلُهَا ".

৯০। সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেবল সৎ কর্মই আয়ু বৃদ্ধি করে এবং দোয়া ব্যতীত অন্য কিছুতে তাক্বদীর রদ হয় না। **নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি তার পাপ কাজের জন্য রিয্ক থেকে বঞ্চিত হয়।**

وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ لِلْخَطِيئَةِ يَعْمَلُهَا " এই অংশ বাদে হাসান।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১৫৪, মুসনাদে আহমাদ হা. ২২৪৪০]

---

[১৬] হাদীসের সানাদের ইবনু আবীল জা'দ-এর নাম কতিপয় সূত্রে উল্লেখ নেই। কেউ বলেছেন, তার নাম সালিম ইবনু আবীল জা'দ। আর কেউ বলেছেন, 'আব্দুলাহ ইবনু আবীল জা'দ। যদি সে প্রথম জন হয়, তাহলে বর্ণনাটি মুনকাতি, কেননা সালিম, সাওবান হতে শুনেনি। আর যদি দ্বিতীয় জন হয়, তাহলে সে অজ্ঞাত। যেমনটি ইবনু কাত্তান বলেছেন। যদিও ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী আল মীযান' গ্রন্থে সেদিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আব্দুলাহকে যদিও সিকাহ বলা হয়েছে কিন্তু তার মাঝে জাহালাত রয়েছে।-সহীহাহ্

https://www.facebook.com/178945132263517

91 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الْعَمَلُ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَوْ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ قَالَ " بَلْ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ " .

৯১. সুরাকা ইবনে জুশুম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কার্যকলাপ কি তাই যা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী তাক্বদীর নির্ধারিত হয়েছে, না ভবিষ্যতে যা করা হবে তা? তিনি বলেন ঃ বরং তাই যা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং তদনুযায়ী তাক্বদীর নির্দিষ্ট হয়েছে। যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তা সহজসাধ্য করা হয়েছে। সহীহ।

[যিলাল ১১০, ১৬৭ মুসলিম (ফুয়াদ আ. বাকী) হা. ২৬৪৮; (ই. সে.) হা. ৬৬২৮]

92 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الأُمَّةِ الْمُكَذِّبُونَ بِأَقْدَارِ اللهِ إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ وَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلاَ تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ " .

৯২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ উম্মাতের তারাই মজুসী (অগ্নিপূজক) যারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাক্বদীরকে মিথ্যারোপ করে। এরা রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদের দেখতে যেও না। তারা মারা গেলে তোমরা তাদের জানাযায় উপস্থিত হইও না। এদের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হলে তোমরা এদের সালাম দিও না। فلاتسلموا عليهم অংশ বাদে হাদীসটি হাসান।

[মিশকাত ১০৭, যিলাল ৩২৮। ইবনু মাজাহ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

بَابٌ: فِي فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ– ১১: আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের ফাযীলাতের বর্ণনা

باب فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه

অধ্যায়: আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফযীলত

https://www.facebook.com/178945132263517

93 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَلاَ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ". قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي نَفْسَهُ.

৯৩. আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জেনে রাখো! আমি প্রত্যেক বন্ধুর বন্ধুত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছি। যদি আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম তবে আবু বাকরকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। নিশ্চয় তোমাদের এই সাথী আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওয়াকী (র) বলেন, অর্থাৎ তিনি নিজে সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৩৮৩); (ই. সে.) হা. ৫৯৯৯]

94 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ " . قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلاَّ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ.

৯৪. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবু বাকরের ধন-সম্পদ আমার যতটুকু উপকারে এসেছে অন্য কারো ধন-সম্পদ আমার তত উপকারে আসেনি। রাবী বলেন, এ কথায় আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ও আমার ধন-স্মপদ আপনার, জন্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ২৭১৮, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৬৬১]

95 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ إِلاَّ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ لاَ تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ مَا دَامَا حَيَّيْنِ " .

৯৫. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবু বাকর ও উমার নাবী-রাসূলগণ ব্যতীত পূর্বাপর (সর্বকালের) সকল বয়স্ক জান্নাতীর নেতা হবে। হে আলী! তাদের জীবদ্দশায় তুমি তা তাদেরকে অবহিত করো না। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৮২৪, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৬৬৫, ৩৬৬৬]

https://www.facebook.com/178945132263517

96 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِي الأُفُقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا ".

৯৬. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (বেহেশতে) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে, তাদের তুলনায় নিম্ন মর্যাদার লোকেরা দেখতে পাবে, যেমন আকাশের দিগন্তে আলোকোজ্জ্বল তারকারাজি দেখা যায়। আবু বাকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের অন্তর্ভুক্ত, বরং তাদের মাঝে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। সহীহ।

[রওযুন নাযার, ৯৭০, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৯৮৭; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৬৫৮]

97 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلًى، لِرِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنِّي لاَ أَدْرِي قَدْرَ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي". وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

৯৭. হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি জানি না আমি তোমাদের মাঝে আর কতকাল জীবিত থাকবো। অতএব আমার অবর্তমানে তোমরা আমার পরে অবশিষ্ট লোকের অনুসরণ করবে এবং (একথা বলে) তিনি আবু বাকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি ইংগিত করেন। সহীহ।

[মিশকাত, ৬০৫২, আহাদীসুস সহীহাহ ১২৩৩, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৬৬৩]

98 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ اكْتَنَفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ - أَوْ قَالَ يُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ - عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَجُلٌ قَدْ زَحَمَنِي وَأَخَذَ بِمَنْكِبِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

https://www.facebook.com/178945132263517

فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ ثُمَّ قَالَ مَا خَلَّفْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أَكْثُرُ أَنْ أَسْمَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ". فَكُنْتُ أَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ .

৯৮. ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি ঃ উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-র লাশ জানাযার খাটিতে রাখা হলে উপস্থিত লোকজন তার চারপাশে ভীড় করে দোয়া-কালাম ও সলাতশুরু করে দেয়, তখনো সলাতপড়ার জন্য লাশ উঠানো হয়নি। আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তির সাথে আমার ধাক্কা লাগলো এবং তিনি আমার কাঁধ ধরলেন। আমি তাকিয়ে দেখি যে, তিনি আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-র প্রতি করুণা প্রকাশ করে আফসোস করলেন, অতঃপর বলেন, আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই, আপনি যে নেক আমলসহ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন তার তুলনা নেই। আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আপনার দু'জন সাথীর সাথে মিলিত করবেন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রায়ই বলতে শুনতাম ঃ আমি, আবু বাকর ও উমার গিয়েছিলাম। আমি, আবু বাকর ও উমার প্রবেশ করলাম। আমি, আবু বাকর ও উমার বের হলাম। তাই আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার দুই মহান বুন্ধর সাথে একত্র করবেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৬৮৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৩৮৯); (ই. সে.) হা. ৬০১০]

99 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ " هَكَذَا نُبْعَثُ "

৯৯. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝখান দিয়ে বের হয়ে চললেন, অতঃপর বললেন ঃ এভাবেই আমরা (কিয়ামতের দিন) উত্থিত হবো। য'ঈফ।

[মিশকাত ৬০৫৩, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৬৬৯]

https://www.facebook.com/178945132263517

100 - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ، صَالِحُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ إِلاَّ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ".

১০০। আবু জুহাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবু বাকর ও উমার নাবী-রাসূলগণ ব্যতীত পূর্বাপর সকল যুগের বয়স্ক জান্নাতীদের নেতা হবে। সহীহ।

[সহীহাহ-৮২৪, মিশকাত-৬০৫০, ইবনু মাজাহ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন]

101 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَىُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: "عَائِشَةُ ". قِيلَ مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: " أَبُوهَا ".

১০১. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলেন ঃ আয়িশাহ্। আবার বলা হলো, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বলেন ঃ তার পিতা। সহীহ।

[মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৮৯০]

بَابُ فَضْلِ عُمَرَ رضى الله عنه

অধ্যায়: ‘উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফযীলত

102 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَىُّ أَصْحَابِهِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ . قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّهُمْ قَالَتْ: عُمَرُ . قُلْتُ ثُمَّ أَيُّهُمْ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ .

১০২. আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর কোন সাহাবী সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন? তিনি বলেন, আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। আমি আবার বললাম, তারপর তাদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। আমি আবার বললাম, অতঃপর তাদের মধ্যে কে? তিনি বলেন, আবু উবায়দাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু। সহীহ।

[তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৬৫৭]

https://www.facebook.com/178945132263517

103 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خِرَاشٍ الْحَوْشَبِيُّ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلاَمِ عُمَرَ .

১০৩. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করলে জিবরাঈল (আ) অবতরণ করে বলেন, হে মুহাম্মাদ ! উমারের ইসলাম কবুল করার সুসংবাদে উর্ধ্ব জগতের বাসিন্দারা আনন্দিত হয়েছে। অত্যান্ত যঈফ। [১]

[ইবনু মাজাহ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

104 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ وَأَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ " .

১০৪. উবাই ইবনে কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহাসত্যবাদী সত্তা (আল্লাহ) সর্বপ্রথম উমারের সাথে মোসাহাফা করবেন,তাকে সর্বপ্রথম সালাম করবেন এবং তার হাত ধরে সর্বপ্রথম তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। মুনকার। [২] [আহদীসুয যঈফাহ ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

105 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، حَدَّثَنِي الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً " .

১০৫. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! বিশেষভাবে উমার ইবনুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামকে সম্মানিত করুন। خاصة শব্দ বাদে হাদীসটি সহীহ।

[মিশকাত ৬০৩৬, ইবনু মাজাহ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

---

[১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে আব্দুল্লাহ ইবনু খিরাশ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। অবশ্য কেবল ইনু হিব্বান তাকে 'আস-সিকাত' এ উল্লেখ করেছেন। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

[২] হাদীসের সানাদে দাউদ ইবনু আত্বা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইমাম আহমাদ বলেছেন, সে কিছুই না। যেমন ইমাম যাহাবীর আল-মীযান' গ্রন্থে রয়েছে। অতঃপর তিনি তার এই হাদীস টেনে এনে বলেন, এটি খুবই মুনকার বর্ণনা।-যঈফাহ্

https://www.facebook.com/178945132263517

106 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ .

১০৬. আবদুল্লাহ ইবনে সালিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হলেন আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পরে উত্তম লোক হলেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৬৭১]

107 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالَتْ: لِعُمَرَ . فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَكَى عُمَرُ فَقَالَ أَعَلَيْكَ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَغَارُ

১০৭. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম। তিনি বলেন ঃ একদা আমি স্বপ্নে নিজেকে বেহেশতের মধ্যে দেখলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, এক মহিলা একটি প্রাসাদের নিকট বসে উযু করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, প্রাসাদটি কার? মহিলা বললো, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর। তখন উমারের আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার স্মরণ হলো আমি সেখান থেকে পেছনে ফিরে এলাম। আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (একথা শুনে) উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে দিলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, আমি আপনার উপর কিভাবে আত্মমর্যাদাবোধের প্রকাশ করতে পারি। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩২৪২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৩৯৫); (ই. সে.) হা. ৬০২৩]

108 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُضَيْفِ ابْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ ".

https://www.facebook.com/178945132263517

১০৮. আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চই আল্লাহ তাআলা উমারের মুখে সত্যকে স্থাপন করেছেন এবং সেই সত্যের সাহায্যে সে কথা বলে। সহীহ।

[মিশকাত ৬০৩৪ আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৯৬২]

بَابُ فَضْلِ عُثْمَانَ رضى الله عنه

অধ্যায়: 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফযীলত

109 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ".

১০৯. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতে প্রত্যেক নাবীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে। সেখানে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হবে উসমান ইবনে আফ্ফান। যঈফ।[১]

[আহদীসুয যঈফাহ ২২৯১, আল জামে ৪৭৩৮, ইবনু মাজাহ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

110 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "يَا عُثْمَانُ هَذَا جِبْرِيلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةَ عَلَى مِثْلِ صُحْبَتِهَا".

১১০. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদের দরজায় উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাক্ষাত পেয়ে বলেন ঃ হে উসমান! এই যে, জিবরাঈল (আ)। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে উম্মু কুলসূমের বিবাহ দিয়েছেন এবং তার মোহরও রুকাইয়ার মোহরের সমান। যঈফ।

[আহদীসুয যঈফাহ ৮২৪, আল জামে ৬৩৯৮, ইবনু মাজাহ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

[১] আল্লামা উকাইলী বলেছেন, সানাদে উসমান ইবনু খালীদ উসমানীর হাদীস সন্দেহজনক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই হাদীসটি কেবল তার থেকেই জানা গেছ। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, সে দুর্বল, তার বহু মুনকার বর্ণনা আছে। ইমাম নাসাঈ ও আবূ হাতিম বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ ও আবূ নুআইম আসবাহানী বলেছেন, সে মালিক ও অন্যদের সূত্রে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে থাকে। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। হাফিয ইবনু হাযার বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক।-যঈফাহ্

[২] আল্লামা বুসিরী 'মিসবাহ-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদের উসমান ইবনু খালিদ হাদীস বিশারদগণের ঐকমত্যে দুর্বল। ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার।-

https://www.facebook.com/178945132263517

111 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى". فَوَثَبْتُ فَأَخَذْتُ بِضَبْعَىْ عُثْمَانَ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ هَذَا؟ قَالَ " هَذَا ".

১১১. কা'ব ইবনে উজরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অচিরেই সংঘটিতব্য একটি বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করেন। ঠিক সে সময়ে এক ব্যক্তি মাথা নিচু করে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন এ ব্যক্তি সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আমি দ্রুত হেঁটে গিয়ে তার দুই কাঁধে হাত রাখতেই দেখলাম যে, তিনি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে বললাম, ইনিই কি সেই ব্যক্তি? তিনি বলেন ঃ ইনিই সেই ব্যক্তি। সহীহ।

[মিশকাত ৬০৬৭, তিরমিযী মুররাহ ইবনু কা'ব হতে (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭০৪]

112 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يَا عُثْمَانُ إِنْ وَلاَكَ اللهُ هَذَا الأَمْرَ يَوْمًا فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصَكَ الَّذِي قَمَّصَكَ اللهُ فَلاَ تَخْلَعْهُ ". يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . قَالَ النُّعْمَانُ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا مَنَعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: أُنْسِيتُهُ وَاللهِ .

১১২. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে উসমান! তোমাকে আল্লাহ তাআলা একদিন এই কাজের (খিলাফতের) দায়িত্বশীল করবেন। মুনাফিকরা ষড়যন্ত্র করে আল্লাহ প্রদত্ত তোমার এই জামা (খিলাফতের দায়িত্ব) তোমার থেকে খুলে ফেলতে চাইবে। তুমি কখনও তা খুলবে না। তিনি এ কথা তিনবার বললেন। নোমান (র) বলেন, আমি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করলাম, (বিদ্রোহ চলাকালে) জনসম্মুখে এই হাদীস বর্ণনা করতে আপনাকে কিসে বিরত রেখেছে? তিনি বলেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সহীহ।

[মিশকাত ৬০৬৮, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭০৫]

– ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। হাকিম আবূ 'আব্দুল্লাহ ও আবূ নু'আইম আসবাহানী বলেছেন, সে মালিক ও অন্যদের সূত্রে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে থাকে। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। হাফিয বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। -যঈফাহ

https://www.facebook.com/178945132263517

113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ "وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ فَسَكَتَ قُلْنَا أَلاَ نَدْعُو لَكَ عُمَرَ فَسَكَتَ قُلْنَا أَلاَ نَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ قَالَ " نَعَمْ ". فَجَاءَ عُثْمَانُ فَخَلاَ بِهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلِّمُهُ وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ. قَالَ قَيْسٌ فَحَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَهِدَ إِلَىَّ عَهْدًا وَأَنَا صَابِرٌ إِلَيْهِ. وَقَدْ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ . قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ .

১১৩. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রোগশয্যায় বললেন ঃ আমি আশা করি যে, এ সময় আমার কোন সাহাবী আমার নিকট উপস্থিত থাকুক। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার নিকট আবু বাকরকে ডেকে আনবো? তিনি নীরব থাকলেন। আমরা বললাম, আমরা কি আপনার নিকট উমারকে ডেকে আনবো? তিনি এবারও নীরব থাকলেন। আমরা বললাম, আমরা কি আপনরা নিকট উসমানকে ডেকে আনবো? তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এলেন। তিনি তার সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কায়েস (র) বলেন, আমার নিকট উসমানের মুক্তদাস আবু সাহলা (র) বর্ণনা করেন যে, উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজ বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকাকালে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছেন, আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করবো। আলী ইবনে মুহাম্মাদ (র) তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করবো। কায়েস (র) বলেন, সাহাবীদের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এটাই ছিল তাঁর একান্ত আলাপ। সহীহ।

[ইবনে ৬০৭০, মুসনাদে আহমাদ হা. ২৪২৯৮]

بَابُ فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه

অধ্যায়: 'আলী ইবনু আবূ তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফযীলত

114 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ لاَ يُحِبُّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ .

https://www.facebook.com/178945132263517

১১৪. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অবগত করলেন যে, মুমিন ব্যক্তিরাই আমাকে ভালোবাসবে এবং মোনাফিকরাই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১৭২০, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৭৮); (ই. সে.) হা. ১৪৮,]

115- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ "أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى".

১১৫. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন ঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার নিকট তুমি এরূপ স্থানের অধিকারী যেরূপ মূসা (আ)-এর নিকট হারূন (আ)-এর স্থান (মর্যাদা)। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৭০৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪০৪); (ই. সে.) হা. ৬০৪২]

116 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ فَنَزَلَ فِي الطَّرِيقِ فَأَمَرَ الصَّلاَةَ جَامِعَةً فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ " أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟". قَالُوا: بَلَى . قَالَ: " أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ". قَالُوا: بَلَى. قَالَ " فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلاَهُ اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ اللهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ ".

১১৬. বারাআ ইবনে 'আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পথিমধ্যে এক স্থানে অবতরণ করেন, অতঃপর নামাযের জামায়াতে একত্র হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-র হাত ধরে বলেন ঃ আমি কি মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চাইতে অধিক ঘনিষ্টতর নই? তারা বলেন, হাঁ অবশ্যই। তিনি আবার বলেন ঃ আমি কি প্রত্যেক মুমিনের নিকট তার নিজের চাইতে অধিক ঘনিষ্টতর নই? তারা বলেন, হাঁ অবশ্যই। তিনি বলেন ঃ আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ! যে তাকে ভালোবাসে আপনি তাকে ভালোবাসুন। হে আল্লাহ্! যে তার সাথে শত্রুতা করে আপনিও তার সাথে শত্রুতা করুন। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১৭৫০, মুসনাদে আহমাদ হা. ১৮৫০২]

117 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ أَبُو لَيْلَى يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ

https://www.facebook.com/178945132263517

فِي الشِّتَاءِ وَثِيَابَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ فَقُلْنَا لَوْ سَأَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَىَّ وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْنِ . فَتَفَلَ فِي عَيْنِي ثُمَّ قَالَ " اللهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ " . قَالَ فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلاَ بَرْدًا بَعْدَ يَوْمِئِذٍ . وَقَالَ " لأَبْعَثَنَّ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ " . فَتَشَوَّفَ لَهَا النَّاسُ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ .

১১৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লাইলা (র) আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে নৈশ আলাপ করতেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু শীতকালে গ্রীষ্মকালীন পোশাক এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন পোশাক পরিধান করতেন। আমরা বললাম, আপনি যদি তাকে জিজ্ঞেস করতেন! তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধ চলাকালে আমাকে ডেকে পাঠান। তখন আমি চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত। তিনি তাঁর মুখের লালা আমার চোখে লাগিয়ে দিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ! তার থেকে গরম ও ঠান্ডা দূরীভূত করে দাও। তিনি বলেন, সেদিন থেকে আমি না গরম অনুভব করছি, না ঠান্ডা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয় আমি এমন এক ব্যক্তিকে অভিযানে পাঠাবো যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন এবং সে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীও নয়। লোকদের এই মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা হলো। তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে পাঠান এবং তাকেই (সেনাবাহিনীর) পতাকা দান করেন। হাসান।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ৭৭৮]

118 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا المُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا ".

১১৮. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের নেতা এবং তাদের পিতা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৭৯৭, ইবনু মাজাহ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

https://www.facebook.com/178945132263517

119 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَلاَ يُؤَدِّي عَنِّي إِلاَّ عَلِيٌّ ".

১১৯. হুবশী ইবনে জুনাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আলী আমার থেকে এবং আমি তার থেকে। আলীই আমার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করতে পারে। হাসান।

[মিশকাত ৬০৮৩ আহাদীসুস সহীহাহ ১৭৮০, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭১৯]

120 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَأَخُو رَسُولِهِ ﷺ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الأَكْبَرُ، لاَ يَقُولُهَا بَعْدِي إِلاَّ كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ .

১২০. 'আব্বাদ ইবনে আদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাই। আমি পরম সত্যবাদী। আমার পরে কেবল মিথ্যাবাদীই এই (খেতাব) দাবি করবে। আমি লোকদের সাত বছর পূর্বেই সলাত পড়েছি। হাদীসটি বাতিল।[১]

[ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

121 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَذَكَرُوا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ " .

১২১. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার হজ্জ করতে আসেন। সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিটক উপস্থিত হলে লোকেরা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে (অশোভন) উক্তি করে। এতে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে কটুক্তি করলে যার সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি যার বন্ধু, আলী তার বন্ধু।

[১]আব্বাদ ইবনে আদুল্লাহ যঈফ, এটা ইমাম যাহাবী তালখীসে বলেছেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো বলতে শুনেছি ঃ তুমি আমার কাছে ঐরূপ যেরূপ ছিলেন হারুন (আ) মূসা (আ)-এর নিকট। তবে আমার পরে কোন নাবী নেই। আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো বলতে শুনেছি ঃ আজ (খায়বার যুদ্ধের দিন) আমি অবশ্যই এমন ব্যক্তির হাতে (যুদ্ধের) পতাকা অর্পণ করবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৪/৩৩৫, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৭০৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪০৪); (ই. সে.) হা. ৬০৪০]

بَابُ فَضْلِ الزُّبَيْرِ رضى الله عنه

অধ্যায়: যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফযীলত

122 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ " مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ". فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا . فَقَالَ " مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ". قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا . ثَلاَثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ ".

১২২. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কে আমাদের নিকট (কাফের) সম্প্রদায়ের তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে? যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি। তিনি পুনরায় বলেন, কে আমাদের নিকট (কাফের) সম্প্রদায়ের তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে? যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি। এভাবে তিনবার এ কথার পুনরাবৃত্তি হয়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক নাবীর হাওয়ারী (জানবাজ সহচর) ছিল, আমার হাওয়ারী হলো যুবাইর। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৮৪৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ: বাকী) (হা. ২৪১৫); (ই. সে.) হা. ৬০৬৩]

123 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ .

১২৩. যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন তাঁর পিতামাতাকে আমার জন্য একত্র (উল্লেখ) করেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৭২০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪১৬); (ই. সে.) হা. ৬০৬৫]

https://www.facebook.com/178945132263517

124 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَهَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ يَا عُرْوَةُ كَانَ أَبَوَاكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ .

১২৪. উরওয়াহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা আমাকে বললেন, হে উরওয়াহ! তোমার দুইজন পিতৃপুরুষ সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) ঃ ''যারা ক্ষত -বিক্ষত হওয়ার পরও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে'' (সূরা আল ইমরান ঃ ১৭২)। অর্থাৎ আবু বাকর ও যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪০৭৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪১৮); (ই. সে.) হা. ৬০৬৯]

بَابُ فَضْلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضى الله عنه

অধ্যায়ঃ তালহা ইবনু 'উবাদুল্লাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফযীলত

125 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ طَلْحَةَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ " .

১২৫. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি বলেন ঃ একজন শহীদ যমীনের বুকে বিচরণ করছে। সহীহ ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১২৬, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭৩৯]

126 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى طَلْحَةَ فَقَالَ " هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ " .

১২৬. মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু-র দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। হাসান।

https://www.facebook.com/178945132263517

[আহাদীসুস সহীহাহ ১২৫, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩২০২]

127 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ ".

১২৭. মূসা ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে, তালহা তাদের অন্তর্ভুক্ত। হাসান। [তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩২০২]

128 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلاَّءَ وَقَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ.

১২৮. কায়েস (র) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু-র কর্তিত হাত দেখেছি, যা দ্বারা তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (প্রতি আক্রমণ) প্রতিহত করেছিলেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৭২৪]

بَابُ فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضى الله عنه

অধ্যায়: সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফযীলত

129 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ " ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ".

১২৯. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাদ ইবনে মালেক ব্যতীত অপর কারো জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্রে উল্লেখ করতে দেখিনি। তিনি উহুদের যুদ্ধ চলাকালে তাকে বলেন, হে সাদ! তীর নিক্ষেপ করো, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৯০৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪১১); (ই. সে.) হা. ৬০৫৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ فَقَالَ " ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي " .

১৩০। সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদা ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের দিন যুদ্ধ চলাকালে আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্র করেছেন। তিনি বলেন ঃ হে সাদ! তীর নিক্ষেপ করো, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৭২৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪১২); (ই. সে.) হা. ৬০৫৫, ৬০৫৬]

131 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَخَالِي، يَعْلَى وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ .

১৩১. ক্বায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদ ইবনে আবু ওয়াককাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি ঃ আমিই আল্লাহর রাস্তায় তীর বর্ষণকারী প্রথম আরব। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৭২৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৯২৬); (ই. সে.) হা. ৭২১৭]

132 - حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسْلاَمِ .

১৩২.সাদ ইবনে আবু ওয়াককাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহন করি, সেদিন আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিন্তু আমি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সাত দিন যাবত গোপন রাখি। আমি ইসলাম গ্রহণকারী তৃতীয় ব্যক্তি। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৭২৭, ৩৮৫৮]

https://www.facebook.com/178945132263517

بَابُ فَضَائِلِ الْعَشَرَةِ رضى الله عنهم

অধ্যায়ঃ 'আশারা-ই মুবাশশারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফযীলত

133 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو الْمُثَنَّى النَّخَعِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ سَمِعَ جَدَّهُ، سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فَقَالَ " أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ " . فَقِيلَ لَهُ مَنِ التَّاسِعُ قَالَ أَنَا .

১৩৩. সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ ব্যক্তির মধ্যে দশমজন। তিনি বলেন ঃ আবু বাকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, সাদ জান্নাতী ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী। সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবম ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, আমি। সহীহ।

[মিশকাত ৬১১০, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭৪৮]

134 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ ظَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ " اثْبُتْ حِرَاءُ فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ " . وَعَدَّهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ .

১৩৪. সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেই যে, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ হে হেরা (পর্বত)! স্থির হও। কেননা তোমার উপর একনজ নাবী, একজন পরম সত্যবাদী ও একনজ শহীদ রয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নাম ধরে গণনা করেন ঃ আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, সাদ, (আব্দুর রহমান) ইবনে আওফ ও সাঈদ ইবনে যায়েদ। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৮৭৫, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৬৪৮; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭৫৭]

بَابُ فَضْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رضى الله عنه

অধ্যায়ঃ আবূ 'উবাইদাহ্ ইবনুল জার্‌রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফযীলত

https://www.facebook.com/178945132263517

135 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لأَهْلِ نَجْرَانَ " سَأَبْعَثُ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ " . قَالَ فَتَشَوَّفَ لَهَا النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ .

১৩৫. হুযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানা বাসীদের বলেন ঃ আমি অচিরেই তোমাদের সাথে একজন আমানতদার (বিশ্বস্ত) লোক পাঠাচ্ছি, যে সত্যিকারের আমানতদার (বিশ্বস্ত)। (রাবী বলেন), লোকেরা এই-মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা করছিল। অতঃপর তিনি আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে পাঠান। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৭৪৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪২০): (ই. সে.) হা. ৬০৭৩]

136 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ " هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ " .

১৩৬ আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন ঃ এই ব্যক্তি হলো এই উম্মাতের আমানতদার (পরম বিশ্বস্ত ব্যক্তি)। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ৩৯৩০]

بَابُ فَضْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه
অধ্যায়ঃ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর ফাযীলাত

137 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لاسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ " .

১৩৭. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যদি পরামর্শ না করেই কাউকে খলীফা নিযুক্ত করতাম, তাহলে ইবনে উম্মে আবদকেই খলীফা নিযুক্ত করতাম। যঈফ। [১]

[মিশকাত ৬২২২ আহদীসুয যঈফাহ ২৩২৭, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৮০৮]

https://www.facebook.com/178945132263517

138 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، . أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ " .

১৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আবু বাকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সুসংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ উত্তমরূপে তিলাওয়াত করতে চায়, যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, সে যেন ইবনে উম্মে আবদ-এর পাঠ তোমাবেক তিলাওয়াত করে। সহীহ।

[সহীহাত ২৩০১, মুসনাদে আহমাদ, হা. ৩৫]

139 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِدْنُكَ عَلَىَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ " .

১৩৯. আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তোমার জন্য পর্দা (বাধা) তুলে নেয়া হয়েছে। তাই তুমি আমার নিকট এসে আমার গোপন কথা শুনতে পারো, যাবত না আমি তোমাকে নিষেধ করি। সহীহ।

[সহীহুল সহীহাহ ১৪২৭, মুসলিম। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২১৬৯); (ই. সে.) হা. ৫৫০৩]

بَابُ فَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضى الله عنه

অধ্যায়: ‘আব্বাস ইবনু ‘আব্দুল মুত্তালিবের ফাযীলাত

140 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فَيَقْطَعُونَ حَدِيثَهُمْ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَأَوُا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ وَاللهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ للهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي " .

---

[১] হাদীসের সানাদে হারিস হলো আ'ওয়ার। সে দুর্বল। ইবনু মাদীনী ও অন্যরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব, আমরা হারিসের হাদীস থেকেই তা জানতে পেরেছি।-যঈফাহ

https://www.facebook.com/178945132263517

১৪০. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকদের সমাবেশে তাদের পারস্পরিক আলোচনাকালেতাদের সাথে সাক্ষাত করলে তারা তাদের আলোচনা বন্ধ করে দিত। আমরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেনঃ লোকদের কী হলো যে, তাদের পারস্পকি আলোচনাকালে আমার আহলে বাইতের কোন লোককে দেখলে তারা তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়? আল্লাহর শপথ! কোন ব্যক্তি অন্তরে ঈমান প্রবেশ করতেপারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার সাথে তাদের আত্মীয় সম্পর্কের কারণে তাদেরকে ভালোবাসবে। যঈফ।[১] [যঈফ আল জামে ৫০৩৩, আহদীসুয যঈফাহ ৪৪৩০, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭৫৮]

141 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً فَمَنْزِلِي وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تِجَاهَيْنِ وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ " .

১৪১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রিয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, যেমন ইবরাহীম (আ)-কে তিনি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিয়ামতের দিন জান্নাতে আমি ও ইবরাহীম (আ) সামনাসামনি আসনে উপবিষ্ট থাকবো এবং আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদের দুইজনের মাঝে একজন মুমিন হিসাবে অবস্থান করবেন। মাওযূ।[২]

[আহদীসুয যঈফাহ ৩০৩৪, যঈফ আল জামে' ১৫৩০]

بَابُ فَضْلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَىْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنهم

অধ্যায়ঃ হাসান ও হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফাযীলাত

[১] আহমাদ (১৭৭৫)। আল্লামা বুসায়রী বলেছেন, এর রিজাল নির্ভরযোগ্য। কিন্তু বলা হয়, 'আব্বাস সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব এর বর্ণনাটি মুরসাল। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

[২] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে আব্দুল ওয়াহ্হাব এর দুর্বলতার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ একমত। বরং তার সম্পর্কে আবূ দাউদ বলেছেন, সে হাদীস জাল করত। ইমাম হাকিম বলেছেন, সে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে। আর তার শাইখ ইসমাইল শেষ বয়সে সংমিশ্রণ করত। ইবনু রব বলেন, গ্রন্থকার এতে একক হয়ে গেছেন। আর এটি বানোয়াট। কেননা সানাদের আব্দুল ওয়াহ্হাব হলো এর মুসিবত। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

https://www.facebook.com/178945132263517

142 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْحَسَنِ "اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ ". قَالَ وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ .

১৪২. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি অবশ্যই হাসানকে ভালোবাসি। অতএব আপনি তাকে ভালোবাসুন এবং যারা তাকে ভালোবাসে আপনি তাদেরও ভালোবাসুন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। সহীহ।

[সহাদীসুস সহীহাহ ২৮০৭, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২১২২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) হা. ২৪২১); (ই. সে.) হা. ৬০৭৫]

143 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ أَبِي الْجَحَّافِ، وَكَانَ مَرْضِيًّا - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي " .

১৪৩. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসে, সে আমাকেই ভালোবাসে এবং যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে। হাসান।

[আহকামুল জানায়িয ১০১, মুসনাদে আহমাদ হা. ৭৮৬৩, ১০৮৮৪]

144 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي رَاشِدٍ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ، خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ قَالَ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَامَ الْقَوْمِ وَبَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ الْغُلاَمُ يَفِرُّ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهُ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ وَالأُخْرَى فِي فَأْسِ رَأْسِهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ " حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الأَسْبَاطِ " . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ مِثْلَهُ .

১৪৪. ইয়া'লা ইবনে মুররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর প্রদত্ত এক আহারের দাওয়াতে রওনাহন। তখন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু গলির মধ্যে খেলাধূলা করছিলেন। রাবী বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

https://www.facebook.com/178945132263517

লোকদের অগ্রভাগে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর দুই হাত বিস্তার করে দিলেন। বালকটি এদিক ওদিক পালাতে থাকলো এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হাসতে হাসতে ধরে ফেলেন। এরপর তিনি তাঁর এক হাত ছেলেটির চোয়ালের নিচে রাখলেন এবং অপর হাত তার মাথার তালুতে রাখলেন, অতঃপর তাকে চুমা দিলেন এবং বললেন ঃ হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। যে ব্যক্তি হুসাইনকে ভালোবাসে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন। হুসাইন আমার নাতিদের একজন। হাসান। [আহাদীসুস সহীহাহ ১২২৭, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭৭৫]

145 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ صُبَيْحٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ " أَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ " .

১৪৫. যায়েদ ইবনে আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ যারা তোমাদের শান্তি ও স্বস্তিতে রাখবে, আমিও তাদের শান্তি ও স্বস্তিতে রাখবো এবং যারা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো। যঈফ।

[মিশকাত ৬১৪৫, আহাদীসুয যঈফাহ ৬০২৮ তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৮৭০]

بَابُ فَضْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ

অধ্যায়: 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা:)-এর ফাযীলাত

146 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ ابْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " ائْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ " .

১৪৬. আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রবেশানুমতি চাইলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে অনুমতি দাও। এই পাক ও পবিত্র ব্যক্তিকে স্বাগতম। সহীহ।

[মিশকাত ৬২২৬ আহাদীসুস সহীহাহ ২/৪৬৬, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭৯৮]

---

[১] তিনি এক দুর্বল বলেছেন এই বলে যে, সানাদে উম্মু সালামাহ'র মুক্তদাস সুবাইহ অপরিচিত।-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

147 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: دَخَلَ عَمَّارٌ عَلَى عَلِيٍّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مُلِئَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ ".

১৪৭. হানী ইবনে হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট প্রবেশ করলে তিনি বলেন, এই পাক-পবিত্র ব্যক্তিকে স্বাগতম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আম্মার এমন একটি পাত্র যার গলা পর্যন্ত ঈমানে ভরপুর। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৮০৭, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭৯৮]

148 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " عَمَّارٌ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ إِلاَّ اخْتَارَ الأَرْشَدَ مِنْهُمَا " .

১৪৮. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আম্মার এমন ব্যক্তি, যাকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হলে সে অধিকতর হেদায়াতপূর্ণ বিষয়টি গ্রহণ করে। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৮৩৫, মিশকাত ৬২২৭, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭৯৯]

بَاب فَضْلِ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ

অধ্যায়: সালমান, আবু যার ও মিক্বদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফাযীলাত

149 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ قَالَ " عَلِيٌّ مِنْهُمْ " . يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثًا " وَأَبُو ذَرٍّ وَسَلْمَانُ وَالْمِقْدَادُ " .

১৪৯. বুরাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনিও তাদের ভালোবাসেন। বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা

https://www.facebook.com/178945132263517

কারা? তিনি বলেন ঃ আলী তাদের অন্তর্ভুক্ত। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। (অপর তিনজন) আবু যার, সালমান ও মিক্বদাদ। যঈফ।[১]

[যঈফাহ ১৫৪৯, য'ঈফ আল জামে ১৫৬৬]

بَابُ فَضَائِلِ بِلاَلٍ

অধ্যায়ঃ বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফাযীলাত

150 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلاَمَهُ سَبْعَةٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَنَعَهُ اللهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللهُ بِقَوْمِهِ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ أَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلاَّ بِلاَلاً فَإِنَّهُ قَدْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ .

১৫০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম সাত ব্যক্তি তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। তারা হলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু, তার মাতা সুমাইয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহু, সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু ও মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন তার স্বগোত্রীয়দের দ্বারা। অবশিষ্ট সকলকে মুশরিকরা আটক করে। তারা তাদেরকে লৌহবর্ম পরিধান করিয়ে প্রখম রোদের মাঝে চীৎ করে শুইয়ে দিত। তাদের মাঝে এমন কেউ ছিল না, যাকে দিয়ে তারা তাদের ইচ্ছানুসারে স্বীকারোক্তি করায়নি।

---

[১] আল্লামা বুসয়রী 'তারীখুল কাবীর' (৩১ পৃষ্ঠা), হাদীসের সানাদে শারীক দুর্বল। তার স্মৃতি ঘাটতি কারণে তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সত্যবাদী কিন্তু অধিক পরিমাণে ভুল করেন। ইমাম যাহাবী আয-যুআফা' গ্রন্থে বলেছেন, কাত্তান বলেছেন, তিনি সংমিশ্রণে অভ্যস্ত। আবু হাতিম বলেন, তার বহু ভুল আছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, সে হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নয়। তাছাড়া সানাদে রয়েছে আবু রাবী'আহ ইয়াদী। ইমাম যাহাবী স্বয়ং 'আল-মীযান' গ্রন্থের সূত্রে আলকুনা গ্রন্থে বলেছেন, তাক দুর্বলদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন,আবু হাতিম বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার- যঈফাহ্

https://www.facebook.com/178945132263517

কেবল বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় অপমানিত করেন এবং লোকেরাও তাকে অপমানিত করে, তারা তাকে আটক করে, বালকদের হাতে তুলে দেয়। তারা তাকে নিয়ে মক্কার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতো এবং তিনি শুধু আহাদ আহাদ (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) বলতেন। হাসান। [মুসনাদ আহমাদ হা. ৩৮৩২]

151 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاثَةٌ وَمَا لِي وَلِبِلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ مَا وَارَى إِبطُ بِلالٍ " .

১৫১. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্যই আল্লাহর পথে আমাকে যতটা নির্যাতন করা হয়েছে, অপর কাউকে সেরূপ নির্যাতন করা হয়নি এবং আমাকে আল্লাহর পথে যতটা ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, অপর কাউকে সেরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়নি। আমার ও বিলালের উপর দিয়ে তিন তিনটি রাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বিলালের বগলের নিচে লুকিয়ে রাখা সামান্য খাদ্য ছাড়া এমন কোন খাদ্য ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে। সহীহ।

[সহীহাহ ৩২৩৩, সহীহুল জামি' ২২২২, তিরমিযি (আ.প্র.) হা. ২৪৭২]

152 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعَ رَجُلٌ مَدَحَ بِلاَلَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ خَيْرُ بِلاَلٍ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَبْتَ لاَ بَلْ بِلاَلُ رَسُولِ اللهِ خَيْرُ بِلاَلٍ .

১৫২. সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক কবি বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-র প্রশংসা করে বলেন ঃ বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ হলেন সর্বোত্তম বিলাল। তখন ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তুমি মিথ্যা বলছো। না, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিলালই সর্বোত্তম বিলাল। যঈফ।

[ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

باب فَضَائِلِ خَبَّابٍ

অধ্যায়: খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফযীলত

153 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ ادْنُ فَمَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْكَ إِلاَّ عَمَّارٌ . فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا بِظَهْرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ .

https://www.facebook.com/178945132263517

১৫৩. আবু লাইলা আল-কিন্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট এলে তিনি বলেন, কাছে এসো। তোমার চেয়ে উপযুক্ত এই মজলিসে যোগদানকারী আর কেউ নেই আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত। খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পিঠে মুশরিকদের বিভৎস শাস্তির দাগসমূহ তাঁকে দেখাতে লাগলেন। সহীহ।

[ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

154 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ " .

১৫৪. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে আমার উম্মাতের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ার্দ্র ব্যক্তি আবু বাকর। তাদের মধ্যে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠোর মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি উমার। তাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যিকার লজ্জাশীল ব্যক্তি উসমান। তাদের মধ্যে সর্বাধিক বিচক্ষণ বিচারক আলী ইবনে আবু তালিব। তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম পাঠকারী উবাই ইবনে কাব। তাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি মু'আয ইবনে জাবাল। তাদের মধ্যে ফারায়েয (দায়ভাগ) সম্পর্কিত বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী যায়েদ ইবনে সাবিত। শোন! প্রত্যেক উম্মাতের একজন আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) থাকে। আর এই উম্মাতের আমীন হলো আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১২২৪, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭৯১; মুসনাদ আহমাদ হা. ১২৯২৭]

155 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ " .

১৫৫. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে আমার উম্মাতের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ার্দ্র ব্যক্তি আবু বাকর। তাদের মধ্যে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠোর মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি উমার। তাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যিকার লজ্জাশীল ব্যক্তি উসমান। তাদের মধ্যে সর্বাধিক বিচক্ষণ বিচারক

https://www.facebook.com/178945132263517

আলী ইবনে আবু তালিব। তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম পাঠকারী উবাই ইবনে কাব। তাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি মু'আয ইবনে জাবাল। তাদের মধ্যে ফারায়েয (দায়ভাগ) সম্পর্কিত বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী যায়েদ ইবনে সাবিত। শোন! প্রত্যেক উম্মাতের একজন আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) থাকে। আর এই উম্মাতের আমীন হলো আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৩৮২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪১৯); (ই. সে.) হা. ৬০৭১]

باب فَضْلِ أَبِي ذَرٍّ

অধ্যায়: আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফাযীলাত

156 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ وَلاَ أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ "

১৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বাচনিক সত্যবাদিতায় আবু যারের চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তিকে আসমান ছায়াদান করেনি এবং পৃথিবী তার বুকে ধারণ করেনি। সহীহ।

[মিশকাত ৬২২৯, ৬২৩০, আহাদীসুস সহীহাহ ২৩৪৩, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৮০১]

بَابُ فَضْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

অধ্যায়: সা'দ ইবনু মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফাযীলাত

157 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟". فَقَالُوا لَهُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا ".

১৫৭. বারা ইবনে আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক টুকরা সাদা রেশমী কাপড় উপহার দেয়া হলো। উপস্থিত লোকজন একের পর এক তা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কি এটি দেখে অবাক হচ্ছো! তারা তাঁকে বলেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বলেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জান্নাতে সাদ ইবনে মুআযের রুমাল-এর চাইতেও উত্তম হবে। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৮০২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪৬৮); (ই. সে.) হা. ৬১৬৭]

158 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " اهْتَزَّ عَرْشُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ " .

১৫৮. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাদ ইবনে মু'আযের মৃত্যুতে মহান আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। সহীহ।

[ইরওয়া, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৮০৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪৬৬); (ই. সে.) হা. ৬১৬৪]

بَابُ فَضْلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ

অধ্যায়: জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফাযীলাত

159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ " اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا " .

১৫৯. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের দিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশে আমাকে কখনো বাধা দেননি এবং তিনি যখনই আমাকে দেখেছেন আমার সামনে হেসে দিয়েছেন। আমি তাঁর নিকট অভিযোগ করি যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে থাকতে পারি না। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে মৃদু আঘাত করে বলেন ঃ হে আল্লাহ! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) স্থির রাখো এবং তাকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩০৩৫, ৩০৩৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪৭৫); (ই. সে.) হা. ৬১৮৩]

بَابُ فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ

অধ্যায়: বদরী সাহাবীগণের ফাযীলাত

https://www.facebook.com/178945132263517

160 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ، رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ - أَوْ مَلَكٌ - إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فِيكُمْ قَالُوا خِيَارَنَا . قَالَ كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُ الْمَلاَئِكَةِ " .

১৬০. রাফে ইবনে খাদীজ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরীল (আ) অথবা একজন ফেরেশতা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আপনাদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছে আপনারা তাদের কেমন গণ্য করেন? তারা বলেন, তারা আমাদের মধ্যে উত্তম লোক। ফেরেশতা বলেন, অনুরূপভাবে তারাও আমাদের মধ্যে উত্তম ফেরেশতা (যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল)। সহীহ। [সহীহ। মুসনাদ আহমাদ হা. ১৫৮৫৮]

161 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ " .

১৬১. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও দান-খয়রাত করে তবে তা তাদের কারো এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ দান-খয়রাত করার সমান মর্যাদা সম্পন্নও হবে না। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৫৪০); (ই. সে.) হা. ৬৩০৫]

162 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ دُعْلُوقٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ .

১৬২. নুসাইর ইবনে যুলূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন,তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের গালিদিও না। অবশ্যই তাদের কারো এক মুহূর্তের সৎকাজ তোমাদের কারো সারা জীবনের সৎকাজের চেয়েও উত্তম। হাসান। [ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

بَابُ فَضْلِ الأَنْصَارِ

https://www.facebook.com/178945132263517

অধ্যায়: আনসারদের ফাযীলাত

163 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ أَحَبَّ الأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللهُ " . قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِيٍّ أَسَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ إِيَّاىَ حَدَّثَ .

১৬৩. বারা ইবনে আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আনসারদের ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন এবং যে ব্যক্তি আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। শু'বা (র) বলেন, আমি আদী (র)-কে বললাম, আপনি কি এটি বারা ইবনে আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, অবশ্যই তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৯৯১, ১৬৭২, ১৯৭৫ বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৭৮৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৭৫); (ই. সে.) হা. ১৪৩]

164 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اسْتَقْبَلُوا وَادِيًا - أَوْ شِعْبًا - وَاسْتَقْبَلَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ " .

১৬৪. সাহল ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আনসারগণ যেন দেহের আবরণ এবং অন্যরা তার উপরিভাগের (শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন) আবরণ। আনাসারগণ যদি কোন গিরি সংকটে প্রবেশ করে, তবে আমি আনসারদের গিরি সংকটেই যাবো। হিজরতের ঘটনা না ঘটলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১৭৬৮, ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

165 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ " رَحِمَ اللهُ الأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ " .

১৬৫. আমর ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা আনসারদের প্রতি দয়াপরবশ হোন, তাদের

https://www.facebook.com/178945132263517

সন্তানের প্রতি দয়াপরবশ হোন এবং তাদের সন্তানগণের প্রতিও দয়া পরবশ হোন।

[আহদীসুয যঈফাহ ৩৬৪০, মতনে উল্লেখিত শব্দে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। তবে [اللهم اغفر للانصار وأبناء الانصار...] শব্দে হাদীসটি সহীহ। মতনে উল্লেখিত শব্দে এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

بَابُ فَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

অধ্যায়: ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ফযীলত

166 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ وَقَالَ " اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ " .

১৬৬. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ হে আল্লাহ! তাকে প্রজ্ঞা ও কুরআনের তাৎপর্যজ্ঞান দান করুন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৫; মুসলিম ((ফুয়াদ আ. বাকী) হা. ২৪৭৭; (ই. সে.) হা. ৬১৮৭]

بَابٌ فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ

অনুচ্ছেদ-১২ : খারেজী সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসংগে

167 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: وَذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ أَوْ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مُثْدَنُ الْيَدِ وَلَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ. قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

১৬৭. আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি খারিজীদের উল্লেখ করে বলেন, তাদের মাঝে খাটো হাতবিশিষ্ট এক ব্যক্তির উদ্ভব হবে। যদি তোমরা স্বেচ্ছায় সৎকাজ ছেড়ে না দিতে, তবে আমি তোমাদের নিকট সেই হাদীস বর্ণনা করতাম যাতে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানিতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। রাবী উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি একথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ কাবার প্রভুর শপথ!

https://www.facebook.com/178945132263517

তিনি তিনবার একথা বলেন। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১০৬৬/১৫৫); (ই. সে.) হা. ২৩৩৪]

168 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ " .

১৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যমানায় ক্ষুদ্র দাঁতবিশিষ্ট ও স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে। তারা মানুষকে ভালো ভালো কথা বলবে, কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এত দ্রুত বেগে বের হয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর দ্রুত বেগে শিকারের দিকে ছুটে যায়। অতএব যে ব্যক্তি তাদের সাক্ষাত পাবে সে যেন তাদেরকে হত্যা করে। যারা তাদেরকে হত্যা করবে, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য তার বিনিময় রয়েছে। হাসান সহীহ। [তিরমিযি (আ.মা.প্র.) ২১৮৮]

169 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْئًا فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَتَعَبَّدُونَ " يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ". أَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِي رِصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِي قِدْحِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِي الْقُذَذِ فَتَمَارَى هَلْ يَرَى شَيْئًا أَمْ لاَ ".

১৬৯. আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললাম, আপনি কি (খারিজী) হারূরিয়াদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি তাঁকে একটি সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করতে শুনেছি যারা হবে অত্যধিক ইবাদতকারী এবং তাদের নামায-রোযার তুলনায় তোমাদের নিকট তোমাদের নামায- রোযা খুবই নগণ্য মনে হবে। তারা দ্বীন থেকে দ্রুত গতিতে বের হয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর শিকারের দিকে দ্রুত গতিতে চলে যায়। সে তার তীর তুলে নিয়ে তার ফলার অগ্রভাগ পরখ করবে কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না,

https://www.facebook.com/178945132263517

অতঃপর তার তীরের (ফলা সংলগ্ন) কাঠ পরখ করে তাতেও কোন চিহ্ন দেখতে পাবে না। অতঃপর তীরের ফলা পরখ করে তাতেও কিছু দেখতে পাবে না, অতঃপর তীরে পালক পরখ করে তার সন্দেহ হবে যে, সে কিছু চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে কি না। সহীহ।

[ইবনে বুকায়র (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৬১০; মুসলিম, ((ফুয়াদ আ. বাকী) হা. ১০৬৪/১৪৭; ই. সে., হা. ২৩২৪]

170 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ " . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ فَقَالَ وَأَنَا أَيْضًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

১৭০. আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে আমার উম্মাতের মধ্যে অচিরেই একটি দলের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা এত দ্রুতবেগে ধর্মচ্যুত হবে, যেমন তীর ধনুক থেকে শিকারের দিকে দ্রুত ছুটে যায়, অতঃপর তারা দীনের পথে ফিরে আসবে না। এরা হলো সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। আবদুল্লাহ ইবনুস-সামিত (র) বলেন, আমি বিষয়টি হাকাম ইবনে আমর আল-গিফারীর ভাই রাফে ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, আমিও হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। সহীহ।

[মুসলিম (ফুয়াদ আ. বাকী) হা. ১০৬৭; (ই. সে.) হা. ২৩৩৭]

171 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ".

১৭১. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্যই আমার উম্মাতের একটি দল কুরআন পড়বে, কিন্তু তারা ইসলাম থেকে দ্রুত বিচ্যুত হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে দ্রুত শিকারের দিকে বেরিয়ে যায়। সহীহ

[আহাদীসুস সহীহাহ ২২০১, মুসনাদ আহমাদ হা. ২৩১২]

https://www.facebook.com/178945132263517

172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ وَهُوَ يَقْسِمُ التِّبْرَ وَالْغَنَائِمَ وَهُوَ فِي حِجْرِ بِلاَلٍ فَقَالَ رَجُلٌ اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ . فَقَالَ " وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟". فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ هَذَا فِي أَصْحَابٍ - أَوْ أُصَيْحَابٍ - لَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ".

১৭২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিরানা নামক স্থানে গনীমাতের মাল ও সোনারূপা বণ্টন করছিলেন। এগুলো বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-র কোলে ছিল। এক ব্যক্তি বললো, হে মুহাম্মাদ! ইনসাফ করুন। কেননা আপনি ইনসাফ করছেন না। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, আমিই যদি ইনসাফ না করি, তবে আমার পরে আর কে ইনসাফ করবে? উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এই মুনাফিকের ঘাড় উড়িয়ে দেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দলের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা এমনভাবে ধর্মচ্যুত হবে, যেমন ধনুক থেকে তীর শিকারের দিকে দ্রুত ছুটে যায়। সহীহ।

[যিলাল ৯৪৩ মুসনাদ আহমাদ হা. ১৪৮৪৬, ১৪৮৬২]

173 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " الْخَوَارِجُ كِلاَبُ النَّارِ ".

১৭৩. ইবনে আবু আওফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খারিজীরা হলো জাহান্নামের কুকুর। সহীহ।

[মুসনাদ আহমাদ হা. ১৯১৫৩]

174 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ " . أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً " حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ " .

১৭৪. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

https://www.facebook.com/178945132263517

বলেন ঃ একটি দল আবির্ভূত হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না যখনই তারা আবির্ভূত হবে, তখনই তাদের হত্যা করা হবে। ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন এক দল আবির্ভূত হবে তখনই তাদের ধ্বংস করা হবে। এভাবে বিশের অধিক বার তা ঘটবে, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। হাসান।

[সহীহুল সহীহাহ ২৪৫৫, ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

175 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ - أَوْ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ - يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ - أَوْ حُلُوقَهُمْ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ - أَوْ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ - فَاقْتُلُوهُمْ " .

১৭৫. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যমানায় এই উম্মাতের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে যাবে না। তাদের চিহ্ন হবে মুণ্ডিত মাথা। তোমরা তাদের দেখতে পেলেই কিংবা তাদের সাক্ষাত পেলেই তাদের হত্যা করবে। সহীহ।

[মিশকাত ৩৫৪৩, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৭৬৫]

176 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَقُولُ: شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ وَخَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوا كِلاَبُ أَهْلِ النَّارِ قَدْ كَانَ هَؤُلاَءِ مُسْلِمِينَ فَصَارُوا كُفَّارًا . قُلْتُ يَا أَبَا أُمَامَةَ هَذَا شَىْءٌ تَقُولُهُ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

১৭৬. আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমানে নীচে সর্বাধিক নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি তারা, যারা জাহান্নামের কুকুর (খারিজীরা) এবং সর্বোত্তম নিহত তারা যারা তাদের হত্যা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। এরা (খারিজীরা) ছিল মুসলমান, পরে কাফির হয়ে যায়। (আবু গালিব বলেন) আমি বললাম, হে আবু উমামা! এটা কি আপনার মন্তব্য? তিনি বলেন, বরং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা বলতে শুনেছি। হাসান।

[তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩০০০]

https://www.facebook.com/178945132263517

13 - بَابٌ فِيمَا أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ

অনুচ্ছেদ– ১৩: জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় যা অস্বীকার করে, সে প্রসঙ্গে

177 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي، يَعْلَى وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ". ثُمَّ قَرَأَ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} .

১৭৭. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদ দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। ফজর ও আসরের নামাযে তোমরা পরাভূত না হতে সামর্থ্যবান হলে তাই করো (সলাত কাযা করো না)। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ ''এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে'' (সূরা ক্বাফ ঃ ৩৯)। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৫৪, ৫৭৩, ৪৮৫১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৩৩): (ই. সে.) হা. ১৩১৯]

178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟". قَالُوا: لاَ . قَالَ: "فَكَذَلِكَ لاَ تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

১৭৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়? তারা বলেন, না। তিনি বলেন ঃ তদ্রুপ কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রভুর দর্শন লাভে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮০৬, ৬৫৭৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৮২, ২৯৬৮): (ই. সে.) হা. ৩৫৯, ৭২২২]

https://www.facebook.com/178945132263517

179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَنَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: "تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ". قُلْنَا لاَ . قَالَ "فَتَضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ". قَالُوا لاَ . قَالَ "إِنَّكُمْ لاَ تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ إِلاَّ كَمَا تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا ".

১৭৯. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা কি ঠিক দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে বাধাগ্রস্ত হও? আমরা বললাম, না। তিনি আবার বলেন ঃ পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে তোমাদের চাঁদ দেখতে কি অসুবিধা হয়? তারা বলেন, না। তিনি বলেন ঃ ঐ দু'টি দেখতে তোমাদের যেমন কোন কষ্ট হয় না, তদ্রূপ তাঁর দর্শন লাভেও তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৫৮১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৮৩); (ই. সে.) হা. ৩৬৩].

180 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ ابْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكُلُّنَا يَرَى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ " يَا أَبَا رَزِينٍ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِيًا بِهِ؟". قَالَ: قُلْتُ بَلَى. قَالَ " فَاللهُ أَعْظَمُ وَذَلِكَ آيَتُهُ فِي خَلْقِهِ".

১৮০. আবু রযীন রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবো এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে এর নিদর্শন কি? তিনি বলেন ঃ হে আবু রযীন! তোমাদে প্রত্যেকে কি চাঁদকে পৃথকভাবে দেখতে পায় না? তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ অতীব মহান এবং এটাই হলো তাঁর সৃষ্টির মাঝে (তাঁর) নিদর্শন। হাসান।

[যিলাল ৪৫৯, ৪৬০, আবূ দাউদ (আ.মা.প্র.) হা. ৪৭৩১]

181 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ ابْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ ". قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ يَضْحَكُ الرَّبُّ؟ قَالَ: " نَعَمْ " . قُلْتُ لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا .

১৮১. আবু রযীন রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহর বান্দারা (সামান্য বিপদেই) হতাশ হয় এবং (বিপদ কেটে

https://www.facebook.com/178945132263517

উঠার জন্য) আল্লাহ ভিন্ন অপরের নৈকট্য অন্বেষী হয়, তখন আমাদের প্রভু তার এ আচরণে হাসেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহান প্রভু কি হাসেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, আমরা কখনো পুণ্যের কাজ ত্যাগ করবো না, যাতে আমাদের প্রভু হাসেন। যঈফ।

[যিলাল ৪৫৪, তা'লীক্ব আলা তানকিল ২/৩৪৭, মুসনাদ আহমাদ, হা. ১৬২৩২]

182 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ قَالَ " كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ ثُمَّ خَلَقَ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ " .

১৮২. আবু রযীন রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রতিপালক তাঁর সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার পূর্বে কোথায় ছিলেন? তিনি বলেন ঃ মেঘমালার মধ্যে, যার নিচেও বায়ু ছিল না এবং উপরেও বায়ু ও পানি ছিল না। অতঃপর পানির উপর তিনি তাঁর আরশ সৃষ্টি করেন। যঈফ।

[যিলালুল জান্নাহ ৬১২ য'ঈফ। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩১০৯, মুসনাদ আহমাদ ১৫৭৫৫, ১৫৭৬৭]

183 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ثُمَّ يُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَعْرِفُ . حَتَّى إِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ قَالَ إِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ . قَالَ ثُمَّ يُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ أَوْ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ . قَالَ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الأَشْهَادِ " . قَالَ خَالِدٌ فِي " الأَشْهَادِ " . شَىْءٌ مِنِ انْقِطَاعٍ . {هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} .

১৮৩. সাফওয়ান ইবনে মুহরিয আল-মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-র সাথে ছিলাম। তিনি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন তখন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলেন, হে ইবনে উমার! আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একান্তে কথা বলা সম্পর্কে কিভাবে বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদার ব্যক্তিকে তার

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রতিপালক প্রভুর খুব নিকটবর্তী করা হবে, এমনকি তিনি তার থেকে পর্দা সরিয়ে নিবেন, অতঃপর তার থেকে তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। তিনি বলবেন ঃ তুমি কি চিনতে পেরেছ? সে বলবে, হে প্রভু! হ্যাঁ, আমি চিনতে পেরেছি, এমনকি আল্লাহর মর্জিমাফিক সে স্বীকার করতে থাকবে। তিনি বলবেন, আমিতোমার এ গুনাহসমূহ দুনিয়াতে লুকিয়ে রেখেছি এবং আজ তোমার সেই গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তার ডান হাতে তার সৎকাজের হিসাব সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রদান করা হবে। অপরদিকে কাফের ও মোনাফিকদেরকে উপস্থিত সকলের সামনে ডাক দিয়ে বলাহবে, ''এরাই তাদের প্রতিপালক প্রভূর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। সাবধান! যালেমদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত'' (সূরা হূদ ঃ ১৮) সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৪৪১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৭৬৮); (ই. সে.) হা. ৬৮১৫]

184 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ . قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ {سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ} قَالَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَلاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَىْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ ".

১৮৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা তাদের ভোগ-বিলাসে মশগুল থাকবে, এমতাবস্থায় তাদের সামনে একটি নূরের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হবে। তারা তাদের মাথা তুলে দেখতে পাবে যে,তাদের মহান প্রভু তাদের উপর দিক থেকে উদ্ভাসিত হয়েছেন। তিনি বলবেন ঃ হে জান্নাতবাসীগণ! আস্সালামু আলাইকুম (তোমাদের উপর অনন্ত শান্তি বর্ষিত হোক)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটাই হলো আল্লাহর বাণীর প্রমাণ (অনুবাদ) ঃ ''সালাম (অনন্ত শান্তি), পরম দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে সম্ভাষণ'' (সূরা ইয়াসীন ঃ ৫৮)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহতাআলা তাদের প্রতি তাকাবেন এবং তারাও তাঁর প্রতি অপলক নেত্রে তাকাবে। জান্নাতীরা যতক্ষণ আল্লাহর দীদারে মশগুলথাকবে ততক্ষণ তারা অন্য কোন ভোগ-বিলাসের প্রতি ফিরেও তাকাবে না। অবশেষে তিনি তাদের দৃষ্টি থেকে অন্তর্নিহিত হবেন এবং তাঁর নূর ও বরকত তাদের জন্য তাদের আবাসে অবারিত থাকবেন। **যঈফ** [১] [তাখরীজুত তহাবীয়াহ ১৮২, ইবনু মাজাহ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

[১] ইবনুল জাওযী এটিকে 'আল-মাওযু'আত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন 'আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ সানাদে। সে হল আবু আসিম আব্বাদানী, ফাযল সূত্রে। অতঃপর তিনি বলেন, এটি বানোয়াট বর্ণনা। সানাদে ফাযল মন্দ লোক। আল্লামা উকাইলী বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ সূত্র ব্যতীত এটি জানা যায় না, আর এটির অনুসরণ করা যায় না। ড. মুস্তফা বলেন, আমি দেখেছি উকাইলী বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ আবু আসিম 'আব্বাদানী মুনকারুল হাদীস।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

185 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ عَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ أَيْسَرَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ " .

১৮৫. আদী ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই তার মহান প্রভু কথা বলবেন এবং তার ও প্রভুর মধ্যখানে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডান দিকে তাকালে তার কৃতকর্ম ব্যতীত কিছুই দেখবে না। সে তার বাম দিকে তাকালে তার কৃতকর্ম ব্যতীত কিছুই দেখবে না। সে তার সামনের দিকে তাকালে দোযখ তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। অতএব কারো দোযখের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার সামর্থ্য থাকলে সে যেন এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তাই করে। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৫৩৯, ৭৪৪৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১০১৬ শেষাংশ); (ই. সে.) হা. ২২১৭]

186 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ " .

১৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি জান্নাত এবং তার পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সব কিছুও হবে রূপার তৈরী। আরও দু'টি জান্নাত এবং তার পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সব কিছুই হবে সোনার তৈরী। আদ্‌ন নামক জান্নাতে জান্নাতীগণ ও তাদের বরকতময় মহান প্রভুর দীদার লাভের মাঝখানে তাঁর চেহারার উপর তাঁর গৌরবের চাদর ব্যতীত আর কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৮৭৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৮০); (ই. সে.) হা. ৩৫৬]

187 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ تَلاَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةَ {لِلَّذِينَ

https://www.facebook.com/178945132263517

أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} وَقَالَ "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ . فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ أَلَمْ يُثَقِّلِ اللهُ مَوَازِينَنَا وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ لأَعْيُنِهِمْ".

১৮৭. সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ ''যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অধিক'' (সূরা ইউনূস ঃ ২৬)। অতঃপর তিনি বলেন ঃ বেহেশতীরা বেহেশতে এবং দোযখীরা দোযখে প্রবেশ করার পর এক ঘোষণাকারী ডেকে বলবে ঃ হে বেহেশতবাসীগণ! নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা তিনি এখন পূর্ণ করবেন। তারা বলবে, তা কি? আল্লাহ তাআলা কি আমাদের (সৎ কর্মের) পাল্লা ভারী করেননি, আমাদের চেহারাগুলো আলোকিত করেননি, আমাদেরকে বেহেশতে দাখিল করেননি এবং দোযখ থেকে মুক্তি দেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন আল্লাহ তাআলা আবরণ উন্মুক্ত করবেন এবং তারা তাঁর দিকে তাকাবে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাদেরকে তার দীদারের চাইতে অধিক প্রিয় ও অধিক নয়নপ্রীতিকর আর কিছু দান করেনি। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৮১); (ই. সে.) হা. ৩৫৭]

188 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَشْكُو زَوْجَهَا وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فَأَنْزَلَ اللهُ {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} .

১৮৮. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সব রকমের ডাক শুনেন। এক মহিলা তার অভিযোগ নিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তখন আমি ঘরের এক কোণে অবস্থানরত ছিলাম। সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, কিন্তু আমি তার বক্তব্য শুনতে পাইনি। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ ''আল্লাহ অবশ্যই সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে..... '' (সূরা মুজাদালাহ ঃ ১)। সহীহ।

[বিন ৬২৫ ইবওয়া ৭/১৭৫সহীহ। নাসায়ী হা. ৩৪৬০]

https://www.facebook.com/178945132263517

189 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ".

১৮৯. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টির পূর্বেই তাঁর হাতে তাঁর নিজের ব্যাপারে লিপিবদ্ধ করেন ঃ আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর অগ্রবর্তী হয়েছে। হাসান সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১৬২৯, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩১৯৪, ৭৫৫৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৭৫১; (ই. সে.) হা. ৬৭৭৩, ৬৭৭৪)]

190 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الأَنْصَارِيُّ الْحَرَامِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ " يَا جَابِرُ أَلاَ أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ لأَبِيكَ؟" . وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ " يَا جَابِرُ مَالِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتُشْهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا . قَالَ " أَفَلاَ أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ؟". قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ " مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا . فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ . قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً . فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يَرْجِعُونَ . قَالَ يَا رَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي . قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}".

১৯০. তালহা ইবনে খিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি ঃ উহুদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করেন এবং বলেন ঃ হে জাবির! আল্লাহ তাআলা তোমার পিতা সম্পর্কে যা বলেছেন, আমি কি তোমাকে তা অবহিত করবো না? ইয়াহইয়া (র)-এর বর্ননায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে জাবির! আমার কি হলো, আমি তোমাকে ভগ্ন হৃদয় দেখছি কেন? জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন এবং তিনি অনেক সন্তান ও ঋণের বোঝা রেখে গেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি কি

https://www.facebook.com/178945132263517

তোমাকে সুসংবাদ দিবো না যে, আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার সাথে কিভাবে সাক্ষাত করেছেন? তিনি বলেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা কখনো অন্তরাল ছাড়া কারো সাথে কথা বলেননি, কিন্তু তোমার পিতার সাথে অন্তরাল ছাড়াই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ হে আমার বান্দা ! আমার কাছে কামনা করো, আমি তোমাকে দান করবো। তোমার পিতা বললো, হে প্রভু! আমাকে জীবন দান করুন, যাতে আমি আপনার রাস্তায় পুনরায় শহীদ হতে পারি। মহান ও পবিত্র প্রতিপালক আল্লাহ বলেন ঃ আমি তো আগেই লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, লোকেরা (মৃত্যুর পর) আর (পৃথিবীতে) ফিরে যাবে না। তোমার পিতা বললো, হে প্রভু! তাহলে আমার পশ্চাদবর্তীদের কাছে (আমার সৌভাগ্যের) এ খবর পৌঁছে দিন। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ ''যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদের কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রভুর নিকট থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত'' (সূরা আল ইমরান ঃ ১৬৯)। হাসান।

[ফিলাল ৬০২, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩০১০]

191 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ اللهَ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ " .

১৯১. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা দুইটি ব্যক্তিকে দেখে হাসবেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করার পর দু'জনই জান্নাতবাসী হবে। তাদের একজন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীর তওবা কবুল করবেন, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করে আর্‌লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হবে। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১০৭৪, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৮২৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৮৯০); (ই. সে.) হা. ৪৭৪০]

192 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ " .

১৯২. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন জমীন ও আসমানকে গুটিয়ে তাঁর

https://www.facebook.com/178945132263517

ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে বলবেন ঃ আমিই রাজাধিরাজ, পৃথিবীর রাজা-বাদশারা (আজ) কোথায়? সহীহ।

[যিলাল ৫৪। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৮১২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৭৮৭); (ই. সে.) হা. ৬৮৪৭]

193 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: كُنْتُ بِالْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ وَفِيهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ " مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ " . قَالُوا: السَّحَابُ . قَالَ: " وَالْمُزْنُ ". قَالُوا: وَالْمُزْنُ . قَالَ " وَالْعَنَانُ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالُوا: وَالْعَنَانُ . قَالَ " كَمْ تَرَوْنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ؟". قَالُوا: لاَ نَدْرِي . قَالَ " فَإِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا إِمَّا وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَسَبْعِينَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ " . حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ " ثُمَّ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلاَفِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ اللهُ فَوْقَ ذَلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " .

১৯৩. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাতহা নামক স্থানে একদল লোকের সাথে ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের সাথে ছিলেন। তখন একখণ্ড মেঘ তাঁকে অতিক্রম করে। তিনি মেঘখণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ তোমরা এটাকে কি নামে অভিহিত করো? তারা বলেন, মেঘ। তিনি বলেন ঃ এবং মুয্ন। তারা বলেন, মুয্নও বটে। তিনি বলেন ঃ আনানও। আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারা সবাই বললেন, আনানও বটে। তিনি বলেন ঃ তোমাদের ও আসমানের মাঝে তোমরা কতদূরত্ব মনে করো? তারা বলেন, আমরা অবগত নই। তিনি বলেন ঃ তোমাদের এবং আসমানের মাঝে ৭১ বা ৭২ বা ৭৩ বছরের দূরত্ব রয়েছে। এক আসমান থেকে তার উর্দ্ধের আসমানের দূরত্বও তদ্রূপ। এভাবে তিনি সাত আসমানের সংখ্যা গণনা করেন। অতঃপর সপ্তম আকাশের উপরে একটি সমুদ্র আছে যার উর্ধ্বভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যকার ব্যবধান (গভীরতা) দুই আসমানের মধ্যকার দূরুত্বের সমান। তার উপর রয়েছেন আটজন ফেরেশতা,যাদের পায়ের পাতা ও হাঁটুর মধ্যকার ব্যবধান দুই আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান।তাদের পিঠের উপরে আল্লাহর আরশ অবস্থিত,যার উপর ও নিচের ব্যবধান (উচ্চতা) দুই আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তার উপরে রয়েছেন বরকতময় মহান আল্লাহ। যঈফ।

[ফিলালুল জান্নাহ ৫৭৭ আহদীসুয যঈফাহ ১২৪৭, মিশকাত ৫৭২৬ আবূ দাউদ হা. ৪৭২৩; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৩২০]

https://www.facebook.com/178945132263517

194 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا قَضَى اللهُ أَمْرًا فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ أَجْنِحَتَهَا خِضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قَالَ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا إِلَى الَّذِي تَحْتَهُ فَيُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ الْكَاهِنِ أَوِ السَّاحِرِ فَرُبَّمَا لَمْ يُدْرَكْ حَتَّى يُلْقِيَهَا فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَتَصْدُقُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ " .

১৯৪. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা আসমানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা জারী করলে ফেরেশতারা বিনয় অবনত হয়ে তাদের পাখাসমূহ দোলাতে থাকেন। ফলে তা থেকে মসৃণ পাথরের উপর জিঞ্জিরের আঘাতের আওয়াজের অনুরূপ আওয়াজ হতে থাকে। ''অতঃপর তাদের অন্তরের ভীতিকর অবস্থা দূরীভূত হলে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের রব কি বলেছেন? তারা বলেন, তিনি সত্যই বলেছেন, তিনি সুউচ্চ মহান'' (সূরা সাবা ঃ ২৩)। রাসূলুল্লাহ সাল্লালআহু আলাইহা ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাদের পারস্পরিক আলোচনা শয়তান আড়ি পেতে শোনে এবং ভূপৃষ্ঠে অবস্থানকারী তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে তা পৌঁছে দেয়। কখনো তা নিম্নে অবস্থানকারীদের কাছে পৌঁছানোর পূর্বে তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। শ্রুত কথা তারা পৃথিবীতে এসে গণক অথবা যাদুকরের মুখে ঢেলে দেয় আবার কখনো তারা কিছুই শুনতে পায় না, বরং (নিজেদের পক্ষ থেকে) তা গণক ও যাদুকরের মুখে তাদের কথার সাথে শত মিথ্যা যোগ করে ঢেলে দেয়। তাই কেবল সত্য সেটিই হয় যা তারা আসমান থেকে শোনে। সহীহ।

[সহীহা ৩/২৮৩ বুখারী। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৭০১, ৪৮০০]

195 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ " إِنَّ اللهَ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ " .

১৯৫. আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয় নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ঘুমান না এবং ঘুমানো তাঁর জন্য সঙ্গতও নয়। তিনি মীযান (তুলাদণ্ড) নীচু করেন ও উঁচু করেন, রাতের

https://www.facebook.com/178945132263517

কর্মকাণ্ড দিনের কর্মকাণ্ডের পূর্বেই এবং দিনের কর্মকাণ্ড রাতের কর্মকাণ্ডের পূর্বেই তাঁর নিকট পৌঁছানো হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর (জ্যোতি)। তিনি তাঁর পর্দা তুলে নিলে তাঁর চেহারার জ্যোতি বা মহিমা তাঁর সৃষ্টির দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত সব কিছু ভস্মীভূত। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৭৯); (ই. সে.) হা. ৩৫৩]

196 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ اللهَ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهَا لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَىْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ " . ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ {أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} .

১৯৬. আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ঘুমান না এবং ঘুমানো তাঁর জন্য শোভাও পায় না। তিনি দাঁড়িপাল্লা উঠানামা করান। তাঁর পর্দা হলো নূর। তিনি তাঁর পর্দা তুলে নিলে তাঁর চেহারার জ্যোতি (বা মহিমা) মানুষের দৃষ্টিসীমার সব কিছুকে জ্বালিয়ে দিত। অতঃপর রাবী আবু উবায়দা (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ ''ধন্য তারা যারা আছে এই আলোর মাঝে এবং যারা আছে তার চারপাশে। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত'' (সূরা নামল ঃ ৮)। সহীহ। [পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

197 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "يَمِينُ اللهِ مَلأَى لاَ يَغِيضُهَا شَىْءٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْمِيزَانُ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ قَالَ أَرَأَيْتَ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِي يَدَيْهِ شَيْئًا " .

১৯৭. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ, কোন কিছুই তা পূর্ণতাকে হ্রাস করতে পারে না। তিনি রাত-দিন অবারিত দান করেন। তাঁর অপর হাতে রয়েছে তুলাদণ্ড। তিনি তুলাদণ্ড উঠানামা করান। নাবী (সাঃ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির সূচনা থেকে অবাধে খরচ করছেন, তারপরও তাতে তাঁর হাতে যা আছে তার সামান্যও কমেনি। সহীহ।

[যিলাল ৭৮০, বুখারী (তা.পা. : আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৬৮৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৯৯৩); (ই. সে.) হা. ২১৮০]

https://www.facebook.com/178945132263517

198 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيَدِهِ - وَقَبَضَ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْجَبَّارُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟". قَالَ وَيَتَمَيَّلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَىْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ .

১৯৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) আসমান ও যমীনসমূহকে ধরে তাঁর হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে নিবেন। তিনি তাঁর হাত সংকুচিত করবেন এবং সম্প্রসারিত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ আমি মহাপ্রতাপশালী। দাম্ভিকরা কোথায়? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানদিকে ও বামদিকে ঝুঁকতে থাকলেন। এমনকি আমি দেখলাম যে, মিম্বারটি নিচে থেকে আন্দোলিত হচ্ছে। আমি ভাবলাম, মিম্বারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিত উল্টে পড়ে যাবে না তো! সহীহ।

[মিশকাত ৫৪৬, বুখারী (তা.পা. : আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৪১২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৭৮৮); (ই. সে.) হা. ৬৮৪৮]

199 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيَّ، يَقُولُ حَدَّثَنِي النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَا مِنْ قَلْبٍ إِلاَّ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ " . وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ " يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ " . قَالَ " وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

১৯৯. আন-নাওয়াস ইবনে সাম'আন আল-কিলাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিটি অন্তঃকরণ সর্বময় আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি চাইলে তা সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তিনি চাইলে তা বক্র পথে চালিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে অন্তরসমূহের স্থিরতাদানকারী! আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার দীনের উপর স্থির রাখুন"। তিনি আরো বলেন ঃ তুলাদণ্ডও দয়াময় আল্লাহর হাতে। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত কোন সম্প্রদায়কে উন্নত করবেন এবং কোন সম্প্রদায়কে অবনত করবেন। সহীহ।

[তাহক্বীক্ব সহীহ ২০৯১, মুসনাদে আহমাদ হা. ১৭৬৬৭]

https://www.facebook.com/178945132263517

200 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ اللهَ لَيَضْحَكُ إِلَى ثَلاَثَةٍ لِلصَّفِّ فِي الصَّلاَةِ وَلِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَلِلرَّجُلِ يُقَاتِلُ - أُرَاهُ قَالَ - خَلْفَ الْكَتِيبَةِ " .

২০০. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তিনটি বিষয়ে হাসেন (আনন্দিত হন) (১) সলাতের কাতারের জন্য, (২) যে ব্যক্তি গভীর রাতে সলাত রত থাকে এবং (৩) যে ব্যক্তি সৈন্যবাহিনীকে পিছু হটতে দেখেও জিহাদরত থাকে। যঈফ।

[আহদীসুয যঈফাহ ৩১০৩, ইবনু মাজাহ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

201 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيَّ - عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْسِمِ فَيَقُولُ " أَلاَ رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّي ".

২০১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের মৌসুমে নিজেকে লোকদের সামনে পেশ করতেন এবং বলতেন ঃ কুরাইশরা আমাকে আমার প্রভুর কালাম প্রচারে বাধা দিচ্ছে। তোমাদের মাঝে এমন কে আছে, যে আমাকে তার গোত্রের কাছে নিরাপদে নিয়ে যাবে। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১৯৪৭, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৭৩৪; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৯২৫]

202 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَزِيرُ بْنُ صَبِيحٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَلْبَسٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} . قَالَ " مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفَرِّجَ كَرْبًا وَيَرْفَعَ قَوْمًا وَيَخْفِضَ اخَرِينَ " .

২০২. আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী ''তিনি প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত'' (সূরা আর-রহমান ঃ ২৯) সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহর কাজের মধ্যে তিনি গুনাহ ক্ষমা করেন, বিপদাপদ দূর করেন, এক দলকে উন্নীত করেন এবং অপর দলকে অবনমিত করেন। হাসান।

[যিলাল ৩০১, ইবনু মাজাহ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

https://www.facebook.com/178945132263517

14 - باب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

অনুচ্ছেদ–১৪: যে ব্যক্তি কোন ভাল অথবা মন্দ কাজের প্রচলন করে

203 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا " .

২০৩. জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থার প্রচলন করলো এবং লোকে তদনুযায়ী কাজ করলো, তার জন্য তার উত্তম পন্থার পুরস্কার রয়েছে, উপরন্তু যারা তদুযায়ী কাজ করেছে তাদের সমপরিমাণ পুরস্কারও সে পাবে, এতে তাদের পুরস্কার মোটেও হ্রাস পাবে না। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ প্রথার প্রচলন করলো এবং লোকে তদানুযায়ী কাজ করলো, তার জন্য তার মন্দ প্রথার পাপ তো আছেই, উপরন্তু যারা তদনুযায়ী কাজ করেছে, তাদের সমপরিমাণ পাপ ও সে পাবে, এতে তাদের পাপ থেকে মোটেওহ্রাস পাবে না। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১০১৭); (ই. সে.) হা. ২২২২]

204 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَثَّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا . قَالَ فَمَا بَقِيَ فِي الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلاَّ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنِ اسْتَنَّ خَيْرًا فَاسْتُنَّ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلاً وَمِنْ أُجُورِ مَنِ اسْتَنَّ بِهِ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةَ سَيِّئَةً فَاسْتُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلاً وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ اسْتَنُّوا بِهِ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا " .

২০৪. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (সাহায্যের জন্য) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য (লোকদের) উৎসাহিত করলেন। এক ব্যক্তি বললো, আমার পক্ষ থেকে এই এই পরিমাণ। রাবী বলেন, উক্ত মজলিসে এমন কেউ অবশিষ্ট রইল না, যে কম বেশি কিছু ঐ ব্যক্তিকে দান করেনি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থার প্রচলন করলে

https://www.facebook.com/178945132263517

এবং তদনুযায়ী কাজ করা হলে সে তার পূর্ণ প্রতিদান পাবে এবং যারা সেই পন্থা অনুসরণ করে তাদের সমপরিমাণ পুরস্কারও ঐ ব্যক্তি পাবে, এতে তাদের প্রতিদানে কোন ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি কোন মন্দ পন্থার প্রচলন করলে এবং তদনুযায়ী কাজ করা হলে পূর্ণ পাপের বোঝা তার উপর বর্তাবে এবং যারা উক্ত প্রন্থার অনুসরণ করবে তাদের সমপরিমাণ পাপও ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাবে, এতে তাদের পাপের বোঝা মোটেও হাল্কা হবে না। সহীহ।

[তা'লাকুর রগীর ১/৪৮, মুসনাদে আহমাদ হা. ১০৭৫৯]

205 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا " .

২০৫. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন আহ্বানকারী ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করলে তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ পাপ তার উপর বর্তাবে এবং তাতে তার অনুসরণকারীদের পাপের বোঝা মোটেও হাল্কা হবে না। আবার যে কোন ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান করলে সে তার অনুসরণকারীদের সমপমিাণ সওয়াব পাবে এবং এতে তাদের সওয়াব মোটেই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না। সহীহ।

[লিগাইরিহী। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩২২৮]

206 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ فَعَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا " .

২০৬. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে ডাকে, সে তার অনুসারীদের সমপরিমান সওয়াব পাবে এবং তাতে তার অনুসারীদের পুরস্কারে কোনরূপ ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার জন্য তার অনুসারীদের সমপরিমাণ গুনাহ হয় এবং এতে তার অনুসারীদের পাপের বোঝা কিছুমাত্র কমবে না। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৮৬৫, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬৭৪): (ই. সে.) হা. ৬৬১৪]

https://www.facebook.com/178945132263517

207 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا " .

২০৭. আবু জুহাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন ভালো প্রথার প্রচলন করলে এবং তার পরে তদানুসারে কাজ করা হলে তার জন্য এ কাজের পুরস্কার রয়েছে, অধিকন্তু তার অনুসারণকারীদের সমপরিমাণ পুরস্কারও রয়েছে। অবশ্য তাতে তাদের পুরস্কার কোন ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি কোন মন্দ প্রথার প্রচলন করলে এবং তার পরে তদনুযায়ী কাজ করা হলে তার জন্য এ কাজের গুনাহ রয়েছে এবং যারা তদনুসারে কাজ করবে তাদের গুনাহের সমপরিমান তার উপর বর্তাবে, এতে তাদের গুনাহের পরিমাণ কিছুই কমবে না। হাসান সহীহ।

[হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

208 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ إِلاَّ وُقِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَزِمًا لِدَعْوَتِهِ مَا دَعَا إِلَيْهِ وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلاً " .

২০৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন জিনিসের (মতবাদের) দিকে আহ্বান করলে কিয়ামতের দিন তাকে সেই আহ্বানসহ দাঁড় করানো হবে, সে মাত্র এক ব্যক্তিকে আহ্বান করে থাকলেও। যঈফ।

[তা'লীকুল রগীব ১/৫০ যিলালুল জান্নাহ ১১২, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

15 - بَابُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ

অনুচ্ছেদ–১৫: মৃত সুন্নাত জীবিত করা

209 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا ".

https://www.facebook.com/178945132263517

২০৯. আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাত জীবিত করলো এবং লোকেরা তদনুযায়ী আমল করলো, সেও আমল কারীদের সমপরিমাণ পুরস্কার পাবে এবং তাতে আমলকারীদের পুরস্কার আদৌ হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি বিদআতের প্রচলন করলে এবং তদনুযায়ী আমল করা হলে তার উপর আমলকারীদের সমপরিমাণ পাপ বর্তাবে এবং তাতে আমলকারীদের পাপের বোঝা আদৌ হাল্কা হবে না। সহীহ।

[অত্যন্ত দুর্বল। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৭৭]

210 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أُجُرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِ النَّاسِ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لاَ يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا " .

১১০. কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতেশুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমার (মৃত্যুর) পরে বিলুপ্ত হওয়া আমার কোন সুন্নাত জীবিত করলো, সে তদনুযায়ী আমলকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে এবং তাতে আমলকারীদর সওয়াবের সামান্যও হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এমন কোন বিদআতের প্রচলন করলো, যার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) সন্তুষ্ট নন, তার উপর বিদআত অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ গুনাহ বর্তাবে এবং তাতে অনুসরণকারীদের পাপের পরিমাণ কিছুই হ্রাস পাবে না। নিতান্ত যঈফ। [১]

[ফিলালুল জান্নাহ ৪২ মিশকাত ১৬৮, অত্যন্ত দুর্বল। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৭৭]

16 - بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

অনুচ্ছেদ–১৬: কুরআন শিক্ষা করা এবং তা শিক্ষা দেওয়ার ফযীলত

211 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ،

[১] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান। কিন্তু ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য,এই হাদীসটি হাসান-এ কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়, প্রত্যাখ্যাত। আর তা কেনই বা অগ্রহণযোগ্য হবে না ইমাম শাফেয়ী ও আবূ দাউদ সানাদের কাসীর সম্পর্কে বলেছেন, সে মিথ্যার খনিগুলোর মধ্যে অন্যতম খনি। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তার পিতা হতে তার দাদা সূত্রে তার বানোয়াট নুসখাহ রয়েছে। আর এ জন্য আলিমগণ ইমাম তিরমিযী কর্তৃক সহীহ আখ্যায়িত করেন নির্ভরশীল হননি। যেমনটি যাহাবী বলেছেন।-মিশকাতঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ " خَيْرُكُمْ " . وَقَالَ سُفْيَانُ " أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ " .

২১১. উসমান ইবনে আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম ও অধিক মর্যাদাবান। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১১৭৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৩০৬, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫০২৭]

212 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ " .

২১২. উসমান ইবনে আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়, সেই তোমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাবান। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫০২৮]

213 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ " . قَالَ وَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا أُقْرِئُ .

২১৩. মুস'আব ইবনে সাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে কুরআন ক্ষিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়, সে-ই তোমাদের মধ্যে উত্তম। রাবী বলেন, তিনি আমার হাত ধরে আমাকে এই স্থানে বসালেন এবং বললেন, ইনি সর্বাপেক্ষা বড় কারী। হাসান সহীহ।

[দারেমী হা. ৩৩৩৯]

214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ

https://www.facebook.com/178945132263517

كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَهَا " .

২১৪. আবু মূসা আল-আশ'আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিন ব্যক্তি কমলালেবু তুল্য, যা খেতে সুস্বাদু এবং সুগন্ধিযুক্ত। যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না সে খেজুর তুল্য, যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধিবিহীন। কুরআন তিলাওয়াতকারী মুনাফিক ব্যক্তি সুগন্ধি ফুলের সাথে তুলনীয়; যা খুব সুগন্ধিযুক্ত কিন্তু খেতে তিক্ত। যে মোনাফিক ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না সে মাকাল ফলতুল্য, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধিও নেই। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫০২০, ৫০৫৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৭৯৭); (ই. সে.) হা. ১৭৩৭]

215 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ للهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ قَالَ " هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ ".

২১৫. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কতক লোক আল্লাহর পরিজন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বলেন ঃ কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ আল্লাহর পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা। সহীহ।

[সঈফাহ ১৫৮, মুসনাদে আহমাদ হা. ১২৩০১; দারেমী হা. ৩৩২৬]

216 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ " .

২১৬. আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা কণ্ঠস্থ করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাকে তার পরিবারের এমন দশজন লোকের

https://www.facebook.com/178945132263517

জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন যাদের সকলের জন্য দোযখ অবধারিত হয়ে গিয়েছে। নিতান্ত যঈফ। [১] [মিশকাত ২১৪১ তালীকুল রগীব ২/২১০, অত্যন্ত দুর্বল। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৯০৫]

217 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْرَءُوهُ وَارْقُدُوا فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مِسْكٍ ".

২১৭. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কুরআন শিক্ষা করো, তা তিলাওয়াত করো এবং তা নিয়ে রাত জাগো। কেননা কুরআন এবং যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে হলো (মুখ খোলা) মৃগনাভী পূর্ণ থলেবৎ, যার সুবাস চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে তা পেটে ভর্তি করে ঘুমিয়ে রাত কাটায়, সে হলো মুখ বাঁধা মৃগনাভীপূর্ণ থলেবৎ। যঈফ।

[তালীকুল রগীব ২/২০৬ তালাক সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১৫০৯ মিশকাত ২১৪৩, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৮৭৬]

---

[১] আহমাদ (১২৭১)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। সানাদে বর্ণনাকারী হাফ্স ইবনু সুলাইমান শক্তিশালী নয়। সে হাদীসে দুর্বল।-মিশকাত; তাহক্বীক্ব আলবানী।

আহমাদ শাকির বলেছেন, এর সানাদ খুবই দুর্বল। সানাদে আমর ইবনু 'উসমান দুর্বল। ইমাম নাসায়ী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে বলেছেন (২৩); তিনি মাতরুক, এবং আল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল গ্রন্থে (৩/১/২৪৯) তিনি আবূ হাতিম সূত্রে বলেছেন,তার ব্যাপারে সমালোচনা আছে। তিনি বয়োবৃদ্ধ অন্ধ আলো ছিলেন। তিনি মুখস্থ থেকে মানুষের কাছে মুনকার হাদীসাবলী বর্ননা করতেন।

এবং সানাদে হাফস আবূ 'উমার। তিনি হলেন, হাফস ইবনু সুলাইমান আল-বায্যায কূারী। যিনি ''কিরাআতু হাফ্স'' এর লিখক বলে পরিচিত। তিনি হাদীস বর্ণনায় মাতরুক! অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে। আর ইমাম বুখারী 'আয-যুআফা' গ্রন্থে (৯) বলেন, ''হাদীসবিশারদগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, ''ইয়াহইয়া বলেছেন, আমাকে শু'বা সংবাদ দিয়ে বলেছেন, হাফস্ ইবনু সুলাইমান আমার কাছ থেকে একটি কিতাব নিয়েছে কিন্তু সে তা থেকে বর্ণনা করবে না। তিনি বলেন, সে লোকদের কাছ থেকে কিতাব নিত অতঃপর তা মানসুখ করে দিত।'' অর্থাৎ সে এমন কিতাব মানসুখ করত যা সে শুনেনি। অতঃপর সে তা দিয়ে এমন হাদীস বর্ণনা করত যেন সে তা নিজেই শুনেছিল। তাকে আরো দুর্বল বলেছেন ইমাম আহমাদ, ইবনুল মাদীনী, ইবনু মাহদী, মুসলিম ও অন্যরা।

এবং সানাদে কাসীর ইবনু যাজান, সে অজ্ঞাত। ইবনু মাঈন বলেছেন, আমি তাকে চিনি না। ইমাম আবূ যুর'আহ ও আবূ হ'তিম বলেন, সে অজ্ঞাত। দেখুন জারহ ওয়াত-তা'দীল (৩/২/১৫১)। হাদীসের ত্রুটি হচ্ছে ক্বারী হাফস। কেননা আমর ইবনু উসমান বর্ণনাতে একক হয়ে যায়নি। হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ মুহাম্মাদ ইবনু বাককার হতে হাফস সূত্রে (১২৭৭)-তে বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী বর্ণনা করেছেন আলী ইবনু হাজার হতে হাফ্স সূত্রে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। এই সানাদ ছাড়া হাদীসটির অন্য সানাদ আমরা অবহিত নই। আর এটির কোন সহীহ সানাদ নেই। হাফস ইবনু সুলাইমান আবূ উমার বায্যায কুফীকে হাদীসে দুর্বল বলা হয়। -তাহক্বীক্ব ঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির।

https://www.facebook.com/178945132263517

218 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ - وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ - فَقَالَ عُمَرُ مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي قَالَ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أَبْزَى . قَالَ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى قَالَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا . قَالَ عُمَرُ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى قَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ . قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَالَ " إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اخَرِينَ " .

২১৮. নাফে' ইবনে আবদুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উসফান নামক স্থানে উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাত করেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কাকে মক্কার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, গ্রামবাসী বেদুঈনদের জন্য তুমি কাকে প্রশাসক নিয়োগ করেছ? তিনি বলেন আমি ইবনে আবযা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তাদের প্রশাসক নিয়োগ করেছি। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তুমি একজন মুক্তদাসকে কেন জনগণের প্রশাসক নিয়োগ করলে? তিনি বলেন, সে তো মহান আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ আলেম, ফারায়েয সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং উত্তম ফয়সালাকারী। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শোন! তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের দ্বারা কতক লোককে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং কতককে অবনমিত করেন। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ২২৩৯ মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৮১৭); (ই. সে.) হা. ১৭৭৪]

219 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ غَالِبٍ الْعَبَّادَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْبَحْرَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ "يَا أَبَا ذَرٍّ لأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ".

২১৯. আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবু যার! সকালবেলা কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য এক শত রাকআত (নফল) সলাতপড়ার চাইতে উত্তম। সকালবেলা জ্ঞানের কিছু অংশ শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকআত সলাতপড়ার চেয়ে উত্তম, তদনুযায়ী কাজ করা হোক বা না হোক। যঈফ। [১]

[তালীকুল রগীব (১/৫৬) (২/২১১) হাদীসটি ইবনু মাজাহ একভাবে বর্ণনা করেছেন।]

[১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে আব্দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ এবং 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জাদ'আন দুর্বল। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ বাহরানী অজ্ঞাত। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

https://www.facebook.com/178945132263517

17 - بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ–১৭: 'আলিমগনের ফযীলত এবং ইলম অর্জনের জন্য উৎসাহ প্রদান

220 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ " .

২২০। আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ সাধন করতে চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ, ১১৯৪, ১১৯৫, রওযুন নাযার ১১৬০]

221 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " الْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ " .

২২১. মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কল্যাণ হলো সুস্বভাব এবং মন্দ হলো প্রবৃত্তির তাড়না থেকে উদ্ভূত। আল্লাহ যার কল্যাণ সাধান করতে চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। হাসান।

[আহাদীসুস সহীহাহ, ৬৫১, রওযুন নাযার ১১৬০, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা.৭১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১০৩৭); (ই. সে.) হা. ২২৫৮]

222 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ أَبُو سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ " .

২২২. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন ফকীহ (শরীআতের বিধানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি) শয়তানের জন্য এক হাজার ইবাদতকারীর চাইতে অধিক শক্ত। মাওযূ। [১]

[মিশকাত ২১৭ তালীকুল রগীয় ১/৬১ তামামুল মিন্নাহ ১১৫, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৮১]

[১] ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন ঃ মুলতঃ এর সমস্যা হল, সানাদের রাওহ ইবনু জানাহ। সে খুবই দুর্বল, হাদীস জাল করণে সন্দেভাজন। আল্লামা সামাখী তার এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, মুনকার। এছাড়া হাদীসটি ইবনু আদ্দিল বার (১/২৬) বর্ণনা করেছেন আবূ হুরাইরাহ সূত্রে। এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আয়ায মিথ্যাবাদী। -মিশকাত ; তাহক্বীক্ব আলবানী।

https://www.facebook.com/178945132263517

223 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: وَلاَ جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ " .

২২৩. কাসীর ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দামিশকের মসজিদে আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আবু দারদা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর মাদীনা থেকে আপনার নিকট একটি হাদীস শোনার জন্য এসেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তুমি কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য আসনি তো? সে বললো, না। তিনি বলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যেও তুমি আসনি? সে বললো, না। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি পথ সুগম করে দেন। ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখাসমূহ অবনমিত করেন। আর জ্ঞান অন্বেষীর জন্য আসমান ও যমীনবাসী আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যে মাছও। নিশ্চয় ইবাদতকারীর উপর আলেমের মর্যাদা তারকারাজির উপর চাদের মর্যাদার সমতুল্য। আলেমগণ নাবীগণের ওয়ারিস। আর নাবীগণ দীনার ও দিরহাম (নগদ অর্থ) ওয়ারিসী স্বত্ব হিসাবে রেখে যাননি, বরং তাঁরা ওয়ারিসী রূপে রেখে গেছেন এলেম (জ্ঞান)। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করলো, সে যেন একটি পূর্ণ অংশ লাভ করলো। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ১/৩৩/৬৮, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৬৪১; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৮২]

224 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

২২৪. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। **অপাত্রে জ্ঞান দানকারী শুকরের গলায় মনিমুক্তা ও সোনার হার পারানো ব্যক্তির সমতুল্য।** [১]

واضع العلم... অংশ বাদে হাদীসটি সহীহ।

[মিশকাত ২১৮, তা'লীকুল রগীব ১/৫৪ সঈফাহ ৪১৬। [ঐ অংশটুকু অত্যন্ত দুর্বল। ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

225 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " .

২২৫. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করলো, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার পরলৌকিক বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করবেন। কোন ব্যক্তি অপর মুসলমানের দাষ গোপন রাখলে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কষ্ট-কাঠিন্য সহজ করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার কষ্ট সহজ করে দিবেন। বান্দা যতক্ষণ তার অপর ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় রত থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্য-সহায়হায় রত থাকেন। কোন ব্যক্তি জ্ঞানার্জনেরজন্য কোন পথ অবলম্ব করলে, আল্লাহ এই উসীলায় তার জন্য জান্নাতের একটি পথ সুগম করে দেন। যখন কোন লোকসমষ্টি আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যকার কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ বিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা শিক্ষা করে, তখন ফেশেতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন

[১] এর সানাদ খুবই দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদে হাফস ইবনু সুলাইমান মিথ্যাবাদীতা ও হাদীস জাল করণে সন্দেহভাজন। হাদীসটি বায়হাকী শুআবুল ঈমান গ্রন্থে 'মুসলিম' শব্দ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এই হাদীসের মাতান প্রসিদ্ধ এবং এর সানাদ দুর্বল। এটি অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলোই দুর্বল। - মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী।

https://www.facebook.com/178945132263517

তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের আবৃত করে নেয় এবং আল্লাহর তাঁর নিকটে অবস্থানকারীদের (ফেরেশতাদের) সাথে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। (পৃথিবীতে) যার সৎকর্ম কম হবে (আখারাতে) তার বংশমর্যাদা কোন উপকারে আসবে না। সহীহ।

[সহীহ তারগীর ১/৩১/৬৭ সহীহ আবূ দাউদ ১৩০৭, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬৯৯); (ই. সে.) হা. ৬৬১১]

226 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ أَنْبِطُ الْعِلْمَ . قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلاَّ وَضَعَتْ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ " .

২২৬. যির ইবনে হুবাইশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান ইবনে আসসাল আল-মুরাদী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন, তোমাকে কিসে নিয়ে এসেছে? আমি বললাম, জ্ঞানার্জনের জন্য। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তিই জ্ঞানার্জনের জন্য তার ঘর থেকে রওনা হয়, তার এই মহৎ উদ্যোগের জন্য ফেরেশতাগণ তাদের পাখা বিস্তার করেন। হাসান সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৮১১৮]

227 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ ".

২২৭. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কোন উত্তম বিষয় শিক্ষা দানের জন্য বা শিক্ষালাভের জন্য আসে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত ব্যক্তির মর্যাদা পাবে। আর যে ব্যক্তি ভিন্নতর উদ্দেশ্যে আসে, সে অপরের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপকারী ব্যক্তির স্তরে থাকবে। সহীহ। [মুসনাদে আহমাদ হা. ৯৪০৯]

228 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي عَاتِكَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ " . وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ " الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الأَجْرِ وَلاَ خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

২২৮. আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই জ্ঞান জব্দ করে নেয়ার পূর্বেই তোমরা তা ধারণ করো। তা জব্দ করার অর্থ তুলে নেয়া। অতঃপর তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে বলেন ঃ এইভাবে। অতঃপর তিনি বলেনঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রতিদানে সমান অংশীদার। অবশিষ্ট লোকের মধ্যে কোন সৌন্দর্য ও কল্যাণ নাই। যঈফ। [১]

[তালীকুল রগীব ১/৫৯ ইরওয়া ১৪৩ মিশকাত ২৭৮, দারেমী ২৪০]

229 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللهَ وَالأُخْرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " كُلٌّ عَلَى خَيْرٍ هَؤُلاَءِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللهَ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَهَؤُلاَءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا " . فَجَلَسَ مَعَهُمْ .

২২৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক হুজরা থেকে বের হয়ে এসে মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন সেখানে দু'টি সমাবেশ চলছিল। একটি সমাবেশে লোকজন কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিল এবং অপর সমাবেশে লোকজন শিক্ষাগ্রহণও শিক্ষাদানে রত ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সকলেই কল্যাণকর তৎপরতায় রত আছে। এই সমাবেশের লোকজন কুরআন তিলাওয়াত করছে এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করছে। তিনি চাইলে তাদের দান করতেও পারেন আবার চাইলে নাও দিতে পারেন। অন্যদিকে এই সমাবেশের লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানে রত আছে। আর আমি শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তিনি এদের সমাবেশে বসলেন। যঈফ। [২]

[আহদীসুয যঈফাহ ১১, দারেমী ৩৪৯]

[১] দারিমী (২৪০), হাদীসের সানাদে আলী ইবনু ইয়াযীদ হল আলহানী। সে দুর্বল। আল্লামা মানাবী বলেছেন, এর সানাদে আলী ইবনু ইয়াযীদ রয়েছে। আল্লামা মুনযিরী ফায়যুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সে দুর্বল। তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না।- ইরওয়াউল গালীল।

আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, জমহুরের মতে সানাদের আলী ইবনু ইয়াযীদ দুর্বল।- তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

[২] দারিমী (৩৪৯), হাদীসের সানাদে আব্দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের নীচের বর্ণনাকারীরা সকলেই দুর্বল, তারা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিরোধীতা করেছে। আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে দাউদ, বাকর এবং আব্দুর রহমান এরা সবাই দুর্বল। হাফিয ইরাকী তাখরীজুল ইহয়া গ্রন্থে বলেছেন, সানাদটি দুর্বল। -যঈফাহ্।

https://www.facebook.com/178945132263517

18 - باب مَنْ بَلَّغَ عِلْمًا

অনুচ্ছেদ–১৮: যে ইল্‌মের প্রচার করে তার বিবরণ

230 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ " . زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ " ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلاَصُ الْعَمَلِ للهِ وَالنُّصْحُ لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ " .

২৩০। যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার বক্তব্য শুনেছে, অতঃপর তা প্রচার করেছে, আল্লাহ তাকে হাস্যোজ্জ্বল ও সতেজ করুন। এমন কতক জ্ঞানের বাহক আছে যারা নিজেরাই জ্ঞানী নয়। আবার এমন কতক জ্ঞানের বাহক আছে, তারা যাদের নিকট তা বয়ে নিয়ে যায় তারা এই বাহকদের চেয়ে অধিক সমঝদার। আলী ইবনে মুহাম্মাদ (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ তিনটি বিষয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তির অন্তর যেন প্রতারিত না হয় ঃ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সদুপদেশ দেয়া এবং তাদের (নেক কাজের) সাথে সম্পৃক্ত থাকা। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৪০৩, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৬৬০; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৫৬]

231 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ " نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ".

২৩১. মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতঈম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার আল–খায়েফ নামক উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন যে আমার বক্তব্য শোনার পর তা প্রচার করলো (বা অপরের নিকট পৌঁছে দিল)। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজেরাই জ্ঞানী নয়। জ্ঞানের এমন বাহকও আছে যে, তারা যাদের নিকট তা বয়ে নিয়ে যায় তারা তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী। সহীহ। [মুসনাদে আহমাদ হা. ১৬৭৮৪; দারেমী হা. ২২৭]

https://www.facebook.com/178945132263517

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي، يَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

'আলী ইবনু মুহাম্মাদ স্বীয় সানাদে জুবাইর ইবনু মুত'ঈম রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নাবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

232 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ " .

২৩২. আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে একটি হাদীস শুনে তা অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, আল্লাহ তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন। কখনো শ্রোতার চেয়ে প্রচারক অধিকতর স্মৃতিধর হয়ে থাকে। সহীহ।

[মিশকাত ২৩০, (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৫৭]

233 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، - أَمْلاَهُ عَلَيْنَا - حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ رَجُلٍ، آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ " لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلِّغُهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ " .

২৩৩. আবু বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর দিন তাঁর ভাষণে বলেন ঃ উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়। এমনও হতে পারে যে, যাদের নিকট জ্ঞানের কথা পৌঁছানো হয় তারা শ্রোতাদের চাইতে অধিক স্মৃতিধর। ...فَإِنَّهُ অংশ বাদে হাদীসটি সহীহ।

[ইরওয়া ৫/২৭৮/১৪৫, বুখারী (তা.পা.; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৫৫০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৬৭৯); ই. সে.) হা. ৪২৩৬]

234 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

২৩৪. মুআবিয়া আল-কুশাইরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শোন, উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার কথা) পৌঁছিয়ে দেয়। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ২০০৫৫]

235 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ " .

২৩৫. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের উপস্থিতরা যেন তোমাদের অনুপস্থিতদের নিকট (আমার বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়। সহীহ ইরওয়া ২/২৩৩-২৩৪, সহীহ আবু দাউদ ১১৫৭অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়। সহীহ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১২৭৮]

236 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ، عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ " .

২৩৬. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লহ সেই বান্দাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন যে আমার বক্তব্য শুনে তা স্মৃতিতে ধারণ করেছে, অতঃপর আমার পক্ষ থেকে তা (অন্যদের নিকট) প্রচার করেছে। কতক জ্ঞানের বাহক নিজেরাই জ্ঞানী নয় এবং কতক জ্ঞানের বাহক যাদের নিকট তা পৌঁছিয়ে দেয় তারা তাদের চেয়ে অধিক সমঝদার হতে পারে। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৩৩৭৪]

19 - بَابُ مَنْ كَانَ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ

অনুচ্ছেদ–১৯: যারা কল্যাণের চাবিকাঠি, তাদের বর্ণনা

237 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "

https://www.facebook.com/178945132263517

إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ " .

২৩৭. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় কতক লোক আছে, যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধকারী। পক্ষান্তরে এমন কতক লোকও আছে যারা অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। সেই লোকের জন্য সুসংবাদ যার দুই হাতে আল্লাহ কল্যাণের চাবি রেখেছেন এবং সেই লোকের জন্য ধ্বংস যার দুই হাতে আল্লাহ অকল্যাণের চাবি রেখেছেন। হাসান।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১৩৩২, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

238 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلاَقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلاَقًا لِلْخَيْرِ " .

২৩৮. সাহল ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় এই কল্যাণ কোষাগারস্বরূপ এবং এই কোষাগারের রয়েছে কিছু সংখ্যক চাবি। সুসংবাদ সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ কল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী ও অকল্যাণের পথ রুদ্ধকারী বানিয়েছেন। ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী বানিয়েছেন। হাসান।

[যিলালুল জান্নাহ ২৮৮, ২৮৯, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

20 - بَابُ ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

অনুচ্ছেদ–২০: লোকদের কল্যাণকর বিষয়ে শিক্ষাদাতার পুরস্কার

239 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ " .

২৩৯. আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় আসমান ও যমীনের অধিবাসীগণ জ্ঞানীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি সমুদ্রের মাছরা পর্যন্ত। সহীহ। [মুসনাদে আহমাদ হা. ২১৭৬৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

240 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ " .

২৪০. মু'আয ইবনে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেয়, সে তদনুসারে কর্মসম্পাদনকারীর সমান পুরস্কার পাবে, এতে কর্মসম্পাদনকারীর পুরস্কার কোনরূপ ঘাটতি হবে না। হাসান।

[হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

241 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلاَثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ " .

২৪১. আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ তার (মৃত্যুর) পরে যা কিছু রেখে যায়, তার মধ্যে তিনটি জিনিস কল্যাণকর ঃ সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে, সদাকায়ে জাযিয়া যার সওয়াব তার কাছে পৌঁছে এবং এমন জ্ঞান যা তার মৃত্যুর পরও কাজে লাগানো যায়। সহীহ

[হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، يَعْنِي أَبَاهُ - حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

যায়েদ ইবনে আসলাম, আব্দুল্লাহ্ ইবনে ক্বাতাদাহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

242 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ".

https://www.facebook.com/178945132263517

২৪২. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যে সব কাজ ও তার যেসব পুণ্য তার সাথে যুক্ত হয় তা হলো ঃ যে জ্ঞান সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার প্রচার করেছে, তার রেখে যাওয়া সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, কুরআন যা সে ওয়ারিসী সূত্রে রেখে গেছে অথবা মাসজিদ যা সে নির্মাণ করিয়েছে অথবা পথিক মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা নির্মাণ করেছে অথবা পানির নহর যা সে খনন করেছে অথবা তার জীবদ্দশায় ও সুস্থাবস্থায় তার মাল থেকে যে দান-খয়রাত করেছে তা তার মৃত্যুর পরও তার সাথে (তার আমলনামায়) যুক্ত হবে। হাসান।

[ইরওয়া ৬/২৯, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৬৩১); (ই. সে.) হা. ৪০৭৬]

243 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " .

২৪৩. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলমানের এলেম শিক্ষা করা, অতঃপর তা তার মুসলমান ভাইকে শিক্ষা দেয়া সর্বোত্তম দানরূপে গণ্য। যঈফ। [১]

[তালীকুর রগীব ১/৫৭ ইরয়া ৬/২৯, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

21 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ عَقِبَاهُ

অনুচ্ছেদ–২১: যে ব্যক্তি অন্যের পেছনে চলা মাকরূহ মনে করে

244 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَا رُئِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلاَنِ .

২৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো গদিতে হেলান দিয়ে আহার করতে দেখা যায়নি এবং দুইজন লোকও তার পেছনে চলতো না। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১২৩৯, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৭৭০]

[১] আল্লাম বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদের ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম দুর্বল। অনুরূপ সানাদের ইয়াকুব। আর হাসান, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে হাদীসটি শুনেনি যা অনেকেই বলেছেন।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

https://www.facebook.com/178945132263517

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، صَاحِبُ الْقَفِيزِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، .

আবুল হাসান বলেন, ইবরাহীম আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।..... অনুরূপ।

245 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالِ وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَجَلَسَ حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ لِئَلاَّ يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَىْءٌ مِنَ الْكِبْرِ .

২৪৫. আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রচণ্ড গরমের দিনে বাকীউল গারকাদ নামক স্থানের দিকে বের হলেন। লোকেরা তাঁর পেছনে হেঁটে যাচ্ছিল। তিনি জুতার আওয়াজ শুনতে পেলে বিষয়টি তাঁর মনে অপ্রিয় লাগলো। তিনি বসে পড়লেন, যাতে লোকেরা তাঁর আগে চলে যায়, যাতে তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র অহমিকা জাগ্রত না হয়। যঈফ। [১]

[তালীকুর রগীব ১/৮৭ ও ৩/২৯৪, মুসনাদে আহমাদ হা. ২২৩৪৬]

246 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَشَى مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلاَئِكَةِ .

২৪৬. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁটতেন তখন তাঁর সাহাবীগণ তাঁর আগে আগে চলতেন এবং তাঁর পেছনের দিক ফেরেশতাদের জন্য ছেড়ে দিতেন। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৪৩৭, ১৫৫৭, ২০৮৭, মুসনাদে আহমাদ হা. ১৪২৭৪]

22 - باب الْوَصَاةِ بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ-২২ : ইলম শিক্ষার্থীদের প্রতি উপদেশ

[১] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদের বর্ণনাকারীর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন বলেন, সানাদের মু'আন ইবনু রিফা'আহকে কেবল ইবনু মাঈন দুর্বল বলেছেন। আর সানাদে আলী ইবনু ইয়াযীদ দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

https://www.facebook.com/178945132263517

247 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَاشِدٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاقْنُوهُمْ " . قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا اقْنُوهُمْ قَالَ عَلِّمُوهُمْ .

২৪৭. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই তোমাদের নিকট এলেন শিক্ষার জন্য দলে দলে লোক আসবে। তোমরা তাদের দেখলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশের সুসংবাদ জানাবে এবং তাদের তালকীন দিবে (জ্ঞান দান করবে)। আমি হাকাম (র)-কে বললাম, আমরা তাদের কি তালকীন দিব? তিনি বলেন, তাদের এলেম শিক্ষা দিবে। হাসান।

[আহাদীসুস সহীহাহ ২৮০, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৫১]

248 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ هِلاَلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ نَعُودُهُ حَتَّى مَلأْنَا الْبَيْتَ فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ نَعُودُهُ حَتَّى مَلأْنَا الْبَيْتَ فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى مَلأْنَا الْبَيْتَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ لِجَنْبِهِ فَلَمَّا رَآنَا قَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَحَيُّوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ " . قَالَ فَأَدْرَكَنَا وَاللهِ أَقْوَامًا مَا رَحَّبُوا بِنَا وَلاَ حَيَّوْنَا وَلاَ عَلَّمُونَا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ كُنَّا نَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَيَجْفُونَا .

২৪৮. ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অসুস্থ হাসান (র)-কে দেখতে গেলাম, এমনকি আমাদের উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। তিনি তার পদদ্বয় গুটিয়ে নিয়ে বলেন, আমরা অসুস্থ আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখতে গেলাম, এমনকি আমাদের উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। তিনি তার পদদ্বয় গুটিয়ে নিলেন,অতঃপর বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম এবংআমাদের উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। তিনি তখন কাত হয়ে শায়িত ছিলেন। তিনি আমাদের দেখে তাঁর পদদ্বয় গুটিয়ে নিলেন, অতঃপর বলেন ঃ অচিরেই আমার পরে তোমাদের নিকট দলে দলে লোক আসবে জ্ঞানার্জনের জন্য। তোমরা তাদের স্বাগত জানাবে, তাদের সালাম দিবে এবং এলেম শিক্ষা দিবে। অধস্তন রাবীহাসান (র) বলেন, আমরা তাদের সাক্ষাত পেয়েছি। আল্লাহর শপথ! আমরা তাদের নিকট গেলে তারা আমাদের স্বাগত জানায়নি, আমাদের সালাম করেনি এবং আমাদের এলেম

https://www.facebook.com/178945132263517

শিক্ষা দেয়নি, বরং আমরা তাদের কাছে পৌঁছলে তারা আমাদের উপর যুলুম করেছে। মাওযু।[১]

[আহদীসুয যঈফাহ ৩৩৪৯ (বানোয়াট): হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

249 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا " إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا " .

২৪৯. আবু হারূন আল-আবদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু সাঈদ আর খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলেই তিনি বলতেন ঃ তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়াত অনুযায়ী স্বাগতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেন ঃ লোকেরা অবশ্যই তোমাদের অনুগামী। অচিরেই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে লোকেরা তোমাদের নিকট দ্বীন শিক্ষার জন্য আসবে। তারা তোমাদের নিকট আসলে তোমরা তাদের ভালো কাজের উপদেশ দিবে। যঈফ।[২]

[মিশকাত ২১৫, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৫০]

23 - بَابُ الاِنْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ

অনুচ্ছেদ–২৩: ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং তদনুযায়ী 'আমল করা

250 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَمَنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ " .

২৫০. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দোয়া এই যে, ''হে আল্লাহ! আমি সেই জ্ঞান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসে না, এমন দোয়া থেকে যা শোনা হয় না, সেই অন্তর থেকে ভীত যা হয় না এবং সেই প্রান থেকে যা তৃপ্ত হয় না। সহীহ।

[সহীহ আবু দাউদ ১৩৮৫, (আ. একা.) হা. ১৫৪৮; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৫৪৬৭]

[১] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদের মু'আল্লা ইবনু হিলালকে ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন ও অন্যরা মিথ্যাবাদী বলেছেন। সকলেই তাকে হাদীস জাল করণের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন এবং সানাদে ইসমাঈল সকলের ঐকমত্যে দুর্বল।- আয-যাওয়ায়িদ।

[২] এর সানাদে আবূ হারুন আল-আবদী রয়েছে। ইমাম শুবাহ বলতেন, সে দুর্বল। তার নাম হল, উমারাহ ইবনু জাবীন। মূলত ঃ সে খুবই দুর্বল। কতিপয় ইমাম তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। -মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

251 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ " اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ".

২৫১. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ ''হে আল্লাহ! তুমি যে জ্ঞান আমাকে শিখিয়েছো তার দ্বারা আমাকে উপকৃত করো, আমাকে এমন জ্ঞান দান করো যা আমার উপকারে আসে, আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দাও এবং সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য''।

والحمد لله... অংশ বাদে হাদীসটি সহীহ।

[মিশকাত ৩৪৯৩ তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৫৯৯]

252 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . يَعْنِي رِيحَهَا .

২৫২. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, যদি কেউ সেই জ্ঞান পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুবাসও পাবে না। সহীহ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৬৬৪]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

সাঈদ ইবনু মানসুর (র) ফুলায়হ্ ইবনু সুলাইমান (র) থেকে উপরিউক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

253 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو كَرِبٍ الأَزْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ".

https://www.facebook.com/178945132263517

২৫৩. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নির্বোধের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা আলেমদের উপর বাহাদুরি প্রকাশের জন্য অথবা তার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জ্ঞানার্জন করে, সে জাহান্নামী। হাসান।

[হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

254 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلاَ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلاَ تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ " .

২৫৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমা আলেমদের উপর বাহাদুরী প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং জনসভার উপর বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, তার জন্য রয়েছে আগুন আর আগুন। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ১০২, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَقُولُونَ نَأْتِي الأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا . وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لاَ يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلاَّ الشَّوْكُ كَذَلِكَ لاَ يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلاَّ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا .

২৫৫. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের কতক লোক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করবে, তারা কুরআন পড়বে এবং বলবে, আমরা শাসকদের নিকট যাবো তাদের নিকট থেকে পার্থিব স্বার্থ প্রাপ্ত হবো এবং আমাদের দ্বীন থেকে তাদের সরিয়ে রাখবো। এরূপ কখনো হতে পারে না। যেমন কাঁটাদার গাছ থেকে ফল আহরণের সময় হাতে কাঁটা ফুটবেই, তদ্রূপ তারা তাদের কাছে গিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ (র) বলেন, অর্থাৎ গুনাহ ব্যতীত তারা কিছুই লাভ করতে পারে না। যঈফ।[১]

[তালীকুর রগীব ১/৬৯/ মিশকাত ২৬২ আহদীসুয যঈফাহ ১২৫০, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

[১] সানাদের উবাইদুল্লাহর কারণে সানাদটি দুর্বল। সে হল উবাইদুল্লাহ ইবনু মুগীরাহ ইবনু আবু বুরদাহ। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সূত্রে আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুর রহমান কিনদী একক হয়ে গেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি অজ্ঞাত। আর তা কেনই বা হবে না তাকে তো কেউই নির্ভরযোগ্য বলেননি, এমনকি ইবনু হিব্বানও না।-যঈফাহ্

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

256 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْبَصْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ " وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ " أُعِدَّ لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِينَ بِأَعْمَالِهِمْ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللهِ الَّذِينَ يَزُورُونَ الأُمَرَاءَ " . قَالَ الْمُحَارِبِيُّ الْجَوَرَةَ .

২৫৬. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা 'জুব্বুল হুযন" থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জুব্বুল হুযন কি? তিনি বলেন ঃ জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যা থেকে বাঁচার জন্য জাহান্নাম দৈনিক চার শতবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাতেকারা প্রবেশ করবে? তিনি বলেন ঃ যারা প্রদর্শনেচ্ছার বশবর্তী হয়ে কাজ করে সেসব কুরআন পাঠকের জন্য তা তৈরি করা হয়েছে। যে সকল কুরআন পাঠক (বিশেষজ্ঞ) শাসক গোষ্ঠীর সাথে দেখা-সাক্ষাত করে তারা আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কারী। মুহারিবী (র) বলেন, এর দ্বারা যালেম ও অত্যাচারী শাসকদের বুঝানো হয়েছে। যঈফ। [১]

[তালীকুর রগীব ১/৩৩ মিশকাত ২৭৫ আহদীসুয যঈফাহ ৫০২৩]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، . قَالَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ عَمَّارٌ لاَ أَدْرِي مُحَمَّدٌ أَوْ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ .

ইবরাহীম ইবনে নাছর, আবু গাস্সান থেকে তিনি মালেক ইবনে ইসমাইল থেকে তিনি আম্মার ইবনে সাইফ তিনি আবু মু'আয থেকে অনুরূপ। মালেক ইবনে ইসমাইল বলেন, আম্মারকে চিনি

যঈফ তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৩৮৩]

[১] হাদীসের সনদে আম্মার ইবনু সাঈফ দুর্বল এবং আবূ মু'আয বাসরী'র নাম হল সুলাইমান ইনু আরকাম। সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। অতএব হাদীসটি খুবই দুর্বল।-মিশকাত; তাহ্ক্বীক্ব আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

257 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ نَهْشَلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ، صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ " مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ اخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَىِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ ".

২৫৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলেমরা যদি জ্ঞানার্জনের পর তা সংরক্ষণ করে এবং তা যোগ্য আলেমদের সামনে রেখে দেয়, তাহলে অবশ্যই তারা নিজ যুগের জনগণের নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদের নিকট পেশ করেছে পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য। ফলে তারা তাদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ **আমি তোমাদের নাবী (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে একই চিন্তার অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করেছে, আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট অপর দিকে যে ব্যক্তি যাবতীয় পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে সে যে কোন উন্মুক্ত উপত্যকায় ধ্বংস হোক, তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না।** হাসান তবে মারফু' অংশ যঈফ। [১]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَازِمُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ، - وَكَانَ ثِقَةً - ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ .

[হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

258 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَأَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهُنَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .

২৫৮. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য জ্ঞানার্জন করে অথবা জ্ঞানার্জনের দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু লাভের ইচ্ছা করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়। যঈফ।

[আহদীসুয যঈফাহ ৫০১৭, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৫৫]

[১] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে নাহশাল ইবনু সাঈদ রয়েছে। বলা হয়, সে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে। আবার বলা হয়, সে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করে।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

259 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَشْعَثَ بْنَ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ " .

২৫৯. হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আলেমগণের উপর বাহাদুরি জাহির করার জন্য অথবা নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা সাধারণ মানুষের মনোযোগ তোমাদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য জ্ঞানর্জন করো না। যে তাই করবে সে জাহান্নামী। হাসান।

[হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

260 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ جَهَنَّمَ " .

২৬০. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আলেমদের উপর বাহাদুরি জাহির করার জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝহড়া করার জন্য এবং নিজের দিকে সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। হাসান।

[হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

24 - بَابُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ، فَكَتَمَهُ

অনুচ্ছেদ– ২৪: যাকে কিছু ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় আর সে তা গোপন করে

261 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عِمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ إِلاَّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ".

২৬১. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি (দ্বীনের) জ্ঞানের কথা শিক্ষা করার পর তা গোপন করে রাখলে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো অবস্থঅয় উপস্থিত করা হবে। হাসান, সহীহ।

[আবূ দাউদ (অ. এক.) হা. ৩৬৫৮; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৪৯

https://www.facebook.com/178945132263517

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ - أى الْقَطَّانُ - وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عِمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَيْضًا وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

আবুল ওয়ালীদ সূত্রে 'ইমরাহ ইবনু যাযান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

262 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ وَاللهِ لَوْلاَ اٰيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ - يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - شَيْئًا أَبَدًا لَوْلاَ قَوْلُ اللهِ {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ} إِلَى اٰخِرِ الاٰيَتَيْنِ .

২৬২. আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আল-আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর শপথ! যদি মহান আল্লাহর কিতাবে (কুরআন মাজীদ) দু'টি আয়াত না থাকতো, তাহলে আমি কখনো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না। যদি আল্লাহর এই বাণী না থাকতো (অনুবাদ) ঃ '' আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন যারা তা গোপন রাখে এবং বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। এরাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে। আগুন সহ্য করতে এরা কতই না ধৈর্যশীল''! (সূরা বাকারা ঃ ১৭৪-১৭৫)! সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১১৮]

263 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا لَعَنَ اٰخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللهُ " .

২৬৩. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই উম্মাতের পরবর্তীকালের লোকেরা যখন তাদের পূর্ববর্তীকালের লোকদের অভিশাপ দিবে, তখন কেউ একটি হাদীস গোপন করলে, সে যেন আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত কিতাবকেই গোপন করলো। অত্যান্ত যঈফ। [১]

[আহদীসুয যঈফাহ ১৫০৭ তা'লীকুর রগীব ১/৭৪, । হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

[১] আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে হুসাইন ইবনু আবী সিররী মিথ্যাবাদী। এছাড়া সানাদে আ্দুল্লাহ ইবনু সিররী দুর্বল।-যঈফাহ্

'আত্বরাফ' গ্রন্থে রয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু সিররী, মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদিরীকে পায়নি। তাদের মাঝে তৃতীয় কোন ব্যক্তির মাধ্যম রয়েছে। অতএব সানাদে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

264 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ".

২৬৪. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি (তার জানা) জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসিত হয়ে সে তা গোপন করলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। সহীহ।

[মিশকাত ২২৩, ২২৪, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

265 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِبَّانَ بْنِ وَاقِدٍ الثَّقَفِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْفَعُ اللهُ بِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ فِي الدِّينِ أُلْجِمَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ " .

২৬৫. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দীনের এমন জ্ঞান গোপন করে, যার দ্বারা আল্লাহ মানুষের কাজে, দীনের কাজে উপকৃত করে থাকেন, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরাবেন। [১] [অত্যান্ত য'ঈফ। হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

266 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الكَرَابِيسِيُّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ "

২৬৬. আবু হুরায়রাহহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার জানা জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করলো, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ৭৫৬১]

[১] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু দাব রয়েছে। ইমাম আবু যুরআহ এবং অন্যরা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন, হাদীস জাল করণে সম্পৃক্ত করেছেন।-আয-যাওয়ায়িদ

https://www.facebook.com/178945132263517

كتاب الطهارة وسننها

পর্ব– ২ : পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

https://www.facebook.com/178945132263517

2 - كتاب الطهارة وسننها
পর্ব- ২ : পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ

1 - باب مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
অনুচ্ছেদ- ১: উযূ ও অপবিত্রতার গোসলের জন্য পানির পরিমাণ

267 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

২৬৭. সাফীনাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ্দ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা পানি দিয়ে গোসল করতেন। সহীহ।

[আবু দাউদ ৮২, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩২৬); (ই. সে.) হা. ৬৪৪]

268 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

২৬৮. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ্দ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা পানি দিয়ে গোসল করতেন। সহীহ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৯২]

269 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

২৬৯. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ্দ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা পানি দিয়ে গোসল করতেন। সহীহ।

[সহীহ আবু দাউদ ৮৩, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২০১]

270 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَعَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَبَّانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ

https://www.facebook.com/178945132263517

مُدٌّ وَمِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ " . فَقَالَ رَجُلٌ لاَ يُجْزِئُنَا . فَقَالَ قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا . يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

২৭০. আকীল ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উযুতে এক মুদ্দ এবং গোসলে এক সা পানি যথেষ্ট। এক ব্যক্তি বললো, আমাদের জন্য (এ পরিমাণ পানি) যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, এ পরিমাণ পানি তো তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির জন্যও যথেষ্ট ছিল, যাঁর মাথার চুলও বেশি অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১৯৯১, ২৪৪৭, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

2 - باب لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

অনুচ্ছেদ- ২: পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহ সলাত কবূল করেন না

271 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، خَتَنُ الْمُقْرِئِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً إِلاَّ بِطُهُورٍ وَلاَ يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ".

২৭১. উসামাহ ইবনে উমায়ের আল-হুযালী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ পবিত্রতা ব্যতীত সলাত কবুল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান-খয়রাত কবুল করেন না। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৫৩, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫৯; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৩৯]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، نَحْوَهُ .

শাবাবাহ্ ইবনু সাওয়ার সূত্রে শু'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

272 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً إِلاَّ بِطُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ " .

২৭২. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

https://www.facebook.com/178945132263517

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া সলাত কবুল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান-খয়রাত কবুল করেন না। সহীহ ইরওয়া ১২।

[সহীহ আবু দাউদ ৫৩, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২২৪); (ই. সে.) হা. ৪৪২]

273 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ".

২৭৩. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া সলাত কবুল করনে না এবং হরাম পন্থায় অর্জিত মালের দান-খয়রাত ও কবুল করেন না। সহীহ।

[হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

274 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ " .

২৭৪. আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া সলাত কবুল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান-খয়রাত কবুল করেন না। সহীহ।

[সহীহ আবু দাউদ ৫৩, ইরওয়া ১২০, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

3 - باب مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ

অনুচ্ছেদ- ৩: পরিবত্রতা সলাতের চাবি

275 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " .

২৭৫. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্রতা হলো সলাতের চাবি, তার তাকবীর হলো হারামকারী এবং তার সালাম হলো হালালকারী। হাসান সহীহ।

[মিশকাত ৩১২, ৩১৩ ইরওয়া ৩০১ সহীহ আবূ দাউদ ৫৫, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬১; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

276 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، طَرِيفٍ السَّعْدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " .

২৭৬. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি, তাকবীর হলো তার হারামকারী এবং সালাম হলো তার হালালকারী। সহীহ।

[পূর্বোক্ত, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৩৮]

4 - باب الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ– ৪: উযূর প্রতি যত্নবান হওয়া

277 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ ".

২৭৭. সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (দীনের উপর) অবিচল থাকো, যদিও তোমরা আয়েত্ত রাখতে পারবে না। জেনে রাখো, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সালাত। কেবল মুমিন ব্যক্তিই যত্নসহকারে উযু করে। সহীহ।

[মিশকাত ২৯২, ইরওয়া, মুসনাদে আহমাদ হা. ২২৪৩২; দারেমী হা. ৬৫৫]

278 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةَ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ ".

২৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (দীনের উপর) স্থির থাকো, যদিও তোমরা তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না। জেনে রাখো! তোমাদের সর্বোত্তম আমল হলো সলাত। কেবল মুমিন ব্যক্তিই যত্নসহকারে উযু করে। সহীহ। [ইরওয়া ২/১৩৭, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

https://www.facebook.com/178945132263517

279 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَسِيدٍ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ " اسْتَقِيمُوا وَنِعِمَّا أَنْ تَسْتَقِيمُوا وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ " .

২৭৯. আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা দ্বীনের উপর স্থির থাকো। তোমরা দ্বীনের উপর অবিচল থাকলে তা কল্যাণকর। তোমাদের কার্যাবলীর মধ্যে সর্বোত্তম কাজ হলো সলাত পড়া। মুমিন ব্যক্তিই যত্ন সহকারে উযু করে। যঈফ।

[ইরওয়াউল গালাল ২/১৩৭, রওযুন নাযার ১৭৭, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

5 - باب الْوُضُوءُ شَطْرُ الإِيمَانِ

অনুচ্ছেদ- ৫: উযূ ঈমানের অর্ধেক

280 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ أَخِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا " .

২৮০. আবু মালেক আল-আশ'আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুষ্ঠুভাবে উযু করা ঈমানের অর্ধেক। আল-হামদু লিল্লাহ (নেকীর) পাল্লা পূর্ণ করে। সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী ভরে দেয়। সলাত হলো নূর, যাকাত হলো দলীল, ধৈর্য হলো আলোকমালা এবং কুরআন হলো তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষের প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উপনীত হয়ে নিজকে বিক্রয় করে, এতে সে হয় তাকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে। সহীহ।

[তাখরীজ মুশকিলাতুল ফিকর ৫৯, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২২৩); (ই. সে.) হা: ৪৪১]

https://www.facebook.com/178945132263517

6 - باب ثَوَابِ الطُّهُورِ

অনুচ্ছেদ- ৬: পবিত্রতার সাওয়াব

281 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لا يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ " .

২৮১. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে কেবল সালাত পড়ার জন্য মসজিদে রওয়ানা হলে তার মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার একধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করেন। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ৭৪২৪]

282 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فَمِهِ وَأَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً " .

২৮২. আবদুল্লাহ আস-সুনাবিহী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি উযু করে কুলি করলো এবং নাকে পানি পৌঁছালা, তার গুনাহসমূহ তার মুখ ও নাক থেকে বের হয়ে যায়। সে তার মুখমন্ডল ধৌত করে তার গুনাহসমূহ তার মুখমন্ডল থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুই চোখের ভ্রুর নিম্নাংশ থেকে ও গুনাহসমূহ বেরিয়ে যায়। সে তার উভয় হাত ধৌত করলে তার দুই হাত থেকে গুনাহসমূহ বেরিয়ে যায়। সে তার মাথা মাসেহ করলে তার মাথা থেকে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুই কান থেকেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। সে তার উভয় পা ধৌত করলে তার পদদ্বয় থেকেও গুনাহসমূহ ঝরে যায়, এমনকি তার পদদ্বয়ের নখের নিম্নভাগ থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়। এরপর তার সলাত ও তার মসজিদে যাতায়াতের সওয়াব (উল্লেখিত বিষয়ের) অতিরিক্ত। সহীহ।

[সহীহ তরগীব ১/৭২/১৮০, নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১০৩; আহমাদ হা. ১৯০৯১; মালিক হা. ৬০]

https://www.facebook.com/178945132263517

283 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ " .

২৮৩. আমর ইবনে 'আবাসাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা যখন উযু করে এবং তার উভয় হাত ধৌত করে, তখন তার দুই হাত থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়। যখন সে তার মুখমন্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমন্ডল থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়। যখন সে তার উভয় হাত ধৌত করে এবং তাঁর মাথা মাসেহ করে, তখন তার দুই হাত ও মাথা থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়। এরপর যখন সে তার পদদ্বয় ধৌত করে তখন তার পদদ্বয় থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়। সহীহ ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৮৩২); (ই. সে.) হা. ১৮০৭]

284 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ " غُرٌّ مُحَجَّلُونَ بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الطُّهُورِ ".

২৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার উম্মাতের যেসব লোককে দেখেননি তাদের কিভাবে চিনবেন? তিনি বলেন ঃ উযুর কারণে তাদের মুখমন্ডল ও তাদের উযুর অন্যান্য অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত আলোর সাহায্যে। হাসান সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ৩৮২০]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

আবুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

285 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي حُمْرَانُ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَاعِدًا فِي الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ

https://www.facebook.com/178945132263517

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَقْعَدِي هَذَا تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "وَلاَ تَغْتَرُّوا ".

২৮৫. উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু-র মুক্তদাস হুমরান (র) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে এক স্থানে উপবিষ্ট দেখলাম। তিনি উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন এবং উযু করলেন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ স্থানে বসে আমার ন্যায় উযু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উযুর ন্যায় উযু করবে, তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। রাসুলুল্লাহ সালআল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ কিন্তু তোমরা তাতে আত্মতুষ্টির ধোঁকায় পড়ো না। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৬০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২২৬); (ই. সে.) হা. ৪৪৫]

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي حُمْرَانُ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

ঈসা ইবনু তালহা (র)-এর বরাতেও উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নাবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

7 - باب السِّوَاكِ

অনুচ্ছেদ- ৭: মিসওয়াকের বর্ণনা

286 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَأَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

২৮৬. হুযায়ফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদের সলাত পড়তে উঠতেন, তখন তিনি মিসওয়াক দিয়ে তাঁর মুখ পরিষ্কার করতেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৭১, সহীহ আবূ দাউদ ৪৭, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৪৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৫৫); (ই. সে.) হা. ৫০০]

https://www.facebook.com/178945132263517

287 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ".

২৮৭। আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে প্রতি ওয়াক্ত সলাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। সহীহ।

[ইরওয়া ৭০ সহীহ আবূ দাউদ ৩৬, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮৮৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৫২); (ই. সে.) হা. ৪৯৬]

288 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ .

২৮৮. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দুই দুই রাকআত করে (নফল) সলাত পড়তেন এবং (সলাত থেকে) অবসর হয়ে মিসওয়াক করতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৫২, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৫৬); (ই. সে.) হা. ৫০৩]

289 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " تَسَوَّكُوا فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَمَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلاَّ أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي وَلَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ وَإِنِّي لأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ فَمِي " .

২৮৯। আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা মিসওয়াক করো। কেননা মিসওয়াক মুখ পবিত্র ও পরিষ্কার করে এবং মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। আমার কাছে যখনই জিবরাঈল (আ.) এসেছেন তখনই আমাকে মিসওয়াক করার উপদেশ দিয়েছেন। শেষে আমার আশঙ্কা হয় যে, তা আমার ও আমার উম্মাতের জন্য ফরয করা হবে। আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে তাদের জন্য তা ফরয করে দিতাম। আমি এত বেশি মিসওয়াক করি যে, আমার মাড়িতে ঘা হওয়ার আশঙ্কা হয়। যঈফ। [তালীকুর রগীব ১/১০৯, ১০২, মুসনাদে আহমাদ হা. ২১৭৬৬]

https://www.facebook.com/178945132263517

290 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ قُلْتُ أَخْبِرِينِي بِأَىِّ، شَىْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ قَالَتْ كَانَ إِذَا دَخَلَ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ.

২৯০. শুরাইহ্ ইবনে হানী (র) বলেন, আমি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট এসে প্রথমে কোন কাজটি করতেন তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তিনি প্রবেশ করেই প্রথমে মিসওয়াক করতেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৭২ সহীহ আবূ দাউদ ৪১, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৫৩); (ই. সে.) হা. ৪৯৭]

291 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ .

২৯১. আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মুখ হলো কুরআনের রাস্তা। অতএব তোমরা দাতন করে তা পবিত্র সুগন্ধযুক্ত করো। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১২১৩, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

8 - باب الْفِطْرَةِ

অনুচ্ছেদ- ৮: ফিতরতের বর্ণনা

292 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ ".

২৯২. আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফিতরাত পাঁচটি অথবা পাঁচটি জিনিস স্বভাবজাত ঃ খতনা করা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, নখসমূহ কাটা, বগলের পশম তুলে ফেলা এবং মোচ কাটা। সহীহ

[ইরওয়া ৭৩, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৮৮৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৫৭); ই. সে. হা. ৫০৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

293 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ " . يَعْنِي الاِسْتِنْجَاءَ . قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ .

২৯৩. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দশটি জিনিস ফিতরাত বা স্বভাবজাত। মোচ কাটা, দাড়ি বাড়ানো, মিসওয়াক করা, নাকের ছিদ্র পানি দিয়ে পরিস্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের সংযোগ স্থলের ময়লা ধুয়ে ফেলা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা ও পানি দিয়ে শৌচ করা। যাকারিয়া (র) বলেন, মুসআব (র) বলেছেন, আমি দশম জিনিসে কথা ভুলে গেছি, সেটি হয়তো কুলি করা। হাসান।

[সহীহ আবূ দাউদ ৪৩, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫৩; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৭৫৭]

294 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبِطِ وَالاِسْتِحْدَادُ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَالاِنْتِضَاحُ وَالاِخْتِتَانُ " .

২৯৪. আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুলি করা, নাকের ছিদ্রপথে পানি পৌঁছানো, মিসওয়াক করা, মোচ কাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, আঙ্গুলের সংযোগ স্থলগুলো ধৌত করা, শৌচ করা, খতনা করা ইত্যাদি মানব স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। হাসান।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫৪]

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، مِثْلَهُ .

‘আফ্ফান ইবনু মুসলিম ও ‘আলী ইবনু যাইদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

295 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

https://www.facebook.com/178945132263517

২৯৫. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোচ কাটা, নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা ও নখ কাটার ব্যাপারে আমাদেরকে চল্লিশ দিনের সময়সীমা বেধে দেয়া হয়েছে। আমরা যেন তা বেশি সময় ছেড়ে না দেই, আদাবুয যিফাফ সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৫৮); (ই. সে.) হা. ৫০৬, আদাবুয যিফাফ ১১৮ পৃঃ]

9- باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ

অনুচ্ছেদ- ৯: পায়খানায় প্রবেশের সময় যা বলবে

296 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " .

২৯৬। যায়েদ ইবনে আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (পায়খানায়) এইসব শয়তান উপস্থিত হয়। অতএব তোমাদের কেউ (পায়খানায়) প্রবেশকারে যেন বলে ঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নর ও নারী শয়তানের অশুভ চক্রান্ত থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১০৭০, মিশকাত ৩৫৭, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬]

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

আলকাসিম ইবনু 'আওফ আশ-শাইবানী সূত্রে যাইদ ইবনু আরক্বাম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : এরপর তিনি উপরের ন্যায় হাদীসটি উল্লেখ করেন।

297 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ، حَدَّثَنَا خَلاَّدٌ الصَّفَّارُ، عَنِ الْحَكَمِ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللهِ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

২৯৭. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিন ও মানুষের গোপন অংগের মাঝখানের পর্দা হলো পায়খানায় প্রবেশকালে তার ''বিসমিল্লাহ'' বলা। সহীহ। [মিশকাত ৩৫৮, ইরওয়া ৫০, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৬০৬]

298 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ " أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " .

২৯৮। আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তিনি বলতেন ''আমি আল্লাহর নিকট অপবিত্রতা ও শয়তানের অশুভ চক্রান্ত থেকে পানাহ চাই।'' সহীহ।

[ইবওয়া ৫০ সহীহ আবূ দাউদ ৩, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৪২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৭৫); (ই. সে.) হা. ৭৩০]

299 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، . أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجَسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " .

২৯৯. আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশকালে যেন একথা বলতে অপারগ না হয় ঃ ''হে আল্লাহ! আমি কদর্যতা,অপবিত্রতা,কদাকার ও ক্ষতিকর বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় চাই''। যঈফ। [১]

[আহদীসুয যঈফাহ ২১৮৯, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجَسِ إِنَّمَا قَالَ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

ইবনু আবী মারয়াম (র) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তাঁর হাদীসে (মন্দ কাজ ও অপবিত্রতা থেকে) কথাটি উল্লেখ করেন নি। বরং তিনি তার বর্ণনায়: *الخبيث المُخْبِثِ الشَّيْطان الرَّجِيمِ* (কদর্য, কুৎসিত বিতাড়িত শয়তানের কবল থেকে) কথাটি উল্লেখ করেছেন।

[১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ'' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেছেন, যখন কোন সানাদে উবাইদুল্লাহ ইবনু যাহর, আলী উবনু ইযায়ীদ এবং কাসিম একত্র হবে তাহলে সেটা তাদের হাতের তৈরী কারসাজি হবে.... ।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তাফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

10 - باب مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ- ১০: পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় যা বলবে

300 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ "غُفْرَانَكَ ".

৩০০. আবু বুরদাহ (র) বলেন, আমি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-র নিকট প্রবেশ করে তাকে বলতে শুনলাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ ''আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি''। সহীহ।

[ইরওয়া ৫২, মিশকাত ৩৫৯, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩০; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৭]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، نَحْوَهُ .

আবূ গাসসান আন-নাহদীও ইস্‌রাঈল (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

301 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ " الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي " .

৩০১. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহ পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ ''সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বস্তি দান করেছেন। যঈফ। [১]

[মিশকাত ৩৭৪, ইরওয়া ৫৩ আহদীসুয যঈফাহ ৫৬৫৮,হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

11 - باب ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْخَلاَءِ وَالْخَاتَمِ فِي الْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ- ১১: পায়খানায় অবস্থানকালে আল্লাহর যিকর করা এবং আংটি পরিধান করা

302 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .

[১] সানাদের ইসমাঈলের কারণে সানাদটি দুর্বল। সে হল মাক্কী। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, সে হাদীসে দুর্বল। আল্লামা বুসয়রী ''আয-যাওয়ায়িদ'' গ্রন্থে বলেছেন, সে সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। আর উপরোক্ত শব্দে হাদীসটি অপ্রমাণিত। -ইরওয়াউল গালীল

https://www.facebook.com/178945132263517

৩০২. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র (আল্লাহকে স্বরণ) করতেন। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৪০৬, সহীহ আবূ দাউদ ১৪, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৭৩); (ই. সে.) হা. ৭২৫]

303 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ .

৩০৩. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশের আগে তার আংটি খুলে রাখতেন। যঈফ। [১]

[মিশকাত ৩৪৩, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৯; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৭৪৬; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৫২১৩]

12 - باب كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

অনুচ্ছেদ- ১২: গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ

304 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَهْ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ إِنَّمَا هَذَا فِي الْحَفِيرَةِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ . فَمُغْتَسَلاَتُهُمُ الْجَصُّ وَالصَّارُوجُ وَالْقِيرُ فَإِذَا بَالَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لاَ بَأْسَ بِهِ .

৩০৪। আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, **তোমাদে কেউ যেন তার গোসলখানায় পেশাব না করে।** কেননা তা থেকেই যাবতীয় সন্দেহের উদ্রেক হয়। আলী ইবনু মুহাম্মাদ আত তপাফিসী বলেন ঃ এই নির্দেশ সেই সময়ের যখন গোসলখানা কাচা ছিল। যেহেতু বর্তমান কালে গোসলখানা ইট ও চুনা দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে, তাই যদি কেউ পেশাব করার পর সেখানে পানি ঢেলে দেয়, তবে তাকে কোন দোষ নেই। যঈফ তবে এর প্রথমাংশ সহীহ।

[মিশকাত ৩৫৩, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৮৪২; আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৭; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২১; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৩৬]

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান গরীব। ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন, এই হাদীসটি মুনকার। মূলত ঃ আবূ দাউদের কথাটিই সঠিক। আর সেজন্যই জমহুর এটিকে দুর্বল বলেছেন।-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন ইবনু হিব্বান, হাকিম (১/১৮৭) আনাস সূত্রে। ইমাম হাকিম ও যাহাবী এতে নীরব থেকেছেন।- তাহক্বীক্ব ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

13 - باب مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ– ১৩: দাঁড়িয়ে প্রসাব করা [১]

305 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَهُشَيْمٌ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا .

৩০৫. হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক গোত্রের ময়লা-আবর্জনার নিকট পৌঁছে সেখানে দাঁড়িয়ে প্রসাব করেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৫৭ সহীহ আবূ দাউদ ১৮, আহাদীসুস সহীহাহ ২০১, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২২৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৭৩); (ই. সে.) হা. ৫৩১]

306 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا .

৩০৬. মুগীরাহ ইবনে শোবা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ এক গোত্রের ময়লা- আবর্জনার নিকট পৌঁছে তথায় দাঁড়িয়ে প্রসাব করেন। সহীহ

قَالَ شُعْبَةُ قَالَ عَاصِمٌ يَوْمَئِذٍ وَهَذَا الأَعْمَشُ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَمَا حَفِظَهُ . فَسَأَلْتُ عَنْهُ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِيهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا .

শু'বা (র) বলেন, আসিম (র) সে সময় এই হাদীস মুগীরা রাযিয়াল্লাহু আনহু-র সূত্রে বর্ণনা করেন। আমাশ (র) আবু ওয়াইল (র)-এর সূত্রে হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আসেম তা ভুলে যান। এরপর আমি মানসূর (র)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও সেটি আবু ওয়াইল (র)-এর সূত্রে হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের ময়লা-আবর্জনার স্তূপের নিকট পৌঁছে দাঁড়িয়ে প্রসাব করেন। সহীহ। [সহীহ। নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ২৬-২৮]

[১] কোন ওযর ছাড়া দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ। এটা আয়িশাহ, ইবনে মাসউদ ও উমার এর দু'টি মতের একটি এবং আবূ মূসা শা'রী, ইবনে উয়াইনাহ, হানাফী ও শাফেঈগন এই অভিমত পোষণ করেছেন। আর সাধারণভাবে জায়েয বলেছেন, আলী, যায়েদ বিন সাবিত, ইবনে উমার, সাহল ইবনে সা'দ আনাস, আবূ হুরাইরাহ। বিশুদ্ধ মতামত হচ্ছে যদি পেশাব শরীরে ছিটকে এসে পড়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ নয়। কারণ নাবী ﷺ থেকে নিষেধাজ্ঞা নেই এবং দাঁড়িয়ে ও বসে উভয়টা তিনি করেছেন। তবে এটা আদবের খেলাফ, তাই সাধারণভাবে না করাই উত্তম।

https://www.facebook.com/178945132263517

14 - باب فِي الْبَوْلِ قَاعِدًا

অনুচ্ছেদ- ১৪: বসে প্রসাব করা

307 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقْهُ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا .

৩০৭. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রসাব করেছেন, তার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না। আমি তাঁকে বসে প্রসাব করতে দেখেছি। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ২০১, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১২; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ২৯]

308 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ " يَا عُمَرُ لاَ تَبُلْ قَائِمًا " . فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ .

৩০৮. উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে প্রসাব করতে দেখে বলেন ঃ হে উমার! তুমি দাঁড়িয়ে প্রসাব করো না। এরপর থেকে আমি দাঁড়িয়ে প্রসাব করিনি। যঈফ। [১]

[মিশকাত ৩৬৩,আহদীসুয যঈফাহ ৯৩৪]

309 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيَّ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ - فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا - قَالَ الرَّجُلُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْهَا . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْبَوْلُ قَائِمًا أَلاَ تَرَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ يَقُولُ قَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ .

৩০৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন। অত্যান্ত যঈফ।

[১] আল্লাম বুসয়রী বলেছেন, হাদীসের এই সানাদ দুর্বল। কারণ সানাদে আব্দুল কারীম দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত-যঈফাহ্

https://www.facebook.com/178945132263517

[আহদীসুয যঈফাহ ৬৩৮, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন]

আহ্‌মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাখযূমী বলেন ঃ সুফিয়ান সাওরী (র) আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-র এ হাদীস সম্পর্কে বলেন ঃ আমি তাঁকে (স) বসে প্রসাব করতে দেখেছি'' বর্ণনা করলে এক ব্যক্তি বললো, একজন পুরুষ এ ব্যাপারে তার তুলনায় অধিক জ্ঞাত। আহমাদ ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, দাঁড়িয়ে প্রসাব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তুমি কি আবদুর রহমান ইবনে হাসানা (র)-র বর্ণিত হাদীসে দেখোনি, যাতে তিনি বলেছেন, ''তিনি মহিলাদের মত বসেই প্রসাব করেন''? এটা সহীহ হাদীসের অন্তরভূক্ত।

15 - باب كَرَاهَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ وَالاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

অনুচ্ছেদ- ১৫: ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা এবং ডান হাতে ইস্তিনজা করা মাকরূহ্

310 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ".

৩১০. আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন প্রসাব করাকালে তার ডান হাত দিয়ে তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে এবং তার ডান হাত দিয়ে শৌচ না করে। সহীহ।

[সহীহ আবু দাউদ ২৩, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৫৩-১৫৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) হা. ২৬৭); (ই. সে.) হা. ৫২০]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

আওযাঈ (র) স্বীয় সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

311 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ مَا تَغَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ وَلاَ مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ .

৩১১। উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি কখনো গান গাইনি, মিথ্যা কথাও বলিনি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বায়আত হওয়ার পর থেকে ডান হাতে আমার লিঙ্গও স্পর্শ করিনি।

[অত্যন্ত দুর্বল। হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

https://www.facebook.com/178945132263517

312 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ " .

৩১২। আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত্ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার ডান হাতে শৌচ না করে, বরং সে যেন তার বাম হাতে শৌচ করে। হাসান সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৬, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৪০]

16 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهْىِ عَنِ الرَّوْثِ، وَالرِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ- ১৬: পাথর দিয়ে ইস্তিনজা করা এবং গোবর ও পঁচা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা না করা

313 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا " . وَأَمَرَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ .

৩১৩। আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের জন্য সন্তানের পিতার সমতুল্য। আমি তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছি যে, তোমরা পায়খানায় এসে কিবলাকে সামনে রেখেও বসবে না এবং পেছনেও রাখবে না। তিনি তিনটি পাথর বা ঢিলা (শৌচকার্যে) ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং তিনি শুকনা ও কাঁচা গোবর (শৌচকার্যে) ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। উপরন্তু তিনি মানুষকে তার ডান হাত দিয়ে শৌচ করতে নিষেধ করেন। হাসান, সহীহ।

[মিশকাত ২৪১, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৪০]

314 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، - قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ - عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْخَلاَءَ فَقَالَ " ائْتِنِي بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ". فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ " هِيَ رِكْسٌ " .

৩১৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেতে (আমাকে) বলেন ঃ আমার জন্য তিনটি পাথর (ঢিলা) নিয়ে

https://www.facebook.com/178945132263517

এসো। আমি তাঁর জন্য দুটি পাথর ও একটি শুকনা গোবরের টুকরা নিয়ে এলাম। তিনি পাথর দু'টি গ্রহণ করেন এবং গোবরের টুকরাটি ফেলে দিয়ে বলেন ঃ এটি অপবিত্র।

[সহীহ। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৫৬]

315 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " فِي الاِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ "

৩১৫. খুযায়মা ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৌচ করা সম্পর্কে বলেছেন ঃ তিনটি পাথর টুকরা হতে হবে, যার সাথে কোন নাপাক জিনিস নাই। সহীহ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪১]

316 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ . قَالَ أَجَلْ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا وَلاَ نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلاَ عَظْمٌ .

৩১৬. সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতক মুশরিক তাকে উপহাসকরে বললো, আমি তোমাদের এই সাথীকে (মুহাম্মাদ) দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি তোমাদের সব বিষয়ে শিক্ষা দেন, এমনকি পায়খানা প্রসাব সম্পর্কেও। তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব না করি, ডান হাতে যেন শৌচ না করি এবং (শৌচে) তিনটি পাথরের কম যেন ব্যবহার না করি, যার সাথে পশুর গোবর ও হাড় যেন না থাকে। সহীহ ।[সহীহ আবূ দাউদ ৫, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬২); (ই. সে.) হা. ৫১৩]

17 - باب النَّهْىِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ- ১৭: প্রসাব-পায়খানার সময় কিবলামুখী হওয়া নিষেধ

317 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ، يَقُولُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ". وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ .

https://www.facebook.com/178945132263517

৩১৭. আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায়ই আয-যুবাইদী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছে ঃ '' তোমাদের কেউ যেন কিবলামুখী হয়ে প্রসাব না করে'' এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যে লোকদের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেছে। সহীহ।

[আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমাদ হা. ১৭৭৫১]

318 - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ الْقِبْلَةَ وَقَالَ " شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا " .

৩১৮. আতা ইবনে ইয়াযিদ তিনি আবু আইউব আল-আনসারী কে বলতে শুনেছেন তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পায়খানায় যায় তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিমমুখী হয়ে বসো। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭, ইরওয়া ২৯৩, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৪৪, ৩৯৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬৪); (ই. সে.) হা. ৫১৬]

319 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، مَوْلَى الثَّعْلَبِيِّينَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الأَسَدِيِّ، وَقَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ .

৩১৯. মাক্বিল ইবনে আবু মাক্বিল আল-আসাদী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দুই কিবলার দিকে মুখ করে পায়খানা অথবা প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন। যঈফ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১০; মুসনাদে আহমাদ হা. ১৭৮৭২]

320 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ .

৩২০. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি আমাদেরকে কিবলার দিকে মুখ করে পায়খানা ও প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১০।]

https://www.facebook.com/178945132263517

321 - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ، عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ الدَّوْنَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانِي أَنْ أَشْرَبَ قَائِمًا وَأَنْ أَبُولَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

৩২১. জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেছেন তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পানীয় পান করতে এবং কিবলামুখী হয়ে প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ।

[হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

18 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْكُنُفِ وَإِبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَارَى

অনুচ্ছেদ- ১৮: খোলা জায়গা ব্যতীত ঘরের মধ্যে কিবলামুখী হয়ে ইস্তিনজা করার অনুমতি

322 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يَقُولُ أُنَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلْغَائِطِ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لِبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ . هَذَا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ .

৩২২. আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলে, তুমি পায়খানায় কিবলামুখী হয়ে বসো না। কিন্তু একদিন আমি আমাদের ঘরের ছাদের উপর উঠে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুইটি ইটের উপর উপবিষ্ট দেখতে পাই। তাঁর মুখমণ্ডল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ছিল। এটা হচ্ছে ইয়াযীদ ইবনে হারূনের বর্ণিত হাদীস। সহীহ

সহীহ তাহক্বীক্ব ৯. বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৪৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬৬); (ই. ফা. হা. ৩১৮)

323 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى الْخَيَّاطِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . قَالَ عِيسَى فَقُلْتُ

https://www.facebook.com/178945132263517

ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ فِي الصَّحْرَاءِ لاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ .

৩২৩. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পায়খানায় কিবলামুখী হয়ে বসতে দেখেছি। ঈসা (র) বলেন, আমি বিষয়টি শাবী (র)-কে বললে তিনি বলেন, ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্য বলেছেন। আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-র উক্তি উন্মাক্ত ময়দানের বেলায় প্রযোজ্য ঃ (পায়খানা-পেশাবে) কেউ কিবলার দিকে মুখ করবে না এবং কিবলাকে পিছনেও রাখবে না"। আর ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি প্রাচীর ঘেরা পায়খানা গৃহের বেলায় প্রযোজ্য ঃ সেখানে কোন কিবলা নাই। সেখানে তুমি যে দিকে ইচ্ছা মুখ ফিরিয়ে (পায়খানা- প্রসাব) করতে পারো"। নিতান্ত যঈফ। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁর পায়খানায় কিবলাহ মুখী হয়ে বসতে দেখেছি। ঈসা বলেন ঃ আমি ব্যাপারি শারীর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ আবু হুরাইরাহ ও ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সত্য বলেছেন। কেননা পায়খানা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য তৈরী করা হয়েছিল তার কিবলাহ ছিল না। সেখানে তুমি যেদিকে ইচ্ছা মুখ করতে পারো। অত্যান্ত যঈফ [অত্যন্ত দুর্বল। মুসনাদে আহমাদ হা. ৫৬৮২, ৫৭০৭, ৫৯০৫]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

'উবায়দুল্লাহ্ ইবনু মূসা (র) থেকে আবূ হাতিম (র)ও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

324 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ فَقَالَ " أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ " .

৩২৪. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একদল লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো যারা তাদের লজ্জাস্থানকে কিবলামুখী করতে অপছন্দ করে। তিনি বলেন ঃ আমার মনে হয় তারা এরূপ করতে শুরু করে দিয়েছে। তোমরা আমার পায়খানা কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দাও। যঈফ। [ক]

[আহদীসুয যঈফাহ ৯৪৭, মুসনাদে আহমাদ হা. ২৬০৬৯]

[ক] এই সানাদটি দুর্বল। কারণ এর বহু সমস্যা রয়েছে। (১) সানাদে হাম্মাদ ইবনু সালামার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে..... (২) সানাদে খালিদ আল হায্যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে..... । (৩) খালিদ ইবনু আবী সালত-

https://www.facebook.com/178945132263517

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، مِثْلَهُ .

'আব্দুল 'আযীয ইবনু মুগীরাও খালিদ আলহায্যা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

325 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .

৩২৫. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কিবলামুখী হয়ে প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি তাঁকে তাঁর ইনতিকালের এক বছর আগে কিবলামুখী (পায়খানা-পেশাবে) হতে দেখেছি।

[হাসান। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৩; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৯]

19 - باب الاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ- ১৯: পেশাবের পর পবিত্রতা হাসিল করা

326 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " .

৩২৬. ইয়াযদাদ আল-ইয়ামনী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ প্রসাব করার পর যেন তার লজ্জাস্থান তিনবার ঝাড়ে। যঈফ। [১]

[আহদীসুয যঈফাহ ১৬২১, মুসনাদে আহমাদ হা. ১৯০৭৬]

- অজ্ঞাত লোক। তিনি ন্যায় পরায়নতার দিক দিয় অপ্রসিদ্ধ এবং আয়ত্ব শক্তির দিক দিয়ে অপরিতি। ইমাম আহমাদ বলেছেন, তিনি পরিচিত নন। আব্দুল হাক্ব ইশাবীলী বলেছেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তাকে চেনা যায় না। হাদীসটি খালিদ হায্যা তার সূত্রে এটা বর্ণা করেছেন। এই হাদীসটি মুনকার। (৪) খারিদ ইবনু আবী সাল্ত, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী জা'ফর ইবনু রাবীআহর বিপরীত করেছেন.... (৫) সানাদে আরাক ও আয়িশার মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। (৬) এবং ভাষার মধ্যে অপ্রিয় বস্তু রয়েছে।- যঈফাহ

[১] আহমাদ (১৮৫৭৪, ১৮৫৭৫), আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, যাম'আহ ইবনু সালীহ দুর্বল।- যঈফাহ্। ইবনু হায্যার বলেছেন, সানাদে ঈসা অজ্ঞাত লোক, এবং তার পিতা সাহাবী কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে- তাখরীজ "ঃ ড. মুস্তাফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

'আলী ইবনু 'আবদীল আযীয স্বীয় সানাদে যামা'আহ (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

20 - باب مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

অনুচ্ছেদ- ২০: প্রসাব করার পর উযূ না করা প্রসঙ্গে

327 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى التَّوْأَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ يَبُولُ فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ فَقَالَ " مَا هَذَا يَا عُمَرُ " . قَالَ مَاءٌ . قَالَ " مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً " .

৩২৭. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসাব করতে গেলেন এবং উমার বলেন, পানি। তিনি বলেন ঃ যখনই আমি প্রসাব করবো তখনই আমাকে উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। আমি তাই করলে তা সুন্নাত (বাধ্যতামূলক) হয়ে যেত। যঈফ। [১]

[মিশকাত ৩৬৮, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪২]

21 - باب النَّهْىِ عَنِ الْخَلاَءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ

অনুচ্ছেদ- ২১: চলাচলের পথে প্রসাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ

328 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَتَحَدَّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَسْكُتُ عَمَّا سَمِعُوا فَبَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ فَقَالَ وَاللهِ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا وَأَوْشَكَ مُعَاذٌ أَنْ يَفْتِنَكُمْ فِي الْخَلاَءِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَلَقِيَهُ فَقَالَ مُعَاذٌ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّ التَّكْذِيبَ بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نِفَاقٌ وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَالظِّلِّ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ " .

[১] আহমাদ (২৪১২২), এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হল, এটি আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াহইয়া আত-তাওয়াম এর বর্ণনা, ইবনু আবী মুলাইমা হতে তার মাতা থেকে আয়িশা সূত্রে। সানাদের এই আব্দুল্লাহ সম্পর্কে হাফিয বলেছেন, সে দুর্বল। তাছাড়া তার বিপরীত করেছেন আইয়ুব সাখতায়ীনী। তিনি বলেছেন, ''আব্দুল্লাহ ইবনু আবীমুলাইকা হতে ''আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস সূত্রে ঃ রাসূল (সাঃ)...। (হাদীস)। এটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ (৩৭৬), এর সানাদ বুখারী শর্তে সহীহ।-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

৩২৮. আবু সাঈদ আল-হিময়ারী (র) বলেন, মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন হাদীস বর্ণনা করতেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর সাহাবীগণ শুনেননি এবং তারা যে হাদীস শুনেছেন তা তিনি বর্ণনা করতেন না। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়ে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ হাদীস বলতে শুনিনি। মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু যেন পায়খানা-পেশাবের ব্যাপারে তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে না ফেলে। মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু উক্ত মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-র সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা হাদীস আরোপ করা মোনাফিকী এবং তার গুনাহ মিথ্যা আরোপকারীর উপর বর্তায়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা তিনটি অভিশপ্ত জিনিস থেকে দূরে থাকো ঃ ব্যবহার্য পানি বা পানির উৎসে, ছায়াদার বৃক্ষতলে ও লোক চলাচলের পথে প্রসাব-পায়খানা করা।

[হাসান, মিশকাত ৩৫৫, ইরওয়া ৬২, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৬]

329 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ وَالصَّلاَةَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلاَعِنِ " .

৩২৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রাস্তার উপর রাত যাপন করা ও সলাত পড়া থেকে বিরত থাকো। কেননা তা (রাতে) সাপ ও হিংস্র জন্তুর যাতায়াত পথ। তোমরা রাস্তায় প্রসাব-পায়খানা করা থেকেও বিরত থাকো। কারণ তা অভিশপ্ত আচরণের অন্তর্ভুক্ত। والصلاه عليها অংশ বাদে হাদীসটি হাসান।

[ইরওয়া ১/১০১, আহাদীসুস সহীহাহ ২৪৩৩, মুসনাদে আহমাদ হা. ১৪৩১৬]

330 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ يُضْرَبَ الْخَلاَءُ عَلَيْهَا أَوْ يُبَالَ فِيهَا .

৩৩০.সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলাচলের পথের উপর সলাত পড়তে এবং পায়খানা-প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন। যঈফ। [১]

[ইরওয়া ১/১০১, ১০২ ও ৩১৯। হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

[১] আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। তবে এর মাতানের সহীহ শাওয়াহিদ আছে। (সানাদে ইবনু লাহী'আহ দুর্বল বর্ণনাকারী)।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

22 - باب التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازِ فِي الْفَضَاءِ

অনুচ্ছেদ- ২২: খোলা জায়গায় পায়খানা-পেশাবের জন্য দূরে যাওয়া

331 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ .

৩৩১. মুগীরা ইবনে শোবা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে যেতেন। হাসান, সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১১৫৯, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২০; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৭]

332 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَتَنَحَّى لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ .

৩৩২. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে এক সফরে ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে যান। অতঃপর ফিরে এসে তিনি উযুর পানি নিয়ে ডাকেন এবং উযু করেন। সহীহ। সহীহ আবূদাউদ ৩৩।

333 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ أَبْعَدَ .

৩৩৩. ইয়ালা ইবনে মুররা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরবর্তী স্থানে যেতেন। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১১৫৯, হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

334 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَالْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَأَبْعَدَ .

৩৩৪. আদবুর রহমান ইবনে আবু কুরাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের সংগে হজ্জ করেছি। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরবর্তী স্থানে চলে যেতেন। সহীহ। [সহীহ আবূ দাউদ ২, নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৬]

https://www.facebook.com/178945132263517

335 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلاَ يُرَى .

৩৩৫. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে এতটা দূরে যেতেন যে, তাঁকে দেখা যেত না।

[সহীহ। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২]

336 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ .

৩৩৬. বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে চলে যেতেন। সহীহ।

[সহীহ লিগাইরিহী। হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

23 - باب الارْتِيَادِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ- ২৩: প্রসাব-পায়খানার সময় পর্দা করা

337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَنْ لاَكَ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْخَلاَءَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَمْدُدْهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ ابْنِ آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ ".

৩৩৭. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঢিলা দ্বারা শৌচ করতে চায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। যে ব্যাক্তি এটা করলো যে ভাল কাজ করলো। আর না করলে কোন সমস্যা নেই। কেউ খিলাল করলে সে যেন দাঁতের ফাঁক থেকে নির্গত জিনিস বাইরে ফেলে দেয়। যার মুখ থেকে লালা বের হয়, সে যেন তা ফেলে দেয়। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো এবং যে তা করলো না, তার কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি পায়খানায় যায় সে যেন আড়াল করে এ জন্য কিছু না পেলে সে যেন

https://www.facebook.com/178945132263517

বালু স্তূপ করে তার দ্বারা আড়াল করে। কেননা শয়তান আদম সন্তানের পশ্চাদ্বার নিয়ে খেলা করে। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তমকাজ করলো, আর যে তা করলো না, তার কোন দোষ নেই। হাদীসটি য'ঈফ । [যঈফাহ ১০২৮]

[বিজোর টিলা নেয়ায় কথা সহীহ, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৯২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৩৭); (ই. সে.) হা. ৪৬৭ নং হাদীসে বিজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৫]

338 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ "وَمَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ لاَكَ فَلْيَبْتَلِعْ ".

৩৩৮. বর্ণনায় আরো আছে ঃ **যে ব্যক্তি সুরমা লাগায়,** সে যেন বেজোড় সংখ্যক বার লাগায়। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো এবং যে এরূপ করেনি তার কোন দোষ নেই। কারো মুখ থেকে কোন কিছু বের হলে সে যেন তা উদগীরণ করে ফেলে দেয়। যে ব্যক্তি সুরমা লাগায় সে যেন বিজোড় লাগায় একথা ব্যতীত যঈফ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৫]

339 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَقَالَ لِي " ائْتِ تِلْكَ الأَشَاءَتَيْنِ". قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي النَّخْلَ الصِّغَارَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْقِصَارَ - "فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا ". فَاجْتَمَعَتَا فَاسْتَتَرَ بِهِمَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ لِي "ائْتِهِمَا فَقُلْ لَهُمَا لِتَرْجِعْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا ". فَقُلْتُ لَهُمَا فَرَجَعَتَا .

৩৩৯. ইয়ালা ইবনে মুররা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। তিনি পায়খানা করার ইচ্ছা করলে আমাকে বলেন ঃ এই গাছ দুইটিকে ডেকে আনো। ওয়াকী (র)-এর বর্ণনায় আছে তা ছিল দু'টি ছোট খেজুর গাছ। তুমি গাছ দু'টিকে বলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের উভয়কে একত্র হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। অতএব গাছ দুইটি একত্র হলে তিনি তাদের দ্বারা আড়াল করলেন এবং তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি ওদের কাছে গিয়ে বলো, তারা যেন স্বস্থানে ফিরে যায়। অতএব আমি (গাছ দু'টির নিকট) গিয়ে তাই বললাম এবং এরা স্বস্থানে ফিরে গেল। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৭৬০০]

https://www.facebook.com/178945132263517

340 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ .

৩৪০. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা করার সময় উচু টিলা অথবা ঘন খেজুর বিথীর আড়ালে বসতে পছন্দ করতেন। সহীহ। [মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৪২); (ই. সে.) হা. ৬৮০]

341 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَدَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الشِّعْبِ فَبَالَ حَتَّى أَنِّي اوِي لَهُ مِنْ فَكٍّ وَرِكَيْهِ حِينَ بَالَ .

৩৪১. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসাব করতে গিরিপথে চলেযেতেন। তিনি যখন প্রসাব করতেন, তখন আমি তাঁর পিছন দিকে আঁড় হয়ে থাকতাম। যঈফ।[১] [হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

24 - باب النَّهْيِ عَنِ الاِجْتِمَاعِ، عَلَى الْخَلاَءِ وَالْحَدِيثِ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ- ২৪: একত্রে বসে পায়খানা করা এবং এ সময় পরস্পর কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ

342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ " .

৩৪২. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই ব্যক্তি যেন এমনভাবে পায়খানায় না বসে যে, একে অপরের আভরণীয় অঙ্গ দেখতে পায় এবং এই অবস্থায় পরস্পর বাক্যালাপ না করে। কারণ তাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন যঈফ। [আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৫, মিসকাত ৩৫৬, তা'লীক আর রগীব ১/৮৫]

---

১ আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেছেন, সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু জকওয়ান হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইবনু হিব্বান প্রথমে তাকে আস-সিকাত এ উল্লেখ করে পরে তাকে আয-যুআফা গ্রন্থে তুলে ধরেন এবং বলেন, তার দ্বারা দলিল গ্রহণ বর্জিত। ইমাম নাসারী ও দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ الصَّوَّابُ .

অন্য একটি সূত্রে ইক্‌রিমা থেকে বর্ণনাকারীর নাম আব্দুল্লাহ্ ইবনু রাযা এর স্থলে সাল্‌ম ইবনু ইব্‌রাহীম (র)-এর নাম উল্লেখ আছে মুহাম্মদ ইবনু ইয়াহইয়া (র) বলেছেন, এটিই সঠিক।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، نَحْوَهُ .

সুফিয়ান সাওরীও স্বীয় সানাদে ইযায ইবনু আবদুল্লাহ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

25 - باب النَّهْىِ عَنِ الْبَوْلِ، فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

অনুচ্ছেদ– ২৫: বদ্ধ পানিতে প্রসাব করা নিষেধ

343 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ .

৩৪৩. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ধ পানিতে প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ।

[আহদীসুয যঈফাহ ৫২২৭, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৮১); (ই. সে.) হা. ৫৬২

344 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ " .

৩৪৪. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে প্রসাব না করে। হাসান, সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৬২-৬৩, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৩৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৮২); (ই. সে.) হা. ৫৬৩]

345 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ النَّاقِعِ " .

৩৪৫. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

https://www.facebook.com/178945132263517

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন পরিষ্কার পানিতে প্রসাব না করে। যঈফ।

[আহদীসুয যঈফাহ ৪৮১৪, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন]

[الماء الدائم শব্দে হাদীসটি সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ ৬২, ।]

26 - باب التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ- ২৬: প্রসাব করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা

346 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمُ انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ . فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " وَيْحَكَ أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ " .

৩৪৬. আবদুর রহমান ইবনে হাসানা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন আর তার হাতে ঢাল ছিল। তিনি সেটিকে (সামনে) রেখে বসেন এবং সে দিকে ফিরে প্রসাব করেন। তাদের কোন এক ব্যক্তি বললো, তাঁকে দেখ! তিনি মহিলাদের মত প্রসাব করছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনে ফেলেন এবং বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়। তোমার কি জানা নেই যে, বনী ইসরাঈলের সেই ব্যক্তর কি দশা হয়েছিল? তাদের শরীরের কোন অংশে প্রসাব লাগলে তারা তা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতো। সে তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে। ফলে তাকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হয়। সহীহ।

[মিশকাত ৩৭১, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২২; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৩০]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

উবাইদুল্লাহ্ ইবনু মূসা (র) আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

347 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ جَدِيدَيْنِ فَقَالَ " إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ " .

৩৪৭. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

https://www.facebook.com/178945132263517

আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি নতুন কবর অতিক্রম করাকালে বলেন ঃ তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এদেরকে কোন কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন প্রসাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতো না এবং অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াতো। সহীহ।

[ইরওয়া ১৭৮, ২৮৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৫, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২১৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৯২); (ই. সে.) হা. ৫৮৪]

348 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ " .

৩৪৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেশির ভাগ কবর আযাব প্রসাব থেকে অসতর্কতার কারণেই হয়ে থাকে। সহীহ।

[ইরওয়া ২৮০, মুসনাদে আহমাদ হা. ৯০৪৭]

349 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، حَدَّثَنِي بَحْرُ بْنُ مَرَّارٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيبَةِ " .

৩৪৯. আবু বাকরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবর অতিক্রম করার সময় বলেন ঃ নিশ্চয় এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে কোন কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজনকে পেশাবের (অসর্তকতার) কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না এবং অপরজনকে গীবত করার কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। হাসান, সহীহ। [মুসনাদে আহমাদ হা. ২০৩৮৯]

27 - باب الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ

অনুচ্ছেদ- ২৭: যে প্রসাব করে, তাকে সালাম দেওয়া

350 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ وَعْلَةَ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ

https://www.facebook.com/178945132263517

يَتَوَضَّأُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ " .

৩৫০. আল-মুহাজির ইবনে কুনফুয রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি উযু করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি তাঁর উযু শেষ করে বলেন ঃ আমি এজন্য তোমার সালামের উত্তর দেইনি যে, তখন আমি উযুবিহীন ছিলাম। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৮৩৪, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৭; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৩৮]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

আবূ হাতিম স্বীয় সানাদে সা'ঈদ ইবনু আবী আরূবা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনিও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

351 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَىٍّ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ .

৩৫১. আবূ হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি প্রসাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম করলে তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি প্রসাব শেষ করে তাঁর দুই হাতের তালু মাটিতে মারেন এবং তায়াম্মুম করেন, অতঃপর তার সালামের উত্তর দেন।

الأرض (যমিন)-এর স্থলে الجدار (দেয়াল) শব্দে হাদীসটি সহীহ। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

352 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلاً، مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَىَّ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ " .

৩৫২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন প্রসাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি আমাকে এ অবস্থায়

https://www.facebook.com/178945132263517

দেখতে পেলে আমাকে সালাম করবে না। কারণ তুমি তাই করলে আমি তোমার সালামের উত্তর দিতে পারবো না। সহীহ।

।[আহাদীসুস সহীহাহ ১৯৭, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

353 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ .

৩৫৩. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি তখন প্রসাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম করলে তিনি তার সালামের উত্তর দেননি। হাসান সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১২, ১৩ ইরওয়া ৫৪, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৭০); (ই. সে.) হা. ৭২২]

28 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ- ২৮: পানি দিয়ে ইস্তিনজা করা

354 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلاَّ مَسَّ مَاءً .

৩৫৪. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পানি ব্যবহার না করে পায়খানা থেকে বের হননি। সহীহ।

[তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৯; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৪৬]

355 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ، نَزَلَتْ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ فَمَا طُهُورُكُمْ ". قَالُوا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ . قَالَ " هُوَ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمُوهُ " .

৩৫৫. আবু আইয়ুব আল-আনসারী, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলে (অনুবাদ) ঃ '' সেখানে এমন

https://www.facebook.com/178945132263517

লোকও আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন" (সূরা তওবা ঃ ১০৮), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন। তোমরা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করো? তারা বলেন, আমরা সালাতের জন্য উযু করি, জানাবাতের (শারীরিক অপবিত্রতা দূরীকরনের) জন্য গোসল করি এবং পানি দিয়ে শৌচ করি। তিনি বলেন ঃ এটাই (প্রশংসার) কারণ। অতএব তোমরা এটাকে অপরিহার্যরূপে ধারণ করো। সহীহ।

[মিসকাত ৩৬৯, রওযুন নাযার ৭৫৬, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

356 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلاَثًا . قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُورًا .

৩৫৬. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা করে তাঁর পশ্চাদ্দার তিনবার ধৌত করতেন। ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরাও তাই করেছি এবং এটাকে নিরাময় ও পবিত্রতার উপায় হিসাবে পেয়েছি। যঈফ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، نَحْوَهُ .

আবূ না'ঈম (র) শারীক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

357 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ " .

৩৫৭. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিম্নোক্ত আয়াত কুবা বাসী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) ঃ ''সেখানে এমন লোকও আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন" (সূরা তওবা ঃ ১০৮)। রাবী বলেন, তারা পানি দিয়ে শৌচ-করতো। তাই তাদের প্রশংসায় এই আয়াত নাযিল হয়। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৪, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৪; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩১০০

https://www.facebook.com/178945132263517

29 - باب مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৯: ইস্তিনজা করার পর যমীনে হাত ঘষা

358 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ اسْتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ .

৩৫৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা করার পর বদনার পানি দিয়ে শৌচ করতেন, অতঃপর তাঁর হাত মাটিতে ঘষতেন। হাসান। [মিশকাত ৩৬০ সহীহ আবূ দাউদ ৩৫, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৫; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৫০

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، نَحْوَهُ .

সা'ঈদ ইবনু সুলাইমান আল-ওয়াসিতী (র) শারীক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْغَيْضَةَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَأَتَاهُ جَرِيرٌ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاسْتَنْجَى مِنْهَا وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ .

৩৫৯. জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝোপের মাঝে প্রবেশ করেন এবং তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করেন। জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট এক পাত্র পানি নিয়ে আসেন। তা দিয়ে তিনি শৌচ করেন এবং তাঁর হাত মাটিতে ঘষেন। হাসান।

[হাসান লিগাইরিহী। নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৫১]

30 - باب تَغْطِيَةِ الإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ- ৩০: পাত্র ঢেকে রাখা

360 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُوكِيَ أَسْقِيَتَنَا وَنُغَطِّيَ انِيَتَنَا .

৩৬০. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

https://www.facebook.com/178945132263517

ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পানির মশকের মুখ বন্ধ করতে এবং পানপাত্রসমূহ ঢেকে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ-৩৭, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২০১২); (ই. সে.) হা. ৫০৮৬]

361 - حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً إِنَاءً لِطَهُورِهِ وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ

৩৬১. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যতিনটি পানির পাত্র মুখ বন্ধ করে রেখে দিতাম ঃ একটি তাঁর উযুর জন্য, একটি তাঁর মিসওয়াকের জন্য এবং একটি তাঁর পান করার জন্য। যঈফ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫৬]

362 - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَكِلُ طَهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ وَلاَ صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلاَّهَا بِنَفْسِهِ .

৩৬২. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উযুর পানি ও তাঁর দান-খয়রাত করার মাল কারো নিকট গচ্ছিত রাখতেন না এবং সেই মালও সোপর্দ করতেন না,যা তিনি সদাকা করতেন। তিনি নিজের তত্ত্বাবধানেই তা সংরক্ষণ করতেন। নিত্যান্ত যঈফ।

[আহদীসুয যঈফাহ ৪২৫০, অত্যন্ত দুর্বল। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

31 - باب غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ- ৩১: কুকুরের এঁটো করা পাত্র ধোয়ার বর্ণনা

363 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنِّي كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَكُونَ لَكُمُ الْمَهْنَأُ وَعَلَيَّ الإِثْمُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .

৩৬৩. আবূ রযীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখেছি যে, তিনি তার কপালে হাত মেরে বলেছেন, হে ইরাকবাসী! তোমরা মনে করো যে, আমি

https://www.facebook.com/178945132263517

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করছি, যাতে তোমরা সওয়াবের অধিকারী হও এবং আমি গুনাহর ভাগী হই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে। সহীহ।

[ইরওয়া ১/৬১, ১১৭ সহীহ আবূ দাউদ ৬৪, ৬৬, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৭২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৭৯); (ই. সে.) হা. ৫৫৫]

364 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .

৩৬৪. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে। সহীহ।

[ইরওয়া ২৪, ১৬৭ সহীহ আবূ দাউদ, দেখুন পূর্বের হাদীস]

365 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " .

৩৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তোমরা তা সাতবার ধৌত করো এবং অষ্টমবারে তা মাটি দিয়ে ঘষো। সহীহ।

[ইরওয়া ১/৬২, ৬৭ সহীহ আবূ দাউদ ৬৬, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৮০); (ই. সে.) হা. ৫৬০]

366 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ "

৩৬৬. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে। সহীহ।

[পূর্বোক্ত, এটি ইবনু মাজাহ একভাবে বর্ণনা করেছেন।]

https://www.facebook.com/178945132263517

32 - باب الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ৩২: বিড়ালের উচ্ছিষ্ট দিয়ে উযু করা এবং এ বিষয়ে অনুমতি

367 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ، وَكَانَتْ، تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا صَبَّتْ لِأَبِي قَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أَخِي أَتَعْجَبِينَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ أَوِ الطَّوَّافَاتِ " .

৩৬৭. কাবশা বিনতে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-র পুত্রবধূ। তিনি আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-র উযুর পানি ঢেলে দেন। তখন একটি বিড়াল এসে সেই পানি পান করে। আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু পানির পাত্রটি তার দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন এবং আমি তার দিকে তাকাতে লাগলাম। তিনি বলেন, হে ভাতিজী। তুমি কি বিস্ময় বোধ করছো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিড়াল অপবিত্র নয়। এটা তো তোমাদের আশে পাশে বিচরণকারী বা বিচরণকারিণী। সহীহ।

[ইরওয়া ১৭৩ মিশকাত ৪৮২, সহীহ আবূ দাউদ ৬৮, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৭৫; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৯২; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৬৮]

368 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ، ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ .

৩৬৮. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে উযু করেছি,যা থেকে ইতিপূর্বে বিড়াল পানি পান করেছিল। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৬৯,৭০]

369 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " الْهِرَّةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ لِأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ".

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

৩৬৯. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিড়াল সলাত নষ্ট করে না। কারণ তা ঘরের জিনিসপত্রের অন্তর্ভুক্ত। যঈফ।[১] [আহদীসুয যঈফাহ ১৫১২, যঈফ আল জামে' ৬০১৬, এটি ইবনু মাজাহ একভাবে বর্ণনা করেছেন।]

33 - باب الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ– ৩৩: নারীর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা উযূ করার অনুমিত

370 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا . فَقَالَ " الْمَاءُ لاَ يُجْنِبُ " .

৩৭০. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রী একটি বড় পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেন। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল অথবা উযু করতে আসলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অপবিত্র ছিলাম (এবং এই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেছি)। তিনি বলেন ঃ পানি অপবিত্র হয় না। সহীহ।

[ইরওয়া ২৭, সহীহ আবূ দাউদ ৬১, মিশকাত ৪৫৭, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬৮; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৬৫; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৩২৫]

371 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَتَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهَا .

৩৭১. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রী নাপাকির গোসল করেন। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উযু ও গোসল করেন। সহীহ। [পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

372 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ .

[১] ইবনু খুযায়মাহ (৮২৮), হাকিম (১/২৫৪-২৫৫)। হাদীসের সানাদে আব্দুর রহমান ইবনু আব্ যিনাদ এর স্মরণশক্তির ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। -যঈফাহ্

https://www.facebook.com/178945132263517

৩৭২. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মাইমূনা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তার নাপাকির গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন। সহীহ। [মিশকাত ৪৫৮]

34 - باب النَّهْىِ عَنْ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ৩৪: স্ত্রীর ব্যবহৃত (উদ্বৃত্ত) পানি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

373 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ .

৩৭৩. হাকাম ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষকে নারীর উযুর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উযু করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ।

[মিশকাত ৪১৭ হরওয়া ১১, সহীহ আবূ দাউদ ৭৫, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮২; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৬৪; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৩৪৩]

374 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَهْ الصَّحِيحُ هُوَ الأَوَّلُ وَالثَّانِي وَهَمٌ .

৩৭৪. আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষকে নারীর উযুর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে এবং নারীকে পুরুষের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উযু-গোসল করতে নিষেধ করেছেন। তবে তারা (স্বামী-স্ত্রী) একত্রে গোসল করতে পারে।

ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ (র) বলেন, প্রথমোক্ত বক্তব্যই সঠিক এবং শেষোক্ত বক্তব্য ধারণামাত্র। সহীহ।

[মিশকাত ৪৭৩, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَحْوَهُ .

https://www.facebook.com/178945132263517

আবূ হাতিম এবং আবূ উসমান আল-বুখারী (র) মু'আল্লা ইবনু আসাদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

375 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ .

৩৭৫.আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রী একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন। তবে তাদের একজন অপরজনের উদ্ধৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন না। যঈফ।[১]

[মুসনাদে আহমাদ হা. ৫৭৩]

35 - باب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ- ৩৫: স্বামী-স্ত্রী একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করা

376 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ، ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৩৭৬. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭০, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৫০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩২১); (ই. সে.) হা. ৬৩৫]

377 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ، مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ، ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৩৭৭. মাইমূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩২২); (ই. সে.) হা. ৬৩৯]

---

[১] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। -আয-যাওয়ায়িদ
আহমাদ শাকির বলেন, সানাদের হারিস এর কারণে এর সানাদটি খুবই দুর্বল। -তাহক্বীক্ব ঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (রহঃ)

https://www.facebook.com/178945132263517

378 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ .

৩৭৮. উম্মু হানী রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মাইমূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেন, যাতে আটার দাগ লেগে ছিল। সহীহ।

[ইরওয়া ১/৬৪, মিশকাত ৪৮৫, নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ২৪০]

379 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৩৭৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীগণ একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ একভাবে বর্ণনা করেছেন।]

380 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৩৮০. উম্মে সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন। সহীহ।

[রওযুন নাযার ১২০০,, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩২৪); (ই. সে.) হা. ৬৪১]

36 - باب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّآنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ- ৩৬: স্বামী-স্ত্রী একই পাত্রের পানিতে উযূ করা

381 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৩৮১. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারী ও পুরুষেরা একই পাত্রের পানি দিয়ে উযু করতো। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭২, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৯৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

382 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النُّعْمَانِ، وَهُوَ ابْنُ سَرْجٍ - عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ، قَالَتْ: رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَهْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ أُمُّ صُبَيَّةَ هِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ. فَذَكَرْتُ لأَبِي زُرْعَةَ فَقَالَ صَدَقَ.

৩৮২. উম্মু সুবয়া আল-জুহানিয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একই পাত্রের পানি দিয়ে উযু করার কারণে কখনো কখনো আমার হাতের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের স্পর্শ লাগতো।

ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, উম্মু সুবয়া হলেন খাওলা বিনতে কায়েস রাযিয়াল্লাহু আনহা। আমি বিষয়টি আবু যুরআ (র)-র নিকট উত্থাপন করলে তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (র) সত্য বলেছেন। হাসান সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭১, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৭৮]

383 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا كَانَا يَتَوَضَّآنِ جَمِيعًا لِلصَّلاَةِ .

৩৮৩. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতের জন্য একত্রে উযু করতেন। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ একভাবে বর্ণনা করেছেন।]

37 - باب الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

অনুচ্ছেদ- ৩৭: নাবীয দিয়ে উযূ করা

384 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ " عِنْدَكَ طَهُورٌ ". قَالَ: لاَ إِلاَّ شَىْءٌ مِنْ نَبِيذٍ فِي إِدَاوَةٍ . قَالَ " تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ ". فَتَوَضَّأَ . هَذَا حَدِيثُ

৩৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

https://www.facebook.com/178945132263517

আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল জিন্ন-এ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সাথে উযুর পানি আছে কি? তিনি বলেন, না, তবে একটি পাত্রে কিছু নাবীয আছে। তিনি বলেন ঃ খেজুরও পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। অতঃপর তিনি উযু করলেন। যঈফ।[১]

[যঈফ আবূ দাউদ ১০ মিশকাত ৪৮০, আবূ দাউদ (মা. একা.) হা. ৮৪; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৮৮]

385 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ " مَعَكَ مَاءٌ؟". قَالَ: لاَ إِلاَّ نَبِيذًا فِي سَطِيحَةٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ صُبَّ عَلَىَّ ". قَالَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ بِهِ .

৩৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে লাইলাতুল জিন্ন-এ বলেন ঃ তোমার সাথে পানি আছে কি? তিনি বলেন,না, তবে একটি পাত্রে নাবীয আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খেজুরও পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। আমাকে তা ঢেলে দাও। রাবী বলেন, আমি তাঁকে নাবীয ঢেলে দেই এবং তিনি তা দিয়ে উযু করেন। যঈফ।

[এটি ইবনু মাজাহ একভাবে বর্ণনা করেছেন।]

38 - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ- ৩৮: সমুদ্রের পানি দিয়ে উযূ করা

386 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، - هُوَ مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ - أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ".

---

[১] আহমাদ (৩৭৭৩, ৪২৮৪)। আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসের মূল বিষয় বর্তায় আবূ যুহাইর এর উপর। সে হাদীস বিশারদগণের নিকট অজ্ঞাত। যেমনটি তিরমিযী ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন।- - তাহক্বীক্ব ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

(আবূ যুহাইর অজ্ঞাত। সেজন্যই ইমাম বাগাবী শারহে সুন্নাহ গ্রন্থে বলেছেন, তার হাদীস প্রতিষ্ঠিত নয়। -মিশকাতঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

৩৮৬. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সমুদ্রে যাতায়াত করে থাকি এবং আমাদের সাথে খুব কম পানি থাকে। যদি আমরা তা দিয়ে উযু করি,তাহলে পিপাসার্ত হবো। আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭১, মিশকাত ৪৭৯, আহাদীসুস সহীহাহ ৪৮০, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮৩; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৬৯; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৩৩২]

387 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَصِيدُ وَكَانَتْ لِي قِرْبَةٌ أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً وَإِنِّي تَوَضَّأْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " .

৩৮৭. ইবনুল ফিরাসী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শিকারে যেতাম এবং আমার একটি পানির মশক ছিল, তাতে (পানের) পানি নিতাম এবং সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করাতাম। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি বলেন ঃ তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল। সহীহ লিগাইরিহী ।

[পূর্বোক্ত হাদিসের কারনে সহীহ, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

388 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ - عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ".

৩৮৮. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন ঃ তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল। হাসান, সহীহ। [মুসনাদে আহমাদ হা. ১৫০৫৪]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

কাসিম ইবনু আবুয যিনাদ স্বীয় সানাদে জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

39 - باب الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوئِهِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ- ৩৯: উযূর ব্যাপারে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা এবং তার পানি ঢালার বর্ণনা

389 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا .

৩৮৯. মুগীরাহ ইবনে শু'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন প্রয়োজনে (পায়খানায়) বের হয়ে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমি পানির বদনাসহ তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি তাঁর হস্ত দ্বয় ধৌত করলেন, তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তিনি তাঁর বাহুদ্বয় ধৌত করতে চাইলে তাঁর জুব্বার হাতাদ্বয় সংকীর্ণ হওয়াতে তাঁর দুই হাত জুব্বার নিম্নভাগ দিয়ে বের করলেন এবং তা ধুইলেন, অতঃপর তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরিভাগে মাসেহ করলেন, তারপর আমাদের সাথে সলাত পড়লেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৯৭, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৮২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৭৪); (ই. সে.) হা. ৫৩৬]

390 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِيضَأَةٍ فَقَالَ "اسْكُبِي". فَسَكَبْتُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

৩৯০. আর-রুবাই বিনতে মুআব্বিয রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উযুর পানি নিয়ে এলাম। তিনি বলেন ঃ পানি ঢালতে থাকো। আমি পানি ঢাললাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। তিনি পুনরায় পানি নিয়ে তা দিয়ে তাঁর মাথা সম্মুখ ও পেছনভাগসহ মাসেহ করলেন এবং তাঁর উভয় পা প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করলেন। أَخَذَ مَاءً جَدِيدًا অংশ বাদে হাদীসটি হাসান।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১২৬, ১২৯; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৩-৩৪]

https://www.facebook.com/178945132263517

391 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ الأَزْدِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِي الْوُضُوءِ .

৩৯১. সাফওয়ান ইবনে 'আস্‌সাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ও বাড়িতে থাকাকালে আমি তাঁর উযুর পানি ঢেলে দিয়েছি। যঈফ।[১]

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

392 - حَدَّثَنَا كُرْدُوسُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا أَبِي رَوْحُ بْنُ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ أُمِّ عَيَّاشٍ، وَكَانَتْ، أَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ .

৩৯২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার দাসী উম্মে আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করাতাম। আমি দাঁড়িয়ে পানি ঢালতাম এবং তিনি বসে উযু করতেন। যঈফ।[২]

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

40 - باب الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا؟

অনুচ্ছেদ- ৪০: নিদ্রা থেকে জাগ্রহত হয়ে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করাবে কি?

393 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ ".

---

[১] এর সানাদে ওয়ালীদ ইবনু উক্ববাহ অজ্ঞাত লোক।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

[২] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ মাজহুল। আর সানাদের আব্দুল কারীম সম্পর্কে মতভেদ আছে। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

৩৯৩. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ রাতের ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তার হাত দুই অথবা তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত যেন পানির পাত্রে প্রবেশ না করায়। কেননা তোমাদের কেউ জানে না যে, তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে। সহীহ।

[ইরওয়া ১৬৮, সহীহ আবূ দাউদ ৯২৯৩, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৬২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৭৮); (ই. সে.) হা. ৫৫০]

394 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ".

৩৯৪. ইবনু উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তার হাত ধোয়ার পূর্বে যেন পানির পাত্রে প্রবেশ না করায়। সহীহ। [তা'লীক ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাউদ ৯৩।]

395 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلاَ عَلَى مَا وَضَعَهَا " .

৩৯৫. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে উযু করার ইচ্ছা করলে সে যেন তার হাত ধোয়ার আগে তা তার উযুর পানিতে প্রবেশ না করায়। কেননা সে জানে না যে, তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে এবং সে তার হাত কিসের উপর রেখেছিল। **وَلاَ عَلَى مَا وَضَعَهَا** অংশটি মুনকার:

[বাকী অংশ সহীহ, দেখুন সহীহ আবু দাউদ ৯৩। এটি ইবনু মাজাহ একভাবে বর্ণনা করেছেন।]

396 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ دَعَا عَلِيٌّ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ .

৩৯৬. আল-হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তার দুই হাত পাত্রে ঢুকানোর পূর্বেই ধুয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৯৪-৯৭, ১০০, ১০১, ১০৬. ১০৯, ১১১]

https://www.facebook.com/178945132263517

41 - باب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ- ৪১: উযূ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা

397 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ " .

৩৯৭. আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি উযুর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করেনি তার উযু হয়নি। হাসান।

[ইরওয়া ৮১, মিশকাত ৪০৪, সহীহ আবূ দাউদ ৯০। মুসনাদে আহমাদ হা. ১১৩৮৮; দারেমী ৬৯১]

398 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، تَذْكُرُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا، سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ " .

৩৯৮. সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার উযু হয়নি তার সলাত হয়নি এবং যে ব্যক্তি উযুর সময় বিসমিল্লাহ বলেনি তার উযু হয়নি। হাসান।

[পূর্বোক্ত হাদীস, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৫]

399 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

৩৯৯. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার উযু হয়নি তার সলাত হয়নি এবং যে ব্যক্তি উযুর সময় বিসমিল্লাহ বলেনি তার উযু হয়নি। হাসান।

[সহীহ তারগীব ১/৮৭, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১০১]

https://www.facebook.com/178945132263517

400 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُحِبُّ الأَنْصَارَ " .

৪০০. সাহল ইবনে সা'দ আস-সাঈদী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার উযু হয়নি তার সলাত হয়নি এবং যে ব্যক্তি উযুর সময় বিসমিল্লাহ বলেনি তার উযু হয়নি। **যে ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পড়েনি তার সলাত এবং যে ব্যক্তি আনসারদের ভালোবাসে না তার সলাত হয় না।** [ولاصلاة শেষ পর্যন্ত لمن لايصلى অংশটি মুনকার।

[সহীহ যঈফাহ ২১৬৬, ৪৮০৬, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَرْحُومٍ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

উবাইস ইবনু মারহুম (র) 'আবদুল মুহায়মিন ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনু বর্ণনা করেছেন।

42 - باب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ- ৪২: ডানদিক থেকে উযূ করা

401 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي الطُّهُورِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ .

৪০১. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করা অবস্থায় ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। একইভাবে তিনি মাথার চুল আঁচড়ানো ও জুতা পরিধানও ডান থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৭/৩, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৬৮] মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৬৮); (ই. সে.) হা. ৫২৩]

আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এটি দুর্বল। সানাদে 'আব্দুল্লাহ মুহাইমিন সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। --তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

402 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ " .

৪০২. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা উযু করার সময় তোমাদের ডান থেকে শুরু করবে। সহীহ । [মিশকাত ৪০১, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪১৪১; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা.-১৭৬৬]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ نُفَيْلٍ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

আবূ হাতিম স্বীয় সানাদে যুহাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

43 - باب الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ- ৪৩: এক কোষ পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

403 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ .

৪০৩. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করতেন ও নাক পরিস্কার করতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১২৬, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৪০]

404 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ .

৪০৪. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং এক আঁজলা পানি দিয়ে তিনবার কুলি করেন ও তিনবার নাক পরিষ্কার করেন। সহীহ। [সহীহ আবূ দাউদ ১০০]

405 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَا وَضُوءًا فَأَتَيْنَاهُ بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ .

https://www.facebook.com/178945132263517

৪০৫. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে উযুর পানি চান। আমি পানি নিয়ে তাঁর নিকট এলাম। তিনি এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করলেন ও নাক পরিষ্কার করলেন। সহীহ।

[মিশকাত ১১২, সহীহ আবূ দাউদ ১১০, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৯৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৩৫); (ই. সে.) হা. ৪৬২]

44 - باب الْمُبَالَغَةِ فِي الاِسْتِنْشَاقِ وَالاِسْتِنْثَارِ

অনুচ্ছেদ- ৪৪: নাকের ভেতর পানি পৌছানো ও নাক ভালোভাবে পরিষ্কার করা

406 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثُرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ " .

৪০৬. সালামাহ ইবনে ক্বায়েস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি যখন উযু করবে তখন নাক ভালোভাবে পরিষ্কার করবে। আর যখন তুমি শৌচ করবে, তখন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করবে। সহীহ। [সহিহাহ ১৩০৫। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৭]

407 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ ابْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، . قَالَ: "أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ".

৪০৭.লাক্বীত ইবনে সাবরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে উযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি পরিপূর্ণরূপে উযু করো এবং নাকের ভেতর উত্তমরূপে পানি পৌছাও। কিন্তু তুমি রোযাদার হলে তা করবে না। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১৩০ মিশকাত ৪০৫, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৭৮৮; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৭৮, ১১৪]

408 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا " .

৪০৮. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দুই বার অথবা তিনবার উত্তমরুপে নাক পরিস্কার কর।

https://www.facebook.com/178945132263517

সহীহ। [সহীহ। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৪১]

409 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ".

৪০৯. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযু করে, সে যেন উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করে এবং যে ব্যক্তি শৌচ করে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১২৮। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৬১; মুসলিম , (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৩৭); (ই. সে.) হা. ৪৬৯; ইসলামিক ফা.হা. ৪৫৩]

45 - باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

অনুচ্ছেদ- ৪৫: একবার একবার করে উযূর অঙ্গ ধৌত করা প্রসঙ্গে

410 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ الثُّمَالِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ قُلْتُ لَهُ حُدِّثْتَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً؟ قَالَ: نَعَمْ . قُلْتُ وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا ثَلاَثًا؟ قَالَ نَعَمْ .

৪১০. সাবিত ইবনে আবু সাফিয়্যাহ আস-সুমালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু জাফর (র)-কে জিজ্ঞাসা করে বললাম, আমার নিকট জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার করে উযুর অংগ ধৌত করতেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বললাম, তিনি কি দুইবার অথবা তিনবার করে উযু অংগ ধৌত করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। যঈফ।[১] [মিশকাত ৪২২, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৪৫]

411 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ غَرْفَةً غَرْفَةً .

৪১১. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক এক আঁজলা পানি দিয়ে উযুর এক একটি অঙ্গ ধৌত করতে দেখেছি। সহীহ। [সহীহ আবূ দাউদ ১২৭, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৪০]

[১] সানাদে সাবিত ইবনু আবী সাফিয়্যাহ হল, আবূ হামযাহ শুমালী। সে দুর্বল। -মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

412 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، أَنْبَأَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً .

৪১২. উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাবুক যুদ্ধের সময়ে উযুর প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধৌত করতে দেখেছি। **হাসান**। [মুসনাদে আহমাদ হা. ১৫১]

46 - باب الْوُضُوءِ ثَلاثًا ثَلاثًا

অনুচ্ছেদ– ৪৬: উযূর অঙ্গগুলো তিন তিনবার করে ধৌত করা

413 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَتَوَضَّآنِ ثَلاثًا ثَلاثًا وَيَقُولاَنِ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

৪১৩. শাক্বীক্ব ইবনে সালামাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তিনবার করে উযুর অঙ্গসমূহ ধৌত করতে দেখেছি এবং তারা দু'জন বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু এরূপই ছিল। **সহীহ**। [ইরওয়া ৮৯, আবূ দাউদ (আ.একা.) হা. ১০৯, ১১৫; তিরমিযী (আ.মা.প্র.) হা. ৪৪]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

আবুল হাসান বলেন ঃ আবূ হাতিম (র) স্বীয় সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু সাবিত ইবনু সাওবান (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

414 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৪১৪. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তিন বার করে উযুর অংগসমূহ

https://www.facebook.com/178945132263517

ধৌত করেন এবং বলেন যে, এটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু। সহীহ।

[নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৮১]

415 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي، هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

৪১৫. আয়িশাহ ও আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করতেন। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

416 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ فَائِدٍ أَبِي الْوَرْقَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

৪১৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযুর অঙ্গসমূহ তিন তিনবার করে ধৌত করতে দেখেছি এবং তিনি তাঁর মাথা একবার মাসেহ করেন।[সহীহ]

[সহীহ আবূ দাউদ ১০০, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

417 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

৪১৭. আবু মালেক আল-আশ'আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযুর অঙ্গগুলো তিন তিনবার করে ধৌত করতেন।[সহীহ]

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

418 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

৪১৮. রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনে 'আফরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তিনবার করে উযুর অংগগুলো ধৌত করতেন। হাসান সহীহ।

[আবূ দাউদ ১১৭, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১২৬; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৩, ৩৪]

https://www.facebook.com/178945132263517

47 - باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا

অনুচ্ছেদ-৪৭ : উযূর অঙ্গ সমূহ একবার অথবা দু'বার বা তিন বার ধৌত করা প্রসঙ্গে

419 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ: "هَذَا وُضُوءُ مَنْ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلاَةً إِلاَّ بِهِ". ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ " هَذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوءِ ". وَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَقَالَ "هَذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ وَهُوَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ " .

৪১৯. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার করে উযুর অঙ্গগুলো ধৌত করার পর বলেন ঃ এটা হলো সেই উযু, যা ছাড়া আল্লাহ কারো সলাত কবুল করেন না। অতঃপর তিনি দুইবার করে উযুর অঙ্গগুলো ধৌত করেন এবং বলেন ঃ এই উযুই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি তিনবার করে উযুর অঙ্গগুলো ধৌত করেন এবং বলেন ঃ এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ উযু। এটা আমার উযু এবং আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম (আ)-এর উযু। যে ব্যক্তি এভাবে উযু করলো এবং উযুর শেষে বললো ঃ (কলেমা শাহাদাত) 'আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে,মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (প্রেরিত) বান্দা ও রাসূল, " তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে এবং সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে। নিতান্ত যঈফ।

[আহদীসুয যঈফাহ ৪৭৩৫ ইরওয়া ৮৫, মুসনাদে আহমাদ হা. ৫৭৩৫]

420 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُعْنَبٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ " هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ". أَوْ قَالَ " وُضُوءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً ". ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ " هَذَا

[১] আহমাদ (৫৭৩৫) এবং আবূ ইয়ালা (২৬৭/২)। হাদীসের সানাদে যায়দ আম্মী দুর্বল। যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে। আর আত-তালখীস' গ্রন্থ (৩০) এসেছে, সে মাতরুক। হাফিয (রহঃ) 'ফাতহ' গ্রন্থে হাদীসটির দুর্বলতার প্রতি দৃঢ় মত ব্যক্ত করে বলেন, ''হাদীসটি দুর্বল। এটি ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। এর আরো অন্যান্য সানাদ রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি দুর্বল।'' ইমাম তাইমিয়্যাহও একে দুর্বল বলেছেন, 'ইখতিয়ারাত' গ্রন্থে (১১)।-ইরওয়াউল গালীল

https://www.facebook.com/178945132263517

وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ". ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا فَقَالَ " هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي " .

৪২০. উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি নিয়ে ডাকলেন এবং উযুর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করলেন, অতঃপর বলেন ঃ এটা হচ্ছে উযুর (আবশ্যকীয়) কাজ অথবা তিনি বলেন ঃ এটা হলো সেই ব্যক্তির উযূ যে উযূ করেনি এবং যা ব্যতীত আল্লাহ তার সলাত কবুল করেন না। অতঃপর উযূর অঙ্গগুলো দুই বার করে ধৌত করে বলেন, যে ব্যক্তি এভাবে উযু করবে, আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। অতঃপর তিনি উযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন ঃ এটা হলো আমার উযু এবং আমার পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলগণের উযু। **যঈফ।**[১]

[আহদীসুয যঈফাহ ৪৭৩৫, তা'লীক্ব রগীব ১/৯৮, ইরওয়া ৮৫, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

48 - باب مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوَضُوءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّعَدِّي فِيهِ

অনুচ্ছেদ- ৪৮: উযূতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং উযূর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা

421 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ وَلَهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ ".

৪২১. উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় উযুর জন্য ওয়ালাহান নামের একটি শয়তান আছে। অতএব তোমরা পানি প্রসূত সন্দেহ থেকে দূরে থাকো। **অত্যান্ত যঈফ।**[২]

[মিশকাত ৪১৯ ।তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৫৭]

---

[১] এটি দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদের যায়দ ও তার সূত্রে বর্ণনাকারী দুর্বল।-ইরওয়াউল গালীল আল্লামা বুসয়রীও তাদের দুজনকে দুর্বল বলেছেন 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

[২] তিনি বলেন, এই হাদীসটি গরীব। হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে এর সানাদ মজবুত নয়। কেননা খারিজাহ ব্যতিত কেউ এর সানাদ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। আর সে আমাদের সাথীগণের নিকট শক্তিশালী নয়। আসলে সে খুবই দুর্বল। হাফিয 'আত-তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন, সে মাতরুক, সে মিথ্যাবাদীদের সূত্রে হাদীস তাদলীস করত। বলা হয়, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। -মিশকাতঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

ইবনুল মুবারক তাকে দুর্বল বলেছেন।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

422 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي، يَعْلَى عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ " .

৪২২. আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নাবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে তিনবার করে উযুর অঙ্গগুলো ধৌত করে দেখান, তারপর বলেন ঃ এই হলো উযু। যে ব্যক্তি এর চাইতে বেশি করলো সে অবশ্যই মন্দ কাজ করলো অথবা সীমা লংঘন করলো অথবা যুলুম করলো। হাসান, সহীহ।

[মিশকাত ৪১৭ সহীহ আবূ দাউদ ১২৪, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৩৫; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৪০]

423 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ كُرَيْبًا، يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنَّةٍ وُضُوءًا يُقَلِّلُهُ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ .

৪২৩. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-র ঘরে রাত কাটালাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘুম থেকে উঠে) দাঁড়ান এবং মশক থেকে অল্প অল্প পানি নিয়ে উযু করেন। তখন আমিও উঠলাম এবং তিনি যেরূপ করলেন আমিও তদ্রূপ করলাম। সহীহ।

[ইরওয়া ৩০, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৩৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৭৬৩); (ই. সে.) হা. ১৬৭০]

424 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَتَوَضَّأُ فَقَالَ " لاَ تُسْرِفْ لاَ تُسْرِفْ " .

৪২৪. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উযু করতে দেখে বলেন ঃ অপচয় করো না, অপচয় করো না। মাওযূ' (বানোয়াট)। [১]

[আহদীসুয যঈফাহ ৪৭৮২, যঈফ আল জামে ৬,২২৮, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

[১] আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে বাক্বিয়্যাহ একজন মুদাল্লিস। - তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

425 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ " مَا هَذَا السَّرَفُ ؟". فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ " نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ " .

৪২৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন,তখন তিনি উযু করছিলেন। তিনি বলেন ঃ এই অপচয় কেন? সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উযুতেও অপচয় আছে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, যদিও তুমি প্রবহমান নদীতে থাকো। যঈফ।

[ইরওয়া ১৪০,মিশকাত ৪২৭, মুসনাদে আহমাদ হা. ৭০৬৫]

49 - باب مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ- ৪৯: পরিপূর্ণভাবে উযূ করার বর্ণনা

426 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ .

৪২৬. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করার নির্দেশ দিয়েছেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৬৯, নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৪১ অনুরূপ; মুসনাদে আহমাদ হা. ২০৬০; দারেমী হা. ৭০০]

427 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟". قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ " .

[১] এর সানাদ দুর্বলহওয়ার কারণ হল, সানাদে ইবনু লাহী'আহ র স্মৃতি বিভ্রাট রয়েছে এজন্যই হাফিয 'আত-তালখীস' গ্রন্থে এর সানাদকে দুর্বল বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। অনুরূপ আল্লামা বুসয়রী 'যাওয়ায়িদে (ক্বাফ ৩২/৪) বলেছেন, সানাদটি হাই ইবনু ''আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'আহ র দুর্বলতার কারণে দুর্বল।- ইরওয়াউল গালীল

https://www.facebook.com/178945132263517

৪২৭. আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের পথ দেখাবো না? যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দিবেন এবং পূণ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিবেন? তারা বলেন, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ কষ্টের সময় (ঠান্ডার সময়) পূর্ণাঙ্গভাবে উযু করা, মাসজিদের দিকে ঘন ঘন যাতায়াত করা এবং এক ওয়াক্তের সলাত আদারে পর পরবর্তী ওয়াক্তের সালাতের জন্য অপেক্ষারত থাকা। হাসান সহীহ।

[সহীহ তারগীব ১৮৮, ৩০৯, মুসনাদে আহমাদ হা. ১১০০৭; দারেমী হা. ৬৯৮]

428 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "كَفَّارَاتُ الْخَطَايَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَإِعْمَالُ الأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ " .

৪২৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কষ্টের সময় (ঠান্ডার সময়) পূর্ণাঙ্গভাবে উযু করা, মাসজিদে যাতায়াত করা এবং এক ওয়াক্তের সলাত আদায়ের পর পরবর্তী ওয়াক্তের সলাতের জন্য অপেক্ষারত থাকা (এই তিনটি কাজ) গুনাহসূহের কাফফারাস্বরূপ। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ১৮৭, ৩০৮ মুসলিম , (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৫১); (ই. সে.) হা. ৪৯৪]

50 - باب مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ- ৫০: দাঁড়ি খিলাল করা প্রসঙ্গে

429 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ .

৪২৯. আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি। সহীহ।

[রওযুন নাযীর ৪৭৫, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৯]

430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْقَزْوِينِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ الأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ

https://www.facebook.com/178945132263517

৪৩০. উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং তাঁর দাড়ি খিলাল করলেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৯৮, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩১

431 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو النَّضْرِ، صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ .

৪৩১. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযু করতেন, তখন তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন এবং তাঁর আঙ্গুঁলের ফাঁকসমূহও **দুইবার** খিলাল করতেন। مرتين শব্দ বাদে হাদীসটি সহীহ।

[ইরওয়া ৯২ সহীহ আবূ দাউদ ১৩৩। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৪৫]

432 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا .

৪৩২. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযু করতেন, তখন তাঁর কপালের দুই পাশ আস্তে আস্তে ঘষতেন। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে নীচের দিক থেকে তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন। যঈফ। [১]

[য'ঈফ। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

433 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلاَبِيُّ، حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ .

৪৩৩. আবু আইয়ুব আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করার সময় তাঁর দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি। সহীহ। [সহীহ। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

51 - باب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ

অনুচ্ছেদ- ৫১: মাথা মাসাহ করা প্রসঙ্গে

[১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে 'আদুল ওয়াহিদ রয়েছে। তার ব্যাপারে মতভেদ আছে। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

434 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى - هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ . فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

৪৩৪. ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উযু করতেন তা আপনি আমাকে দেখাতে পারেন কি? আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হাঁ। তিনি উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন এবং তিনি তার হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত ধৌত করলেন, অতঃপর তিনবার কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, অতঃপর মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করলেন, অতঃপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত দুই বার করে ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি উভয় হাত দিয়ে সামনের দিক থেকে পেছনের দিক পর্যন্ত তার মাথা মসেহ করলেন। তিনি তাঁর মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করলেন এবং দুই হাত ঘাড় পর্যন্ত নিলেন, অতঃপর পেছন দিক থেকে দুই হাত যেখান থেকে মসেহ শুরু করেন সেখানে নিয়ে আসেন, অতঃপর তার দুই পা ধৌত করেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১০৯, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৮৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৩৫); (ই. সে.) হা. ৪৬২]

435 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

৪৩৫. উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখলাম এবং তিনি তাঁর মাথা একাবার মাসেহ করেন। সহীহ। [সহীহ আবূ দাউদ ৯৬, নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১০৮]

436 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

৪৩৬. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম তাঁর মাথা একবার মাসেহ করেন। সহীহ।

https://www.facebook.com/178945132263517

[সহীহ আবূ দাউদ ১০৪। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১১৫; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৯৬]

437 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَارِثِ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ البَصْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

৪৩৭. সালামাহ ইবনুল আকওয়া' রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর মাথা একাবার মাসেহ করেন। সহীহ। [সহীহ লিগাইরিহী। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

438 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ .

৪৩৮. রুবাঈ বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম উযু করেন এবং দু'বার মাথা মাসেহ করেন। হাসান।

[সহীহ আবূ দাউদ ১২১, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১২৬; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৩, ৩৪]

52 - باب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الأُذُنَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ৫২: উভয় কান মাসাহ করা প্রসঙ্গে

439 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا .

৪৩৯. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় কান মাসেহ করেন। তিনি তাঁর তর্জনীদ্বয় তাঁর দুই কানের ছিদ্রপথে প্রবেশ করান এবং তাঁর বুড়ো আঙ্গুলদ্বয় দুই কানের বাইরের অংশে রাখেন। এভাবে তিনি দুই কানের ভেতরের ও বাইরের অংশ মাসেহ করেন। হাসান সহীহ।

[ইরওয়া ৯০, তিরমিযী (প্রকাশনী) হা. ৩৬; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১০২]

440 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا .

https://www.facebook.com/178945132263517

৪৪০. রুবাঈ বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফরা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং তাঁর উভয় কানের ভেতর ও বাইরের অংশ মাসেহ করেন। হাসান। [সহীহ, আবূ দাউদ ১১৭, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১২৬; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৩, ৩৪]

441 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَىْ أُذُنَيْهِ .

৪৪১. রুবাঈ বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফরা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং তাঁর দুইট আঙ্গুল তাঁর দুই কানের ছিদ্রপথে প্রবেশ করান। হাসান।

[সহীহ আবূ দাউদ ১২২ মিশকাত ১১৪, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৩১; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৩, ৩৪]

442 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا .

৪৪২. মিক্বদাত ইবনে মা'দীকারিবা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন, তাঁর মাথা মাসেহ করেন এবং দুই কানের ভেতর ও বাইরের অংশ মাসেহ করেন। সহীহ।

[মাহীহ আবূ দাউদ ১১২, ১১৪, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১২১]

53 - باب الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

অনুচ্ছেদ- ৫৩: উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত

443 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ " .

৪৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত। হাসান।

[ইরওয়া ৮৪ আহাদীসুস সহীহাহ ৩৬, সহীহ আবূ দাউদ ১৬৩। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

https://www.facebook.com/178945132263517

444 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ". وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَكَانَ يَمْسَحُ المَأْقَيْنِ .

৪৪৪. আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর মাথা একবার মাসেহ করতেন এবং নাক সংলগ্ন চোখের কোটরদ্বয়ও মাসেহ করতেন। يمسح المأقين অংশ বাদে হাদীসটি সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১২৩, মিশকাত ৪১৬ আহাদীসুস সহীহাহ ৩৬, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৩৪; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭]

445 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلاَثَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ".

৪৪৫. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত। হাসান।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

54 - باب تَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ- ৫৪: আঙ্গুল খিলাল করা

446 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ .

৪৪৬. মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে তাঁর পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১৩৫, মিশকাত ৪০৭, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৪৮; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৪০]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا خَازِمُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

খাযিম ইবনু ইয়াহ্ইয়া (র) স্বীয় সানাদে ইবনু লাহী'আহ্ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

447 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَاجْعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ " .

৪৪৭. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি সলাত পড়তে দাঁড়াতে চাইলে পূর্ণরূপে উযু করবে এবং তোমার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহের মাঝখানে পানি পৌছাবে। হাসান, সহীহ।

[তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৯]

484 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ " .

৪৪৮। লাক্বীত ইবনু সাবরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা পূর্ণরূপে উযূ করবে এবং আঙ্গুলসমুহের মাঝখানে খেলাল করবে। সহীহ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৪২; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৮; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৮৭]

449 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ .

৪৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (র) থেকে বর্ণিত তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করার সময় তাঁর হাতের আংটি নাড়াচাড়া করতেন। যঈফ।[১]

[মিশকাত ৪২৯। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

55 - باب غَسْلِ الْعَرَاقِيبِ

অনুচ্ছেদ- ৫৫: পায়ের গোড়ালী ধোয়া

[১] হাদীসের সানাদেমা'মার ও তার পিতা রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, তারা দু'জনেই দুর্বল। আর বর্ণনাটি সহীহ নয়। আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে মা'মার ও তার পিতাকে দুর্বল বলেছেন। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

(উল্লেখ্য হাদীসটি দারাকুতনীতেও বর্ণিত আছে তিনটি সানাদে। সেগুলো অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল হবার কারণ আল্লামা আলবানী মিশকাতের তাহক্বীক্বে-৪২৯ নং এ তুলে ধরেছেন।)

https://www.facebook.com/178945132263517

450 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ".

৪৫০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে উযু করতে দেখলেন, কিন্তু তাদের পায়ের গোড়ালি (না ভেজায়) চমকাচ্ছিল। তিনি বলেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য দোযখের শাস্তি রয়েছে। তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করো। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৮৭। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪১); (ই. সে.) হা. ৪৭৭; আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৯৭; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১১১]

451 - قَالَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ".

৪৫১. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য দোযখের শাস্তি রয়েছে। সহীহ।

[সহীহ। মুসনাদে আহমাদ হা. ২৪৫৬০]

452 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَتْ عَائِشَةُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَتْ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ".

৪৫২. আবু সালামাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা আবদুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে উযু করতে দেখে বলেন, পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করুন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ২৫৬৩০]

https://www.facebook.com/178945132263517

453 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " .

৪৫৩. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৬৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪২); (ই. সে.) হা. ৪৮০]

490 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ ".

৪৫৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৪৪৩২]

455 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ، وَعُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ الأَحْنَفِ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الأَشْعَرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، كُلُّ هَؤُلاَءِ سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ " أَتِمُّوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " .

৪৫৫. খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ান, শুরাহবীল ইবনে হাসানা ও আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তারা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা পূর্ণরূপে উযু করো। পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৮৭২। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

56 - باب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ৫৬: দু' পা ধোয়া প্রসঙ্গে

https://www.facebook.com/178945132263517

456 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ نَبِيِّكُمْ ﷺ .

৪৫৬. আবু হাইয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি তার উভয় পায়ের পাতা গোছা পর্যন্ত ধৌত করেন; অতঃপর বলেন, আমি তোমাদেরকে তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু দেখাতে চেয়েছি। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১০৫। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১১৬]

457 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

৪৫৭. মিক্বদাদ ইবনে মা'দীকারিবা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং তাঁর পদদ্বয় তিনবার করে ধৌত করেন। সহীহ

[।সহীহ আবূ দাউদ ১১২। মুসনাদে আহমাদ হা. ১৭২২৭]

458 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ، قَالَتْ: أَتَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، تَعْنِي حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا إِلاَّ الْغَسْلَ وَلاَ أَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ إِلاَّ الْمَسْحَ.

৪৫৮. রুবাঈ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট এলেন এবং আমাকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ যে হাদীস আমি বর্ণনা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং তাঁর পদদ্বয় ধৌত করেন। **ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,** লোকেরা তো পা ধৌত করা ব্যতীত অন্য কিছু মেনে নিতে অস্বীকার করে। কিন্তু আমি আল্লাহর কিতাবে মসেহ ব্যতীত কিছুই পাই না। فقال ابن عباس... অংশ বাদে হাদীসটি হাসান। এ অংশ মুনকার।

[সহীহ আবূ দাউদ ১১৭ ।মুসনাদে আহমাদ হা. ২৭০৬০]

57 - باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ- ৫৭: আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় উযূ করা

https://www.facebook.com/178945132263517

459 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ، يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ " .

৪৫৯. উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশমত পূর্ণরূপে উযু করবে। তার ফরয সলাতসমূহ এগুলোর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা হবে। সহীহ।

[সহীহ। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৩১); (ই. সে.) হা. ৪৫৪]

460 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " .

৪৬০. রিফাআ ইবনে রাফে রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহর নির্দেশমত পূর্ণাঙ্গরূপে উযু না করলে কারো সলাত পরিপূর্ণ হবে না। সে তার মুখমণ্ডল ও দু'হাত কনুইসহ ধৌত করবে, তার মাথা মাসেহ করবে এবং পদদ্বয় গোছা পর্যন্ত ধৌত করবে। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ১/৯৩, সহীহ আবূ দাউদ ৮০৪। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮৫৮; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩০২; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১০৫৩]

58 - باب مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ- ৫৮: উযূর পরে পানি ছিঁটানো প্রসঙ্গে

461 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ.

৪৬১. হাকাম ইবনে সুফিয়ান আস-সাক্বাফী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেন। তিনি উযু শেষে এক আঁজলা পানি নিয়ে তা

https://www.facebook.com/178945132263517

তাঁর লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দেন। সহীহ।

[মিশকাত ৩৬১, সহীহ আবূ দাউদ ১৫১। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৬৬]

462 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ".

৪৬২. যায়েদ ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমাকে উযু করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। **তিনি আমাকে আমার কাপড়ের নিচে পানি ছিটানোর নির্দেশ দিয়েছেন,** উযু করার পর প্রসাব বের হওয়ার সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য। দ্বিতীয় বাক্য সইফ। ...أَمَرَنِىْ অংশ বাদে হাদীসটি হাসান। [১]

[মিশকাত ৩৬৬, সঈফাহ ১৩১২ আহাদীসুস সহীহাহ ৮৪১ সহীহ আবূ দাউদ ১৫৯, মুসনাদে আহমাদ হা. ১৭৫১৫]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

আবূ হাতিম (র) স্বীয় সানাদে ইবনু লাহী'আহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

463 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ الْيَحْمَدِيُّ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ " .

৪৬৩. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি উযু করার পর (তোমার লজ্জাস্থানে) পানি ছিটিয়ে দিও। **যঈফ** । [আহদীসুয যঈফাহ ১৩১২ আহাদীসুস সহীহাহ ২/৫১৯, ৫২০। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৫০]

464 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَضَحَ فَرْجَهُ .

[১] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। আমি মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, সানাদের হাসান ইবনু আলী হাশিমী হাদীস বর্ণনায় মুনকার। মুলত ঃ সানাদের হাসান ইবনু আলী সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। -যঈফাহ্

https://www.facebook.com/178945132263517

৪৬৪. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করার পর তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেন। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

59 - باب الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-৫৯ : উযূ ও গোসলের পর রুমাল ব্যবহার করা

465 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ، لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ .

৪৬৫. উম্মু হানী বিনতে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতে দাঁড়ালেন্ ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে আড়াল করে রাখেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাপড় নিয়ে তা শরীরে পেচান। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৫৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৩৬); (ই. সে.) হা. ৬৭১]

466 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ .

৪৬৬. ক্বায়েস ইবন সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলে আমরা তাঁর গোসলের পানি রাখলাম এবং তিনি গোসল করেন। অতঃপর আমি তাঁর জন্য একটি রঙ্গীন চাদর নিয়ে এলাম। তিনি তাঁর শরীরে সেটি পেচালেন। আমি যেন তাঁর পেটের উপর ওয়ারস ঘাসের বর্ণের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। যঈফ। [১]

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫১৮৫]

---

[১] আহমাদ ২৩৩৩২। আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির বলেছেন, সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু শুরাহবাল সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম নীরব থেকেছেন। আর ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার তাকে মাজহুল বলেছেন।- তাহক্বীক্ব ঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (রহঃ)

https://www.facebook.com/178945132263517

467 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ، مَيْمُونَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِثَوْبٍ حِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ .

৪৬৭. মাইমূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি কাপড় নিয়ে এলাম, তখন তিনি নাপাকির গোসল করছিলেন। তিনি সেটি ফেরত দেন এবং তাঁর শরীর থেকে পানি ঝাড়তে থাকেন। সহীহ

[সহীহ আবূ দাউদ ২৪৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৪৯, ২৭৪, ২৭৬]

468 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَأَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ السِّمْطِ، حَدَّثَنَا الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ .

৪৬৮.সালমান আল-ফারিসী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং তাঁর পরিধানের পশমী জুব্বা উল্টিয়ে তা দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মাসেহ করেন। হাসান।

[রওযুন নাযীর ৩৪১, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

60 - باب مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ– ৬০: উযূর পরে যা বলতে হয়

469 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ أَبُو سُلَيْمَانَ النَّخَعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ ".

৪৬৯. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর তিনবার বলে (কলেমা শাহাদাত) ঃ ''আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক,তাঁর কোন শরীক নাই এবং

https://www.facebook.com/178945132263517

আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল'', তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে। যঈফ।

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، بِنَحْوِهِ .

ইব্‌রাহীম ইবনু নাস্‌র (র) আবূ নু'আইম (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৩৮১৮]

470 - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ " .

৪৭০. উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন মুসলিম ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর বলে ঃ **''আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তাঁর কোন শরকি নাই, তিনি একক এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, ''** তাঁর জন্য জান্নাতের আটি দরজা কুরে দেয়া হবে। সে যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে। সহীহ।

[ইরওয়া ৯৬, সহীহ আবূ দাউদ ১৬২, সহীহ তারগীব ২১৯। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৫৫; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৪৮]

61 - باب الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ

অনুচ্ছেদ– ৬১: পিতলের পাত্রে উযূ করা

471 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ .

৪৭১. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। আমরা একটি পিতলের পাত্রে তাঁর জন্য পানি পেশ করি তিনি তা দিয়ে উযু করেন। সহীহ। [ইরওয়া ২৮, সহীহ আবূ দাউদ ৮৯। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৯৭]

https://www.facebook.com/178945132263517

472 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهُ كَانَ لَهَا مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرٍ قَالَتْ: فَكُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ .

৪৭২. যয়নব বিনতে জাহ্‌শ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তার পিতলের একটি পাত্র ছিল্ তিনি বলেন, আমি তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল আচড়াতাম। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ২৬৭৯৫]

473 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فِي تَوْرٍ .

৪৭৩. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পিতলের) একটি পাত্রে উযূ করেন। হাসান।

[তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৪৫]

62 - باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ- ৬২: ঘুম থেকে জেগে উযূ করা

474 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ. قَالَ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ وَكِيعٌ تَعْنِي وَهُوَ سَاجِدٌ .

৪৭৪. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে যেতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতো। অতঃপর তিনি ঘুম থেকে উঠে সলাত পড়তেন এবং উযূ করতেন না। আত-তানাফিসী (র) বলেন, ওয়াকী (র) বলেছেন, অর্থাৎ তিনি সাজদাহরত অবস্থায় (কখনো) ঘুমিয়ে যেতেন। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ২৯২৫। মুসনাদে আহমাদ হা. ২৫০৮০]

475 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

https://www.facebook.com/178945132263517

৪৭৫. আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতো। অতঃপর তিনি উঠে সলাত পড়তেন। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ২৯২৫। মুসনাদে আহমাদ হা. ৪০৫১]

476 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ أَبِي مَطَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ نَوْمُهُ ذَلِكَ وَهُوَ جَالِسٌ . يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

৪৭৬. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ঘুম ছিল বসা অবস্থায়। মুনকার।

[সহীহ আবূ দাউদ ১২২৯, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

477 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الأَزْدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

৪৭৭. আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চোখ হলো পশ্চাদ্বারের বন্ধনস্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি ঘুমায় সে যেন উযূ করে (যদি সলাত পড়তে চায়)। হাসান।

[মিশকাত ৩১৬, ইরওয়া ১১৩ সহীহ আবূ দাউদ ১৯৮, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২০৩]

478 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ .

৪৭৮. সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম আমাদেরকে নাপাকির গোসল ব্যতীত তিন দিন পর্যন্ত মোজা না খোলার নির্দেশ দিয়েছেন, পায়খানা, প্রসাব হলেও এবং ঘুমালেও। হাসান।

[ইরওয়া ১০৪। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৯৬; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১২৬]

63 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

অনুচ্ছেদ- ৬৩: লজ্জাস্থান (আবরন ছাড়া) স্পর্শ করার কারণে উযূ করা

https://www.facebook.com/178945132263517

479 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ".

৪৭৯. বুসরা বিনতে সাফওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার লিঙ্গ স্পর্শ করলে সে যেন উযু করে। সহীহ।

[মিশকাত ৩১৯, ইরওয়া ১১৬, সহীহ আবূ দাউদ ১৭৪। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৮১; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৮২; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৬৩, ১৬৪]

480 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ " .

৪৮০. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ তার লিঙ্গ স্পর্শ করলে সে যেন অবশ্যই উযু করে। সহীহ।

[সহীহ লিগাইরিহী। এটি ইবনু মাজাহ্ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

481 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

৪৮১. উম্মু হাবীবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলো সে যেন উযু করে। সহীহ। [ইরওয়া ১১৭। সহীহ লিগাইরিহী। এটি ইবনু মাজাহ্ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

482 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

৪৮২. আবু আইউব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলো সে যেন উযু করে। সহীহ।

[সহীহ লিগাইরিহী। এটি ইবনু মাজাহ্ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

64 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ৬৪: লজ্জাস্থান (আবরন সহ) স্পর্শ করলে উযূ না করার অনুমতি

483 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ طَلْقٍ الْحَنَفِيَّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ " لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ " .

৪৮৩. ক্বায়েস ইবনে তালক্ব হানাফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ তাতে উযুর প্রয়োজন নেই। কেননা তা তোমার দেহের একটি অঙ্গ। সহীহ।

[মিশকাত ৩২০, সহীহ আবূ দাউদ ১৭৫। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৮২; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৮৫; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৬৫]

484 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ " إِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْكَ " .

৪৮৪. আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন ঃ এটা তোমার শরীরের একটি অঙ্গমাত্র। নিতান্ত যঈফ। [এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

65 - باب الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ- ৬৫: আগুনের তাপে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযূ করা প্রসঙ্গে [১]

[১] আগুনের তাঁপে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযু করার হাদীস গুলো ইসলামের প্রথম যুগের বিধান ছিল। সুতরাং পরের অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ অধ্যায়ের হাদীস গুলো রহিত হয়ে গেছে। তাই আগুনের তাপে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযু করতে হবে না।

https://www.facebook.com/178945132263517

485 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ". فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ الأَمْثَالَ.

৪৮৫. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর তোমরা উযু করো। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু (আবু হুরায়রাহকে) বলেন, আমরা কি গরম পানি পানের পরও উযু করবো? তিনি তাকে বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনলে তার সামনে দৃষ্টান্ত পেশ করো না। تَوَضَّئُوا শব্দ বাদে হাদীসটি হাসান।

[সহীহ আবূ দাউদ ১৮৮ তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৭৯; তবে توضئوا শব্দে হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৫২); (ই. সে.) হা. ৬৩৯]

486 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

৪৮৬. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আগুন যাকে স্পর্শ করেছে তা খাওয়ার পর তোমরা উযু করো। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১৮৮। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৫৩); (ই. সে.) হা. ৬৯৩]

487 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَيَقُولُ صُمَّتَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

৪৮৭. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তার দুই কানে তার দুই হাত রেখে বলতেন, এই কানদ্বয় বধির হয়ে যাক!যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না শুনে থাকি যে, ''আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পরতোমরা উযু করো'। যঈফ।[১]

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

---

[১] আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে খালিদ ইবনু ইয়াযীদকে মাহাদ্দিসগণের একদল নির্ভরযোগ্য বলেছেন আর অন্যদল বলেছেন দুর্বল।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

66 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ৬৬: আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযূ না করা প্রসঙ্গে

488 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى .

৪৮৮. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর কাঁধের গোশত খাওয়ার পর তাঁর নিচে বিছানো কাপড়ে তাঁর উভয় হাত মোছেন, অতঃপর সলাতে দাঁড়ান এবং সলাত পড়েন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১৮১, ১৮৪। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২০৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা.-৩৫৪); (ই. সে.) হা. ৬৯৪]

489 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ خُبْزًا وَلَحْمًا وَلَمْ يَتَوَضَّئُوا .

৪৮৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু রুটি ও গোশত খেলেন এবং তাঁরা উযু করেননি। সহীহ।

[সহীহ আবু দাউদ ১৮৫। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৪৫৭ অনুরূপ]

490 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ الْوَلِيدِ - أَوْ عَبْدِ الْمَلِكِ - فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قُمْتُ لِأَتَوَضَّأَ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَا أَشْهَدُ، عَلَى أَبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ .

৪৯০. যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়ালীদ অথবা আবদুল মালেকের সামনে রাতের খাবার পেশ করলাম। ইত্যবসরে সলাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে আমি উযু করতে উঠে

https://www.facebook.com/178945132263517

দাঁড়ালাম। তখন জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়্যা (র) বলেন, আমি আমার পিতার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর সলাত পড়েন কিন্তু তিনি উযু করেননি। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমিও আমার পিতার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনিও তাই করেছেন। সহীহ।

[ইরওয়া ১৯৬২। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২০৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৫৫); (ই. সে.) হা. ৬৯৬]

491 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .

৪৯১. উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বকরী রানের গোশত পরিবেশন করা হলো তিনি তা থেকে খেলেন, অতঃপর সলাত পড়লেন, কিন্তু পানি স্পর্শ করেননি। সহীহ।

[মিশকাত ৩২৫। মুসনাদে আহমাদ হা. ২৬৫৪৫]

492 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنْبَأَنَا سُوَيْدُ ابْنُ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِأَطْعِمَةٍ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِسَوِيقٍ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ .

৪৯২. সুওয়াইদ ইবনে নোমান আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বারের উদ্দেশে রওয়না হলেন্ তারা আস-সাহবা নামক স্থানে পৌছে আসরের সলাত পড়েন। অতঃপর রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম খাবার আনতে বললে ছাতু ছাড়া আর কিছুই পরিবেশন করা গেলো না তাঁরা সকলে পানাহার করলেন। অতঃপর তিনি পানি আনতে নির্দেশ দিলেন এবং মুখে পানি নিয়ে কুলি করলেন, তারপর দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে নিয়ে মাগরিবের সলাত পড়েন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২০৯, ২১৫]

https://www.facebook.com/178945132263517

493 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَصَلَّى .

৪৯৩. আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর কাঁধের গোশত খেলেন, অতঃপর কুলি করেন এবং তাঁর উভয় হাত ধোয়ার পর সলাত পড়েন। সহীহ।

[মুখতাসার শামাইল ১৪৯। মুসনাদে আহমাদ হা. ৯০৩৭]

67 - باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

অনুচ্ছেদ- ৬৭: উটের গোশ্ত খাওয়ার পর উযূ করা প্রসঙ্গে

494 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَقَالَ " تَوَضَّئُوا مِنْهَا " .

৪৯৪. আল-বারাআ ইবনে আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উটের গোশত খেয়ে উযু করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা তা খেয়ে উযু করবে। সহীহ।

[ইরওয়া ১/১৫২, সহীহ আবূ দাউদ ১৭৭। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৮৪; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৮১]

495 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَلاَ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ .

৪৯৫. জাবির ইবনে সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উটের গোশত খেয়ে উযু করার এবং ছাগলের গোশত খেয়ে উযু না করার নির্দেশ দিয়েছেন। সহীহ।

[ইরওয়া ১১৮, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৬০); (ই. সে.) হা. ৭০২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬৮৭]

496 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - وَكَانَ ثِقَةً وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ -

https://www.facebook.com/178945132263517

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ ".

৪৯৬. উসাইদ ইবনে হুদাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বকরীর দুধ পান করার পর উযু করবে না এবং উটের দুধ পান করার পর উযু করবে। যঈফ।[১]

[সহীহ আবূ দাউদ ১৭৭। মুসনাদে আহমাদ হা. ১৯১২০]

497 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَلاَ تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ وَلاَ تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ " .

৪৯৭. আবদুল্লাহ বিন আমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি তোমরা উটের দুধ পান করে উযু করো এবং ছাগলের দুধ পান করে উযু করোনা এবং তোমরা ছাগল বাধার স্থানে সলাত অপরো কিন্তু উট বাধার স্থানে সলাত পরিও না। যঈফ।

[কেননা সানাদে বাকিয়্যাহ বিন অলিদ মুদাল্লাস এবং খালিদ বিন উমার অপরিচিত।]

[আহমাদ (২৩৮০৮)

---

[১] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদে বাক্বিয়্যাহ ইবনু ওয়ালীদ মুদাল্লিস এবং সে আন্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। সানাদে খালিদ ইবনু উমার এর অবস্থা অজ্ঞাত। --তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন
বর্ণনাকারীর নাম উমার হওয়াটাই সঠিক। যেসব পাণ্ডুলিপিতে আমর রয়েছে তা ভুল।-আলবানী।

২ আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত একজন মুদাল্লিস এবং সে এটি আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। এছাড়া সানাদে যাইনাব সাহমিয়্যাহ সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, তার দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না।--তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

আহমাদ শাকির বলেছেন, সানাদে হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত এবং যাইনাব সাহমিয়্যাহ রয়েছে। তিনি হলেন যাইনাব ইবনুত্ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস। যিনি আমর ইবনু শু'আই এর চাচী। ইমাম দারাকুতনী তাকে মাজহুল বলেছেন এবং বলেছেন, তার দ্বারা দলিল দেয়া যাবে না। ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। -তাহক্বীক্ব ঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

68 - باب الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

অনুচ্ছেদ- ৬৮: দুধপান করার পর কুলি করা

498 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا " .

৪৯৮. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা দুধ পান করে কুলি করবে। কেননা তাতে চর্বি আছে। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১৩৬১, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২১১, ৫৬০৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৫৮); (ই. সে.) হা. ৬৯৮]

499 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا " .

৪৯৯. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দুধ পান করার পর কুলি করবে। কেননা তাতে চর্বি আছে। হাসান, সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

500 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا " .

৫০০. সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা দুধ পান করার পর কুলি করবে। কারণ তাতে চর্বি আছে। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

501 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَلَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَاةً وَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَقَالَ " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " .

৫০১. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

https://www.facebook.com/178945132263517

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরী দোহন করে তার দুধ পান করেন, অতঃপর পানি চেয়ে নিয়ে তা দিয়ে কুলি করেন এবং বলেন ঃ তাতে চর্বি আছে। আলাসের বর্ণিত হদ্দীস যঈফ, তাঁর হতে বিপরীতে প্রমানাত রয়েছে কিন্তু ইবনু আব্বাসের বর্ণিত হদ্দীস সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৫০৩। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

69 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

অনুচ্ছেদ- ৬৯: চুমু দেওয়ার পর উযু করা প্রসঙ্গে

502 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قُلْتُ مَا هِيَ إِلاَّ أَنْتِ . فَضَحِكَتْ .

৫০২. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক স্ত্রীকে চুমা দিলেন, অতঃপর সলাত পড়তে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু উযু করেননি। আমি (উরওয়া) বললাম, আপনিই সেই ব্যক্তি। এতে তিনি (আয়েশা) হাসলেন। সহীহ।

[মিশকাত-৩২৩২, সহীহ আবূ দাউদ ১৭১, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৭৮, ১৭৯; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৮৬; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৭০]

503 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِي .

৫০৩. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করার পর চুমা দিতেন, অতঃপর উযু না করেই সলাত পড়তেন। বহুবার তিনি আমার সাথে এরূপ করেছেন। যঈফ। [মুসনাদে আহমাদ হা. ২৪৩৭৪]

70 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْىِ

অনুচ্ছেদ- ৭০: মযী বের হলে উযূ করা

504 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَذْىِ فَقَالَ " فِيهِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

৫০৪. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তা নির্গত হতে উযু করতে হবে এবং বীর্য নির্গত হলে গোসল করতে হবে। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২০০ ইরওয়া ৪৭, ১২৫। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৩২, ১৭৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩০৩); (ই. সে.) হা. ৬০২]

505 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَدْنُو مِنِ امْرَأَتِهِ فَلاَ يُنْزِلُ قَالَ " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضِحْ فَرْجَهُ - يَعْنِي لِيَغْسِلْهُ - وَيَتَوَضَّأْ " .

৫০৫. মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যে তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হয়েছে কিন্তু বীর্যপাত হয়নি। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কারো এরূপ হলে সে যেন তার লজ্জাস্থান ধৌত করে এবং উযু করে। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২০১। নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৫৬]

506 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْىِ شِدَّةً فَأُكْثِرُ مِنْهُ الاِغْتِسَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ " إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ " . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ " إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضِحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ ".

৫০৬. সাহল ইবনে হুনাইফ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রচুর মযী নির্গত হতো, তাই বহুবার গোসল করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ এতে তোমার জন্য উযুই যথেষ্ট। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা আমার কাপড়ে লেগে গেলে কি করতে হবে? তিনি বলেন ঃ তোমার কাপড়ের যে অংশে তা লাগা দেখবে সেই অংশ আঁজলা পানি নিয় তা দ্বারা ধৌত করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট। হাসান, সহীহ।

[আবূ দাউদ ২০৪। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২১০; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১১৫]

507 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي حَبِيبِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَى أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَمَعَهُ

https://www.facebook.com/178945132263517

عُمَرُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مَذْيًا فَغَسَلْتُ ذَكَرِي وَتَوَضَّأْتُ . فَقَالَ عُمَرُ أَوَ يُجْزِئُ ذَلِكَ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ .

৫০৭. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে সাথে করে উবাই ইবনে কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট এলেন। তিনি তাদের সামনে বেরিয়ে এসে বলেনঃ আমার মযী নির্গত হয়েছিল, তাই আমার লজ্জাস্থান ধৌত করলাম এবং উযু করলাম। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাই কি যথেষ্ট? তিনি বলেন, হাঁ। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। সানাদ যঈফ। ১

[এটি ইবনু মাজাহ্ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

71 - باب وُضُوءِ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৭১: শোয়ার সময় উযূ করা

508 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ لِزَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ يَا أَبَا الصَّلْتِ هَلْ سَمِعْتَ فِي، هَذَا شَيْئًا فَقَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَدَخَلَ الْخَلاَءَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثُمَّ نَامَ .

৫০৮. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নিশ্চই নাবী (সাঃ) রাত্রে উঠলেন এবং বাথরুমে প্রবেশ করে তার প্রয়োজন সারলেন অতঃপর চেহারা এবং দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করলেন অতঃপর ঘুমালেন। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩০৪); (ই. সে.) হা. ৬০৫]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنْبَأَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، أَنْبَأَنَا بُكَيْرٌ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ فَلَقِيتُ كُرَيْبًا فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

আবূ বাক্র ইবনু খাল্লাদ স্বীয় সানাদে ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নাবী ﷺ থেকে উপরিউক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

---

১ বুসয়রী বলেন, এর মূল হাদীস বুখারী ও মুসলিমে আছে। --তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

72 - باب الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ- ৭২: প্রত্যেক সলাতের জন্য উযূ করা এবং একই উযূতে সলাতসমূহ আদায় করা প্রসঙ্গে

509 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَكُنَّا نَحْنُ نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ .

৫০৯. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ওয়াক্তের সলাতের জন্য উযু করতেন এবং আমরা একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের সলাত পড়তাম। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১৬৩, বুখারী। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২১৪]

510 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ .

৫১০. বুরাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম প্রতি ওয়াক্তের সলাত জন্য উযু করতেন। তবে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের সলাত পড়েছেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১৬৪। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৭৭); (ই. সে.) হা. ৫৪৯]

511 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ، قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ هَذَا فَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

৫১১. আল-ফাযল ইবনে মুবাশশির (র) বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের সলাত পড়তে দেখেছি। আমি বললাম, একী ব্যাপার? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ করেছেন, আমিও তদ্রুপ করলাম।
সহীহ লিগাইরিহী।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

https://www.facebook.com/178945132263517

73 - باب الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৩: উযূ থাকতে উযূ করা

512 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي مَجْلِسِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللهُ أَفَرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ؟ قَالَ: أَوَ فَطِنْتَ إِلَيَّ وَإِلَى هَذَا مِنِّي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ . فَقَالَ لاَ لَوْ تَوَضَّأْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ بِهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ أُحْدِثْ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى كُلِّ طُهْرٍ فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ". وَإِنَّمَا رَغِبْتُ فِي الْحَسَنَاتِ.

৫১২. আবু গুতাইফ আল-হুযালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট মসজিদে তার বৈঠকে শুনেছি ঃ যখন সলাতের সময় উপস্থিত হলো তিনি উঠে গিয়ে উযু করেন এবং সলাত পড়েন, অতঃপর তার মজলিসে ফিরে আসেন। অতঃপর আসরের সলাতের সময় হলে তিনি উঠে গিয়ে উযু করেন এবং সলাত পড়েন, অতঃপর তার মজলিসে ফিরে আসেন। পুনরায় মাগরিবের সলাতের সময় হলে তিনি উঠে গিয়ে উযু করেন এবং সলাত পড়েন, অতঃপর তার মজলিসে ফিরে আসেন। আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য (নতুনভাবে) উযু করা ফরয না সুন্নাত? তিনি বলেন, তুমি কি ধারণা করেছ যে,এটা আমার নিজের থেকে করেছি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, যদি আমি ফজরের সলাতের জন্য উযু করতাম,তাহলে অবশ্যই তা দিয়ে সকল ওয়াক্তের সলাত পড়তাম, যাবত না আমার উযু ভংগ হয়। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ''যে ব্যক্তি উযু থাকা অবস্থায় প্রতি ওয়াক্ত সলাতের জন্য উযু করবে, তার জন্য রয়েছে দশটি নেকী''। আমি নেকীর প্রতিই আগ্রহী। যঈফ। [১]

[মিশকাত ২৯৩ যঈফ আবূ দাউদ, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬২; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৫৯]

---

[১] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, সানাদের আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ আফরীক্বী দুর্বল। পাশাপাশি সে তাদলীসও করত। ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ বলেছেন, এছাড়া সানাদে আবূ গুত্বাইফ প্রকৃতগত ও অবস্থাগত ভাবে অজ্ঞাত। (যা হাদীস বর্ণনায় যঈফ বলে প্রসদ্ধি)।--তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন। এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ দুর্বল এবং আবূ গুতআইফ অজ্ঞাত।-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

74 - باب لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ

অনুচ্ছেদ- ৭৪: উযূ ভংগ না হলে উযূ করার প্রয়োজন নেই

513 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: "لاَ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا".

৫১৩. 'আব্বাদ ইবনে তামীমের চাচার সূতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করা হলো যে, কোন ব্যক্তি তার সলাতের মধ্যে কিছু পাওয়ার (বায়ু নির্গত হওয়ার) আশঙ্কা করছে। তিনি বলেন ঃ না (উযু ভংগ হয় না) যতক্ষণ না সে বায়ু নির্গত হওয়ার গন্ধ পায় অথবা শব্দ শোনে। সহীহ।

[ইরওয়া ১০৭ সহীহ আবূ দাউদ ১৬৮। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৩৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৬১); (ই. সে.) হা. ৭০৪]

554 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " .

৫১৪. আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সলাতের মধ্যে (বায়ু নির্গত হওয়ার) সন্দেহ হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ সে শব্দ না শোনা অথবা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সলাত ছাড়বে না। সহীহ।

[সহীহ লিগাইরিহী। মুসনাদে আহমাদ হা. ১১৩৩৮]

515 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ " .

৫১৫. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ঃ বায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ কিংবা দুর্গন্ধ না পাওয়ার পর্যন্ত উযু নষ্ট হয় না বা পুনরায় উযু করতে হয় না। সহীহ।

[ইরওয়া ১/১৪৫ মিশকাত ৩১০ সহীহ আবূ দাউদ ১৬৯। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৭৪]

https://www.facebook.com/178945132263517

516 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَشَمُّ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ مِمَّ ذَلِكَ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ " .

৫১৬. মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তার কাপড় শুকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এরূপ করছেন কেন? তিনি বলেন, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বায়ুর দুর্গন্ধ পাওয়া বা আওয়াজ শোনা ব্যতীত (পুনরায়) উযু করতে হবে না। সহীহ লিগাইরিহী।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৬৪৮৯]

75 - باب مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لاَ يَنْجَسُ

অনুচ্ছেদ- ৭৫: পানি যে পরিমাণ হলে অপবিত্র হয় না, সে প্রসঙ্গে

517 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاَةِ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَىْءٌ " .

৫১৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জঙ্গলের কুয়ার পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, যা থেকে হিংস্র প্রাণী ও গৃহপালিত পশু পানি পান করে এবং তাতে নামে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হলে তাকে কোন কিছুই অপবিত্র করে না। সহীহ।

[মিশকাত ৪৭৭ ইরওয়া ২৩ সহিহ আবূ দাউদ ৫৬, ৫৭। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬৩, ৬৪, ৬৫] তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৬৭]

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

'আমর ইবনু রাফি' স্বীয় সূত্রে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নাবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

518 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَىْءٌ " .

৫১৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পানি দুই বা তিন কুল্লা[১] পরিমাণ হলে, একে কোন কিছু অপবিত্র করে না। সহীহ। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو سَلَمَةَ وَابْنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

আবূ হাতিম স্বীয় সানাদে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

76 - باب الْحِيَاضِ

অনুচ্ছেদ–৭৬: হাউজের বর্ণনা প্রসঙ্গে

519 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلاَبُ وَالْحُمُرُ وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا فَقَالَ " لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ ".

৫১৯. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। মক্কা ও মাদীনার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত কূপ বা জলাশয়, যা থেকে হিংস্র প্রাণী, কুকুর ও গাধা পানি পান করে এবং তার পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন ঃ সেগুলো যা তাদের পেটে পুরেছে তা সেগুলোর জন্যই এবং তাছাড়া যা আছে তা আমাদের জন্য পবিত্র। যঈফ।

[আহদীসুয যঈফাহ ১৬০৯ মিশকাত ৪৮৮। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

---

[১] ১ কুল্লা= ১১৩ বা ১০০ সাড়ে ১৩ কেজি।

[২] এর সানাদ খুবই দুর্বল। আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ারিদ গ্রন্থে (ক্বাফ ৩৯/২) বলেছেন, এর সানাদের আব্দুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনু আসলাম সম্পর্কে ইমাম হাকিম বলেছেন, সে তার পিতা সূত্রে বানোয়াট হাদীসবলী বর্ণনা করে। ইবনুল জাওযী বলেছেন, সকলের ঐকমত্যে সে দুর্বল। -মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

520 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَرِيفِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ. قَالَ فَكَفَفْنَا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ ". فَاسْتَقَيْنَا وَأَرْوَيْنَا وَحَمَلْنَا.

৫২০. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি পুকুরের পাড়ে গিয়ে পৌঁছলাম, **যাতে একটি গাধার লাশ পতিত ছিল**। তিনি বলেন, আমরা তার পানি ব্যবহার থেকে বিরত থাকি, যাবত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে পৌঁছেন। তিনি বললেন ঃ ''কোন জিনিস পানিকে অপবিত্র করে না''। আমরা পানি পান করলাম, পরিতৃপ্ত হলাম এবং তা আমাদের সাথে করে নিলাম।

একটি গাধার লাশ পতিত ছিল এর ঘটনা মুনকার, আর, বাকী অংশ সহীহ।

[মিশকাত ৪৭৮ সহীহ আবূ দাউদ ৫৯ ইরওয়া ১৪, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

521 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ " .

৫২১. আবু উমামা আল-বাহিলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন জিনিস পানিকে অপবিত্র করে না, যতক্ষণ না তার ঘ্রাণে, স্বাদে ও রং-এর পরিবর্তন আসে। যঈফ।

[আহদীসুয যঈফাহ ২৬৪৪। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

77 - باب مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ

অনুচ্ছেদ-৭৭: যে চিবিয়ে খাবার খায় না, এমন শিশুর প্রসাব প্রসঙ্গে

522 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ فَقَالَ " إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى " .

https://www.facebook.com/178945132263517

৫২২. লুবাবাহ বিনতুল হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-র পুত্র হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে প্রসাব করে দিলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পরিধেয় বস্ত্রটি আমাকে দিন এবং এটা ছাড়া অন্য একটি বস্ত্র পরে নিন। তিনি বললেন ঃ দুগ্ধপোষ্য বালকের পেশাবের উপর পানি ছিটালেই চলবে কিন্তু বালিকার প্রসাব ধুইতে হবে। হাসান সহীহ।

[মিশকাত ৫০১, সহীহ আবূ দাউদ ৩৯৯। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৭৫]

523 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৫২৩. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি (দুগ্ধপোষ্য) শিশু আনা হলো। সে তাঁর কোলে প্রসাব করে দেয়। তিনি তাতে পানি ছিটিয়ে দেন এবং তা ধৌত করেননি। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২২৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৮৬); (ই. সে.) হা. ৫৬৯]

524 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ .

৫২৪. উম্মু ক্বায়েস বিনতে মিহসান রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার (দুগ্ধপোষ্য) শিশু পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। সে তখনও শক্ত খাবার ধরেনি। সে তাঁর কোলে প্রসাব করে দেয়। তিনি পানি নিয়ে ডাকেন এবং তা তাতে ছিটিয়ে দেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৯৮ ইরওয়া ১৬৯। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২২৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৮৭); (ই. সে.) হা. ৫৭৩]

525 - حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، أَنْبَأَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ " يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ " .

৫২৫. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

https://www.facebook.com/178945132263517

দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র সন্তান হলে তার পেশাবে পানি ছিটালেই চলবে, কিন্তু কন্যা সন্তান হলে তার প্রসাব ধুয়ে ফেলতে হবে। সহীহ।

[ইরওয়া ১৬৬, সহীহ আবূ দাউদ ৪০২। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৭৭; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৬১০]

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَعْقِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ، ﷺ " يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ ". وَالْمَاءَانِ جَمِيعًا وَاحِدٌ قَالَ لأَنَّ بَوْلَ الْغُلاَمِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ . ثُمَّ قَالَ لِي فَهِمْتَ أَوْ قَالَ لَقِنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ لاَ . قَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ فَصَارَ بَوْلُ الْغُلاَمِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَصَارَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ . قَالَ قَالَ لِي فَهِمْتَ؟ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ لِي نَفَعَكَ اللهُ بِهِ .

আবুল ইয়ামান আল-মিসরী (র) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফিঈ (র)-কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস 'দুগধপোষ্য শিশু পুত্র সন্তান হলে তার পেশাবে পানি ছিটাতে হবে এবং কন্যা সন্তান হলে তার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এখানে উভয়ের পানি (পেশাব হিসাবে) একই পর্যায়ের। তিনি বলেন, পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ও মাটি থেকে নির্গত এবং কন্যা সন্তানের পেশাব গোশত ও রক্ত থেকে নির্গত। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞেস করেন। তুমি কি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছ? আল-মিসরী বলেন, আমি বললাম, না। শাফিঈ (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর পাঁজরের হাঁড় থেকে হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। এ হিসাবে পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ও মাটি থেকে তৈরি হয় এবং কন্যা সন্তানের পেশাব গোশত ও রক্ত থেকে নির্গত হয়। আল-মিসরী বলেন, শাফিঈ (র) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, এবার তুমি কি বুঝতে পেরেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ এই জ্ঞান দ্বারা তোমাকে উপকৃত করুন।

526 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو السَّمْحِ، قَالَ: كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ ﷺ فَجِيءَ بِالْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " رُشَّهُ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلاَمِ " .

৫২৬. আবুস সাম্হ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম ছিলাম। তাঁর নিকট হাসান অথবা হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে নিয়ে আসা হলো। সে তাঁর বুকের উপর প্রসাব করে দেয়। উপস্থিত লোকেরা তা ধোয়ার উদ্যোগ নিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাতে পানি ছিটিয়ে দাও কেননা শিশু কন্যা সন্তান হলে

https://www.facebook.com/178945132263517

তার প্রসাব ধৌত করতে হয় এবং পুত্র সন্তান হলে তার পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট। সহীহ।

[মিশকাত ৫০২, সহীহ আবূ দাউদ ৪০০। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৭৬]

527 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " بَوْلُ الْغُلاَمِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ "

৫২৭. উম্মু কুরয রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (দুগ্ধপোষ্য শিশু) বালকের পেশাবের উপর পানি ছিটাতে হবে এবং বালিকার প্রসাব ধুইতে হবে। সহীহ লিগাইরিহী ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

78 – بَابٌ: الأَرْضُ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كَيْفَ تُغْسَلُ

অনুচ্ছেদ–৭৮: প্রস্রাবসিক্ত যমীন কিরূপে ধুতে হবে?

528 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَثَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ تُزْرِمُوهُ " . ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ .

৫২৮. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন মসজিদে (নববীতে) প্রসাব করে দিল। কতক লোক তার উপর ঝাপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে প্রসাব করতে বাঁধা দিও না। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি নিয়ে ডাকলেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন। সহীহ।

ইরওয়া ১/১৯১, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২১৯, ২২১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৮৪); (ই. সে.) হা. ৫৬৬]

529 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلاَ تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا . فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ " لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا " . ثُمَّ وَلَّى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ . فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فَقَامَ إِلَىَّ بِأَبِي وَأُمِّي . فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ . فَقَالَ " إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لاَ يُبَالُ فِيهِ وَإِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللهِ وَلِلصَّلاَةِ ". ثُمَّ أَمَرَ بِسَجْلٍ مِنَ مَاءٍ فَأُفْرِغَ عَلَى بَوْلِهِ .

https://www.facebook.com/178945132263517

৫২৯. আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলো, তখন রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। সে বললো, হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সাথে অপর কাউকে ক্ষমা না করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিয়ে বললেন ঃ তুমি একটি প্রশস্ত বিষয়কে সংকীর্ণ করে দিলে। অতঃপর সে ফিরে মোড় ঘুরে মসজিদের এক কোণায় গিয়ে প্রসাব করতে লাগলো। বেদুঈন তার অশিষ্ট আচরণ উপলব্ধি করে আমার নিকট দাঁড়িয়ে বললো, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। তিনি তাকে ধমকও দেননি এবং গালি-গালাজও করেননি। তিনি শুধু বললেন ঃ এই মসজিদ, এতে প্রসাব করা সংগত নয়, বরং তা নির্মাণ করা হয়েছে আল্লাহর যিকির ও সলাতের জন্য। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনার নির্দেশ দেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দেয়া হয়। হাসান সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৪০৪, ৮৮৫, ইরওয়া ১৭১। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২২০]

530 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْهُذَلِيِّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ - أَنْبَأَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْهُذَلِيُّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَدًا . فَقَالَ " لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعًا وَيْحَكَ - أَوْ وَيْلَكَ ". قَالَ فَشَجَ يَبُولُ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مَهْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " دَعُوهُ " . ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ .

৫৩০. ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ! আমার উপর ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং বিশেষ করে আমাদের সাথে আপনার রহমতের মধ্যে অন্য কাউকে যোগ না করুন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি প্রশস্তকে সংকীণ করে ফেলেছ। রাবী বলেন, এরপর সে সরে গিয়ে প্রসাব করতে লাগলো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লামের সাহাবীগণ বলেন, থামো! রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তাকে ত্যাগ করো। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনালেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন। সহীহ লিগাইরিহী।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

79 – باب: الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

অনুচ্ছেদ-৭৯: যমীনের একাংশ অপরাংশকে পবিত্র করার বর্ণনা

https://www.facebook.com/178945132263517

531 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ، لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي فَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ " .

৫৩১. আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র)-র উম্মু অলাদ থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, আমার পরিধেয় বস্ত্রের আচল বেশ লম্বা। এ অবস্থায় আমি আবর্জনার স্থান দিয়ে যাতায়াত করি। উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তার পরের স্থান একে পবিত্র করে দেয়। সহীহ।

[মিশকাত ৫০৪, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৭। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৮৩; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৪৩]

532 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْيَشْكُرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا " .

৫৩২. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা মসজিদে যাতায়াতকালে আবর্জনার স্থানও অতিক্রম করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভূমির একাংশ অপরাংশকে পবিত্র করে। যঈফ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

533 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا قَذِرَةً . قَالَ " فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفُ مِنْهَا؟". قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ " فَهَذِهِ بِهَذِهِ " .

৫৩৩. আবদুল আশহাল গোত্রের এক মহিলা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চেয়ে বললাম, আমার ও মসজিদের মাঝখানে আবর্জনাপূর্ণ কিছু পথ আছে। তিনি বলেন ঃ তার পরবর্তী পথ হয়ত পরিচ্ছন্ন হবে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ এই অংশ ঐ অংশের সমান বা পরিপূরক। সহীহ।

[মিশকাত ৫১২, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৮। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৮৪

[১] আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে ইয়াশকুরী অজ্ঞাত লোক। ইমাম যাহাবী বলেছেন, এবং তার শায়খের দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

https://www.facebook.com/178945132263517

80 - باب مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

অনুচ্ছেদ-৮০: অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা

534 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ " أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ ".

৫৩৪. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। মাদীনার কোন এক পথে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নাপাক অবস্থায় তার সাক্ষাত হয়। তিনি নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আবু হুরায়রাহ! তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি যখন আমাকে দেখেছেন তখন আমি নাপাক ছিলাম। এমতাবস্থায় গোসল না করে আপনার সাথে বসা আমি সংগত মনে করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি নাপাক হয় না। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৮৩, ২৮৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৭১); (ই. সে.) হা. ৭২৩]

535 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقِيَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَحِدْتُ عَنْهُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: " مَا لَكَ؟". قُلْتُ: كُنْتُ جُنُبًا . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ " .

৫৩৫. হুযায়ফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করেন। আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম। তাই আমি তাঁকে পাশ কাটিয়ে গোসল করতে গেলাম। অতঃপর আমি ফিরে এলে তিনি বলেন ঃ তোমার কি হলো? আমি বললাম, আমি নাপাক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলিম ব্যক্তি নাপাক হয় না। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৭২); (ই. সে.) হা. ৭২৪]

https://www.facebook.com/178945132263517

81 - باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ-৮১: কাপড়ে বীর্য লেগে যাওয়া প্রসঙ্গে

536 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الثَّوْبِ، يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ أَنَغْسِلُهُ أَوْ نَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصِيبُ ثَوْبَهُ فَيَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي ثَوْبِهِ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنَا أَرَى أَثَرَ الْغُسْلِ فِيهِ .

৫৩৬. আমর ইবনে মাইমূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র)-কে বীর্য লেগে যাওয়া পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমরা কি শুধু বীর্য লেগে যাওয়া অংশ ধৌত করবো, না গোটা কাপড়টিই ধৌত করবো? সুলায়মান (র) বলেন, আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধেয় বস্ত্রে বীর্য লেগে গেলে তিনি তা পরিধেয় থেকে ধুয়ে ফেলতেন, অতঃপর ঐ কাপড় পরেই সলাত পড়তে বেরিয়ে যেতেন এবং আমি তাতে ধোয়ার চিহ্ন দেখতে পেতাম। সহীহ।

[ইরওয়া ১৮০ সহীহ আবূ দাউদ ৩৯৭। বুখারী (তা.পা. : আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২২৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৮৯); (ই. সে.) হা. ৫৭৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৬৩]

82 - باب فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ-৮২: কাপড় থেকে বীর্য খুটিয়ে ফেলা

537 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدِي .

৫৩৭. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো কখনো আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলতাম। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৩৫। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৮৮); (ই. সে.) হা. ৫৭৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৬০]

https://www.facebook.com/178945132263517

538 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ فَاحْتَلَمَ فِيهَا فَاسْتَحْيَى أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الاِحْتِلاَمِ فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ أَفْسَدْتَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَفْرُكَهُ بِإِصْبَعِكَ رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِإِصْبَعِي .

৫৩৮. হাম্মাম ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে একজন মেহমান আসলে তিনি তার জন্য একটি হলুদ বর্ণের তোষক বিছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তাতে মেহমানের স্বপ্নদোষ হলো এবং স্বপ্নদোষের চিহ্ন বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে তোষকটি ফেরত পাঠাতে লজ্জাবোধ করে। তাই সে তা পানতে ডুবিয়ে ধৌত করার পর সেটি তাকে ফেরত পাঠায়। তখন আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, সে আমাদের কাপড়টি কেন নষ্ট করলো? তার জন্য তো আঙ্গুল দিয়ে তাঁ খুঁটে পেলাই যথেস্ট ছিল। কখনো কখনো আমি আমার আঙ্গুল দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলেছি। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৯০); (ই. সে.) হা. ৫৮১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৬৫]

539 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَحِكُّهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَحُتُّهُ عَنْهُ .

৫৩৯. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড়ে বীর্যের চিহ্ন দেখে তা নিজ হাতে খুঁটে তুলে ফেলেছি। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৮৮); (ই. সে.) হা. ৫৭৭]

83 - باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

অনুচ্ছেদ-৮৩: সহবাসকালে পরিধেয় কাপড়ে সলাত আদায় করা প্রসঙ্গে

540 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى .

৫৪০. মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তার বোন এবং

https://www.facebook.com/178945132263517

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাপড় পরে সহবাস করতেন তা পরেই কি তিনি সলাতও পড়তেন? তিনি বলেন, হাঁ, যদি তাতে নাপাকী না লাগতো। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৯০। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৬৬; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ২৯৪]

541 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ " نَعَمْ أُصَلِّي فِيهِ وَفِيهِ ". أَىْ قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ .

৫৪১. আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা থেকে পানির ফোটা পতিত হওয়া অবস্থায় আমাদের নিকট বের হয়ে আসেন। তিনি আমাদের এক কাপড়ে সলাত পড়ালেন, যার দুই প্রান্ত দুই (কাঁধে) বিপরীত দিকে ছিল। তিনি সলাত শেষ করলে পর উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে এক কাপড়ে সলাত পড়ালেন। তিনি বলেন ঃ হাঁ, তাতেই সলাত পড়েছি এবং এই কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমি সহবাস করেছি। হাসান।

[হাসান লিগাইরিহী। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: " نَعَمْ إِلاَّ أَنْ يَرَى فِيهِ شَيْئًا فَيَغْسِلَهُ ".

৫৪২. জাবির ইবনে সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, কোন ব্যক্তি যে কাপড় পরে সহবাস করেছে সে কাপড় পরেই কি সে সলাত পড়তে পাররে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তবে তাতে নাপাকী দৃষ্টিগোচর হলে তা ধুয়ে নিতে হবে। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৯০। মুসনাদে আহমাদ হা. ২০৯৫৮]

https://www.facebook.com/178945132263517

84 - باب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ-৮৪: উভয় মোজার উপর মাসাহ করার প্রসঙ্গে

543 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ لأَنَّ إِسْلاَمَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ .

৫৪৩. হাম্মাম ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রসাব করার পর উযু করলেন এবং তার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন। তাকে বলা হলো, আপনিও কি এরূপ করেন? তনি বলেন, আমাকে কোন জিনিস তা থেকে বাধা দিবে? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। ইবরাহীম (র) বলেন, জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু-র হাদিস শুনে লোকেরা বিস্মিত হতো। কারণ তিনি সূরা আল-মায়িদাহ নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৯৯, সহীহ আবূ দাউদ ১৪৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও (ফাতহুল বারী) হা. ৩৮৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৭২); (ই. সে.) হা. ৫২৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫১৩]

587 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ، عُيَيْنَةَ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .

৫৪৪. হুযায়ফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং তার চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

৫৪৫. মুগীরাহ ইবনে শু'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেতে বের হলেন। মুগীরা রাযিয়াল্লাহু আনহু এক পাত্র পানিসহ তাঁর অনুসরণ করেন। শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন সেরে উযু করেন এবং

https://www.facebook.com/178945132263517

তাঁর মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৯৭, সহীহ আবূ দাউদ ১৩৬, ১৩৯। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৮২, ২০৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৭৪); (ই. সে.) হা. ৫৩৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫১৭]

546 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَقَالَ عُمَرُ كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَمْ نَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ؟ قَالَ نَعَمْ .

৫৪৬. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি সাদ ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করতে দেখে বলেন, আপনারাও এটা করেছেন। এরপর তারা উভয়ে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এ নিকট একত্র হলেন। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন, আমার এই ভাতিজাকে মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ সম্পর্কে ফতওয়া দিন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকাকালে আমাদের চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করতাম। আমরা এতে আপত্তিকর দেখতে পাইনি। ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আর যদি সে পায়খানা সেরে আসে? তিনি বলেন, হাঁ (সে ক্ষেত্রেও)। সহীহ। [সহীহ। মুয়াত্তা মালিক হা. ৭২]

547 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

৫৪৭. আবদুল মুহাইমিন ইবনুল আব্বাস ইবনে সাহল আস্-সাইদী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেছেন এবং আমাদেরকেও মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

548 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُتَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ " هَلْ مِنْ مَاءٍ " . فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ لَحِقَ بِالْجَيْشِ فَأَمَّهُمْ .

৫৪৮. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফরে

https://www.facebook.com/178945132263517

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি বলেন, পানি আছে কি? তিনি উযু করেন এবং তাঁর চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন, অতঃপর সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে তাদের সলাতে ইমামতি করেন। যঈফ। **য'ঈফ।**[১]

[হাদীসটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন]

549 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ الْكِنْدِيُّ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ، أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

৫৪৯. বুরাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। (হাবশা-রাজা) নাজ্জাসী (র) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কালো রংয়ের একজোড়া মোজা উপহার পাঠান। তিনি তা পরিধান করেন, অতঃপর উযু করেন এবং মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন। **হাসান।**

[সহীহ আবূ দাউদ ১৪৪, আবূ দাউদ (আ.একা.) হা. ১৫৫; তিরমিযী (আ.মা.প্র.) হা. ২৮২০]

85 - باب فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ

অনুচ্ছেদ– ৮৫: মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসাহ করা প্রসঙ্গে

550 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ .

৫৫০. মুগীরাহ ইবনে শু'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসেহ করেন। **যঈফ।**[২]

[যঈফ আবূ দাউদ ২২ মিশকব ৫২১। তিরমিযী (আ.মা.প্র.) হা. ৯৭]

---

[১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদটি দুর্বল, মুনকাতি'। আবু যুর'আহ বলেছেন, সানাদারে আত্বা আল-খুরাসানী হাদীসটি আনাস (রাঃ) হতে শুনেনি। আর উকাইলী বলেছেন, সানাদে উমার ইবনু মুসান্না'র হাদীস অসংরক্ষিত।-- তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

[২] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত। আমি আবু যুর'আহ এবং মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) কে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তারা বলেছেন, এটি সহীহ নয়। ইমাম আবু দাউদও অনুরূপ ভাবে এটিকে দুর্বল বলেছেন। এর ত্রুটি হল ইনকিতা (বিছিন্নতা)। সেজন্যই এটি যঈফ সুনান' এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মিশকাত তাহক্বীক্ব আলবানী। আল্লামা বসুয়রী বলেছেন, সানাদের ওয়ালীদ একজন মুদাল্লিস।-- তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

551 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ دَفَعَهُ " إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ " . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ هَكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ وَخَطَّطَ بِالأَصَابِعِ .

৫৫১. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন সে উযু করছিল এবং তার চামড়ার মোজাদ্বয় ধৌত করছিল। তিনি তাকে হাতের ইশারায় নিষেধ করেন এবং বলেন ঃ আমাকে মাসেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারহাত দিয়ে দেখিয়ে বলেন ঃ এভাবে আঙ্গুলের মাথা থেকে নলার মূল পর্যন্ত এবং তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা রেখা টানেন (পায়ের নলা পর্যন্ত) নিতান্ত যঈফ।

[যঈফ আবূ দাউদ ১৯, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

86 - باب مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

অনুচ্ছেদ– ৮৬: মুকীম ও মুসাফিরের জন্য মাসাহ করার সময়সীমা প্রসঙ্গে

552 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتِ ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي. فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

৫৫২. শুরায়হ ইবনে হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি আলীর নিকট যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো। কারণ তিনি এ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। অতএব আমি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট পৌছে তাকে মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন ঃ মুকিমের জন্য একাধারে এক দিন ও এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য পূর্ণ তিন দিন পর্যন্ত। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৭৬); (ই. সে.) হা. ৫৩০]

---

[১] এই হাদীসটি 'যাওয়ায়িদ' এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন তা আছে ''তুহফাতুল আশরাক'' গ্রন্থে (২/৩৭৬)। অথচ আল্লামা বুসয়রী তা ''মিসবাহুয যুজাজাহ'' গ্রন্থে তুলে ধরেননি। আর আল্লামা সিন্দি ইবনে মাজাহর হাশিয়াহ-তে (১/১৯৬) বলেছেন '' এর সানাদে বাক্বিয়াহ সম্পর্কে সমালোচনা আছে।-আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

553 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثًا وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا .

৫৫৩. খুযাইমাহ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন (মাসেহ করার মেয়াদ) নির্ধারণ করেছেন। যদি প্রশ্নকারী আবেদন করতে থাকতো তাহলে তিনি হয়তো পাঁচ দিন নির্ধারণ করতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১৪৫। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৫৭; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৯৫]

554 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ - أَحْسِبُهُ قَالَ - وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " .

৫৫৪. খুযাইমাহ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিন দিন (রাবী বলেন) আমার ধারণামতে তিনি তিন রাত ও বলেছেন, মুসাফিরের জন্য মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করার মেয়াদ। সহীহ। [পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

555 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ الثُّمَالِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا الطُّهُورُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ " لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ " .

৫৫৫. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মোজার উপর মাসেহ করার মেয়াদ কত? তিনি বলেন ঃ মুসাফিরের জন্য একাধারে তিন দিন ও তিন রাত ও মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত। সহীহ লিগাইরিহী।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

556 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَبِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

https://www.facebook.com/178945132263517

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا أَنْ يَمْسَحَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً " .

৫৫৬. আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। উযু করে মোজা পরিধানের পর উযু ভঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য একাধারে তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন। হাসান।

[মিশকাত ৫১৯। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

87 - باب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ

অনুচ্ছেদ-৮৭: অনির্ধারিত সময়ের জন্য মাসাহ করা প্রসঙ্গে

557 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ يَوْمًا قَالَ " وَيَوْمَيْنِ". قَالَ وَثَلاَثًا حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ لَهُ " وَمَا بَدَا لَكَ ".

৫৫৭. উবাই ইবনে ইমারা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাড়িতে উভয় কিবলার দিকে মুখ করে সলাত পড়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমি কি মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করবো? তিনি বলেন? হাঁ। রাবী বলেন, এক দিন? তিনি বলেন ঃ দুই দিন। রাবী বলেন, তাহলে তিন দিন? এভাবে তিনি সাত (দিন) পর্যন্ত পৌঁছেন। তিনি তাকে বলেন ঃ যত দিন তোমার ইচ্ছা হয়। যঈফ। [১] [যঈফ আবূ দাউদ ২০-২১। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৫৮]

558 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَلَوِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ فَقَالَ مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ؟ قَالَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ . قَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ.

[১] আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীস বিশারদগণের ঐকমত্যে এটি দুর্বল হাদীস।- তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

৫৫৮. উক্ববাহ ইবনে আমের আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি মিসর থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট আসেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কবে থেকে তুমি মোজা খোলনি? তিনি বলেন, এক জুমুআর দিন থেকে পরবর্তী জুমুআর দিন পর্যন্ত। তিনি বলেন, তুমি সুন্নাতকে পেয়ে গেছো। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ২৬২২। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

88 - باب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৮৮: চামড়ার মোজা ও জুতার উপর মাসাহ প্রসঙ্গে

559 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ .

৫৫৯. মুগীরাহ ইবনে শু'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং সুতি মোজাদ্বয় ও জুতা জোড়ার উপর মাসেহ করেন। সহীহ।

[মিশকাত ৫২৩ ইরওয়া ১০১, সহীহ আবূ দাউদ ১৪৭। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫৫৯; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৯৯; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১২৫]

560 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . قَالَ الْمُعَلَّى فِي حَدِيثِهِ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ وَالنَّعْلَيْنِ .

৫৬০. আবূ মূসা আশ'আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং সুতি মোজাদ্বয় ও জুতা জোড়ার উপর মাসেহ করেন। মুআল্লা (র) তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, আমি অবশ্য জানি যে, তিনি জুতা জোড়ার কথা বলেছেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১৪৭। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

https://www.facebook.com/178945132263517

89 - باب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৮৯: পাগড়ীর উপর মাসাহ করা প্রসঙ্গে

561 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلاَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

৫৬১. বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চামড়ার মোজাদ্বয় ও পাগড়ির উপর মাসেহ করেছেন। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৭৫); (ই. সে.) হা. ৫৪৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫২৮, ৫২৯]

562 - حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ .

৫৬২. জাফর ইবনে আমর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চামড়ার মোজাদ্বয় ও পাগড়ির উপর মাসেহ করতে দেখেছি। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২০৪, ২০৫]

563 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ امْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ وَعَلَى خِمَارِكَ وَبِنَاصِيَتِكَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

৫৬৩. যায়েদ ইবনে সূহান রাযিয়াল্লাহু আনহু -র মুক্তদাস আবু মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-র সাথে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে উযু করার উদ্দেশে তার চামড়ার মোজাদ্বয় খুলতে দেখে তাকে বলেন, তুমি তোমার মোজাদ্বয়ের উপর, তোমার পাগড়ীর উপর ও তোমার মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোজাদ্বয় ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করতে দেখেছি। যঈফ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

https://www.facebook.com/178945132263517

564 - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ .

৫৬৪. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিতরী পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় উযু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর পাগড়ীর নিম্নভাগ দিয়ে তাঁর হাত প্রবেশ করিয়ে তাঁর মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করেন এবং পাগড়ী খুলেননি। যঈফ। [আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৪৭]

90 - باب مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

অনুচ্ছেদ-৯০: তায়াম্মুম প্রসঙ্গে

565 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ قَالَ سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةَ فَتَخَلَّفَتْ لِالْتِمَاسِهِ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرُّخْصَةَ فِي التَّيَمُّمِ . قَالَ فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَنَاكِبِ . قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ

৫৬৫. আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-র গলার হার হারিয়ে গেলে তিনি তার সন্ধানে পেছনে থেকে গেলেন। আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-র নিকট উপস্থিত হয়ে লোকদের অগ্রযাত্রায় বিলম্ব ঘটানোর জন্য তার উপর অসন্তুষ্ট হন। তখন মহামহিম আল্লাহ তাইয়াম্মুমের অনুমতি সম্বলিত আয়াত নাযিল করেন। রাবী বলেন, আমরা সেদিন থেকে কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করে আসছি। রাবী বলেন, আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-র নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি জানতাম না যে, তুমি এত কল্যাণময়ী। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৩৭। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৩৮ অনুরূপ]

566 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ .

https://www.facebook.com/178945132263517

৫৬৬. আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করেছি। সহীহ।

[সহীহ আবু দাউদ ৩৪০, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৩৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৮৬/১১২); (ই. সে.) হা. ৭২০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭০৫]

567 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعًا عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا " .

৫৬৭. আবু হুরায়রাহহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে মাসজিদও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে। সহীহ।

[ইরওয়া ৩৮৫। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫২৩); (ই. সে.) হা. ১০৫৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০৪৮]

568 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً .

৫৬৮. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট থেকে একটি হার ধার নেন এবং সেটি হারিয়ে যায়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটির খোঁজে লোক পাঠান। ইত্যবসরে তাদের সলাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তারা বিনা উযুতে সলাত পড়েন। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। তখন তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। উসাইদ ইবনে হুদাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করুন। আল্লাহর শপথ! যখনই আপনার উপর কোন কঠিন বিপদ এসেছে, তখনই আল্লাহ তা থেকে আপনার জন্য নাজাতের পথ বের করে দিয়েছেন এবং তাতে মুসলমানদের জন্য বরকত রেখেছেন। সহীহ।

[আবূ দাউদ ৩৩৪। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৫৮৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৬৭); (ই. সে.) হা. ৭১৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭০২]

https://www.facebook.com/178945132263517

91 - باب مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

অনুচ্ছেদ- ৯১: তায়াম্মুমে (মাটিতে) একবার হাত মারা প্রসঙ্গে

569 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ . فَقَالَ عُمَرُ لاَ تُصَلِّ . فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ " . وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

৫৬৯. আবদুর রহমান ইবনে আবযা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট এসে বললো, আমি অপবিত্র হয়েছি, কিন্তু পানি পাচ্ছি না (এখন কি করি)? উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তুমি সলাত পড়ো না। আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আমীলুল মুমিনীণ! আপনার কি স্মরণ আছে, আমি ও আপনি যখন এক যুদ্ধাভিযানে যোগদান করেছিলাম, আমরা অপবিত্র হয়ে পড়লাম, কিন্তু পানি পাইনি? তখন আপনি নামায পড়েননি, কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি করি, অতঃপর সলাত পড়ি। এরপর আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ঐ ঘটনা বর্ণনা করি। তিনি বলেন ঃ এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করার পর তাতে ফুঁ দেন, তারপর দুই হাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৫০। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৩৮]

570 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، أَنَّهُمَا سَأَلاَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ . قَالَ الْحَكَمُ وَيَدَيْهِ . وَقَالَ سَلَمَةُ وَمِرْفَقَيْهِ .

৫৭০. আল-হাকাম ও সালামাহ ইবনে কুহাইল (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট তাইয়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে এভাবে তাইয়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর দুই হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করেন, অতঃপর হস্তদ্বয় ঝেড়ে

https://www.facebook.com/178945132263517

তার মুখমণ্ডল ও (হাকামের বর্ণনায়) উভয় হাত মাসেহ করেন। সালামা (র) বলেন, তিনি তার দুই হাতের কনুই সমেত মাসেহ করেন। দুহাতের কনু ব্যতীত সহীহ কেননা কুনুর কথা মুনকার। [مرفقيه-এর বর্ণনা ব্যতীত হাদীসটি সহীহ। ঐ বর্ণনাটি মুনকার। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

92 - باب فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ৯২: তায়াম্মুম করার সময় জমিনে দুইবার হাত মারা প্রসঙ্গে

571 - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، حِينَ تَيَمَّمُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ .

৫৭১. আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। যখন মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে তাইয়াম্মুম করেন, তখন তিনি মুসলমানদের নির্দেশ দিলে তারা তাদের হাতের তালু দ্বারা মাটিতে আঘাত করেন, কিন্তু মাটি থেকে কিছুই নেননি। এরপর তারা তাদের মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করেন। তারা পুনরায় তাদের হাতের তালু দ্বারা মাটিতে আঘাত করেন এবং তাদের হাতসমূহ মাসেহ করেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৩৫, ৩৪২]

93 - باب فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ

অনুচ্ছেদ- ৯৩: অপবিত্র আহত ব্যক্তি গোসল করায় নিজের ক্ষতির আশংকা করলে

572 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلاً، أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلاَمٌ فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَفَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ ". قَالَ عَطَاءٌ وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ ".

৫৭২. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এক ব্যক্তি মাথায় আঘাত পেয়ে আহত হলো, অতঃপর তার স্বপ্নদোষ

https://www.facebook.com/178945132263517

হলো। তাকে গোসলের নির্দেশ দেয়া হলে সে গোসল করলো। ফলে সে সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলো। এই সংবাদ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের হত্যা করুন। অজ্ঞতার প্রতিষেধক কি জিজ্ঞাসা নয়? **আতা (র) বলেন, আমাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সে যদি তার শরীর ধৌত করতো এবং তার মাথা বাদ দিতো যেখানে জখম হয়েছে!** 'আতা বর্ণিত .... بلغنا أن النبى অংশ ব্যতীত হাদীসটি হাসান।

[আবূ দাউদ ৩৬৪, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৩৭]

94 - باب مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ- ৯৪: অপবিত্রতা থেকে গোসল প্রসঙ্গে

573 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ، مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ فِي الأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ

৫৭৩. মায়মূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোসলের পানি রেখে দিলে তিনি অপবিত্রতার গোসল করেন। তিনি তাঁর বাম হাত দিয়ে পানির পাত্রটি কাত করে তাঁর ডান হাতে পানি ঢালেন এবং দুই হাতের তালু কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর নিজের লজ্জাস্থান ধৌত করেন, অতঃপর হস্তদ্বয় মাটিতে ঘষেন, অতঃপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার এবং দুই হাত তিন বার ধুলেন, অতঃপর নিজের সমস্ত শরীরে পানি ঢালেন, তারপর একটু সরে গিয়ে তাঁর দুই পা ধৌত করেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৪৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৪৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩১৭); (ই. সে.) হা. ৬২৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬১৩]

574 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ

https://www.facebook.com/178945132263517

الْجَنَابَةِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَّاتٍ ثُمَّ يُدْخِلُهَا فِي الإِنَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَغْسِلُ رُءُوسَنَا خَمْسَ مِرَارٍ مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ .

৫৭৪. জুমাই ইবনে উমাইর আত-তাইমী (র) বলেন, আমি আমার ফুফু ও খালার সাথে আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-র নিকট প্রবেশ করলাম। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্রতার গোসলে কি কি করতেন? আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তিনি প্রথমে তাঁর উভয় হাতে তিনবার পানি ঢালতেন, অতঃপর হাত পানির পাত্রে ঢুকাতেন, অতঃপর তিনবার মাথা ধৌত করতেন, অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়াতেন। আর আমরা আমাদের মাথার চুল ঘন হওয়ায় তা পাঁচবার ধৌত করি। অত্যান্ত যঈফ। [১] [মিশকাত ৪৫৯ যঈফ আবূ দাউদ ৩৩, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৪১]

95 - باب فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ- ৯৫: জানাবাত থেকে গোসল করা

575 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفٍّ ".

৫৭৫. জুবাইর ইবনে মুতঈম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে বাতদানুবাদে লিপ্ত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তো হাত ভর্তি করে তিনবার আমার মাথায় পানি ঢেলে থাকি। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২৩৯। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৫৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩২৭); (ই. সে.) হা. ৬৪৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৩১৩]

576 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَهُ عَنِ الْغُسْلِ، مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ثَلاَثًا . فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ . فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ .

[১] আল্লামা মুনবিরী বলেছেন, সানাদের জুমাই' ইবনু উমাইর এর হাদীস দ্বারা দলির গ্রহণ করা যায় না।-আওনুল মা'বূদ

https://www.facebook.com/178945132263517

৫৭৬. আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাকে নাপাকির গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তিনবার বলেন লোকটি বললো, আমার মাথার চুল তো বেশ ঘন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল তোমার চুলের চাইতে অধিক ঘন ছিল এবং তিনি (তোমার চাইতে) অধিক পবিত্রতা সচেতন ছিলেন। সহীহ লিগাইরিহী।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১১৭১২]

577 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَمَّا أَنَا فَأَحْثُو عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا ".

৫৭৭. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শীতপ্রধান অঞ্চলে কিভাবে নাপাকির গোসল করবো? । তিনি বলেন ঃ আমি তো হাতে পানি নিয়ে তিনবার আমার মাথায় ঢেলে থাকি। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩২৮); (ই. সে.) হা. ৬৪৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬৩৩]

578 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ كَمْ أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي وَأَنَا جُنُبٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ . قَالَ الرَّجُلُ إِنَّ شَعْرِي طَوِيلٌ . قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ .

৫৭৮.আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, অপবিত্রতার গোসলে আমি আমার মাথায় কতবার পানি ঢালবো? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল ছিল তোমার চুলের চাইতে অধিক (লম্বা) এবং (তিনি ছিলেন) অধিক পবিত্রতা সচেতন। হাসান সহীহ। [মুসনাদে আহমাদ হা. ৭৪১২]

96 - باب فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-৯৬: গোসলের পর উযূ করা প্রসঙ্গে

579 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

https://www.facebook.com/178945132263517

৫৭৯. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসলের পর উযু করতেন না। **সহীহ।**

[মিশকাত ৪৪৫, সহীহ আবূ দাউদ ২৪৪। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৫০; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১০৭; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ২৫২]

97 - باب فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

অনুচ্ছেদ-৯৭: মহিলার অপবিত্রতার গোসলের পূর্বে কোন লোকের স্বীয় স্ত্রীর শরীরের সঙ্গে শরীর লাগিয়ে গরম করা প্রসঙ্গে

580 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ .

৫৮০. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসল করার পর এবং আমার গোসলের পূর্বে আমাকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণতা লাভ করতেন। **যঈফ।** [১]

[মিশকাত ৪৫৯, যঈফ আবূ দাউদ ৪৪ আহদীসুয আহদীসুয আহদীসুয যঈফাহ ৫৬৫৭। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১২৩]

98 - باب فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً

অনুচ্ছেদ-৯৮: পানি স্পর্শ ব্যতিরেকে অপবিত্র অবস্থায় নিদ্রা যাওয়া প্রসঙ্গে

581 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ .

৫৮১. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র হতেন, তারপর গোসল না করেই ঘুমিয়ে যেতেন, অতঃপর উঠে গোসল করতেন। **সহীহ।** [আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২২৮; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১১৮]

---

[১] এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হচ্ছে, সানাদে রয়েছে হাদীস বর্ণনা করেছেন শারীক, হুরাইস হতে। সানাদে শারীকহল ইবনু ''আব্দুল্লাহ আল-কাযী। তার স্মরণ শক্তি খারাপ। আর সানাদে হুরাইস হল বিনু আবী মাত্বার আবু আমির হান্নাত। সেদুর্বল। ইমাম বুখারী ও নাসায়ী তাকে বর্জন করেছেন। সেই হল এই সানাদের মুসিবত। অতএব মিরআত গ্রন্থে (১/৩৩৩) যে রয়েছে ''এর সানাদ হাসান''-তা হাসান নয়!-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

582 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً .

৫৮২. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন মনে করলে তা পূর্ণ করতেন, অতঃপর সেই অবস্থায় গোসল না করে ঘুমিয়ে যেতেন। সহীহ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২২৮; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১১৮]

583 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً . قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرْتُ الْحَدِيثَ يَوْمًا فَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ يَا فَتَى يُشَدُّ هَذَا الْحَدِيثُ بِشَىْءٍ .

৫৮৩. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র হতেন, অতঃপর গোসল না করে সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে যেতেন। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি একদিন এই হাদীস বর্ণনা করলে ইসমাঈল (র) আমাকে বলেন, হে যুবক! হাদীসটি কোন কিছুর সাথে মজবুত করে বেঁধে রাখা হোক। সহীহ। [পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

99 - باب مَنْ قَالَ لاَ يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৯৯: অপবিত্র ব্যক্তি সলাতের ন্যায় উযূ করা ব্যতীত ঘুমাবে না

584 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .

৫৮৪. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র হওয়ার পর ঘুমানোর ইচ্ছা করলে তার পূর্বে সলাতের উযুর ন্যায় উযু করে নিতেন। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৩৯০, সহীহ আবু দাউদ ৩৯০। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৮৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩০৫); (ই. সে.) হা. ৬০৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৯০]

585 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ "نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ ".

https://www.facebook.com/178945132263517

৫৮৫. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমাদের কেউ কি অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে পারে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, সে উযু করে নিলে পারবে। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২১৭। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৮৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩০৬); (ই. সে.) হা. ৬০৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৯৩]

586 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ .

৫৮৬. আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাতের বেলা অপবিত্র হতেন, অতঃপর ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উযু করে ঘুমানোর নির্দেশ দেন। সহীহ। [মুসনাদে আহমাদ হা. ১১৫৪০]

100 - باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ

অনুচ্ছেদ- ১০০: স্ত্রীর সাথে পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে উযূ করে নেবে

587 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

৫৮৭. আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ স্ত্রীসহবাসের পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে সে যেন উযু করে নেয়। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২১৬। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩০৮); (ই. সে.) হা. ৬১৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৯৮]

101 - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلاً وَاحِدًا

অনুচ্ছেদ- ১০১: সব স্ত্রীর সংগে সহবাস করার পর একেবার গোসল করা

https://www.facebook.com/178945132263517

588 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ .

৫৮৮. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস শেষে একবার গোসল করতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২১১-২১৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৮৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩০৯); (ই. সে.) হা. ৬১৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৯৯]

589 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُسْلاً فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ .

৫৮৯. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসলের পানি প্রস্তুত করে রাখলাম। তিনি একই রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর একবার গোসল করেন। সহীহ লিগাইরিহী।

[সহীহ আবূ দাউদ ২১৪]

102 - باب فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلاً

অনুচ্ছেদ- ১০২: প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর গোসল করা

590 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، سَلْمَى عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا فَقَالَ " هُوَ أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ " .

৫৯০. আবু রাফে রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে তাঁর স্ত্রীগণের সাথে সহবাস করলেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের সাথে সহবাসের পর পর গোসল করেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কেন একবার গোসল করলেন না? তিনি বলেন ঃ সেটি অধিকতর বিশুদ্ধ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। হাসান।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২১৯]

https://www.facebook.com/178945132263517

103 - باب فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

অনুচ্ছেদ- ১০৩: অপবিত্র অবস্থায় পানাহার করা

591 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَغُنْدَرٌ، وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ .

৫৯১. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করলে উযু করে নিতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২২০ মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩০৫); (ই. সে.) হা. ৬০৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৯১]

592 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ؟ قَالَ " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .

৫৯২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপবিত্র ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে কি ঘুমাতে বা পানাহার করতে পারে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, যদি সে তার সলাতের উযুর ন্যায় উযু করে নেয়। সহীহ।

[হাদীস নং- ৫৮৫ দ্বারা সহীহ, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

104 - باب مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ

অনুচ্ছেদ- ১০৪: পানাহারের জন্য দু' হাত ধোয়া যথেষ্ট

593 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ .

৫৯৩. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় খাদ্য গ্রহনের ইচ্ছা করলে তাঁর দু'হাত ধুয়ে নিতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২১৯। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩০৫); (ই. সে.) হা. ৬০৭]

https://www.facebook.com/178945132263517

105 - باب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

অনুচ্ছেদ- ১০৫: বিনা উযূতে কুরআন তিলাওয়াত করা প্রসঙ্গে

594 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي الْخَلاَءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلاَ يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ وَلاَ يَحْجُزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَىْءٌ إِلاَّ الْجَنَابَةَ .

৫৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনে সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবূ তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট গেলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় গিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে বের হয়ে এসে আমাদের সাথে রুটি ও গোশত খেতেন, কুরান তিলাওয়াত করতেন এবং তাঁকে কোন জিনিস এ থেকে বিরত রাখতো না। রাবী কখনো কখনো বলতেন, গোসলের প্রয়োজন হয় এরূপ নাপাক অবস্থা ব্যতীত কোন জিনিস তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতো না। যঈফ। [১]

[মিশকাত ৪৬০ যঈফ আবূ দাউদ ৩১ ইরওয়া ১৯২, ৪৮৫। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৪৬; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৬]

595 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ " .

৫৯৫. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবর্তী স্ত্রীলোক কুরআন তিলাওয়াত করবে না। মুনকার। [২]

[মিশকাত ৪৬১, ইরওয়া ১৯২। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

---

[১] হাদীসের সানাদে আব্দুল্লাহ ইবনু সালমার স্মরণ শক্তি শেষ বয়সে বিকৃত হয়ে যায় এবং তার সূত্রে আমার ইবনু সুররা ঐ অবস্থায়ই হাদীসটি বর্ণনা করেন। এ কারণ হাদীসটি সন্দেহ জনক ও দুর্বল গণ্য হয়। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস অনুসরণের অযোগ্য। ইমাম শাফেরী বলেছেন, হাদীস বিশারদগণের কেউ হাদীসটিকে দলিল রূপে গ্রহণ করেন নি।-ইরওয়াউল গালীল

[২] ইমাম বায়হাকী বলেছেন, এতে প্রশ্ন রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেছেন, এটি ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশের বর্ণনা। সে হিজাজ ও ইরাকবাসীর সূত্রে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। এটি তার হিজাজবাসীর সূত্রে বর্ণনা। অতএব এটি দুর্বল। আল্লামা উকাইলী বলেছেন, আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা ইমাম আহমাদ সূত্রে বলেন, তিনি বলেছেন, এটি বাতিল। তিনি ইসমাঈল ইবনু 'আইয়্যাশকে সন্দেহ করেছেন।-ইরওয়াউল গালীল

https://www.facebook.com/178945132263517

596 - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ" .

৫৯৬. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী স্ত্রীলোক কুরআনের কিছুই তিলাওয়াত করবে না। মুনকার। [১]

[মিশকাত ৪৬১ ইরওয়া ১৯২। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৩১]

106 - باب تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

অনুচ্ছেদ- ১০৬: প্রতিটি পশমের গোড়া অপবিত্র হওয়া প্রসঙ্গে

597 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ" .

৫৯৭. আবু হুরায়রাহহহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাললাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় প্রতিটি লোমকূপে নাপাকী আছে। অতএব তোমরা লোমকূপ উত্তমরূপে ধৌত করো এবং দেহের চামড়া পরিষ্কার করো। যঈফ। [২]

[মিশকাত ৪৪৩ যঈফ আবূ দাউদ ৩৭। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৪৮; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১০৬]

598 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا " . قُلْتُ وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ؟ قَالَ " غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً " .

---

[১] এ সানাদেও ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশ রয়েছে। তাই এর এটিও উপরোক্ত (৫৯৫ নং হাদীসের বর্ণিত) ত্রুটির অনুরূপ।

[২] তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব। সানাদে বর্ণনাকারী হারীস ইবনু ওয়াজীহ অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। এ হাদীসটি আমাদের কাছে কেবল তার মাধ্যমেই পৌছেছে। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, তার হাদীসটি মুনকার এবং সে দুর্বল।-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

৫৯৮. আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের সলাত, এক জুমু'আহ থেকে পরবর্তী জুমু'আহ এবং আমানত ফেরত দেয়া এদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারাস্বরূপ। আমি বললাম, আমানত ফেরত দেয়ার অর্থ কি? তিনি বলেন ঃ নাপাকির গোসল করা। কেননা প্রতিটি লোমকূপে নাপাকী আছে। যঈফ।

[যঈফ আবূ দাউদ ৩৭, আহদীসুয যঈফাহ ৩৮০১]

599 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ " . قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِي . وَكَانَ يَجُزُّهُ .

৫৯৯. আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নাপাকি গোসলে তার দেহের একটি পশমও (না ধুয়ে) ছেড়ে দেয়, সে গোসলই করেনি। তাকে জাহান্নাম এই শাস্তি দেয়া হবে। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর থেকে আমি আমার চুলের সাথে শত্রুতা করে আসছি। তিনি তার মাথা মুণ্ডন করতেন। যঈফ। [১] [যঈফ আবূ দাউদ ৩৮, ইরওয়াউল গালাল ১৩৩। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৪৯]

107 - باب فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ-১০৭: পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদের স্বপ্নদোষ হওয়া প্রসঙ্গে

600 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ " نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ" . فَقُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا ".

[১] হাদীসটির চারটি দোষ রয়েছে। (১) সানাদে জাযান বিতর্কিত বর্ণনাকারী, (২) সানাদে হাম্মাদ সন্দেহভাজন, (৩) সানাদের আত্বা ইবনু সায়িব মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বে ও পরে সর্বাবস্থায় দুর্বল (৪) এ বর্ণনাটি মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বের না পরের না জানা যায়নি। ইমাম নাববী বলেছেন, হাদীসটি দুর্বল। সানাদের আত্বাকে মস্তিষ্ক বিকৃতির আগেই দুর্বল বলা হয়েছে। সানাদে হাম্মাদের অনেক সন্দেহ প্রবণতা আছে, এবং তার সানাদে জাযান এর ব্যাপার মতপার্থক্য আছে। -যঈফাহ্

https://www.facebook.com/178945132263517

৬০০. উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করেন যে, স্ত্রীলোকের যদি পুরুষ লোকের ন্যায় স্বপ্নদোষ হয় তবে কি করবে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, সে পানি (বীর্য) দেখতে পেলে যেন গোসল করে। আমি বললাম, তুমি তো নারীদের অবমাননা করলে। মহিলাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার হাত ধুলিমলিন হোক, তা না হলে সন্তান মাতৃসদৃশ হয় কেন? সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২৩৬। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৩০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩১৩); (ই. সে.) হা. ৬১৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬০৩]

601 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ". فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَكُونُ هَذَا؟ قَالَ " نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلاَ أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ ".

৬০১. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। উম্মু সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করেন, পুরুষের ন্যায় কোন নারীর স্বপ্নদোষ হলে সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তার স্বপ্নদোষ হয় এবং তার বীর্যপাত হয়, তবে তাকে গোসল করতে হবে। উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ তাই কি হয়? তিনি বলেন ঃ হাঁ পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা এবং স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা হলদে রংবিশিষ্ট। সুতরাং এদের মধ্যে যার বীর্য আগে স্থালিত হয় সন্তান তার সদৃশ হয়। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১৩৪২। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩১০); (ই. সে.) হা. ৬১৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬০৩]

602 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ " لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ ".

৬০২. খাওলা বিনতে হাকীম রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেসা করেন, পুরুষের ন্যায় নারীর স্বপ্নদোষ হলে? তিনি বলেন?

https://www.facebook.com/178945132263517

বীর্যপাত না হওয়া পর্যন্ত গোসলকরা তার কর্তব্য নয়, যেমন পুরুষের বীর্যপাত না হলে গোসল করতে হয় না। হাসান।

[আহাদীসুস সহীহাহ ২১৮৭। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

108 - بَاب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ- ১০৮: মহিলাদের অপবিত্রতা থেকে গোসল করা

603 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ " إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ ". أَوْ قَالَ " فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ " .

৬০৩. উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার চুলের খোপা খুব শক্ত করে বেঁধে থাকি। আমি নাপাকির গোসল করতে কি তা খুলে নিব? তিনি বলেন ঃ তোমার হাতে করে তিনবার মাথায় পানি ঢাললেই তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। অতঃপর তুমি তোমার সমস্ত দেহে পানি ঢেলে দিবে এবং তাতেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে অথবা তিনি বলেন ঃ এরূপ করলেই তুমি পবিত্র হয়ে গেলে। সহীহ

[ইরওয়া ১৩৬ সহীহ আবূ দাউদ ২৪৫, আহাদীসুস আহাদীসুস সহীহাহ ১৮৯। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৩০); (ই. সে.) হা. ৬৫০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬৩৫]

604 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هَذَا أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ .

৬০৪. উবাইদ ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা জানতে পারলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রীদের (নাপাকির) গোসলের সময় তাদের মাথার চুলের খোপা খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, আমরের পুত্রের এ কাজে আশ্চর্য বোধ করছি। সে তার স্ত্রীগণকে তাদের মাথা কামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয় না

https://www.facebook.com/178945132263517

কেন? অবশ্যই আমি ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে গোসল করেছি। আমি আমার হাতে তিনবার পানি নিয়ে আমার মাথায় ঢেলেছি, এর বেশি নয়। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭০। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৩১); (ই. সে.) হা. ৬৫৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬৩৮]

109 - باب الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ

অনুচ্ছেদ-১০৯: অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কি স্থির পানিতে ডুব দেয়া যথেষ্ট?

605 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ". فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً.

৬০৫. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে নাপাকির গোসল না করে। তিনি বলেন, তাহলে সে কিভাবে গোসল করবে, হে আবু হুরায়রাহহহ! তিনি বলেন, কোন পাত্রে পানি তুলে নিয়ে গোসল করবে। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৮৩); (ই. সে.) হা. ৫৬৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৪৯]

110 - باب الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ- ১১০: বীর্যপাতে গোসল ওয়াজিব হয়

606 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ " لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ ؟". قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: "إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ " .

৬০৬. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর নিকট দিয়ে গেলেন এবং তাকে ডেকে পাঠালেন। সে বেরিয়ে এলো এবং তখন তার মাথা থেকে পানি ঝরছিল। তিনি বলেন ঃ সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াহুড়ার

https://www.facebook.com/178945132263517

মধ্যে ফেলেছি? সে বললো, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলেন ঃ যখন তোমার তাড়াহুড়া করতে হয় এবং তোমার বীর্যপাত না হয়, তখন তোমার জন্য গোসল অপরিহার্য নয়, তুমি উযু করে নিবে। সহীহ। সহীহ। হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে।

[সহীহ আবূ দাউদ ২১০ । বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৮০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৪৫); (ই. সে.) হা. ৬৮৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬৬৯]

607 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " .

৬০৭. আবু আইয়ুব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হয়। সহীহ।

[নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৯৯]

111 - باب مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ১১১: পুরুষ ও নারীর লজ্জাস্থান মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গ

608 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا .

৬০৮. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই বিপরীত লিঙ্গ পরস্পর মিলিত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়। আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছি এবং আমরা গোসল করেছি। সহীহ।

[আহকামুল জানায়িয সহীহাহ ১৬৬১ ইরওয়া ৮০ মিশকাত ৪৪২। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৪৯); (ই. সে.) হা. ৬৯১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬৭৬]

609 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنْبَأَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ .

৬০৯. উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক

https://www.facebook.com/178945132263517

যুগে বীর্যপাতের ফলে গোসল ওয়াজিব ছিল না। অতঃপর আমাদেরকে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২০৭, ২০৮ আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২১৪; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১১০]

610 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ " إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " .

৬১০. আবূ হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার (স্ত্রী) চার অঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে উপবিষ্ট হয় এবং তার সাথে সংগম করে, তখন গোসল ওয়াজিব হয়। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২০৯ ইরওয়া ১/১২২। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৯১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৪৮); (ই. সে.) হা. ৬৮৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬৭৪]

611 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " .

৬১১. আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই বিপরীত লিঙ্গ পরস্পর মিলিত হলে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ অদৃশ্য হয়ে গেলেই গোসল ওয়াজিব হয়। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৩/২৬০। মুসনাদে আহমাদ হা. ৬৬৭০]

112 - باب مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلاً

অনুচ্ছেদ- ১১২: স্বপ্নদোষের পর আর্দ্রতা দেখতে না পেলে

612 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلَلاً وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ ".

৬১২. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে উঠে ভিজা দেখতে পায় কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা তার মনে না পড়ে তাহলে সে গোসল করবে। অপরদিকে তার স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ হলে, কিন্তু ভিজা

https://www.facebook.com/178945132263517

দেখতে না পেলে তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়। হাসান।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৩৬; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১১৩]

113 - باب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-১১৩: গোসলের সময় পর্দা করা প্রসঙ্গে

613 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ " وَلِّنِي ". فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ .

৬১৩. আবুস সামহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতাম। তিনি গোসলের ইচ্ছা করলে বলতেন ঃ আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াও। আমি তাঁর দিকে আমার পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াতাম এবং কাপড় লম্বা করে তা দিয়ে তাকে আড়াল করতাম। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৪০০। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৭৬; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ২২৪]

614 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَبَّحَ فِي سَفَرٍ حَتَّى أَخْبَرَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ .

৬১৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সফররত অবস্থায় চাশতের সলাত পড়তেন? আমাকে অবহিত করার মত কাউকে আমি পেলাম না। অবশেষে উম্মু হানী বিনতে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহা আমাকে অবহিত করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর সেখানে আসেন। তিনি আড়াল করার জন্য নির্দেশ দেন। সে মতে তাঁর জন্য আড়ালের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি গোসল করেন, অতঃপর আট রাকআত (চাশতের) সলাত পড়েন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৫৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৩৬); (ই. সে.) হা. ৬৭১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬৫৬]

https://www.facebook.com/178945132263517

615 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ وَلاَ فَوْقَ سَطْحٍ لاَ يُوَارِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى " .

৬১৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন আড়ালের ব্যবস্থা না করে উন্মুক্ত ময়দানে কিংবা ছাদের উপরে গোসল না করে। কারণ সে তাঁকে না দেখলেও তিনি (আল্লাহ) তাকে দেখেন। নিতান্ত যঈফ।[১]

[আহদীসুয যঈফাহ ৪৮১৮। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

114 - باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ

অনুচ্ছেদ- ১১৪: পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায আদায় করা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে

616 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَبْدَأْ بِهِ " .

৬১৬. আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পায়খানায় যাওয়ার মনস্থ করলে এবং সলাতের ইকামতও হতে থাকলে সে যেন প্রথমে পায়খানা সেরে নেয়। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৮০। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮৮; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৪২; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৮৫২]

617 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ادَمَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ .

---

[১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাটি দুর্বল। কেননা সানাদে হাসান ইবনু উমারাহ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। বলা হয়, তার হাদীস বর্জনের ব্যাপারে সকলে একমত হয়েছেন। আর সানাদে আবু উবাইদাহ, বলা হয়; তিনি হাদীসটি তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ হতে শুনেননি।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

৬১৭. আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন। সহীহ।

[আবূ দাউদ ১১, ১২। মুসনাদে আহমাদ হা. ২২২০৬, ২২২৯৫]

618 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَبِهِ أَذًى " .

৬১৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে সলাতে না দাঁড়ায়। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ৯৬৯৫, ১০০৯৬]

619 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لاَ يَقُومُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ".

৬১৯. সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলমানের পেশাব-পায়খানার বেগ হলে সে যেন তা থেকে হালকা না হয়ে সলাতে না দাঁড়ায়। সহীহ।

[তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৫৭ অনুরূপ]

115 - باب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَقْرَاءَهَا

অনুচ্ছেদ- ১১৫: ঋতুবর্তী স্ত্রীলোকের হায়যের সময় পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত নির্গত হওয়া প্রসঙ্গে

620 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ " .

৬২০. ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ

https://www.facebook.com/178945132263517

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তার কাছে ঋতুস্রাব সম্পর্কে অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা এক প্রকার শিরাজনিত রোগ। সুতরাং তুমি লক্ষ্য রাখবে যে, তোমার হায়েয শুরু হলে সলাত পড়বে না। হায়েয কাল (মাসিক সময়) উত্তীর্ণ হওয়ার পর তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে, অতঃপর দুই হায়েযের মধ্যবর্তী কালে সলাত পড়বে। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২৭২ ইরওয়া ২১১৯। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৮০; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৩৫৮]

621 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ " لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي". هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ .

৬২১. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার অনবরত রক্তস্রাব হতে থাকে এবং আমি পবিত্র হতে পারি না। আমি কি সলাত ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন ঃ না, বরং এটি হচ্ছে একটি শিরাজনিত রোগ এবং এটা হায়েযের রক্ত নয়। অতএব তোমার ঋতুস্রাব দেখা দিলে তুমি সলাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে তুমি রক্ত ধুয়ে ফেলে সলাত পড়বে। সহীহ।

[ইরওয়া ১৮৯, সহীহ আবূ দাউদ ২৮০। এটা ওয়াকী' (র)-এর হাদীস। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩০৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৩৩); (ই. সে.) হা. ৬৫৯;]

622 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، إِمْلاَءً عَلَىَّ مِنْ كِتَابِهِ وَكَانَ السَّائِلُ غَيْرِي - أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً طَوِيلَةً . قَالَتْ: فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ . قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زَيْنَبَ . قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . قَالَ " وَمَا هِيَ أَىْ هَنْتَاهْ؟". قُلْتُ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيلَةً كَبِيرَةً وَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا؟ قَالَ " أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ " . قُلْتُ هُوَ أَكْثَرُ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ .

https://www.facebook.com/178945132263517

৬২২. উম্মু হাবীবাহ বিনতে যাহ্‌শ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ইস্তিহাযার রক্ত খুব বেশি দিন ধরে নির্গত হতো। আমি এ ব্যাপারে সমাধান জানতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসার্‌লামের নিকট এলাম এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। রাবী বলেন, আমি তাঁকে আমার বোন যয়নবের নিকট পেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথে আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। তিনি বলেন ঃ তা কি, হে আমার প্রিয় শ্যালিকা? আমি বললাম, আমার খুব বেশি পরিমাণে দীর্ঘ সময় ধরে ইস্তিহাযার রক্ত আসে, যা আমাকে নামায-রোযা থেকে বিরত রাখে। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? তিনি বলেন, আমি তোমাকে তুলার পট্টি ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা তা রক্ত প্রতিরোধক। আমি বললাম, তা পরিমাণে আরও বেশি।... পরবর্তী বর্ণনা শারীকের হাদীসের অনুরূপ। হাসান।

[সহীহ। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৮৭; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১২৮]

623 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: "لاَ وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ "وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَصَلِّي".

৬২৩. উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমাধান জানতে চেয়ে বলেন, আমার অনবরত রক্তস্রাব হয়, আমি কখনো পবিত্র হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন ঃ না, বরং তুমি তোমার হায়েযের মেয়াদে নামায ত্যাগ করো। আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর রিওয়ায়াতে আছে ঃ প্রতি মাসে হায়েযের সমপরিমাণ মেয়াদ নির্ধারণ করো, অতঃপর গোসল করে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নামায পড়ো। সহীহ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৭৪; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ২০৮]

624 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: "لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

৬২৪. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার রক্তস্রাব হতেই থাকে এবং আমি কখনো পবিত্র হতে পারি না। আমি কি সলাত ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন ঃ না, এটা এক প্রকার শিরাজনিত রোগ, এটা হায়েযের রক্ত নয়। তুমি তোমার হায়েযের মেয়াদকাল সলাতের থেকে রিবত থাকো, অতঃপর গোসল করো এবং প্রতি ওয়াক্ত সলাতের জন্য উযু করে সলাত পড়ো, **যদিও সলাতের পাটিতে রক্ত পড়ে।**

وإن قطر الدم.... অংশ বাদে হাদীসটি সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২৮০, ৩১২, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩০৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৩৩); (ই. সে.) হা. ৬৫৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬৪৪]

625 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي".

৬২৫. আদী ইবনে সাবিত (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইস্তিহাযায় (রক্তপ্রদরে) আক্রান্ত নারী তার হায়েযের মেয়াদকাল সলাত ত্যাগ করবে। এরপর সে গোসল করবে এবং প্রতি ওয়াক্ত সলাতের জন্য উযু করবে এবং সলাত-সিয়াম করবে। সহীহ।

সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতার সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: ইস্তিহাযাগ্রস্থ (স্রাবজনিত রোগাক্রান্ত) মহিলা তার হায়য চলাকালীন সময়ে নামায ছেড়ে দেবে। এরপর সে গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য উযূ করবে। আর সাওম পালন করবে এবং নামায আদায় করবে। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩১১ ইরওয়া ২০৭, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৯৭; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১২৬]

116 - باب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا

অনুচ্ছেদ-১১৬: যখন ইস্তিহাযা ও হায়যের সংমিশ্রণ ঘটে, ফলে যে স্ত্রীলোক হায়যের সময়কাল বুঝতে পারে না তখন করণীয় কী?

626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ

https://www.facebook.com/178945132263517

اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تُصَلِّي وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ .

৬২৬. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ বিনতে জাহ্‌শ রাযিয়াল্লাহু আনহা-র ইস্তিহাযা (রক্তপ্রদর) হলো। তিনি সাত বছর তার স্ত্রীত্বে ছিলেন। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে অভিযোগ করলে তিনি বলেন ঃ এটা হায়েযের রক্ত নয়, বরং তা একটি শিরাজনিত রোগ। তোমার হায়েয শুরু হলে তুমি সলাত ছেড়ে দিবে এবং হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে তুমি গোসল করে সলাত পড়বে। আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর তিনি প্রতি ওয়াক্ত সলাতের জন্য গোসল করে সলাত পড়তেন। তিনি তার বোন যয়নব বিনতে জাহ্‌শ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর পানির পাত্রে বসতেন, এমনকি রক্তের লাল রংয়ে পানি রঞ্জিত হয়ে যেত। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২৮২, ২৮৩, ২৯৩, ২৯৮, ৩০০। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩২৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৩৪); (ই. সে.) হা. ৬৬২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬৪৭]

117 - باب مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

অনুচ্ছেদ- ১১৭: ঐ সমস্ত কুমারী মেয়ের বর্ণনা, যার প্রথমেই ইস্তিহাযা (রোগ) এসেছে অথবা যে হায়যের ইদ্দতের কথা ভূলে গেছে

627 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ، حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً . قَالَ لَهَا " احْتَشِي كُرْسُفًا " . قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا . قَالَ " تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ

https://www.facebook.com/178945132263517

أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلاً فَصَلِّي وَصُومِي ثَلاَثَةً وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلاً وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلاً وَهَذَا أَحَبُّ الأَمْرَيْنِ إِلَىَّ ".

৬২৭. হামনা বিনতে জাহ্‌শ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তার ইস্তিহাযা শুরু হলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আমার প্রচুর পরিমাণে হায়েযের রক্ত আসে। তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি তুলার পট্টি ব্যবহার করো। হামনা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, তা অত্যধিক। আমার সারাক্ষণই স্রাব হতে থাকে। তিনি বলেন ঃ তাহলে স্রাব নির্গত স্থানে কাপড়েরর পট্টি বাঁধো এবং প্রতি মাসের ছয় বা সাত দিন হায়েযের মেয়াদ গণ্য করো, অতঃপর গোসল কর এবং বাকি তেইশ বা চব্বিশ দিন সলাত সিয়াম পালন কর। যোহরের সলাত বিলম্বে (ওয়াক্তের শেষ দিকে) ও আসরের সলাত জলদি (ওয়াক্তের প্রথমভাগে) পড়ো এবং এই সলাতদ্বয়ের জন্য একবার গোসল করো। অনুরূপভাবে মাগরিবের সলাত বিলম্বে ও এশার সলাত জলদি পড়ো এবং এই দুই সলাতদ্বয়ের জন্য একবার গোসল করো। এই পন্থা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। হাসান।

[সহীহ আবূ দাউদ ২৯২। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৮৭; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১২৮]

118 - باب فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ-১১৮: কাপড়ে হায়যের রক্ত লেগে যাওয়া প্রসঙ্গে

628 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ " اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ " .

৬২৮. উম্মু ক্বায়েস বিনতে মিহসান রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিধানের কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি তা পানি ও বরই পাতা দিয়ে ধৌত করো এবং কাঠি দিয়ে হলেও তা খুঁচিয়ে পরিষ্কার করো। হাসান সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৮৮ সঈয়াহ ৩০০। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৬৩; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ২৯২]

https://www.facebook.com/178945132263517

629 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ "اقْرُصِيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ".

৬২৯. আসমান বিনতে আবু বাকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পরিধানের কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে তার বিধান জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ তা খুঁটে ফেলে ধৌত করো এবং তা পরেই সলাত পড়ো। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৮৫, ৩৮৬। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২২৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৯১); (ই. সে.) হা. ৫৮২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৬৬]

630 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَنِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضِحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ .

৬৩০. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো হায়েয হওয়ার পর পবিত্র অবস্থায় পৌঁছে সে তার পরিধেয় থেকে রক্তের দাগ খুঁটে তুলে রগড়িয়ে ধৌত করতো, অতঃপর গোটা কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দিতো, অতঃপর সেই কাপড়ে সলাত পড়তো। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৮৫। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩০৮]

119 - باب الْحَائِضِ لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ- ১১৯: ঋতুবতী মহিলা নামাযের কাযা আদায় করবে না

631 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ .

৬৩১. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুবতী নারী কি কাযা নামায আদায় করবে? আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে বলেন, তুমি কি হারূরিয়া (খারিজী) নারী? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমাদের হায়েয হতো,

https://www.facebook.com/178945132263517

অতঃপর আমরা পবিত্র হতাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে ক্বাযা সলাত আদায় করার নির্দেশ দেননি। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২৫৪। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩২১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৩৫); (ই. সে.) হা. ৬৬৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬৫২]

120 - باب الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ- ১২০: হায়েয মহিলার মাসজিদ হতে কোন দ্রব্য নেয়া প্রসঙ্গে

632 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ". فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ " لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ " .

৬৩২. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ মাসজিদ থেকে চাটাইটি তুলে আমাকে এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো হায়েযগ্রস্ত। তিনি বললেন ঃ তোমার হায়েযের নাপাক তো আর তোমার হাতে লেগে নেই। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২৫৩, ইরওয়া ১৯৪। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৯৮); (ই. সে.) হা. ৫৯৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৮০]

633 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ وَهُوَ مُجَاوِرٌ - تَعْنِي مُعْتَكِفًا - فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ .

৬৩৩. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাঁর মাথা আমার নিকট এগিয়ে দিতেন। আমি তখন ঋতুবতী ছিলাম। আমি তাঁর মাথা ধুয়ে চুল আঁচড়িয়ে দিতাম। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২৫২। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২০২৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৯৭); (ই. সে.) হা. ৫৯৩, ৫৯৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৭৭, ৫৭৮]

634 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ .

https://www.facebook.com/178945132263517

৬৩৪. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়েযগ্রস্ত থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা আমার কোলে রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২৫২। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৯৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩০১); (ই. সে.) হা. ৬০০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৮৪]

121 - باب مَا لِلرَّجُلِ مِن امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

অনুচ্ছেদ- ২২১: ঋতুবতী মহিলার সাথে তার স্বামীর আচরণ প্রসঙ্গে

635 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ

৬৩৫. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো হায়েয শুরু হলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার লজ্জাস্থানে শক্ত করে পাজামা বাঁধার নির্দেশ দিতেন, অতঃপর তিনি তার সাথে আলিঙ্গন করতেন। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে পারে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে সক্ষম ছিলেন ! সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৬৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩০২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৯৩); (ই. সে.) হা. ৫৮৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৭১]

636 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

৬৩৬. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ হায়েযগ্রস্ত হলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার (লজ্জাস্থানে) পাজামা শক্তভাবে বাঁধার নির্দেশ দিতেন, অতঃপর তাকে আলিঙ্গন করতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২৬০। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

https://www.facebook.com/178945132263517

637 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي لِحَافِهِ فَوَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَانْسَلَلْتُ مِنَ اللِّحَافِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَنُفِسْتِ؟". قُلْتُ وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ . قَالَ "ذَلِكَ مَا كَتَبَ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ". قَالَتْ: فَانْسَلَلْتُ فَأَصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِي ثُمَّ رَجَعْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ "تَعَالَىْ فَادْخُلِي مَعِي فِي اللِّحَافِ". قَالَتْ: فَدَخَلْتُ

৬৩৭. উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একত্রে তাঁর লেপের ভিতর ছিলাম। নারীদের যে হায়েয হয় আমার তা শুরু হয়েছে বুঝতে পেরে, আমি লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হায়েয হয়েছে? আমি বললাম, নারীদের যেরূপ হায়েয হয়, আমিও সেরূপ অনুভব করছি। তিনি বলেন ঃ এটা তো এমন জিনিস, যা আল্লাহ আদম (আ)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি বের হয়ে গিয়ে নিজের অবস্থা ঠিকঠাক করে ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ এসো এবং আমার সংগে লেপের মধ্যে ঢোকো। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে লেপের মধ্যে ঢুকলাম। হাসান।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৯৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৯৬); (ই. সে.) হা. ৫৯০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৭৪]

638 - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَأَلْتُهَا كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْحَيْضَةِ؟ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا فِي فَوْرِهَا أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

৬৩৮. মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ঋতুবর্তী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কিরূপ করো? তিনি বলেন, আমাদের কারো হায়েয শুরু হলে, তখনই তিনি তার পাজামা দুই উরুর মাঝ বরাবর শক্ত করে বেঁধে নিতেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শুয়ে পড়তেন। হাসান । [সহীহ আবূ দাউদ ২৫৯]

https://www.facebook.com/178945132263517

122 - باب النَّهْى عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ- ১২২: ঋতুবতী স্ত্রীর সংগে সহবাস করা নিষিদ্ধ

639 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ " .

৬৩৯. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলো অথবা স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করলো অথবা গণকের নিকট গেলো এবং সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো, সে অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত জিনিসের (আল্লাহর কিতাবের) বিরুদ্ধাচরণকরলো। সহীহ।

[ইরওয়া ২০০৬ মিশকাত ৫৫১, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৯০৪; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৩৫]

123 - باب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

অনুচ্ছেদ- ১২৩: ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার কাফফারা

640 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ".

৬৪০. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। যে ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলো, তার সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে এক দীনার বা অর্ধ দীনার দান-খয়রাত করবে। সহীহ।

[মিশকাত ৫৫৩, সহীহ আবু দাউদ ২৫৬, ইরওয়া ১৯৭। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৬৪; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৩৬; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ২৮৯]

124 - باب فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ

অনুচ্ছেদ- ১২৪: ঋতুবতী মহিলার গোসলের পদ্ধতি

https://www.facebook.com/178945132263517

641 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا " انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي". قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ " انْقُضِي رَأْسَكِ".

৬৪১. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় বলেন ঃ তোমার মাথার চুল খুলে গোসল করো। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় আছে ঃ তোমার মাথার চুল খুলে ফেলো। সহীহ।

[ইবওয়া ১৩৪, সহীহা ১৮৮, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৫৯। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৫৫৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১২১১); (ই. সে.) হা. ২৭৭৯]

642 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ، تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيضِ فَقَالَ " تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطْهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطْهُرُ بِهَا " . قَالَتْ أَسْمَاءُ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ " سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا " . قَالَتْ عَائِشَةُ - كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ - تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ . قَالَتْ وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ . فَقَالَ " تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطْهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ حَتَّى تَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا . فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ .

৬৪২. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের যে কোন নারী বড়ই পাতাযুক্ত পানি নিয়ে যেন উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে যতটা উত্তমরূপে সম্ভব; অতঃপর তার গোটা শরীরে পানি ঢেলে দিয়ে এক টুকরা সুগন্ধিযুক্ত পশমী কাপড় অথবা তুলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি তার সাহায্যে কিরূপে পবিত্রতা অর্জন করবো? তিনি বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! তার সাহায্যেই তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা চুপিসারে বলেন, তুমি তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন মুছে ফেলবে। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি তাঁকে নাপাকির গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমাদের যে কোন নারী তার গোসলের পানি নিয়ে যেন যতটা সম্ভব উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, অতঃপর তার মাথায় পানি ঢেলে তা উত্তমরূপে মর্দন করে, যাতে চুলের গোড়ায় পানি

https://www.facebook.com/178945132263517

পৌঁছে যায়, অতঃপর গোটা দেহে পানি ঢালবে। আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আনসার মহিলারা কতই না উত্তম। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে লজ্জা তাদের বিরত রাখে না। হাসান।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৩১-৩৩৩ মুসলিম, বুখারীতে নাপাকীয় গোসলের জিজ্ঞাসার কথা ব্যতীত রয়েছে। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩১৪, ৩১৫, ৭৩৫৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৩২); (ই. সে.) হা. ৬৫৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬৪১]

125 - باب مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ-১২৫: ঋতুবতী মহিলার উচ্ছিষ্ট প্রসংগে

643 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي وَأَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي وَأَنَا حَائِضٌ .

৬৪৩. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড় চুষতাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি নিয়ে আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ রেখে তা চুষতেন। আবার আমি ঋতুবতী থাকাকালে যে পাত্রে পানি পান করতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি নিয়ে আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২৫১। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩০০); (ই. সে.) হা. ৫৯৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৮৩]

644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا لاَ يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِضِ فِي بَيْتٍ وَلاَ يَأْكُلُونَ وَلاَ يَشْرَبُونَ . قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " اصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ الْجِمَاعَ ".

৬৪৪. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। বাড়িতে ইহূদীরা ঋতুবতী মহিলাদের সাথে একত্রে বসতো না এবং পানাহার করতো না। রাবী বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করা হলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ ''লোকে আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন ঃ তা অশুচি। অতএব তোমার ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করো'' (সূরা বাকারা ঃ ২২২)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

https://www.facebook.com/178945132263517

ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তাদের সাথে সঙ্গম ব্যতীত আর সবকিছুই করতে পারো। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২৫০। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩০২); (ই. সে.) হা. ৬০১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৫৮৫]

126 - باب فِي مَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ- ১২৬: ঋতুবতী মহিলার মাসজিদে প্রবেশ না করা প্রসঙ্গে

645 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ، عَنْ مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ، عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ " إِنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلاَ لِحَائِضٍ " .

৬৪৫. উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদের বারান্দায় প্রবেশ করে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন যে, নাপাক ব্যক্তি ও হায়েযগ্রস্ত নারীর মসজিদে প্রবেশ করা হালাল নয়। যঈফ।[১] [যঈফ আবূ দাউদ ৩১]

127 - باب مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ

অনুচ্ছেদ- ১২৭: ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হবার পর হলুদ ও মেটে রঙের স্রাব দেখতে পেলে

646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ " إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ " . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى يُرِيدُ بَعْدَ الطُّهْرِ بَعْدَ الْغُسْلِ .

৬৪৬. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যে নারী (হায়েয থেকে) পবিত্র হওয়ার পর সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায় তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তা শিরাজনিত রোগ বা শিরাসমূহ থেকে নির্গত। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া (র) বলেন, হাদীস ''পবিত্র হওয়ার পর'' বলতে'' গোসল করার পর'' বুঝানো হয়েছে। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩০৩। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৯৩]

---

[১] বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে মাহদূজ কে নির্ভরযোগ্য বলা হয়নি এবং সানাদে আবুল খাত্তাব অজ্ঞাত লোক।- -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।-

https://www.facebook.com/178945132263517

647 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا .

৬৪৭. উম্মু আতিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হলদে ও মেটে বর্ণের স্রাব দেখলে তাকে কিছুই মনে করতাম না। সহীহ। আবূ দাউদ ৩২৬।

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وُهَيْبٌ أَوْلاَهُمَا عِنْدَنَا بِهَذَا .

উম্মু আতিয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা হলদে ও মেটে বর্ণের স্রাবকে হায়েযের মধ্যে গণ্য করতাম না। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমাদের কাছে এটাই গ্রহণযোগ্য। সহীহ। [ইরওয়া ১৯৯ বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩২৬]

128 - باب النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ

অনুচ্ছেদ- ১২৮: নিফাসওয়ালী মহিলাদের ইদ্দত প্রসংগে

648 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ .

৬৪৮. উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নিফাসগ্রস্ত নারীরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। আমরা তখন আমাদের মুখমণ্ডলে ওয়ারস ঘাস থেকে নিসৃত হলদে বর্ণের রস কলপ হিসাবে ব্যবহার করতাম। হাসান সহীহ।

[আবূ দাউদ ৩২৯, ইরওয়া ২০১। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩১১; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৩৯]

- এর মূল বিষয় বর্তায় সানাদের জাসরাহ ইবনু দাজাজাহ এর উপর। তিনি তার স্বীয় বর্ণনাতে উলপালট করেছেন। একবার বলেছেন ঃ আয়িশাহ হতে, আবার বলেছেন ঃ উম্মু সালামাহ হতে। আর সানাদে ইযতিরাবের করেছেন। একবার বলেছেন ঃ আয়িশাহ হতে, আবার বলেছেন ঃ উম্মু সালামাহ হতে। আর সানাদে ইযতিবের (উলটপালট) কারণে হাদীস সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটি মুহাদ্দিসগণের নিকট পরিচিত বিষয়। কেননা তা বর্ণনাকারীর স্মরণ শক্তি দুর্বল হওয়া প্রমাণ করে। জাসরাহ-কে এমন কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি যার নির্ভরযোগ্যতায় নির্ভর করা যায়। বরং ইমাম বুখারী বলেছেন, তার কাছে আশ্চর্যকর জিনিস আছে। এ ধরনের একদল এই হাদীসকে দুর্বল বলেছেন, যেমন খাত্তাবী বলেছেন। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। আব্দুল হক্ব বলেছেন, প্রমাণযোগ্য নয়। ইবনু হাযম বলেছেন, বাতিল।-তামামুল মিন্নাহ ঃ আলবানী।

https://www.facebook.com/178945132263517

649 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ سُلَيْمٍ، أَوْ سَلْمٍ شَكَّ أَبُو الْحَسَنِ وَأَظُنُّهُ هُوَ أَبُو الأَحْوَصِ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ .

৬৪৯. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিফাসগ্রস্ত নারীদের নিফাসকাল চল্লিশ দিন নির্ধারণ করতেন। এই মেয়াদের আগেই কেউ পবিত্র হলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। নিতান্ত যঈফ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩২৯ আহদীসুয যঈফাহ ৫৬৫৩]

129- باب مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

অনুচ্ছেদ-১২৯: ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা প্রসংগে

650 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

৬৫০. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি তার হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অর্ধ-দীনার সদাকা (দান-খয়রাত) করার নির্দেশ দিয়েছেন। যঈফ ।

[হাদীসটি যইফ হলেও ৬৪০ নং এ এর সহীহ দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে। যঈফ আবূ দাউদ ৪১, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২৬৪; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৩৬; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ২৮৯]

130 - باب فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ-১৩০: ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার করা

651 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ " وَاكِلْهَا ".

৬৫১. আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে একত্রে পানাহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি তার সাথে একত্রে পানাহার করতে পারো। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ২০৫। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২১২; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৩৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

131 - باب فِي الصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ-১৩১: হায়যের কাপড়ে নামায আদায় করা

652 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَىَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ .

৬৫২. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত পড়তেন, আমি হায়েযগ্রস্থ অবস্থায় তাঁর পাশে অবস্থান করতাম। আমার গায়ে পরিহিত পশমী চাদরের কিছু অংশ তাঁর উপর পতিত থাকতো। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৩৯৪। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫১৪); (ই. সে.) হা. ১০৩৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০২৮]

653 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ عَلَيْهِ بَعْضُهُ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ وَهِيَ حَائِضٌ .

৬৫৩. মায়মূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী চাদর পরিহিত অবস্থায় সলাত পড়লেন, যার কতকাংশ আমার দেহে এবং কতকাংশ তাঁর দেহে ছিল। তখন আমি হায়েযগ্রস্ত ছিলাম। সহীহ।

[আবূ দাউদ ৪৯৩, ৬৯৩। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৩৬৯]

132 - باب إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ بِخِمَارٍ

অনুচ্ছেদ- ১৩২: প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা ওড়না পরিধান করা ব্যতীত নামায আদায় করবে না

654 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاخْتَبَأَتْ مَوْلاَةٌ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "حَاضَتْ ". فَقَالَتْ: نَعَمْ . فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ فَقَالَ "اخْتَمِرِي بِهَذَا ".

৬৫৪. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট প্রবেশ করলেন। তার মুক্তদাসী পর্দার আড়ালে চলে গেল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ তার কি হায়েয হয়েছে (বালেগ হয়েছে)? আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, হাঁ। তিনি তাঁর পাগড়ীর একাংশ ছিড়ে তাকে দিয়ে বলেন ঃ এটা দিয়ে তোমার মাথা ঢেকে নাও। যঈফ। [জিলবাবিল মারআহ ৯৪ পৃষ্ঠা। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

https://www.facebook.com/178945132263517

655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو النُّعْمَانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ ".

৬৫৫. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ প্রাপ্তবয়স্কা নারীর সলাত ওড়না পরা ব্যতীত কবুল করেন না। সহীহ।

[মিশকাত ৭৬২, ইরওয়া ১৯৬, সহীহ আবূ দাউদ ৬৪৮। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬৪১; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭৭]

133 - باب الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

অনুচ্ছেদ- ১৩৩: ঋতুবতী নারীর মেহেদি লাগানো

656 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ .

৬৫৬. মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক মহিলা আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা -কে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুবতী নারী কি খেযাব লাগাতে পারে? তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থানকালে খেযাব লাগাতাম। তিনি আমাদের তা থেকে বিরত থাকতে বলেননি। [সহীহ। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

134 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

অনুচ্ছেদ- ১৩৪: পট্টির উপর মাসাহ করা

657 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.

৬৫৭। আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাহুর একটি হাড় ভেঙ্গে গেল। আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে পট্টির উপর মাসেহ করতে নির্দেশ দেন। নিতান্ত যঈফ

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نَحْوَهُ .

https://www.facebook.com/178945132263517

দাবরী (র) 'আবদুর রাযযাক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। অত্যন্ত দুর্বল। [১]

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

135 - باب اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ- ১৩৫: কাপড়ে লালা লেগে যাওয়া

658 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ .

৬৫৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুসাইন ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর কাঁধে বহন করতে দেখেছি এবং তার মুখের লালা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে গড়িয়ে পড়ছিল। সহীহ। [মুসনাদে আহমাদ হা. ৯৭৭৮]

136 - باب الْمَجِّ فِي الإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ- ১৩৬: পাত্রের পানিতে কুলি করা সম্পর্কে

659 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِدَلْوٍ فَمَضْمَضَ مِنْهُ فَمَجَّ فِيهِ مِسْكًا أَوْ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنَ الدَّلْوِ .

৬৫৯. আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক বালতি পানি আনা হলো। তিনি তা থেক কুলি করলেন এবং তাতে কস্তুরীসম বা কস্তুরীর চেয়েও সুঘ্রাণযুক্ত তাঁর মুখের লালা নিক্ষেপ করলেন এবং নাকের ময়লা বালতির বাইরে ঝেড়ে ফেললেন। যঈফ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৮৮৭১]

---

[১] আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আমর ইবনু খালিদ রয়েছে। তাকে ইমাম আহমাদ ও ইবনু মাঈন মিথ্যাবাদী বলেছেন। আর ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইমাম ওয়াকী এবং আবু যুর'আহ বলেছেন, সে হাদীস জাল করত। ইমাম হাকিম বলেছেন, সে যায়দ ইবনু আলী সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন। ইবনু হাযার বলূগুল মারাম গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি ইবনে মাজাহ খুবই নিকৃষ্ট সানাদে বর্ণনা করেছেন। এর ব্যখ্যাকার আল্লামা সিনআনী বলেন, হাদীসটিকে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, আহমাদ ও অন্যরা অস্বীকার করে বলেছেন, নিশ্চয় এটি আমর ইবনু খালিদের বর্ণনা। সে একজন মিথ্যাবাদী। ইমাম নাববী বলেন, হাফিযগণ এই হাদীসটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত। ইবনু আবী হাতিম আল-ইলাল, গ্রন্থে তার পিতা সূত্রে বলেছেন, এই হাদীসটি বাতিল। এটির কোনই ভিত্তি নেই।-তামামুল মিন্নাহ ঃ আলবানী।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

660 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دَلْوٍ مِنْ بِئْرٍ لَهُمْ .

৬৬০. মাহমূদ ইবনু রবী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি কূপ থেকে পানি তোলা বালতিটি তুলে রেখে দিলেন, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুলি করেছিলেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৭]

137 - باب النَّهْىِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ

অনুচ্ছেদ- ১৩৭: অপরের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো নিষিদ্ধ

661 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " لاَ تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ " .

৬৬১. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন নারী যেন অপর নারীর লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। একইভাবে কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। সহীহ।

[গয়াতুল মারাম ১৮৫-ইরওয়া ১৮০৮। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৩৮); (ই. সে.) হা. ৬৭৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৬৫৯]

662 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ - أَوْ مَا رَأَيْتُ - فَرْجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطُّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ عَنْ مَوْلاَةٍ لِعَائِشَةَ .

৬৬২. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাইনি বা দেখিনি। যঈফ।[১]

[মুসনাদে আহমাদ (২৩৮২৩), ইরওয়া ১৮১২, মিশকাত ৩১৩২]

---

[১] আল্লামা বুসয়রী যাওয়ায়িদে বলেছেন (ক্বাফ ৪৫/১), এই সানাদটি দুর্বল। সানাদে আয়িশার মুক্তাদাসের নাম উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসটি তিরমিযী 'শামায়িল' গ্রন্থে মাহমুদ ইবনু গায়লান হতে ওয়াকী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির এক বর্ণনায় এসেছে আয়িশার মুক্তদাস আরেক বর্ণনায় এসেছে মুক্তদাসী। অতএব সে নারী না পুরুষ এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।-ইরওয়াউল গালীল।

https://www.facebook.com/178945132263517

138 - باب مَن اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ

অনুচ্ছেদ- ১৩৮: অপবিত্রতার গোসলে শরীরের কোন অংশে পানি না পৌছালে যা করতে হবে

663 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا عَلَيْهَا . قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا .

৬৬৩. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসল করলেন, তারপর দেখতে পেলেন যেত তাঁর শরীরের সামান্য অংশে পানি পৌছায়নি। তিনি এক আঁজলা পানি আনিয়ে তা সেই স্থানে প্রবাহিত করলেন। ইসহাক রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় আছে ঃ তিনি তাঁর পশম ভিজালেন। তাঁর ঐ শুকনা অংশে স্বীয় চুলের পানি নিংড়িয়ে দিলেন।" যঈফ। [১] [মুসনাদে আহমাদ (২১৮১)]

664 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ " .

৬৬৪. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি নাপাকির গোসল করে ফজরের নামায পড়লাম। তারপর সকাল হলে আমি দেখতে পেলাম যে, নখ পরিমাণ স্থানে পানি পৌছায়নি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি স্থানটুকু তোমার হাত দিয়ে মাসেহ্ করলেই তোমার জন্য তা যথেষ্ট হতো। নিতান্ত যঈফ।

[আল মুখতারাহ ৪৪৫, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

[১] আল্লামা বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদে আবু 'আলী আর-রাহাবী সকলের ঐকমত্যে দুর্বল।-- তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন। আহমাদ শাকির বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে আবূ আলী আর-রাহাবী হচ্ছে হুসাইন ইবনু কায়স ওয়াসিত্বী। সে দুর্বল। ইমাম বুখারী কাবীর (১/২/৩৮৯) গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম আহমাদ তার হাদীস বর্জন করেছেন। অনুলপ রয়েছে সাগীর (১৬১) এবং আয-যুআফা গ্রন্থে। আর ইমাম নাসাঈ আয-যুআফা' গ্রন্থে বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরুক। ইমাম আবূ হাতিম বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, মুনকারুল হাদীস।- তাহক্বীক্ব আহমাদ মুহামমাদ শাকির।

https://www.facebook.com/178945132263517

139 - باب مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ

অনুচ্ছেদ- ১৩৯: উযূর মধ্যে কোন স্থানে পানি না পৌঁছলে

665 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ " .

৬৬৫. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উযু করে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো, সে নখ পরিমাণ স্থান ছেড়ে দিয়েছিল, যেখানে পানি পৌঁছেনি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে উত্তমরূপে উযু করো। সহীহ।

[ইরওয়া, ৮৬, সহীহ আবূ দাউদ ১৬৭। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৭৩]

666 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ . قَالَ فَرَجَعَ.

৬৬৬. উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উযু করার সময় তার পায়ের নখ পরিমাণ স্থান অধৌত বা শুকনা ছেড়ে দিতে দেখলেন। তিনি তাকে পুনরায় উযু করে সলাত পড়ার নির্দেশ দেন। রাবী বলেন, সে ফিরে গেল (এবং উযু করে সলাত পড়লো)। সহীহ।

[ইরওয়া ১/১২৭ সহীহ আবূ দাউদ ১৬৫ মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৪৩); (ই. সে.) হা. ৪৮৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৪৬৭]

https://www.facebook.com/178945132263517

بسم الله الرحمن الرحيم

3 - كتاب الصلاة

পর্ব- ৩: সলাত

(সলাত প্রসঙ্গ)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

https://www.facebook.com/178945132263517

1 - باب أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১: সলাতের ওয়াক্তসমূহ

667 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ " صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ ". فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَذَّنَ الظُّهْرَ فَأَبْرَدَ بِهَا وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ " . فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ " وَقْتُ صَلاَتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ ".

৬৬৭. বুরাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে সলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন ঃ তুমি আমাদের সাথে এই দুই দিন সলাত পড়ো। সূর্য ঢলে পড়লে তিনি বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন। এরপর তিনি তাকে একামত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং যোহরের সলাত পড়েন। এরপর তিনি তাকে আসরের সলাতের (আযান দেয়ার) নির্দেশ দেন এবং আসরের সলাত পড়েন এবং সূর্য তখন অনেক উপরে সাদা, পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল ছিল। এরপর সূর্য অস্ত গেলে তিনি তাকে মাগরিবের সলাত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং মাগরিবের সলাত পড়েন। অতঃপর পশ্চিম আকাশের সাদা আভা (শাফাক) অদৃশ্য হওয়ার পর তাকে এশার সলাতের আযান দেয়ার নির্দেশ দেন এবং এশার সলাত পড়েন। অতঃপর ফজরের ওয়াক্ত হলে তিনি তাকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন এব ফজরের সলাত পড়েন।

দ্বিতীয় দিন তিনি বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আযানের নির্দেশ দিলে তিনি যোহরের আযান দেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বিলম্বে যোহরের সলাত পড়েন। অতঃপর তিনি আসরের সলাত পড়েন, তখন সূর্য উপরে ছিল ঠিকই, কিন্তু প্রথম দিনের তুলনায় একটু বেশি ঢলে

https://www.facebook.com/178945132263517

পড়েছিল। অতঃপর তিনি পশ্চিম আকাশের শুভ্র আভা অদৃশ্য হওয়ার আগে মাগরিবের সলাত পড়েন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি এশার সলাত পড়েন। পূর্বাকাশ পরিষ্কার হওয়ার পর তিনি ফজরের সলাত পড়েন, অতঃপর বলেন ঃ সলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী কোথায়? লোকটি বললো, এই যে আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তোমরা যেভাবে দেখতে পেলে তোমাদের সলাতের ওয়াক্তসমূহ তার মাঝখানে অবস্থিত। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৪২৩। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬১৩); (ই. সে.) হা. ১২৭৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৬৫]

668 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى مَيَاثِرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ . قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ " . يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ .

৬৬৮. ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর গদীতে বসা ছিলেন, যখন তিনি মাদীনার গভর্নর ছিলেন। উরওয়া ইবনু যুবাইব (র)-ও তার সাথে ছিলেন। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) আসরের সলাত পড়তে কিছুটা বিলম্ব করলেন। উরওয়া (র) তাকে বলেন, জিবরাঈল (আ) অবতরণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমাম হিসাবে সলাত আদায় করেন। উমার (র) তাকে বলেন, হে উরওয়া! আপনি কি বলছেন, তা ভেবে দেখুন। তিনি বলেন, আমি বাশীর ইবনে আবু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, আমি আবু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেত শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জিবরাঈল (আ) নাযিল হয়ে আমার ইমামতি করলেন। এরপর আমি তাঁর সাথে সলাত পড়লাম, অতঃপর আমি তাঁর সাথে সলাত পড়লাম, অতঃপর আমি তাঁর সাথে সলাত পড়লাম, অতঃপর আমি তার সাথে সলাত পড়লাম। এভাবে তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত গণনা করেন। সহীহ।

[আবূ দাউদ ৪১৭। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫২১, ৩২২১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬১০); (ই. সে.) হা. ১২৬৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৫৪]

https://www.facebook.com/178945132263517

2 - باب وَقْتِ صَلاَةِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ- ২: ফজরের নামাযের ওয়াক্ত

669 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ فَلاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ . تَعْنِي مِنَ الْغَلَسِ .

৬৬৯. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, মুমিন মহিলারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের সলাত পড়তেন। অতঃপর তারা তাদের ঘরে ফিরে যেতেন এবং আবছা অন্ধকার থাকার দরুন তাদেরকে কেউ চিনতে পারতো না। সহীহ।

[ইরওয়া ২৫৭, সহীহ আবূ দাউদ ৪৪৯, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৭২; মুসলিম. (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৪৫); (ই. সে.) হা. ১৩৪৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩৩১]

670 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} قَالَ " تَشْهَدُهُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ " .

৬৭০. আবু হুরায়রাহহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ এবং ফজরের সলাত কায়েম করবে। কেননা ফজরের সলাত বিশেষভাবে উপস্থিতির সময়" (১৭ ঃ ৭৮)। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ দিন ও রাতের ফেরেশতারা উপস্থিত হন। সহীহ।

[মিশকাত ৬৩৫, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩১৩৫]

671 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا نَهِيكُ بْنُ يَرِيمَ الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا مُغِيثُ بْنُ سُمَيٍّ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: هَذِهِ صَلاَتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ .

৬৭১. মুগীছ ইবনে সুমাই (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে আবছা অন্ধকারে ফজরের সলাত পড়লাম। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমি ইবনে উমার

https://www.facebook.com/178945132263517

রাযিয়াল্লাহু আনহু-র সামনে উপস্থিত হয়ে বললাম, এটা কোন ধরনে সলাত? তিনি বলেন, এটা সেই সলাত যা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর ও উমার (রা.)-র সাথে পড়তাম। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আহত করার পর থেকে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্ধকার দূরীভূত হলে সলাত পড়ার ব্যবস্থা করেন। সহীহ।

[ইরওয়া ১/২৭৯। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

672 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، وَجَدُّهُ بَدْرِيٌّ - يُخْبِرُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ أَوْ لِأُجُورِكُمْ ".

৬৭২. রাফে' ইবনে খাদীজ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা পূর্বাকাশ পরিষ্কার হলে ফজরের সলাত পড়বে। কেননা তাতে রয়েছে অধিক পুরস্কার অথবা বলেছেন তাতে তোমাদের জন্য রয়েছ অনেক বেশী সওয়াব। হাসান সহীহ।

[ইরওয়া ২৫৮। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪২৪; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৫৪; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৫৪৮]

3 - باب وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ- ৩: যুহরের নামাযের ওয়াক্ত

673 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .

৬৭৩. জাবির ইবনে সামুরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পশ্চিমাকাশে) সূর্য ঢলে পড়ার পর যুহরের সলাত পড়তেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৪২৬। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬১৮); (ই. সে.) হা. ১২৯১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৭৮]

674 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلاَةَ الْهَجِيرِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .

৬৭৪. আবু বারযা আল-আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়ার পর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সলাত পড়তেন। সহীহ। [আবূ দাউদ ৪২৬, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৪৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৪৭); (ই. সে.) হা. ১৩৪৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩৩৫]

https://www.facebook.com/178945132263517

675 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا .

৬৭৫. খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রচণ্ড গরমের অভিযোগ করলাম। কিন্তু তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেননি। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬১৯); (ই. সে.) হা. ১২৯২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৭৯]

676 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا .

৬৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রচন্ড গরমের অভিযোগ করলাম, কিন্তু তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেননি। সহীহ।

[সহীহ লিগাইরিহী। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

4 - باب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

অনুচ্ছেদ- ৪: প্রচণ্ড গরমের দিনে যুহরের সলাত আদায়ে বিলম্ব করা

677 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " .

৬৭৭. আবূ হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন প্রচণ্ড গরম অনুভূত হবে, তখন তোমরা যুহরের সলাত ঠান্ডা করে পড়বে। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের তাপ (উত্তাপ) বিশেষ। সহীহ।

[আবূ দাউদ ৪৩০। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৩৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬১৫); (ই. সে.) হা. ১২৮২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৬৯]

https://www.facebook.com/178945132263517

678 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " .

৬৭৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গরমের তীব্রতা বেড়ে গেলে তোমরা যুহরের সলাত ঠাণ্ডা করে (গরম কমলে) পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপবিশেষ। সহীহ।। গরমের প্রখরতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে সৃষ্টি হয়। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

679 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ".

৬৭৯. আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যুহরের সলাত ঠাণ্ডা করে পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৩৮]

680 - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا " أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ".

৬৮০.মুগীরাহ ইবনে শু'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুহরের সলাত দুপুরের (প্রথমভাগে) পড়তাম। তিনি আমাদের বলেন ঃ তোমরা ঠাণ্ডা করে সলাত পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৮২১০]

681 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ " .

৬৮১. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা যুহরের সলাত ঠাণ্ডা করে (বিলম্বে) পড়ো। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

https://www.facebook.com/178945132263517

5 - باب وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ- ৫: 'আসরের সলাতের ওয়াক্ত

682 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৬৮২. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য উপরে পূর্ণ উজ্জ্বল থাকা অবস্থায় রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সলাত পড়তেন। সলাত শেষে কোন ব্যক্তি মাদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে যেত এবং তখনও সূর্য উপরে থাকতো। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৫০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬২১); (ই. সে.) হা. ১২৯৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৮২]

683 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِي لَمْ يُظْهِرْهَا الْفَيْءُ بَعْدُ .

৬৮৩. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঘরে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত থাকা অবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সলাত পড়েন, তারপরও ছায়া বিস্তৃত হতো না।

[সহীহ। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৪৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬১১); (ই. সে.) হা. ১২৬৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৫৬]

6 - باب الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ- ৬: 'আসরের সলাতের হিফাযত করা

684 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ " مَلأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى".

৬৮৪. আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক যুদ্ধের দিন বলেন ঃ আল্লাহ তাদের ঘরসমূহ ও কবরসমূহ আগুন দিয়ে

https://www.facebook.com/178945132263517

ভরে দিন। যেমন তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সলাত থেকে বিরত রেখেছে। হাসান, সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৯৩১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬২৭); (ই. সে.) হা. ১৩০৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৯৪]

685 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " .

৬৮৫. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার আসরের সলাত ছুটে গেল তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন ধ্বংস হয়ে গেল। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৫২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী)(হা. ৬২৬); (ই. সে.) হা. ১৩০৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৯১]

686 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ " حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى مَلأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا " .

৬৮৬. আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসরের সলাত থেকে বিরত রাখলো, এমনকি সূর্য ডুবে গেল। তখন তিনি বলেন ঃ যারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সলাত থেকে বিরত রাখলো, আল্লাহ তাদের ঘর-বাড়িগুলো ও কবরসমূহ আগুন দিয়ে ভরে দিন। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬২৮); (ই. সে.) হা. ১৩১২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩০০]

7 - باب وَقْتِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ- ৭: মাগরিবের সলাতের ওয়াক্ত

687 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ .

https://www.facebook.com/178945132263517

৬৮৭.রাফে' বিন খাদীজ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মাগরিবের সলাত পড়তাম, অতঃপর আমাদের কেউ ফিরে গিয়ে তার নিক্ষিপ্ত তীরের পতিত স্থান দেখতে পেত। সহীহ।

[সহীহ আবূদাউদ ৪৪২। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৫৯]

حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، نَحْوَهُ .

আবূ ইয়াহইয়া ইবরাহীম ইবনু মূসা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

688 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .

৬৮৮. সালামাহ ইবনুল আকওয়া' রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সূর্যাস্তের পরপর মাগরিবের সলাত পড়েন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৬১]

689 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَهْ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِبَغْدَادَ فَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ الأَعْيَنُ إِلَى الْعَوَّامِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا أَصْلَ أَبِيهِ فَإِذَا الْحَدِيثُ فِيهِ .

৬৮৯ আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত যাবত বিলম্ব না করে এবং তারকারাজি চমকানোর পূর্বে মাগরিবের সলাত পড়বে, তাবত তারা ফিতরাতের উপর স্থির থাকবে। সহীহ।

[দারেমী ১২১০]

8 - باب وَقْتِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ- ৮: 'ইশার সলাতের ওয়াক্ত

https://www.facebook.com/178945132263517

690 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، . أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ " .

৬৯০.আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম,তাহলে তাদেরকে বিলম্বে এশার সলাত পড়ার নির্দেশ দিতাম। সহীহ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৬; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৫৩৪]

691 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَخَّرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ".

৬৯১. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে অবশ্যই এশার সলাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম। সহীহ। [তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৬৭]

692 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا؟ قَالَ: نَعَمْ أَخَّرَ لَيْلَةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةَ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ " إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ " . قَالَ أَنَسٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ .

৬৯২. হুমাইদ (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বলেন, হাঁ। একদা তিনি এশার সলাত প্রায় অর্ধ-রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। সলাতশেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন ঃ অন্য লোক এশার সলাত পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা যখন থেকে সলাতের জন্য অপেক্ষা করছো, তখন থেকে সলাতের মধ্যে আছো। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যেন তাঁর আংটির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৬১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৪০); (ই. সে.) হা. ১৩৩৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩২১]

https://www.facebook.com/178945132263517

693 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ وَلَوْلاَ الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ أَحْبَبْتُ أَنْ أُؤَخِّرَ هَذِهِ الصَّلاَةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ " .

৬৯৩. আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে মাগরিবের সলাত পড়েন, অতঃপর অর্ধ-রাত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বাইরে আসেননি। অতঃপর তিনি বের হলেন এবং লোকদের নিয়ে সলাত পড়েন, অতঃপর বলেন ঃ লোকেরা সলাত পড়ে ঘুমিয়ে গেছে। আর তোমরা সলাতের জন্য যখন থেকে অপেক্ষা করছো তখন থেকে সলাতরত আছো। যদি দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোকেরা না থাকতো, তাহলে আমি এই সলাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম। সহীহ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪২২; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৫৩৮]

9 - باب مِيقَاتِ الصَّلاَةِ فِي الْغَيْمِ

অনুচ্ছেদ- ৯: মেঘাচ্ছন্ন দিনে সলাতের ওয়াক্ত

694 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ "بَكِّرُوا بِالصَّلاَةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ ".

৬৯৪. বুরাইদা আল-আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) সলাত পড়বে। ...مَنْ فَاتَتْهُ অংশ বাদে হাদীসটি য'ঈফ। মুসনাদে আহমাদ হা. ২৩১০৫]

10 - باب مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ نَسِيَهَا

অনুচ্ছেদ- ১০: যে ব্যক্তি সলাত আদায় না করে নিদ্রা যায় অথবা সলাতের কথা ভুলে যায়

https://www.facebook.com/178945132263517

695 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا قَالَ " يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا " .

৬৯৫. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এক ব্যক্তি সলাতের কথা ভুলে গেছে অথবা সলাত না পড়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি বলেন ঃ যখনই তার স্মরনে আসবে, তখনই সে ঐ সলাত পড়বে। সহীহ।

[ইরওয়া ২৬৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৯৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৮৪); (ই. সে.) হা. ১৪৪৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৪৩৯]

696 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ".

৬৯৬. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতের কথা ভুলে গেলো, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেয়। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৪৬৮। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

697 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلاَلٍ " اكْلأْ لَنَا اللَّيْلَ " . فَصَلَّى بِلاَلٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلاَلٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ " أَىْ بِلاَلُ " . فَقَالَ بِلاَلٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ " اقْتَادُوا " . فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ .

https://www.facebook.com/178945132263517

قَالَ " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي} ". قَالَ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا {لِلذِّكْرَى}.

৬৯৭. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সারারাত ধরে পথ চলতে থাকেন। অবশেষে তিনি ঘুমে কাতর হয়ে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবতরণ করেন এবং বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন ঃ তুমি আমাদের জন্য রাতের হেফাজত করবে। অতএব বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সাধ্যমত সলাত পড়তে থাকেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে পড়েন। ফজরের সময় নিকটবর্তী হলে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সওয়াবীর শিবিকার সাথে হেলান দিয়ে পূর্ব আকাশের দিকে মুখ করে বসলেন। শিবিকার সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কেউই ঘুম থেকে জাগতে পারেননি, যাবত না তাদের উপর সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলেন ঃ হে বিলাল! বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। যেই সত্তা আপনার জান নিয়েছেন, তিনি আমার জানও নিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা সামনে অগ্রসর হও। অতএব তারা তাদের সওয়ারী নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের নিয়ে ফজরের সলাত পড়েন। সলাতের সমাপনান্তে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতের কথা ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ ''আমার স্মরণে তুমি সলাত কায়েম করো' (সূরা ত্বহা ঃ ১৪)। রাবী বলেন, ইবনে শিহাব (র) তিলাওয়াত করতেন ঃ (রা অক্ষরের উপর মাদ্দ সহকারে)। সহীহ।

[ইরওয়া ১/২৯২, সহীহ আবূ দাউদ ৪৬১। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৮০); (ই. সে.) হা. ১৪৪০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৪৩১]

698 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرُوا تَفْرِيطَهُمْ فِي النَّوْمِ فَقَالَ نَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقْظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ " .

৬৯৮. আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ তাদের ঘুমে

https://www.facebook.com/178945132263517

বাড়াবাড়ির কথা আলোচনা করলেন। কেউ বলেন, লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, এমনকি সূর্য উঠে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঘুমে কোন বাড়াবাড়ি নেই, বাড়াবাড়ি হয় জাগ্রত অবস্থায়। সুতরাং তোমাদের কেউ সলাতের কথা ভুলে গেলে বা তা না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে সে যেন তা স্মরণে আসার সাথে সাথে পড়ে নেয় অথবা পরদিন স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়ে নেয়। সহীহ। ইরওয়া ১/২৯৪ সহীহ আবূ দাউদ ৪৬৪, মুসলিম।

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ فَسَمِعَنِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ، وَأَنَا أُحَدِّثُ، بِالْحَدِيثِ فَقَالَ يَا فَتَى انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ فَإِنِّي شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . قَالَ فَمَا أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا .

'আব্দুল্লাহ ইবনে রাবাহ (র) বলেন, ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনে বলেন, হে যুবক! চিন্তা করে দেখো, তুমি কিভাবে হাদীস বর্ণনা করছো? এই ঘটনার সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসার্লামের সাথে ছিলাম। রাবী বলেন, ইমরান রাযিয়াল্লাহু আনহু হাদীসের কিছুই অস্বীকার করেননি।

[সহীহ। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৮১); (ই. সে.) হা. ১৪৪২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৪৩৩]

11 - باب وَقْتِ الصَّلاَةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ

অনুচ্ছেদ- ১১: ওযর ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সলাতের ওয়াক্ত

699 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ".

৬৯৯. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সলাতের এক রাক'আত পেলো সে আসরের সলাত পেয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফযরের সলাতের এক রাক'আত পেলো সে ফজরের সলাত পেয়ে গেলো। সহীহ।

[ইরওয়া ২৫৩, সহীহ আবূ দাউদ ৪৩৯। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৭৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬০৮); (ই. সে.) হা. ১২৬৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৫২]

https://www.facebook.com/178945132263517

700 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ".

৭০০. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকআত পেলো, সে ফজরের সলাত পেয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকআত পেলো, সে আসরের সলাত পেয়ে গেলো। সহীহ।

[ইরওয়া ২৫২। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬০৯); (ই. সে.) হা. ১২৬৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৫১]

12 - باب النَّهْىِ عَنِ النَّوْمِ، قَبْلَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيثِ، بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ- ১২: 'ইশার সলাতের পূর্বে ঘুমানো এবং 'ইশার সলাতের পরে কথাবার্তা বলা নিষেধ

701 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا .

৭০১.আবু বারযা আল-আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সলাত বিলম্বে পড়তে পছন্দ করতেন। তিনি এশার সলাতের পূর্বে ঘুমানো এবং ঐ সলাতের পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৪৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৪৭); (ই. সে.) হা. ১৩৪৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩৩৭]

702 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلاَ سَمَرَ بَعْدَهَا .

৭০২. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সলাতের পূর্বে ঘুমাননি এবং তারপরে নৈশ আলাপ করেননি। হাসান সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ২৬৩২৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

703 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ . قَالَ ابْنُ مَاجَهْ يَعْنِي زَجَرَنَا عَنْهُ نَهَانَا عَنْهُ .

৭০৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সলাতের পর আমাদের নৈশালাপ নিষেধ করতেন অর্থাৎ কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। সহীহ। [আহাদীসুস সহীহাহ ২৪৩৫। মুসনাদে আহমাদ হা. ৩৬৮৬]

13 - باب النَّهْىِ أَنْ يُقَالَ صَلاَةُ الْعَتَمَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৩: 'ইশার সলাতকে 'আতামার সলাত বলা নিষেধ

704 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَإِنَّهُمْ لَيُعْتِمُونَ بِالإِبِلِ " .

৭০৪. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের সলাতের নামকরণের ব্যাপারে বেদুইণরা যেন তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার না করে। কেননা এটা হলো এশা। এ সময় তারা উটের দুধ দোহন করে। সহীহ। [মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৪৪); (ই. সে.) হা. ১৩২৮]

705 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ - زَادَ ابْنُ حَرْمَلَةَ - فَإِنَّمَا هِيَ الْعِشَاءُ وَإِنَّمَا يَقُولُونَ الْعَتَمَةُ لإِعْتَامِهِمْ بِالإِبِلِ "

৭০৫. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বেদুঈণরা যেন তোমাদের সলাতের নামকরণের ব্যাপারে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। ইবনে হারমালার রিওয়ায়াতে আরো আছে। এটা হলো এশা। লোকেরা অন্ধকারে উটের দুধ দোহন করায় একে আতামা বলে। হাসান সহীহ। [মুসনাদে আহমাদ হা. ৯৫৯৮]

https://www.facebook.com/178945132263517

بسم الله الرحمن الرحيم

4 - كتاب الأذان والسنة فيها

পর্ব- ৪: কিতাবুল আযান ওয়াস্-সুন্নাতু ফীহা (আযান ও উহার সুন্নাহ)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

https://www.facebook.com/178945132263517

1 - باب بَدْءِ الأَذَان

অনুচ্ছেদ- ১: আযানের সূচনা

706 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ هَمَّ بِالْبُوقِ وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللهِ تَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ أُنَادِي بِهِ إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلْتُ وَمَا هُوَ؟ قَالَ تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ـ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ـ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ ـ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ـ اللهُ أَكْبَرُ ـ اللهُ أَكْبَرُ ـ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. قَالَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَى . قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا . فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ رَأَى رُؤْيَا فَاخْرُجْ مَعَ بِلاَلٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ وَلْيُنَادِ بِلاَلٌ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ". قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ بِلاَلٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَادِي بِهَا . قَالَ: فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالصَّوْتِ فَخَرَجَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحَكَمِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ فِي ذَلِكَ: أَحْمَدُ اللهَ ذَا الْجَلاَلِ وَذَا الإِكْرَامِ حَمْدًا عَلَى الأَذَانِ كَثِيرًا، إِذْ أَتَانِي بِهِ الْبَشِيرُ مِنَ اللهِ فَأَكْرِمْ بِهِ لَدَىَّ بَشِيرًا، فِي لَيَالٍ وَالَى بِهِنَّ ثَلاَثٍ كُلَّمَا جَاءَ زَادَنِي تَوْقِيرًا.

https://www.facebook.com/178945132263517

৭০৬. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙ্গাধ্বনি করার মনস্থ করেন এবং ঢোল বাজিয়ে লোকদের (সলাতের জন্য) ডাকার নির্দেশ দেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে স্বপ্নে দেখানো হলো। তিনি বলেন, আমি সবুজ বর্ণের একজোড়া কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তিকে একটি নাকূস বাহন করতে দেখলাম। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি নাকূস বিক্রয় করবে? সে বললো, তা দিয়ে তুমি কি করবে? আমি বললাম, আমি তা দিয়ে সলাতের জন্য ডাকবো। সে বললো, আমি কি তোমাকে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কোন জিনিস সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি বললাম, তা কি? সে বলল, তুমি বলো ঃ

‘‘‘আলআহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। সলাতের দিকে এসো, সলাতের দিকে এসো। কল্যানের দিকে এসো কল্যানের দিকে এসো। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।’’

রাবী বলেন, আবদুল্লা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বের হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন এবং যে স্বপ্ন তিনি দেখেছেন সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেণ। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নযোগে একজোড়া সবুজ কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তিকে নাকূস বহন করতে দেখলাম। এরপর তিনি তাঁর কাছে সব ঘটনা খুলে বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের এই সাথী একটি স্বপ্ন দেখেছে। তুমি বিলালের সাথে মসজিদে চলে যাও, তাকে এগুলো শিখিয়ে দাও এবং বিলাল যেন আযান দেয়। কারণ বিলাল তোমার চাইতে উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী। রাবী বলেন, আমি বিলালের সাথে মাসজিদে গেলাম। আমি তাকে শিখিয়ে দিলাম এবং তিনি তা উচ্চ স্বরে ঘোষণা দিলেন। রাবী বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এই বাক্যধ্বনি শুনে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি। আবু উবাইদ (র) বলেন, আবু বাকর আল-হাকামী (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সম্পর্কে (কবিতা) বলেন ঃ আমি মহামহিম গৌরবান্বিত আল্লাহর অশেষ প্রশংসা করছি আযান দেয়ার জন্য। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা তা নিয়ে আমার নিকট এলো, আমাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য তাকে স্মারন করে, সে তিন রাত আমাকে আযান দিলো, যখনই সে এলো, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিলো। হাসান।

[ইরওয়া ২৪৬, মিশকাত ৬৫০। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৯৯; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৮৯]

https://www.facebook.com/178945132263517

707 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَشَارَ النَّاسَ لِمَا يُهِمُّهُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَذَكَرُوا الْبُوقَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ الْيَهُودِ ثُمَّ ذَكَرُوا النَّاقُوسَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى فَأُرِيَ النِّدَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَطَرَقَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلاً فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلاَلاً بِهِ فَأَذَّنَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَزَادَ بِلاَلٌ فِي نِدَاءِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي .

৭০৭। সালিম রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতা থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ সলাতের জন্য জমায়েত করার ব্যাপারে সাহাবীদের সংগে পরামর্শ করেন। তাঁরা শিঙ্গার ব্যাপারে আলোচনা করেন; কিন্তু এটি ইয়াহুদীদের (যন্ত্র হওয়ার) কারণে তিনি তা অপসন্দ করেন। এরপর তাঁরা নাকূসের কথা বলেন, কিন্তু তিনি এটিও নাসারাদের উদ্ভাবিত যন্ত্র বলে অপসন্দ করেন। সেই রাতে জনৈক আনসারীকে স্বপ্নে আযানের পদ্ধতি দেখানো হলো, যাঁর নাম ছিল 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং 'উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও রাতে অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন। আনসারী সাহাবী রাতেই আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর কাছে আসেন। এরপর আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আযান দিতে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন।

যুহরী (র) বলেন, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু ফজরের আযানে: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (নিদ্রা থেকে সলাত উত্তম) অতিরিক্ত সংযোজন করেন আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ তা ঠিক রাখেন।

'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ইয়া আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! নিশ্চয়ই আমিও এ ব্যক্তির মত স্বপ্নে দেখেছি, কিন্তু সে আমার থেকে অগ্রগামী হয়েছে। যঈফ।[১] তবে আংশীক সহীহ।

[এর আংশিক বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬০৪; মুসলিম (ই. সে.) হা. ৭৩৬ বর্ণিত আছে, নাসায়ী (৬২৬), আহমাদ (৬৩২১)।]

---

[১] আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু খালিদকে ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন, আবূ যুর'আহ এবং অন্যান্যরা দুর্বল বলেছেন।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

https://www.facebook.com/178945132263517

2 - باب التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ

অনুচ্ছেদ- ২: আযানে তারজী'র বর্ণনা

708 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ بْنِ مِعْيَرٍ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ - فَقُلْتُ لأَبِي مَحْذُورَةَ أَىْ عَمِّ إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ وَإِنِّي أَسْأَلُ عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالصَّلاَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ نَهْزَأُ بِهِ فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا قَوْمًا فَأَقْعَدُونَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ " أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ ". فَأَشَارَ إِلَىَّ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَصَدَقُوا فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي وَقَالَ لِي " قُمْ فَأَذِّنْ ". فَقُمْتُ وَلاَ شَىْءَ أَكْرَهُ إِلَىَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلاَ مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَلْقَى عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ " قُلِ: اللهُ أَكْبَرُ ـ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ ـ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ـ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ـ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ". ثُمَّ قَالَ لِي "ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ـ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ـ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ ـ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ـ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ ـ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ". ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَىْءٌ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ

https://www.facebook.com/178945132263517

". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَرْتَنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ قَالَ " نَعَمْ قَدْ أَمَرْتُكَ ". فَذَهَبَ كُلُّ شَىْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كَرَاهِيَةٍ وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلاَةِ عَلَى أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . قَالَ وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَا مَحْذُورَةَ عَلَى مَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ .

৭০৮. আবদুল্লা ইবনে মুহাইরীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (র) ইয়াতীম হিসাবে আবু মাহযূরা রাযিয়াল্লাহু আনহু-র তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় তিনি তাকে সিরিয়ার দিকে পাঠান। তখন আমি আবু মাহযূরা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললাম, হে চাচাজান! আমি সিরিয়ায় যাচ্ছি। আমি আপনাকে আপনার আযান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, আবু মাহযূরা (রাযি.) বলেন, আমি একটি দলের সাথ রওয়ানা হলাম এবং আমরা কোন এক রাস্তা অতিক্রম করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন তাঁর উপস্থিতিতে সলাতের আযান দেন। আমরাও মুয়াযযিনের আযান ধ্বনি শুনলাম। তা অপছনদ হওয়ার কারণে আমরা তার শব্দাবলীর প্রতিধ্বনি করতে লাগলাম। রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিধ্বনি শুনে আমাদের নিকট লোক পাঠান । আমাদেরকে তাঁর সামনে পেশ করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কার কণ্ঠস্বর উচ্চ, যার কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পেলাম? লোকেরা ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিল। তিনি সকলকে ছেড়ে দিলেন এবং আমাকে আটক রাখলেন। তিনি আমাকে বলেন ঃ দাঁড়াও এবং আযান দাও। অতএব আমি দাঁড়ালাম। আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তিনি যার নির্দেশ দিয়েছেন তার চাইতে অধিকতর অপ্রিয় কোন কিছুই ছিল না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়ালাম এবং তিনি নিজে আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। তিনি বলেন ঃ তুমি বলো ঃ

''আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি আরো উচ্চকণ্ঠে বলো ঃ

''আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। সলাতের দিকে এসো, সলাতের দিকে এসো। কল্যাণের দিকে এসো, কল্যাণের দিকে এসো। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

আমি আযান শেষ করলে তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন এবং কিছু রূপার মুদ্রা ভর্তি একটি থলে আমাকে দান করেন। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত আবু মাহযূরা

https://www.facebook.com/178945132263517

রাযিয়াল্লাহু আনহু-র কপালের অগ্রভাগে রাখেন, অতঃপর তা তাঁর মুখমণ্ডলে বুলিয়ে দেন, অতঃপর তাঁর হাত তার বুকে বুলিয়ে দেন, এমনকি তাঁর হাত আবু মাহযূরা রাযিয়াল্লাহু আনহু-র নাভীমূল পর্যন্ত পৌঁছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমার উপর বরকত নাযিল করুন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে মক্কা মুয়াযযমায় আযান দেয়ার জন্য নিয়োগ করুন। তিনি বলেন ঃ হাঁ, তোমাকে নিয়োগ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যা কিছু আমার নিকট অপ্রিয় ছিল তা সব দূর হয়ে গেলো এবং তদস্থলে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা স্থান পেলো।

অতঃপর আমি মক্কা মুয়াযযমায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিযুক্ত গভর্নর আত্তাব ইবনে উসাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট এলাম। আমি তার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক সলাতের আযান দিলাম। সহীহ।

[তা'লীক্ব সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ৩৭৯, আবূ দাউদ ৫১৮, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৭৯৯ (ই. সে.) হা. ৭৪১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭২৬]

709 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَامِرِ الأَحْوَلِ، أَنَّ مَكْحُولاً، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الأَذَانُ "اللهُ أَكْبَرُ ـ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ ـ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ـ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ـ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ـ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ـ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ ـ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ـ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ ـ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ". وَالإِقَامَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً "اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ".

৭০৯। আবদুল্লাহ ইবনু মুহাইরীয রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আবূ মাহযূরা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আমাকে আযানের উনিশটি এবং ইক্বামাতের

https://www.facebook.com/178945132263517

সতেরটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। আযানের বাক্যগুলো হলো :

اللهُ أكْبَرُ - اللهُ أكْبَرُ - اللهُ أكْبَرُ - اللهُ أكْبَرُ - أشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ - أشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ - أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ - أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ - أشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ - أشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ - أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ - أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ - حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ - حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ - حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ - حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ - اللهُ أكْبَرُ - اللهُ أكْبَرُ - لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ.

"আল্লাহ মহান (৪ বার); 'আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই (২ বার); আমি আরো সাক্ষ দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, (২ বার), আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই (২ বার); আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল (২ বার); সলাতের দিকে এসো, (২ বার); কল্যাণের দিকে এসো, (২ বার); আল্লাহ মহান, (২ বার); আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, (১ বার)। আর ইক্বামাতের বাক্যগুলো এরূপ :

اللهُ أكْبَرُ - اللهُ أكْبَرُ - اللهُ أكْبَرُ - اللهُ أكْبَرُ - أشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ - أشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ - أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ - أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ - حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ - حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ - حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ - حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ - قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ - قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ - اللهُ أكْبَرُ - اللهُ أكْبَرُ - لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ.

"আল্লাহ মহান (৪ বার); 'আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই (২ বার); আমি আরো সাক্ষ দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, (২ বার), সলাতের দিকে এসো, (২ বার); কল্যাণের দিকে এসো, (২ বার); সলাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (২ বার); আল্লাহ মহান, (২ বার); আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, (১ বার)। [হাসান সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

3 - باب السُّنَّةِ فِي الأذَان

অনুচ্ছেদ-৩: আযানের তরীকা

710 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَنِي أبِي عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أمَرَ بِلاَلاً أنْ يَجْعَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أذُنَيْهِ وَقَالَ " إنَّهُ أرْفَعُ لِصَوْتِكَ".

https://www.facebook.com/178945132263517

৭১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তার দুই কানের ছিদ্রে তার দুই আঙ্গুল প্রবিষ্ট করার নির্দেশ দেন এবং বলেন ঃ তাতে তোমার কণ্ঠস্বর আরো উচ্চ হবে। যঈফ। [২]

[ইরওয়া ২৩১, মিশকাত ৬৫৩। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

711 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالأَبْطَحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ فَخَرَجَ بِلاَلٌ فَأَذَّنَ فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ .

৭১১. আবু জুহাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আল-আবতাহ্ (মিনা) নামক উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি তখন একটি লাল তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। বিলাল বেরিয়ে এসে আযান দিলেন। আযান দেয়ার সময় তিনি এদিক-সেদিক তার মুখ ফিরান এবং তার দুই কানের ছিদ্রে তার দুই আঙ্গুল প্রবিষ্ট করান। সহীহ।

[ইরওয়া ২৩০ তা'লীক্ব ইবনে খুযাইমাহ ৩৮৮। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৩৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫০৩); (ই. সে.) হা. ১০১১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০০০]

712 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلاَتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ " .

৭১২. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুয়াযযিনের কাঁধে মুসলমানদের দু'টি বিষয় অর্পিত ঃ তাদের সলাত ও রোযা। মাওযূ। [২]

[মিশকাত ৬৮৮ আহদীসুয যঈফাহ ৯০৫। (বানোয়াট)। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

---

[১] হাদীসের সানাদে আব্দুর রহমান ইবনু সা'দ দুর্বল। আল্লামা বুসয়রীও এর সানাদকে তার কারণে দুর্বল বলেছেন। ইমাম হাকিম ও যাহাবী এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন।-ইরওয়াউল গালীল

[২] ইমাম বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৪৭) বলেছেন, সানাদে বাক্বিয়্যাহ ইবনু ওয়ালীদ কতৃক তাদলীস সংঘটিত হওয়ায় এই সানাদটি দুর্বল। এছাড়া সানাদে তার শায়খ মারওয়ান তার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। ইমাম বুখারী ও অন্যরা বলেছেন, সে হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবু আরুবাহ আলহারানী বলেছেন, সে হাদীস জালকারী।-যঈফাহ্

https://www.facebook.com/178945132263517

713 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ بِلاَلٌ لاَ يُؤَخِّرُ الأَذَانَ عَنِ الْوَقْتِ وَرُبَّمَا أَخَّرَ الإِقَامَةَ شَيْئًا .

৭১৩. জাবির ইবনে সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়াক্ত হলে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনো আযান দিতে বিলম্ব করতেন না। তবে তিনি কখনো ইক্বামাতে কিছুটা বিলম্ব করতেন। হাসান।

[ইরওয়া ২২৭। মুসনাদে আহমাদ হা. ২০৮৮১]

714 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لاَ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى الأَذَانِ أَجْرًا .

৭১৪. উসমান ইবনে আবুল 'আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে সর্বশেষ যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা হলো ঃ আমি যেন বেতনভুক্ত মুয়াযযিন নিয়োগ না করি। সহীহ।

[ইরওয়া ৫/৩১৬ সহীহ আবূ দাউদ ৫৪১। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫৩১; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২০৯; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৬৭২]

715 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلاَلٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ .

৭১৫. বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজরের নামাযে তাসবীব * করার নির্দেশ দেন এবং এশার নামাযে তাসবীব করতে নিষেধ করেন। যঈফ। [১]

[ইরওয়া ২৩৫, মিশকাত ৬৪৬। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৯৮]

---

[১] আহমাদ (২৩৩৯৫)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, সানাদে বর্ণনাকারী আবূ ইসরাঈল হাদীস বিশারদগণের নিকট শক্তিশালী বা নির্ভরযোগ্য নয়। আর আবূ ইসরাঈল এই হাদীসটি হাকাম ইবনু উআইনাহ হতে কখনোও শুনেনি। বরং তিন হাসান হতে উমারাহ'র মাধ্যমে হাকামের কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করেছেন। উমারাহ খুবই দুর্বল। কিন্তু হাদীসটির অর্থ বিশুদ্ধ।-মিশকাত " তাহক্বীক্ব আলবানী। ফাজরের প্রথম আযানে * **"ঘুমের চেয়ে সাল উত্তম" বলা** সহীহ। এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস রয়েছে। এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে-তামামুল মিন্নাহ (১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা)।-তাহক্বীককৃ আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

716 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ بِلاَلٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُؤْذِنُهُ بِصَلاَةِ الْفَجْرِ فَقِيلَ هُوَ نَائِمٌ . فَقَالَ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

৭১৬. বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি ফজরের সলাত সম্পর্কে অবহিত করার জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। তাকে বলা হলো যে, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ''ঘুম থেকে সলাত উত্তম; ঘুম থেকে সলাত উত্তম।'' এই বাক্য ফজরের আযানে যোগ করা হলো এবং তদনুযায়ী আমল চলে আসছে। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

717 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الإِفْرِيقِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ".

৭১৭. যিয়াদ ইবনুল হারিস আস-সুদাঈ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি আযান দিলাম। বিলাল (র) ইকামত দিতে চাইলে রাসূলুলআহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার ভাই সুদাঈ আযান দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি আযান দিবে সে-ই ইকামত দিবে। যঈফ। [১]

[ইরওয়া ৩৩৭ মিশকাত ৬৪৮ যঈফ ৩৫ যঈফ আবু দাউদ ৮২। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ১৯৯; আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫১৪]

4 - باب مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

অনুচ্ছেদ- ৪: মুয়াযযিন যখন আযান দেন তখন (জওয়াবে) যা বলতে হবে

[১] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আমরা একে ইফরীক্বীর হাদীস বলে জানি। সে হাদীসবিশারদগণের নিকট দুর্বল। তাকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল কাত্তান ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, আমি ইফরীক্বীর হাদীস লিখি না। ইমাম বায়হাকী এবং বাগাবীও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। -ইরওয়াউল গালীল

https://www.facebook.com/178945132263517

718 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقُولُوا مِثْلَ قَوْلِهِ ".

৭১৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুয়াযযিন যখন আযান দেয়, তখন তোমরা তার কথার অনুরূপ বলো। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

719 - حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو الْفَضْلِ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ .

৭১৯. উম্মু হাবীবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তার পালার দিন ও রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার নিকট অবস্থান কতেন তখন তিনি তাঁকে মুয়াযযিনের আযান শুনে তার অনুরূপ বলতে শুনেছেন। যঈফ। [মুসনাদে আহমাদ হা. ২৬৮১০]

720 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ".

৭২০. আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন আযান শুনতে পাও, তখন মুয়ায্যিন যা বলে তোমরাও তা বলো। সহীহ।

[আবূ দাউদ ৫৩৫। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬১১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৮৩); (ই. সে.) হা. ৭৪৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৩২]

721 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

https://www.facebook.com/178945132263517

اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ ".

৭২১. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্বক্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শোনার পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়লে তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট"। সহীহ।

[আবূ দাউদ ৫৩৭। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৮৬); (ই. সে.) হা. ৭৫০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৩৫]

722 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الأَلْهَانِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ اتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ - إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

৭২২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে নিম্নোক্ত দোয়া পড়লে তার জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআত অবধারিত হবে ঃ " হে আল্লাহ্ এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সলাতের প্রভু! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করুন সুমহান মর্যাদা ও সম্মান এবং তাঁকে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছান, যার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন"। সহীহ।

[ইরওয়া ৩৪৩, সহিহ আবূ দাউদ ৫৪০ বুখারী। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬১৪]

5 - باب فَضْلِ الأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ

অনুচ্ছেদ- ৫: আযান ও মুয়াযযিনের ফযীলত

723 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَبُوهُ فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ - قَالَ قَالَ لِي

https://www.facebook.com/178945132263517

أَبُو سَعِيدٍ إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالأَذَانِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ يَسْمَعُهُ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ " .

৭২৩. আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত আবদুর রহমান ইবনে আবু সা'সাআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি গ্রামে বা বন-জঙ্গলে থাকবে, তখন উচ্চস্বরে আযান দিবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জিন, মানুষ, বৃক্ষলতা ও পাথর যে-ই এই আযান শুনবে, সে তার জন্য (আখেরাতে) সাক্ষ্য দিবে। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬২৯, ৩২৯৬]

724 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ " الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا " .

৭২৪. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ মুখে বলতে শুনেছি ঃ মুয়াযযিনের আযান ধ্বনি যত দূর পর্যন্ত পৌঁছবে, তত দূর তাকে ক্ষমা করা হবে এবং জীবিত ও নির্জীব সকলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। নামাযে উপস্থিত লোকদের পঁচিশ নেকী লেখা হয় এবং তার দুই সলাতের মধ্যবর্তী কালের গুনাহ ক্ষমা করা হয়। হাসান সহীহ।

[মিশকাত ৬৬৭, সহীহ আবূ দাউদ ৫২৮। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫১৫; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৬৪৫]

725 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

৭২৫. মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন মুয়াযযিনগণ লোকদের মাঝে লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট হবে। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৮৭); (ই. সে.) হা. ৭৫১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৩৬]

https://www.facebook.com/178945132263517

726 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، أَخُو سُلَيْمٍ الْقَارِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ " .

৭২৬. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্যই তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার উত্তম ক্বারী (কুরআন বিশেষজ্ঞ) ইমামতি করবে। যঈফ।

[যঈফ আবূ দাউদ ৯১, মিশকাত ১১১৯। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫৯০]

727 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأَزْرَقُ الْبَرْجُمِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ أَذَّنَ مُحْتَسِبًا سَبْعَ سِنِينَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ " .

৭২৭. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় সাত বছর আযান দেয় আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লিখে দেন। যঈফ।[১]

[মিশকাত ৬৬৪, যঈফাহ ৮৫০। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২০৬]

728 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً " .

---

[১] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। অর্থাৎ দুর্বল। উক্বাইলী আয-যুআফা' গ্রন্থে বলেছেন, তার সানাদে দুর্বলতা আছে। ইমাম বাগাবীও সানাদটি দুর্বল বলেছেন। সানাদে জাবির হল 'ইবনু ইয়াযীদ আল জো'ফী। সে দুর্বল। উপরন্ত কোন কোন ইমাম বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী, সে রাফিযী ছিল। -যঈফাহ্

https://www.facebook.com/178945132263517

৭২৮. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বারো বছর আযান দেয় তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। আর প্রতি দিনের আযানের বিনিময়ে তার জন্য ষাট নেকী এবং প্রতি ইক্বামতের জন্য তিরিশ নেকী লেখা হয়। সহীহ।

[মিশকাত ৬৭৮, আহাদীসুস সহীহাহ ৪২, সহীহ তারগীব ২৪২। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

6 - باب إِفْرَادِ الإِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ-: ইক্বামতের শব্দ একবার একবার বলা

729 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤْذِنُونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلاَةِ فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ .

৭২৯. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ সলাতের ওয়াক্তের সংকেতবাহী কোন পন্থা খুঁজছিলেন। তখন বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আযানের শব্দাবলী দু'বার করে এবং ইকামতের শব্দাবলী একবার করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়। সহীহ। [আবূ দাউদ ৫২৫। মুসলিম. (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৭৮); (ই. সে.) হা. ৭৩৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭২২]

730 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ، الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ .

৭৩০. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা.)-কে আযানের শব্দাবলী জোড় সংখ্যায় এবং ইকামতের শব্দাবলী বেজোড় সংখ্যায় বলার নির্দেশ দেয় হয়। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. : আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬০৩, ৬০৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৭৮); (ই. সে.) হা. ৭৩৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭২২, আহাদীসুস সহীহাহ-২/২৭১]

731 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَذَانَ بِلاَلٍ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَإِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً .

https://www.facebook.com/178945132263517

৭৩১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন আম্মার ইবনে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আযানের শব্দাবলী দুইবার করে এবং ইকামতের শব্দাবলী একবার করে উচ্চারণ করতেন। সহীহ।

[রওযুন নাযীর ৩৪৪, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

732 - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَيُقِيمُ وَاحِدَةً .

৭৩২. আবু রাফে' রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আযানের প্রতিটি বাক্য দুইবার করে এবং ইকামতের প্রতিটি বাক্য একবার করে বলেছেন। সহীহ লিগাইরিহী।

[৭৩১ নং হাদীস দ্বারা সহীহ, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

7 - باب إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ تَخْرُجْ

অনুচ্ছেদ- ৭: মাসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হলে সেখান থেকে বের না হওয়া

733 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

৭৩৩. আবু শা'সাআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। মুয়াযযিন আযান দিলে এক ব্যক্তি মাসজিদ থেকে উঠে চলে যেতে থাকে। আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-র দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করতে থাকে। অবশেষে সে মাসজিদথেকে বের হয়ে চলে যায়। আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, লোকটি তো আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করলো। সহীহ।

[ইরওয়া ২৪৩ সহীহ আবূ দাউদ ৫৪৭। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৫৫); (ই. সে.) হা. ১৩৭৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩৬২]

734 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ،

https://www.facebook.com/178945132263517

عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَدْرَكَهُ الأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ ".

৭৩৪. উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদে আযান হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে বেরিয়ে যাবে এবং তার ফিরে আসার ইচ্ছা নাই সে মুনাফিক। সহীহ।

[রওযুন নাযীর ১০৭৩, আহাদীসুস সহীহাহ ২৫১৮]

https://www.facebook.com/178945132263517

بسم الله الرحمن الرحيم

5 - كتاب المساجد والجماعات

পর্ব- ৫: কিতাবুল মাসাজিদি ওয়াল জামা'আত

(মাসজিদ ও জামা'আত প্রসঙ্গ)

https://www.facebook.com/178945132263517

1 - باب مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِدًا

অনুচ্ছেদ- ১: আল্লাহ্‌র জন্য যিনি মাসজিদ নির্মাণ করেন

735 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ".

৭৩৫. উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নামের যিকিরের জন্য একটি মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন। সহীহ।

[তা'লীক্ব রগীব ১/১১৭, তাখরীজ মুখতারাহ ২৩৪]

736 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ " .

৭৩৬. উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ অনুরূপভাবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৫০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৮০৫-এর শেষাংশ); (ই. সে.) হা. ১০৭৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০৭১]

737 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " .

৭৩৭. আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ ব্যয় করে একটি মাসজিদ তৈরী করে আল্লাহ্‌ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন। যঈফ।

https://www.facebook.com/178945132263517

[১] [রওযুন নাযীর ৮৮৩, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

738 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ النَّوْفَلِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا للهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ".

৭৩৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য টিড্ডির ঢিবির ন্যায় বা তার চাইতেও ক্ষুদ্র একটি মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন। সহীহ।

[রওযুন নাযীর ৯৫৩, তা'লীক্ব রগীব ১/১১৭, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

2- باب تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ- ২: মাসজিদ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা

739 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ " .

৭৩৯. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা মসিজদের সৌন্দর্য ও সুসজ্জিতকরণ নিয়ে পরস্পর গর্ব না করবে ততক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হবে না। সহীহ।

[মিশকাত ৭১৯ সহীহ আবু দাউদ ৪৭৫ ; আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৪৯]

740 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أُرَاكُمْ سَتُشَرِّفُونَ مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِي كَمَا شَرَّفَتِ الْيَهُودُ كَنَائِسَهَا وَكَمَا شَرَّفَتِ النَّصَارَى بِيَعَهَا " .

[১] আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ'' গ্রন্থে বলেছেন, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসের সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম একজন মুদাল্লিস এবং সে এটিকে আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। এছাড়া তার শায়খ ইবনু লাহী'আহ দুর্বল। --তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

৭৪০. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার মনে হয়, তোমরা আমার পরে তোমাদের মসজিদসমূহকে ইহূদীদের সিনাগগ ও নাসারাদের গির্যার ন্যায় বিশালাকার প্রাসাদরূপে তৈরি করবে। যঈফ। [১]

[আহদীসুয যঈফাহ ২৭৩৩। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৪৮]

741 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ " .

৭৪১. উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন জাতির মসজিদসমূহকে সোনা-রূপা খচিত করা কত মন্দ কাজ! নিতান্ত যঈফ। [২]

[আহদীসুয যঈফাহ ৪৪৭, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

3 - باب أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ- ৩: মাসজিদ নির্মাণের বৈধ স্থান

742 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ لِبَنِي النَّجَّارِ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَمَقَابِرُ لِلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ "ثَامِنُونِي بِهِ". قَالُوا لاَ نَأْخُذُ لَهُ ثَمَنًا أَبَدًا . قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْنِيهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ وَالنَّبِيُّ يَقُولُ " أَلاَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ ". قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ .

৭৪২. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের স্থানটি ছিল নাজ্জার গোত্রের, সেখানে কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ এবং মুশরিকদের কবর ছিল । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেন ঃ

[১] আল্লামা বুসয়রী ''আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদের জুবারাহ ইবনু মুগাল্লাস মিথ্যাবাদী। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

[২] আল্লামা বুসয়রী ''আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং জুরারাহ ইবনু মুগাল্লাস একজন মিথ্যুক।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

https://www.facebook.com/178945132263517

তোমরা এই জমিখণ্ড আমার নিকট বিক্রয় করো। তারা বলেন, আমরা কখনো এর বিনিময় মূল্য গ্রহণ করবো না। রাবী বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং সাহাবীগণ তাঁকে মাটি ও কাদা দিতে থাকেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকেন ঃ ''আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন''। ইতিপূর্বে যেখানেই সলাতের ওয়াক্ত হয়ে যেতো, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই সলাত পড়তেন। সহীহ।

[সহীহ আবূদাউদ ৪৭৭-৪৭৮। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ২৮৩৪; মুসলিম (ই. সে.) হা. ৪৫২৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৪৫২৩]

743 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلاَّلُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَاغِيَتُهُمْ .

৭৪৩. উসমান ইবনে আবুল 'আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তায়েফবাসীদের জন্য তাদের মূর্তির পাদপিঠে মাসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। যঈফ।

[যঈফ আবু দাউদ ৬৭, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৫০]

744 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسُئِلَ، عَنِ الْحِيطَانِ، تُلْقَى فِيهَا الْعَذِرَاتُ فَقَالَ " إِذَا سُقِيَتْ مِرَارًا فَصَلُّوا فِيهَا". يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

৭৪৪. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তাকে ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে বলেন, কয়েকবার পানি ঢেলে দেয়ার পর তথায় সলাত পড়া যাবে। যঈফ। [১]

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

4 - باب الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ

অনুচ্ছেদ- ৪: যে সব স্থানে সলাত আদায় করা মাকরূহ

[১] আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক রয়েছে। সে তাদলীস করত এবং সে এটিকে আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

45 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ " .

৭৪৫. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সকল (পবিত্র) জায়গাই মসজিদ। সহীহ। [ইরওয়া ১/৩২০, মিশকাত ৭৩৭। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৯২

746 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ .

৭৪৬. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত স্থানে সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন ঃ ময়লা-আবর্জনাপূর্ণ স্থানে, কসাইখানায়, কবরস্থানে, রাস্তার মাঝখানে, গোসলখানায়, উটের খোঁয়াড়ে এবং কাবা ঘরের ছাদে। যঈফ। [১] [ইরওয়া ২৮৭। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৪৬]

747 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " سَبْعُ مَوَاطِنَ لاَ تَجُوزُ فِيهَا الصَّلاَةُ ظَاهِرُ بَيْتِ اللهِ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَعَطَنُ الإِبِلِ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ " .

৭৪৭. উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাত জায়গায় সলাত পড়া জায়েয নয় ঃ কাবা ঘরের ছাদে, কবরস্থানে, ময়লা ফেলার স্থানে কসাইখানায়, গোসলখানায়, উটের খোঁয়াড়ে ও রাস্তার মাঝখানে। যঈফ।

[ইরওয়া ২৮৭, মিশকাত ৭৩৮। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৪৬]

[১] ইমাম বায়হাকী বলেছেন, হাদীসের সানাদে যায়দ ইবনু জাবীরাহ একক হয়ে গেছে। ইবনু আব্দিল বার বলেছেন, তার দুর্বলতার ব্যপার সকলে একমত। ইমাম সাজী বলেছেন, সে দাউদ ইবনু হুমাইন সূত্রে খুবই মুনকার হাদীস বর্ণন করে (অর্থাৎ এই হাদীস)। হাফিয আত-তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন, সে মাতরুক এবং আত-তালখীস গ্রন্থে বলেছেন, সে অত্যান্ত দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, সানাদ ঐভাবে শক্তিশালী নয়। -ইরওয়াউল গালীল

https://www.facebook.com/178945132263517

5 - باب مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ- ৫: মাসজিদে যে সব কাজ করা মাকরূহ

748 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "خِصَالٌ لاَ تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ لاَ يُتَّخَذُ طَرِيقًا وَلاَ يُشْهَرُ فِيهِ سِلاَحٌ وَلاَ يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ وَلاَ يُنْثَرُ فِيهِ نَبْلٌ وَلاَ يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ وَلاَ يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ وَلاَ يُقْتَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ وَلاَ يُتَّخَذُ سُوقًا " .

৭৪৮. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কতিপয় আচরণ মসজিদে নিষিদ্ধ। **মসজিদকে চলাচলের পথ বানানো যাবে না**, সেখানে অস্ত্রশাস্ত্রের প্রদর্শনী করা যাবে না, তীর, বর্শা বা কামান বহন করা যাবে না, কাঁচা গোশত নেয়া যাবে না, হদ্দ কার্যকর করা যাবে না, কারো কিসাস কার্যকর করা যাবে না এবং একে বাজারে পরিণত করা যাবে না। যঈফ তবে মসজিদকে চলাচলের পথ করা যাবেনা এ অংশ সহীহ। [১]

[আহদীসুয যঈফাহ ১৪৯৭, আহাদীসুস সহীহাহ ১০০১। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

749 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبَيْعِ وَالاِبْتِيَاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ .

৭৪৯. আমর ইবনে শুয়া'ইব (রহি) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদসমূহে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন। হাসান।

[ইরওয়া ৭/৩৬৩ সহীহ আবূ দাউদ ৯৯১। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩২২; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৭১৫]

---

[১] ইবনু আদী (১৪৫/১)। ইবনু আদী বলেছেন, হাদীসটি অসংরক্ষিত (গায়রে মাহফুয)। সানাদের যায়দ ইবনু জাবীরাহ খুবই দুর্বল। যেমন হাফিয বলেছেন, সে মাতরূক। আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন (১/৯৫), এর সানাদ দুর্বল, কারণ সানাদের যায়দ ইবনু জাবীরাহ'র দুর্বলতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত পোষণ করেছেন। ইবনু আদী বলেছেন, সে দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকল হাদীস বিশারদ একমত। -যঈফাহ্।

ডঃ মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন বলেন, অনুরূপভাবে আল্লামা সুয়ূতী এবং মানাবীও তাকে দুর্বল বলেছেন।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

https://www.facebook.com/178945132263517

750 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَارَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ " .

৭৫০. ওয়াসিলা ইবনুল আসক্বা' রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তোমাদের মসজিদসমূহকে শিশু, পাগল, ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ, হৈ-চৈ, হদ্দ কার্যকরকরণ ও উন্মুক্ত অস্ত্র বহন থেকে হেফাযত করো। তোমরা তার দরজাসমূহের কাছে শৌচকর্মের জন্য ঢিলা রাখো এবং জুমুআর দিন তাকে সুগন্ধময় করো। যঈফ। [১]

[তা'লীকুররগীব ১/১২০-১২১, ইরওয়া ৭/৩৬২। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

6 - باب النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ–৬: মাসজিদে ঘুমান

751 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

৭৫১. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদে ঘুমাতাম। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ৪৬০৭]

752 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ يَعِيشَ بْنَ قَيْسِ بْنِ طِخْفَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ "انْطَلِقُوا ". فَانْطَلَقْنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ وَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ هَاهُنَا وَإِنْ شِئْتُمُ انْطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ". قَالَ فَقُلْنَا بَلْ نَنْطَلِقُ إِلَى الْمَسْجِدِ .

[১] হাদীসটির বহু সানাদ রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি সানাদই নিকৃষ্ট। আব্দুল হাক্ব বলেছেন, এটির কোনই ভিত্তি নেই।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

৭৫২. ক্বায়েস ইবনে তিখফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি আসহাবে সুফফার অন্যতম সদস্য। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন ঃ তোমরা যাও। অতএব আমরা আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-র ঘরে গেলাম এবং পানাহার করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে এখানেও ঘুমাতে পারো, আর চাইলে মসজিদেও যেতে পারো। রাবী বলেন, আমরা বললাম, বরং আমরা মসজিদেই চলে যাই। যঈফ।

[মুযত্বারিব। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫০৪০]

7 - باب أىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أوَّلُ

অনুচ্ছেদ- ৭: সর্বপ্রথম নির্মিত মাসজিদ

753 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ قَالَ " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ " . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أىٌّ قَالَ " ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى". قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ " أَرْبَعُونَ عَامًا ثُمَّ الأَرْضُ لَكَ مُصَلًّى فَصَلِّ حَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ ".

৭৫৩. আবু আর আল-গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বপ্রথম কোন মাসজিদনির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন ঃ মাসজিদুল হারাম। রাবী বলেন, আমি আবার বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ তারপর মাসজিদুল আক্বসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বলেন ঃ চল্লিশ বছরের। এখন তোমার জন্য সমগ্র পৃথিবীই মসজিদ। অতএব যেখানেই তোমার নমাযের ওয়াক্ত হয়, সেখানেই তুমি সলাত পড়তে পারো। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৩৬৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫২০); (ই. সে.) হা. ১০৫২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০৪২]

8 - باب الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

অনুচ্ছেদ- ৮: বাড়ীঘরে নির্মিত মাসজিদ

https://www.facebook.com/178945132263517

754 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ دَلْوٍ فِي بِئْرِ لَهُمْ - عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ السَّالِمِيِّ - وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ حِنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ مِنْ بَصَرِي وَإِنَّ السَّيْلَ يَأْتِينِي فَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي وَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَافْعَلْ . قَالَ " أَفْعَلُ ". فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ وَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنْتُ لَهُ وَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ " أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ ". فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ احْتَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُمْ .

৭৫৪. ঈতবান ইবনে মালেক আস-সালিমী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন তাঁর গোত্র বনু সালিমের মসজিদের ইমাম এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং সয়লাবের কারণে আমার ঘর ও আমার গোত্রের মসজিদের মধ্যকার নালাটি পানিপূর্ণ হয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। তা পার হয়ে আসা-যাওয়া আমার জন্য বেশি কষ্টকর। আপনি যদি মনে করেন, আমার বাড়িতে এসে আপনি একটা স্থানে সলাত পড়বেন, যাকে আমি সলাতের স্থান বানাতে পারি, তাহলে তাই করুন। তিনি বলেন ঃ আচ্ছা! তাই করবো। পরের দিন দুপুরের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার বাড়িতে আসেন এবং ভিতরে আসার অনুমতি চান। আমি তাঁকে ভিতর বাড়িতে আসার অনুমতি দিলাম। কিন্তু তিনি না বসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার ঘরের কোন জায়গায় তোমার আকাঙ্খা অনুযায়ী আমার সলাত পড়া তুমি পছন্দ করো? আমি ঘরের যে স্থানে আমার সলাত পড়া পছন্দের সেস্থান ইশারা করলাম। অতঃপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকা'আত সলাত পড়েন। এরপর আমি তাঁকে খাযীরা (এক প্রকার খাদ্য) খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করালাম, যা তাঁদের জন্য তৈরী করা হয়েছিল। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪২৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৩); (ই. সে.) হা. ৩৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

755 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْمُقْرِي، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا عَمِيَ فَجَاءَ فَفَعَلَ .

৭৫৫. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন, আপনি এসে আমার বাড়ির একটি স্থান আমার সলাতের জন্য নির্দিষ্ট করে দিন। যাতে সেখানে আমি সলাত পড়তে পারি। ঘটনাটি ছিল তার অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরের। অতএব তিনি এসে তাই করলেন। সহীহ ।

756 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّيَ فِيهِ . قَالَ فَأَتَاهُ وَفِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ هَذِهِ الْفُحُولِ فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ فَكُنِسَ وَرُشَّ فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَهْ الْفَحْلُ هُوَ الْحَصِيرُ الَّذِي قَدِ اسْوَدَّ .

৭৫৬. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কোন এক ফুফু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার তৈরী করেন। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে এসে পানাহার করুন এবং তাতে সলাত পড়ুন। অতএব তিনি এলেন। ঘরে একটি কালো চাটাই ছিল। তিনি ঘরের এক কোণের দিকে ইশারা করেন। আমরা চাটাইয়ে পানি ছিটিয়ে (তা পরিষ্কার করে লেছে) দিলাম। তিনি সলাত পড়লেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সলাত পড়লাম। আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, যে চাটাই পুরানো হয়ে কালো হয়ে যায় তাকে 'ফাহল' বলে। সহীহ।

[আবূ দাউদ ৬৬৪। মুসনাদে আহমাদ হা. ১২১২৪]

9 - باب تَطْهِيرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا

অনুচ্ছেদ- ৯: মাসজিদ পবিত্র রাখা ও তাতে সুগন্ধি লাগানো

757 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

৭৫৭. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাসজিদথেকে ময়লা দূর করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। যঈফ। তা'লীকুর রগীব ১/১১৯।

758 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، وَأَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ.

৭৫৮. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মাসজিদনির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে খুশবু ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। সহীহ।

[মিশকাত ৭১৭ সহীহ আবূ দাউদ ৪৭৯। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৫৫]

759 - حَدَّثَنَا رِزْقُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ .

৭৫৯. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মাসজিদনির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে সুগন্ধি ছড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। সহীহ। [মিশকাত-৭১৭, আবু দাউদ (আ.একা. ৫৫৫)]

760 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْرَجَ فِي الْمَسَاجِدِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ .

৭৬০. আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামীম আদ-দারী রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মসজিদে আলো-বাতির ব্যবস্থা করেন। নিতান্ত যঈফ।[১]

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

[১] এর সানাদে আব্দুর রাহমান ইবনু সুলাইমান রয়েছে। 'আল কাশিফ' গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম আবু দাউদ তাকে দুর্বল বলেছেন।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

10 - باب كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ- ১০: মাসজিদে কফ ফেলা মাকরূহ

761 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ أَبُو مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي، سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ " إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى " .

৭৬১. আবু হুরায়রাহ ও আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের দেয়ালে থুথু বা কফ দেখতে পেলেন। তিনি একটি কাঁকর তুলে নিয়ে তা দিয়ে থুথু (কফ) মুছে ফেলেন, অতঃপর বলেন ঃ তোমাদের কেউ থুথু ফেলতে চাইলে সে যেন তা তার সামনের দিকে এবং তার ডান দিকে না ফেলে, বরং তার বাম দিকে বা তার বাম পায়ের নীচে ফেলে। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ২৭৪ ইরওয়া ১৮৪। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪০৮, ৪০৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৪৮); (ই. সে.) হা. ১১১৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১০৫]

762 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مَا أَحْسَنَ هَذَا " .

৭৬২. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কেবলার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে খুবই রাগান্বিত হন, এমনকি তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। এক আনসারী মহিলা এসে তা মুছে ফেলে এবং সেই স্থানে সুগন্ধি লাগিয়ে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা কত উত্তম! সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৩০৫০। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪০৫]

763 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَى النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ كَانَ اللهُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاَةِ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

৭৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কিবলার দিকে থুথু দেখতে পান। তখন তিনি লোকদের নিয়ে সলাত পড়ছিলেন। তিনি তা মুছে ফেলেন। অতঃপর সলাত শেষে তিনি বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সলাতে রত থাকে, তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন। অতএব তোমাদের কেউ যেন সলাতরত অবস্থায় তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। সহীহ।

[আবূ দাউদ ৪৯৮। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪০৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৪৭); (ই. সে.) হা. ১১১২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১০৩]

764 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَكَّ بُزَاقًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ .

৭৬৪. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের ক্বিবলার দিকে (নিক্ষিপ্ত) থুথু মুছে ফেলেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪০৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৪৯); (ই. সে.) হা. ১১১৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১০৭]

11 - باب النَّهْىِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ، فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ- ১১: মাসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করা নিষেধ

765 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لاَ وَجَدْتَهُ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ ".

৭৬৫. সুলাইমান ইবনে বুরাইদাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত পড়লেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, কে লাল উটের খোঁজ দিতে পারে (আমার লাল উটটি হারিয়ে গেছে) । নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যেন তা না পাও। মাসজিদযে উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে তা সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ১৯০। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৬৯); (ই. সে.) হা. ১১৫১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১৪২]

766 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ .

https://www.facebook.com/178945132263517

৭৬৬. আমর ইবনে শুআ'ইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারানো জিনিস খোঁজার ঘোষণা দিতে নিষেধ করেছেন। হাসান। [তা'লীক্ব ইবনে খুযাইমাহ-১৩০৪, ১৩০৬]

767 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَسَدِيِّ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا " .

৭৬৭. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে মসজিদে হারানো জিনিস খোঁজার ঘোষনা দিতে শুনলে সে যেন বলে, আল্লাহ তোমাকে যেন তা ফিরিয়ে না দেন। কারণ এজন্য মাসজিদনির্মাণ করা হয়নি। সহীহ। [সহীহ আবু দাউদ ৪৯২।]

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৬৮); (ই. সে.) হা. ১১৪৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১৪০]

12 - باب الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ- ১২: উটের খোঁয়াড়ে এবং ছাগলের খোঁয়াড়ে সলাত আদায় করা

768 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ ".

৭৬৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বকরী বা উটের খোঁয়াড় ব্যতীত সলাত পড়ার জায়গা না পেলে, বকরীর খোঁয়াড়ে সলাত পড়তে পারো কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে পড়বে না। সহীহ।

[মিশকাত ৭৩৯। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৪৮]

769 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ "

https://www.facebook.com/178945132263517

৭৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল-মুযানী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বকরীর খোঁয়াড়ে সলাত পড়তে পারো কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে সলাত পড়ো না। কেননা তা শয়তানদের থেকে সৃষ্ট। সহীহ।

[নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৭৩৫; মুসনাদে আহমাদ হা. ১৬৮৪৫]

770 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "لاَ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ ".

৭৭০. সাবরাহ ইবনে মা'বাদ আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উটের খোঁয়াড়ে সলাত পড়া যাবে না, তবে বকরীর খোঁয়াড়ে সলাত পড়া যাবে। হাসান সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৫৩৮৪, ২১০১১]

13 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ .

অনুচ্ছেদ- ১৩: মাসজিদে প্রবেশের দু'আ

771 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ "بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ". وَإِذَا خَرَجَ قَالَ "بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ ".

৭৭১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশকালে বলতেন ঃ ''আল্লাহর নামে (প্রবেশ) এবং আল্লাহর রাসূলকে সালাম। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার দয়ার দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন''। তিনি (মসিজিদ থেকে) বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ ''আল্লাহর নামে (প্রস্থান) এবং সালাম আল্লাহর রাসূলকে। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন''। সহীহ।

[তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩১৪, তাখরীজুল কালাম ১৬৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

772 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ . وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ " .

৭৭২. আবু হুমাইদ আস-সাঈদী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ মসজিদে প্রবেশকালে যেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করে, তারপর যেন বলেঃ ''হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন'' এবং বের হওয়ার সময় যেন বলেঃ ''হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি''। সহীহ।

সহীহ আবূ দাউদ ৪৮৪। [মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৭১৩); (ই. সে.) হা. ১৫২৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৫২২]

773 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " .

৭৭৩. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের যে কেউ মসজিদে প্রবেশকালে যেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করে, অতঃপর বলেঃ ''হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমাতের দরজাসমূহ খুলে দিন'' এবং বের হওয়ার সময়ও যেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করে, অতঃপর বলেঃ ''হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করুন''। সহীহ।

14 - باب الْمَشْىِ إِلَى الصَّلاَةِ .

অনুচ্ছেদ- ১৪: সলাত আদায় করার জন্য গমনাগমন

774 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ

https://www.facebook.com/178945132263517

ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ ".

৭৭৪. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ উত্তমরূপে উযু করার পর কেবল সলাত পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, আল্লাহ তার প্রতি কদমের বিনিময়ে তার একটি ধাপ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে দেন যাবত না সে মসজিদে প্রবেশ করে। মসজিদে প্রবেশ করার পর সে যতক্ষণ সলাতের জন্য সেখানে অবস্থান করে, ততক্ষণ সলাতরত হিসাবেই গণ্য হয়। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৫৬৮। সহীহ। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৭৭]

775 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " .

৭৭৫. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সলাতে ইক্বামাত শুরু হলে তোমরা তার জন্য দ্রুত বেগে আসবে না, বরং ধীরে সুস্থে হেঁটে আসবে। এরপর সলাতের যতটুকু পাও তা পড়ো এবং যতটুকু ছুটে যায় তা পূর্ণ করো। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৫৮০। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৯০৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আব্দুল বাকী) হা. ৬০২; (ই. সে.) হা. ১২৪৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৩৪]

776 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟". قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

৭৭৬. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের কথা বলে দিবো না, যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গুনাহরাশি ক্ষমা করবেন এবং সওয়াবের পরিধিও বাড়িয়ে দিবেন? তারা বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ কষ্টের সময় পূর্ণরূপে উযু করা, মসজিদসমূহে দিকে বেশি বেশি কদম রাখা এবং এক সলাতের পর অপর সলাতের অপেক্ষায় থাকা। হাসান। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১১০০৭; দারেমী হা. ৬৯৮]

777 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى وَلَعَمْرِي لَوْ أَنَّ كُلَّكُمْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ فَيَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي فِيهِ فَمَا يَخْطُو خَطْوَةً إِلاَّ رَفَعَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً .

৭৭৭. আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আগামীতে (কিয়ামতে) মুসলিম হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে আনন্দিত হয়ে চায়, সে যেন এই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের প্রতি যত্নবান হয়, যেখানে তার জন্য আযান দেয়া হয়। কেননা এটাই হলো হেদায়াতের উত্তম পন্থা। আর আল্লাহ তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হেদায়াতের পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমার জীবনের শপথ! যদি তোমরা সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে সালাত আদায় কর অবশ্যই তোমাদের নাবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করলে। তোমরা তোমাদের নাবীর সুন্নাতকে ত্যাগ করলে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্যই আমরা প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যতীত অপর কাউকে সলাতের জামা'আত ত্যাগ করতে দেখতাম না। আমি এমন ব্যক্তিকেও দেখেছি, যিনি দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে জামাআতের কাতারে শরীক হতেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে মাসজিদে উপস্থিত হয়ে সলাত পড়ে, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তার এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে দেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৪৮৮, সহীহ আবূ দাউদ ৫৫৯। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৫৪); (ই. সে.) হা. ১৩৭৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩৬১]

https://www.facebook.com/178945132263517

778 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُوَفَّقِ أَبُو الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَاىَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلاَ بَطَرًا وَلاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ - أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ".

৭৭৮. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতের উদ্দেশ্যে তার ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বলে ঃ ''হে আল্লাহ! তোমার নিকট প্রার্থনাকারীদের যে অধিকার আছে তার উসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, এই পদব্রজের অধিকারের উসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। কেননা গৌরব, অহংকার, প্রদর্শনেচ্ছা, প্রসিদ্ধি লাভ ইত্যাদির জন্য আমি মোটেই বের হইনি। আমি বের হয়েছি তোমর অসন্তোষের ভয়ে এবং তোমার সন্তুষ্টির অন্বেষায়। অতএব আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, তুমি আগুন থেকে আমাকে বাঁচাবে এবং আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করবে। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেউ নেই'' আল্লাহ তার প্রতি রহমাতের দৃষ্টি দেন এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যঈফ। [১]

[তা'লীক্ব রগীব ১/১৩১, আহদীসুয যঈফাহ ২৪, মুসনাদে আহমাদ হা. ১১১৭২]

779 - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْمَشَّاءُونَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ أُولَئِكَ الْخَوَّاضُونَ فِي رَحْمَةِ اللهِ".

[১] দু'টি কারণে হাদীসটির সানাদ দুর্বল। (১) সানাদে ফুযায়িল ইবনু মারকুফ দুর্বল। ইমাম আবু হাতিম বলেছেন, সে দুর্বল, তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম হাকিম বলেছেন, সে সহীহর শর্তের মধ্যে পড়ে না। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে ভুল করত এবং আত্বিয়্যাহ সূত্রে বানোয়া হাদীস বর্ণনা করত। (২) সানাদে আত্বিয়্যাহ আল-আওফী দুর্বল। ইবনু হাজার আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেছেন, সে সত্যবাদী তবে অনেক ভুল করত। ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে দুর্বল। ইবনু দাহিয়া বলেছেন, সে বহু বানোয়াট ও দুর্বল হাদীসের সানাদকে সহীহ বা হাসান বলে উল্লেখ করত।

হাদীসটির তৃতীয় আরেকটি দুর্বলতা আছে। তা হল ইযতিরাব (উলটপালট)। একবার এসেছে মারফুভাবে, আরেকবার এসেছে মাওকুফভাবে।-যঈফাহ্

https://www.facebook.com/178945132263517

৭৭৯. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের অন্ধকারে মসজিদসমূহে যাতায়াত কারীরাই আল্লাহর রহমতের অন্বেষী। যঈফ।

[আহদীসুয যঈফাহ ২০৫৯। যঈফ আল জামে ৫৯৩৬।

780 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الشِّيرَازِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لِيَبْشَرِ الْمَشَّاءُونَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ تَامٍّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

৭৮০. সাহল ইবনে সা'দ আস-সাঈদী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দেয়া হোক। সহীহ।

[মিশকাত ৭২১, ৭২২ সহীহ, আবূ দাউদ ৫৭০।]

781 - حَدَّثَنَا مَجْزَأَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ، مَوْلَى ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الصَّائِغُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

৭৮১. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের অন্ধকারে মসজিদসমূহে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

15 - باب الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا

অনুচ্ছেদ- ১৫: মাসজিদ থেকে অধিক দূরত্বে বসবাসকারীর জন্য মহাপুরস্কার

782 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا".

৭৮২. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মাসজিদথেকে দূরে আরো দূরে বসবাসকারীর জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। সহীহ। [সহীহ আবূ দাউদ ৫৬৫। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫৫৬]

https://www.facebook.com/178945132263517

783 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ الصَّلاَةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . قَالَ فَتَوَجَّعْتُ لَهُ فَقُلْتُ يَا فُلاَنُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ الرَّمَضَ وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْوَقْعِ وَيَقِيكَ هَوَامَّ الأَرْضِ . فَقَالَ وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي بِطُنُبِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ . قَالَ فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَذَكَرَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ ".

৭৮৩. উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তির বাড়ি ছিল মাদীনার শেষ প্রান্তে। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সলাতে উপস্থিত হতে কখনো ভুল করতো না। রাবী বলেন, তার জন্য আমার মনে কষ্ট অনুভব করলাম। তাই আমি বললাম, হে অমুক! একটি গাধা কিনে নিলে তা তোমাকে গরম থেকে, পথের কষ্ট-কাঠিন্য এবং মাটির কীট-পতঙ্গ থেকে রেহাই দিত। লোকটি বললো, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের লাগোয়া আমার ঘর হোক, এটা আমার পছন্দনীয় নয়। রাবী বলেন, আমি তার কষ্টে ব্যথিত হলাম, অবশেষে আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একই কথা ব্যক্ত করে। সে আরো উল্লেখ করে যে, সে তার পদক্ষেপসমূহের সওয়াব আশা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যেরূপ আশা করছো তদ্রূপই পাবে। সহীহ।

[আবূ দাউদে ৫৬৬। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৬৩); (ই. সে.) হা. ১৪০০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩৮৮]

784 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَرَادَتْ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دِيَارِهِمْ إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْرُوا الْمَدِينَةَ فَقَالَ " يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسِبُونَ اثَارَكُمْ " . فَأَقَامُوا

৭৮৪. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ সালিমার লোকেরা তাদের বাড়িঘর মসজিদে নববীর নিকটে স্থানান্তরিত করার ইচ্ছা করলো। কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনার প্রান্ত এলাকা জনশূন্য হওয়া অপছন্দ করলেন। তাই তিনি বলেন ঃ হে বনূ সালিমা! তোমার কি তোমাদের পদক্ষেপের সওয়াব আশা করো না? অতএব তারা স্বস্থানেই থেকে গেলো। সহীহ। [সহীহ আবূ দাউদ ৫৬৬]

https://www.facebook.com/178945132263517

785 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ بَعِيدَةً مَنَازِلُهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادُوا أَنْ يَقْتَرِبُوا فَنَزَلَتْ {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} قَالَ فَثَبَتُوا .

৭৮৫. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আনসারদের বসতি মসজিদে নববী থেকে দূরে ছিল। তারা মসজিদের কাছাকাছি বসতি স্থানান্তরিত করতে চাইলে এই আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ ''আমি লিখে রাখি যা তারা অগ্রে পাঠায় এবং যা তারা পিছনে রেখে যায়'' (সূরা ইয়াসীন ঃ ১২)। রাবী বলেন, তখন তারা তাদের অবস্থানে বহাল থাকেন। সহীহ।

[তা'লীক্ব রগীব ১/১২৭, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

16 - باب فَضْلِ الصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ

অনুচ্ছেদ- ১৬: জামা'আতে সলাত আদায়ের ফযীলত

786 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ".

৭৮৬. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতে সলাত তার ঘরে বা বাজারে পড়া সলাত অপেক্ষা বিশ গুণের অধিক মর্যাদাপূর্ণ। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৫৬৮। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৭৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৪৯); (ই. সে.) হা. ১৩৯১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩৭৮]

787 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا " .

৭৮৭. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জামা'আতের ফযীলাত তোমাদের কারো একাকী সলাত পড়ার তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি। সহীহ। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

https://www.facebook.com/178945132263517

788 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ".

৭৮৮. আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতের সলাত তার বাড়িতে পড়া সলাত অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ। সহীহ। [সহীহ আবূ দাউদ ৫৬৯।]

789 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، رُسْتَهْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ".

৭৮৯. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি জামাআতের সলাত তার একাকী পড়া সলাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

[সহীহ। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৪৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৫০); (ই. সে.) হা. ১৩৬২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩৫০]

790 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ".

৭৯০. উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামাআতে সলাত তার একাকী পড়া সলাত অপেক্ষা চব্বিশ কিংবা পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৫৬৩ কিংবা পঁচিশ গুণ অংশ বাদে সহীহ, তা'লীক্ব, রগীব ১/১৫২।]

17 - باب التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৭: জামা'আত থেকে পেছনে থাকার কঠোরতা

791 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ

https://www.facebook.com/178945132263517

ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ".

৭৯১. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি সলাত কায়েমের নির্দেশ দেই এবং এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে সলাত পড়তে আদেশ করি। অতঃপর আমি লাকড়িসহ একদল লোককে নিয়ে বেরিয়ে যাই সেইসব লোকের নিকট যারা জামাআতে উপস্থিত হয়নি, অতঃপর তাদেরসেহ তাদের বসতি আগুন দিয়ে ভস্মীবূত করে দেই। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৪৮৬। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৪৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৫১); (ই. সে.) হা. ১৩৬৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩৫৫]

792 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي كَبِيرٌ ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلاَوِمُنِي فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ رُخْصَةٍ؟ قَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟". قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ "مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ".

৭৯২. আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমি বৃদ্ধ ও অন্ধ, আমার বসতিও দূরে এবং আমার সাহায্যকারী কোন পরিচালকও নেই। সুতরাং আপনি কি (আমাকে জামাআতে হাযির না হওয়ার ব্যাপারে) অবকাশ (অনুমতি) দিবেন? তিনি বলেন ঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ আমি তোমার জন্য অবকাশ পাচ্ছি না। সহীহ।

[সহীহ, আবূ দাউদ ৫৬১, ৫৬২, ইরওয়া ২/২৮৯। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫৫২]

793 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ".

৭৯৩. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং তার কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও জামাআতে উপস্থিত হলো না, তার সলাত নাই। সহীহ।

[ইরওয়া ২/৩৩৭ সহীহ আবূ দাউদ ৫৬০, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫৫১]

https://www.facebook.com/178945132263517

794 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِهِ " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ ".

৭৯৪. ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কাঠের মিম্বারের উপর থেকে বলতে শুনেছেন ঃ লোকেরা অবশ্যই যেন জামা'আত ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে সীলমোহর মেরে দিবেন, অতঃপর তারা বিস্মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ, ২৯৬৭, নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৩৭০; মুসলিম- ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৮৬৫); (ই. সে.) হা. ১৮৭৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৮৭২]

795 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهُذَلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ بْنِ عَمْرٍو الضَّمْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ ".

৭৯৫. উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকজনকে অবশ্যই জামা'আত ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, অন্যথায় আমি তাদের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত করে দিবো। সহীহ।

তা'লীক ইবনে মাযাহ [সহীহ। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

18 - باب صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

অনুচ্ছেদ- ১৮: 'ঈশা ও ফজরের সলাত জামা'আতে আদায় করা

796 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا " .

৭৯৬. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি লোকেরা ঈশা ও ফজরের সলাতের যে কত ফযীলাত তা জানতো, তাহলে অবশ্যই তারা এই দুই সলাতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হতো। সহীহ।

https://www.facebook.com/178945132263517

[তা'লীক ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ হা. ২৪৫৫০]

797 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا " .

৭৯৭. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মোনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ (কষ্টকর) হচ্ছে এশা ও ফজরের সলাত। তারা যদি এই দুই সলাতের ফযীলাত সম্পর্কে অবহিত থাকতো, তাহলে অবশ্যই তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে হাযির হতো। সহীহ।

[ইরওয়া, ৪৮৬। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৫৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৫১); (ই. সে.) হা. ১৩৬৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩৫৫]

798 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنَ النَّارِ " .

৭৯৮. উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে এসে জামাআতের সাথে চল্লিশ রাত **তাকবীরে উলাসহ এশার সলাত পড়বে,** তার বিনিময়ে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে তার মুক্তির সনদ লিখে দেন। لاتفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء অংশ বাদে হাদীসটি হাসান।

[আহাদীসুস সহীহাহ ২৬৫২ আহদীসুয যঈফাহ ৩৬৪, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

19 - باب لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৯: মাসজিদে বসে থাকা এবং সলাতের জন্য অপেক্ষা করা

799 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي

https://www.facebook.com/178945132263517

صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ".

৭৯৯. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে এবং যতক্ষণ সলাত তাকে আটক রাখে, ততক্ষণ সে সলাতের মধ্যে থাকে। তোমাদের কেউ যে মজলিসে সলাত পড়েছে তাতে যতক্ষণ সে অবস্থান করে ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। তারা বলেন, ''হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! তাকে অনুগ্রহ করুন। হে আল্লাহ! তার তওবা কবুল করুন''। যতক্ষণ না তার উযু ছুটে যায়, যতক্ষণ না সে কাউকে কষ্ট দেয় (ততক্ষণ এই দোয়া চলতে থাকে)।

[সহীহ। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৫৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৪৯); (ই. সে.) হা. ১৩৯১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩৭৮]

800 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذِّكْرِ إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ ".

৮০০. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে সলাত ও যিকিরে রত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তার প্রতি এতটা আনন্দিত হন, প্রবাসী ব্যক্তি তার পরিবারে ফিরে এলে তারা তাকে পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়। সহীহ। [সহীহ তারগীব ৩২৫। মুসনাদে আহমাদ হা. ৮০৫১]

801 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ وَ قَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ " أَبْشِرُوا هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى " .

৮০১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের সলাত পড়লাম। তারপর যার চলে

https://www.facebook.com/178945132263517

যাওয়ার চলে গেলেন এবং যার থেকে যাওয়ার থেকে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দ্রুতবেগে এলেন যে, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হতে লাগলো। তিনি তাঁর দুই হাঁটুর উপর ভর করে বসে বলেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নিকট তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করে বলছেন ঃ তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, তারা এক ফরয আদায়ের পর পরবর্তী ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ৪৪৫, আহাদীসুস সহীহাহ ৬৬১। মুসনাদে আহমাদ হা. ৬৭৫০]

802 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ} الآيَةَ.

৮০২. আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসজিদে যাতায়াত করতে দেখলে তার ঈমানের পক্ষে সাক্ষ্য দিও। মহান আল্লাহ- বলেন ঃ ''তারাই তো আল্লাহর মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে.....'' (সূরা তওবা ঃ ১৮) যঈফ।[১]

[মিশকাত ৭২৩ আহদীসুয যঈফাহ ১৬৮২। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬১৭]

[১] আহমাদ (২৭৩০৮, ২৭৩২৫), দারিমী (১২২৩)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব। মুলতঃ এর সানাদ দুর্বল। সানাদে দাররাজ আুস সামহ রয়েছে। তার বহু মুনাকর হাদীস আছে।-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী।

https://www.facebook.com/178945132263517

بسم الله الرحمن الرحيم

6- كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها

পর্ব-৬: সলাত প্রতিষ্ঠা করা এবং উহার পদ্ধতি

https://www.facebook.com/178945132263517

https://www.facebook.com/178945132263517

1- باب افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১: সলাত শুরু করা

803 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ " اللهُ أَكْبَرُ " .

৮০৩. আবু হুমাইদ আস-সাঈদী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সলাতে কিবলামুখী হতেন তখন তাঁর দুই হাত উত্তোলন করে আল্লাহু আকবার (তাকবীরে তাহরীমা) বলতেন। সহীহ।

[মিশকাত ৮১০। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮২৮]

804 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيُّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ صَلاَتَهُ يَقُولُ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ " .

৮০৪. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত শুরু করে (তাকবীরে তাহরীমার পর) বলতেন ঃ ''সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা'' (হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনার নাম বরকতপূর্ণ, আপনার মাহাত্ম্য সুউচ্চ এবং আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই'')। সহীহ।

[ইরওয়া ২/৫১ মিশকাত ৮১৬, সহীহ আবু দাউদ ৭৪৮। " তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৪২; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৮৯৯]

805 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ. قَالَ: فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فَأَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ

https://www.facebook.com/178945132263517

خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ".

৮০৫. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা বলার পর, তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আপনি তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে চুপ থাকেন কেন? তখন আপনি কি বলেন আমাকে বলুন! তিনি বলেন ঃ আমি বলি ঃ (অনুবাদ) আমার ও আমার গুনাহের মাঝে এরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেরূপ আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপরাশি থেকে পবিত্র করুন, যেমন ময়লা থেকেধবধবে সাদা কাপড় পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ হিমশীতল পানি দিয়ে ধৌত করুন"। সহীহ।

[ইরওয়া ৩৪১ মিশকাত ৮১৫, সহীহ আবূ দাউদ ৭৪৯।। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৪৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৯৮); (ই. সে.) হা. ১২৪২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৩০]

806 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ".

৮০৬. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত শুরু করে বলতেন ঃ (অনুবাদ) ''হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনার নাম বরকতময় এবং আপনার মাহাত্ম্য সুউচ্চ। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সহীহ।

[ইরওয়া ৮ সহীহ আবূ দাউদ ৭৫০, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৭৭৬; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৪৩]

2 - باب الاِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ২: সলাতের মধ্যে পানাহ চাওয়া

807 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ

https://www.facebook.com/178945132263517

اللهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ " اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا - ثَلاَثًا - الْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا الْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا - ثَلاَثًا - سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ". قَالَ عَمْرٌو هَمْزُهُ الْمُوتَةُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ .

৮০৭. জুবাইর ইবনে মুতঈম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি সলাতে প্রবেশ করে বলতেন ঃ তিনবারঃ তিনবার এবং তিনবার। অতঃপর তিনি বলতেন ঃ (''হে আল্লাহ! আমি বিতাড়িত শয়তানের শয়তানী, তার অশ্লীল কবিতা এবং তার অহংকার হতে আপনার কিট আশ্র চাই'') আমর ইবনে মুররাহ (র) বলেন, هَمْزُهُ অর্থ তার শয়তানী, نَفْثُهُ তার অশ্লীল কবিতা এবং نَفْخُهُ তার অহমিকা। যঈফ। [১] [ইরওয়া ২/৫৪ মিশকাত ৮১৭, যঈফ আবূ দাউদ ১৩০। অহমিকা। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৭৬৪]

808 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ". قَالَ هَمْزُهُ الْمُوتَةُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ .

৮০৮. ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ ''হে আল্লাহ! আমি বিতাড়িত শয়তানের শয়তানী, তার অশ্লীল কবিতা এবং তার অহংকার হতে আপনার কিট আশ্র চাই''। রাবী বলেন, هَمْزُهُ অর্থ তার শয়তানী, نَفْثُهُ তার অশ্লীল কবিতা এবং نَفْخُهُ তার অহমিকা। সহীহ। [সহীহ। মুসনাদে আহমাদ হা. ৩৮২৮]

3 - باب وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৩: সলাতের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা

809 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ .

[১] সানাদের আসিম আনাযীকে কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি কেবল ইবনু হিব্বান ছাড়া। আসিমের প্রকৃত নাম পরিচয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কোন বর্ণনায় এসেছে আমর ইবনু সুররা, আসিম আনাযী হতে। কোন বর্ণনায় এসেছে আমর ইবনু সুররা, আনাযার জনৈক ব্যক্তি হতে, আর কোন বর্ণনায় এসেছে আমর ইবনু সুররা, আব্বাদ ইবনু আসিম হতে। আসিমের নাম নিয়ে এমিতভেদ দিক নির্দেশনা চিছে সে একজন অপরিচিত লোক। সম্ভবত এ জন্যই ইমাম বুখারী বলেছেন, তা সহীহ নয়।-ইরওয়াউল গালীল।

https://www.facebook.com/178945132263517

৮০৯. কাবীসাহ ইবনে হুলব (র) থেকে বর্ণিত তিনি তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন। হাসান সহীহ। [মিশকাত ৮০৩। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৫২]

810 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ .

৮১০. ওয়াইল ইবনে হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সলাত পড়তে দেখেছি। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে তাঁর বাম হাত ধরেন। সহীহ। [সহীহ আবূ দাউদ ৭১৬। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৭২৩]

811 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا وَاضِعٌ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَى الْيُسْرَى .

৮১১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি আমার বাম হাত ডান হাতের রেখেছিলাম। তিনি আমার ডান হাত ধরে বাম হাতের উপর রাখেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৩৬। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৭৫৫; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৮৮৮]

4 - باب افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ– ৪: সলাতে কিরা'আত শুরু করা

812 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

৮১২. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ''আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন'' (সূরা ফাতেহা) দ্বারা কিরা'আত শুরু করতেন। সহীহ।

https://www.facebook.com/178945132263517

[ইরওয়া ৩১৬, সহীহ আবূ দাউদ ৭৫২ মুসলিম। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৯৮); (ই. সে.) হা. ১০০২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৯১]

813 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

৮১৩. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ''আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন'' দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৫১। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৪৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৯৯); (ই. সে.) হা. ৭৮৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৭৫৬]

814 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَبَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} .

৮১৪. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ''আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন'' দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন। সহীহ।

[সহীহ লিগাইরিহী। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

815 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَقَلَّمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدَّ عَلَيْهِ فِي الإِسْلاَمِ حَدَثًا مِنْهُ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقْرَأُ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ فَإِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ رَجُلاً مِنْهُمْ يَقُولُهُ فَإِذَا قَرَأْتَ فَقُلْ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} .

৮১৫. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-র পুত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামে নতুন কিছু উদ্ভাবন বা প্রচলনের বিরুদ্ধে আমার পিতার চাইতে অধিক কঠোর মনোভাবাপন্ন লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি আমাকে (সলাতের মধ্যে) ''বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম'' পড়তে শুনে বলেন, প্রিয় বৎস! বিদআত থেকে বিরত থাকো। কেননা আমি

https://www.facebook.com/178945132263517

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সলাত পড়েছি, কিন্তু আমি তাদের কাউকে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি। অতএব তুমি ''আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন'' দ্বারাই কিরাআত শুরু করবে। যঈফ।

[তা'লীক্ব ইবনে মাজাহ, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৪৪; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৯০৮]

5 - باب القِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ

অনুচ্ছেদ- ৫: ফজরের সলাতে কির'আত পাঠ

816 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} .

৮১৬. কুতবাহ ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের সলাতে ''ওয়ান-নাখলা বাসিক্বাতিল লাহা তালউন নাযীদ'' (সূরা কাফ থেকে) তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। সহীহ। [ইরওয়া ২/৬৩, রওযুন নাযীর ৮৩৯]

817 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَصْبَغَ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ فَكَأَنِّي أَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ {فَلاَ أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الجَوَارِ الكُنَّسِ} .

৮১৭. আমর ইবনে হুরাইস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সলাত পড়লাম এবং তিনি ফজরের সলাতে (সূরা তাকবীর) পড়লেন। আমি যেন (এখনো) তার কিরাআত পাঠ শুনছি। হাসান।

[সহীহ আবু দাউদ ৭৭৬। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৭৫); (ই. সে.) হা. ৯৫৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৪৮]

818 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَهُ أَبُو المِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ .

৮১৮. আবু বারযাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

https://www.facebook.com/178945132263517

ওয়াসাল্লাম ফজরের সলাতে ষাট থেকে এক শত আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৪১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৬১); (ই. সে.) হা. ৯২৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯১৪]

819 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ .

৮১৯. আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাথে নিয়ে সালাত পড়তেন। তিনি যোহরের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফজরের সালাতেও এরূপ করতেন। সহীহ।

[সহী আবু দাউদ ৭৬৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৫৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৫১); (ই. সে.) হা. ৯০৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৯৪]

820 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ بِـ {الْمُؤْمِنُونَ} فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذِكْرِ عِيسَى أَصَابَتْهُ شَرْقَةٌ فَرَكَعَ . يَعْنِي سَعْلَةً .

৮২০. আবদুল্লাহ ইবনু সাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত ''সূরা মুমিনূন'' তিলাওয়াত করেন। তিনি তিলাওয়াত করতে করতে ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গ পর্যন্ত উপনীত হলে তাঁর হাঁচি (বা কফ) আসে। তিনি তখন রুকূতে চলে গেলেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৩৯৭, সহীহ আবূ দাউদ ৬৫৬। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৫৫); (ই. সে.) হা. ৯১৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯০৪]

6 - باب الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ- ৬: জুমু'আর দিনে ফজরের সলাতে কিরআত পাঠ

821 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

https://www.facebook.com/178945132263517

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ {الم * تَنْزِيلُ} وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ}

৮২১. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের সালাতে সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল (আস-সাজদা) এবং হাল আতা আলাল ইনসানে (সূরা আদ-দাহর) তিলাওয়াত করতেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৩/৯৫,সহীহ আবূ দাউদ ৯৮৫। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৮৭৯); (ই. সে.) হা. ১৯০৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৯০১]

822 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ {الم * تَنْزِيلُ} وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ}

৮২২. সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের সালাত আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন। সহীহ লিগাইরিহী।

[এর পরবর্তী হাদীস দ্বারা সহীহ, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

823 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ {الم ۞ تَنْزِيلُ} وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ}

৮২৩. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের সালাতে আলিফ-লাম-মীম-তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৬২৭। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮৯১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৮৮০); (ই. সে.) হা. ১৯১১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৯০৪]

824 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ {الم ۞ تَنْزِيلُ} وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ}. قَالَ إِسْحَاقُ هَكَذَا حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ اللهِ لاَ أَشُكُّ فِيهِ.

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

৮২৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের সলাতে আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন। সহীহ। ইসহাক্ব ইবনে সুলাইমান বলেন: এভাবেই আমর ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। আমি এতে কোন সন্দেহ করি না।

[রওযুন নাযীর ৬২৭, ৬২৬, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

7 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-৭: যুহর ও 'আসরের সলাতে কির'আত পাঠ

825 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ . قُلْتُ: بَيِّنْ رَحِمَكَ اللهُ. قَالَ: كَانَتِ الصَّلاَةُ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ وَيَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ فَيَجِدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ .

৮২৫. কায্আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এতে তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই। আমি বললাম, আপনি স্পষ্ট করে বলুন, আল্লাহ আপনাকে অনুগ্রহ করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যুহর সলাতে ইক্বামত দেয়া হতো। আমাদের কেউ আল-বাকী নামক স্থানে গিয়ে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে এসে উযু করতো, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুহরের প্রথম রাক'আতেই পেতো। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৫৪); (ই. সে.) হা. ৯১৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯০২]

826 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِخَبَّابٍ بِأَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

৮২৬. আবু মামার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লামের যুহর ও আসর সলাতে কিরা'আত কিসের মাধ্যমে বুঝতেন? তিনি বলেন, তাঁর দাঁড়ি নড়াচড়ার মাধ্যমে। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৬৪। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৪৬]

https://www.facebook.com/178945132263517

827 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فُلاَنٍ . قَالَ وَكَانَ يُطِيلُ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ .

৮২৭. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সলাতের সাথে অমুকের সলাতের চাইতে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কারো সলাতে দেখিনি। রাবী বলেন, তিনি যুহরের প্রথম দুই রাক'আত দীর্ঘ করতেন এবং পরবর্তী দুউ রাক'আত সংক্ষেপ করতেন এবং আসরের সলাত সংক্ষেপ করতেন। **সহীহ।**

[মিশকাত ৮৫৩। নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৯৮২]

828 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اجْتَمَعَ ثَلاَثُونَ بَدْرِيًّا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: تَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلاَةِ . فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلاَثِينَ اٰيَةً وَفِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَقَاسُوا ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ .

৮২৮. আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তিরিশজন সাহাবী সমবেত হয়ে বলেন ঃ আসুন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীরবে পঠিত (যুহর ও আসর) সলাতে কিরাআত সম্পর্কে অনুমান করি। তাদের মধ্যে দু'জন সাহাবীও তাদের এ অনুমানে মতভেদ করেননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের প্রথম রাক'আতে তিরিশ আয়াত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে তার অর্ধেক সংখ্যক আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এভাবে তারা অনুমান করলেন যে, তিনি আসরের সলাতে যুহরের দ্বিতীয় রাক'আতে পঠিত কিরা'আতের সমপরিমাণ কিরা'আত পড়তেন। **যঈফ।** [১]

[তবে হাদীসটি আবূ সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে মুসলিমে অন্য সূত্রে মারফূ' অংশটুকু বর্ণিত আছে। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৫২); (ই. সে.) হা. ৯০৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৯৬]

[১] আহমাদ (১১৩৯৩), দারিমী (১২৮৮)। আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে যায়দ আম্মী দুর্বল। আর সানাদে মাসঊদী তার শেষ বয়স সংমিশ্রণ করত। আর আবূদাউদ এটি তার থেকে সংমিশ্রণের পর শুনেছেন। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

8 - باب الْجَهْرِ بِالآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ- ৮: যুহর ও 'আসরের সলাতে কখনো স্পষ্ট আওয়াজে কির'আত পাঠ

829 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا .

৮২৯. আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম আমাদেরসহ যুহরের সলাত পড়াকালে প্রথম দুই রাক'আতে কখনো কখনো আমাদের শুনিয়ে কিরা'আত পাঠ করতেন। **সহীহ।**

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৬৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.), উমদাতুল ক্বারী ও ফাতহুল বারী হা. ৭৭৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৫১); (ই. সে.) হা. ৯০৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৯৪]

830 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الآيَةَ بَعْدَ الآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ .

৮৩০.বারাআ ইবনে আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে যুহরের সলাত পড়তেন। আমরা সূরা লুকমান ও সূরা যারিয়াত থেকে তাঁর পঠিত আয়াতের পর আয়াত শুনতে পেতাম। **যঈফ।**

[আহদীসুয যঈফাহ ৪১২০। নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৯৭১]

9 - باب الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ- ৯: মাগরিবের সলাতে কিরআত পাঠ

831 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ، - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ هِيَ لُبَابَةُ - أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا .

৮৩১. লুবাবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের সলাতে ''ওয়াল মুরসালাতে উরফান'' সূরা থেকে তিলাওয়াত করতে

https://www.facebook.com/178945132263517

শুনেছেন। **সহীহ**।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৭১ বুখারী। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) উমদাতুল ক্বারী ও ফাতহুল বারী হা. ৭৬৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৬২); (ই. সে.) হা. ৯২৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯১৫]

832 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ . قَالَ جُبَيْرٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} إِلَى قَوْلِهِ {فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} كَادَ قَلْبِي يَطِيرُ .

৮৩২. মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম (রাযি) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের সলাতে সূরা তূর থেকে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। জুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু অন্য হাদীসে বলেন, আমি যখন তাঁকে তিলাওয়াত করতে শুনলাম (অনুবাদ) ঃ ''তারা কি সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা?..... তাহলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করুক '' (সূরা তূর ঃ ৩৫-৩৮), তখন আমার অন্তর উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। **সহীহ**।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৭২। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) উমদাতুল ক্বারী ও ফাতহুল বারী হা. ৭৬৫, ৩০৫০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৬৩); (ই. সে.) হা. ৯২৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯১৭]

833 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} .

৮৩৩. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের সলাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন। **মুনকার**। [১]

[সঠিক বর্ণনা হলো, তিনি সূরা দু'টি মাগরিবের সুন্নাতে পাঠ করতেন। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৮৫০।]

---

[১] হাদীসের রিজাল নির্ভরযোগ্য, তবে সানাদে আহমাদ ইবনু বুদাইল ছাড়া। স্মৃতি বিভ্রাটের কারণে তার মাঝে দুর্বলতা আছে। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, তাতে সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেছেন, সে হাফয ইবনু গিয়াস ও অন্যদের সূত্রে এমন সানাদে হাদীস বর্ণনা করেছে যা আমি অস্বীকার করি। তার এই হাদীসটি হাফয সূত্রের। হাফিয ফাতহ গ্রন্থে বলেছেন। বাহ্যিকভাবে এর সানাদ সহীহ কিন্তু এটি দোষযুক্ত। ইমাম দারাকুতুনী বলেছেন, সে তার কতিপয় বর্ণনা ভুল আছে।

https://www.facebook.com/178945132263517

10 - باب الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ- ১০: 'ঈশার সলাতে কির'আত পাঠ

834 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

৮৩৪. বারাআ ইবনে আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈশার সালাত পড়েন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সূরা ওয়াত-তীন ওয়ায-যাইতুন পড়তে শুনেছি। **সহীহ।**

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) উমদাতুল ক্বারী ও ফাতহুল বারী হা. ৭৬৭, ৪৯৫২, ৭৫৪৬, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৬৪, ; (ই. সে.) হা. ৯৩২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯২০ আহমাদ ১৮,৭১০]

835 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، مِثْلَهُ . قَالَ فَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا، أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ .

৮৩৫. বাররা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমি তাঁর চাইতে উত্তম ও সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত আর কোন মানুসের নিকট শুনিনি। **সহীহ।**

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) উমদাতুল ক্বারী ও ফাতহুল বারী হা. ৭৬৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৬৪/১৭৭); (ই. সে.) হা. ৯৩৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯২১]

836 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "اقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ ".

৮৩৬. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সংগীদের নিয়ে এশার সালাত পড়লেন এবং তাদের সলাত দীর্ঘায়িত করলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি সূরা ওয়াশ-শামস, সূরা আলা, সূরা লাইল ও সূরা আলাক ইত্যাদি (ক্ষুদ্র সূরা) পাঠ করবে। **সহীহ।**

https://www.facebook.com/178945132263517

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭০১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৬৫); (ই. সে.) হা. ৯৩৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯২৩]

11 - باب القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ- ১১: ইমামের পেছনে কিরা'আত পাঠ করা*

837 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".

৮৩৭. উবাদাহ ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি, তার সালাত হয়নি। **সহীহ।**

[ইরওয়া ৩০২ সহীহ আবু দাউদ ৭৮০। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৫৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৯৪); (ই. সে.) হা. ৭৭১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৫৮]

838 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ". فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَإِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ. فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِيُّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ.

৮৩৮. আবুস সাইব(র) আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সলাত পড়লো এবং তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়েনি তার সলাত অসম্পূর্ণ। আবুস সাইব (র) বলেন, আমি বললাম, হে আবু হুরায়রাহ! আমি কখনো কখনো ইমামের সাথে সলাত পড়ি। তিনি আমার বাহুতে খোঁচা দিয়ে বলেন, হে ফারিসী! তুমি তা মনে মনে পড়ো। **সহীহ।**

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৭৯। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৯৫); (ই. সে.) হা. ৭৬২]

---

* অনেক মুসলিম ভাইয়েরা ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করেন না, এটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমালের বিপরীত। ইমামের পিছনের মুক্তাদিকে অবশ্যই সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করতে হবে। মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাহিতা না পড়লে তার সলাত, সলাত বলে গন্য হবে না। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহীহ সুন্নাত থেকে প্রমাণিত ইমামের পিছনে বা একাকি যেভাবেই সলাত পড়ুক না কেন অবশ্যই সুরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

বিস্তারীত পড়ার জন্য আমাদের প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ইমাম বুখারী (রহি) এর জুযউল কিরাত নামক বইটি পড়তে পরামর্শ রইলো । বুখারী ১ম খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা। জুযুল ক্বিরাআত। মুসলিম ১৬৯, ১৭০। আবূদাউদ ১০১ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ১ম খন্ড ৫৭, ৭১ পৃষ্ঠা। নাসাঈ ১৪৬ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ৯৫ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মালিক ১০৬ পৃষ্ঠা। সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১ম খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা।

https://www.facebook.com/178945132263517

839 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ {الْحَمْدُ للهِ} وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا " .

৮৩৯. আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয অথবা অন্য সব সালাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা পড়েনি তার সালাত হয়নি। যঈফ। তবে এর মূল মুসলিমে আছে।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৭৭ । আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮১৮ অনুরূপ]

840 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ " .

৮৪০. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন সলাতে সূরা ফাতিহা না পড়া হলে তা অসম্পূর্ণ। হাসান। [রওযুন নাযীর ৮০০, মুসনাদে আহমাদ হা. ২৫১৪২]

841 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّكَيْنِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّلَعِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ " .

৮৪১. আমর ইবনে শু'আইব থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন।। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন সালাতে সূরা ফতিহা না পড়লে তা অসম্পূর্ণ, তা অসম্পূর্ণ। হাসান সহীহ। [মুসনাদে আহমাদ হা. ৬৯০৩, ৭০১৬]

842 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَقْرَأُ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ أَفِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "نَعَمْ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَ هَذَا .

৮৪২. আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস

https://www.facebook.com/178945132263517

করলো, ইমামের কিরাআত পড়ার সাথে সাথে আমিও কি কিরআত পড়বো? তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, প্রত্যেক নামাযেই কি কিরাআত আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হাঁ। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বললো, এটি বাধ্যতামূলক হয়ে গেলো। সানাদ যঈফ।

[নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৯২৩]

843 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৮৪৩. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলে, আমরা যোহর ও আসার সালাতের প্রথম দুই রাকআতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা এবং শেষ দুই রাকাআতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তাম। সহীহ।

[ইরওয়া ৫০৬, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

12 - باب فِي سَكْتَتَىِ الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ- ১২: ইমামের নীরবতা অবলম্বনের স্থান

844 - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ جَمِيلٍ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ فَكَتَبَ أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ . قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ . ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَإِذَا قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}. قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ .

৮৪৪. সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নীরবতা অবলম্বনের দু'টি স্থান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কণ্ঠস্থ করেছি। ইমরান ইবনুল হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তা অস্বীকার করেন (এবং বলেন, আমরা একটি স্থান জানি)। আমরা বিষয়টি মাদীনাতে উবাই ইবনে কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে লিখে জানালাম। তিনি লিখেন, সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি স্বরণ রেখেছেন। অধস্তন রাবী সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে লিখে জানালেন।তিনি লিখেন, সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি স্মরণ রেখেছেন। অধস্তন রাবী সাঈদ

https://www.facebook.com/178945132263517

(র) বলেন, আমরা ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললাম, সেই নীরবতা অবলম্বনের স্থান দু'টি কি কি? তিনি বলেন, যখন তিনি তাঁর সলাতে প্রবেশ করতেন এবং যখন তিনি কিরাআত শেষ করতেন, অতঃপর তিনি বলেন, যখন তিনি ''গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন'' পড়তেন। রাবী বলেন, কিরাআত পাঠ শেষ করে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য তিনি নীরবতা অবলম্বন করতেন, এটা লোকদের ভালো লাগতো। যঈফ।[১]

[ইরওয়া ৫০৫ মিশকাত ৮০৮ যঈফ আবূ দাউদ ১৩৩-১৩৫। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৭৭৭; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৫১]

845 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابَ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ سَكْتَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَسَكْتَةً عِنْدَ الرُّكُوعِ . فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَكَتَبُوا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ .

৮৪৫. আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামুরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি সলাতে মধ্যে নীরবতা অবলম্বনের দু'টি স্থান স্মৃতিতে ধরে রেখেছি ঃ একটি কিরা'আত শুরু করার পূর্বে এবং অপরটি রুকূর সময়। ইমরান ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু তা অস্বীকার করেন। তারা বিষয়টি সম্পর্কে মাদীনাতে উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে লিখেন। তিনি সামুরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-র মত সমর্থন করেন। যঈফ। [য'ঈফ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

13 - باب إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ فَأَنْصِتُوا

অনুচ্ছেদ- ১৩: ইমামের কিরা'আত পাঠের সময় তোমরা নীরব থাকবে

846 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ " .

[১] ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, সানাদের হাসান হাদীসটি সামুরাহ হতে শুনেছেন কিনা এনিয়ে মতভেদ আছে। কেননা তিনি সামুরাহ হতে কেবলামাত্র আক্বিকাহ সম্পর্কিত একটি হাদীস শুনেছেন। তাছাড়া হাসান বাসরী সম্মানিত লোক হলেও তিনি হাদীস তাদলীস করতেন। তাই এ হাদীস দলিল যোগ্য নয়। -বিস্তারিত দেখুন- ইরওয়াউল গালীল।

https://www.facebook.com/178945132263517

৮৪৬. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ইমাম যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলো। যখন তিনি কিরাআত পড়েন তখন তোমরা নীরব থাকো। যখন তিনি ''গাইরিল মাগদূরিব আলাইহম ওয়ালাদ-দোয়ালীন'' বলেন, তখন তোমরা 'আমীন' বলো। যখন তিনি রুকূ করেন, তখন তোমরাও রুকূ করো। আর যখন তিনি ''সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'' বলেন, তখন তোমরা ''আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ'' বলো। যখন তিনি সাজদাহ করেন, তখন তোমারাও সাজদাহ করো। তিনি বসা অবস্থায় সালাত পড়লে তোমরাও সকলে বসা অবস্থায় সালাত পড়ো। হাসান সহীহ।

[মিশকাত ৮৫৭। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭২২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪১৪) (ই. সে.) হা. ৮২৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮১৩]

847 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلاَّبٍ، عَنْ حِطَّانَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ فَأَنْصِتُوا فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرِ أَحَدِكُمُ التَّشَهُّدُ ".

৮৪৭. আবু মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমামের কিরা'আত পাঠের সময় তোমরা নীরব থাকবে। তিনি তাশাহ্হুদ পাঠের জন্য বসলে তোমাদের যে কোন মুসল্লীর প্রথম যিকির যেন হয় তাশাহ্হুদ। সহীহ।

[মিশকাত ১/২৬৩। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪০৪); (ই. সে.) হা. ৭৯৯, ৮০০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৮৭, ৭৮৮]

848 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِأَصْحَابِهِ صَلاَةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ فَقَالَ " هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ". قَالَ رَجُلٌ أَنَا . قَالَ " إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ " .

৮৪৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে সলাত পড়লেন, আমাদের মতে তা ছিল ফজরের সলাত। সলাত শেষে তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ কি কিরা'আত পড়েছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি পড়েছি। তিনি বলেন ঃ তাই তো (মনে মনে) বলছিলাম, আমার কুরআন পাঠে বিঘ্ন ঘটছে কেন?। সহীহ।

https://www.facebook.com/178945132263517

[মিশকাত ৮৫৫, সহীহ আবূ দাউদ ৭৮১। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮২৬; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩১২; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৯১৯]

849 - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ فَسَكَتُوا بَعْدُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الإِمَامُ .

৮৪৯. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে সলাত পড়লেন..... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ যে সালাতে ইমাম সশব্দে কিরা'আত পড়েন, তখন থেকে সেই সালাতে তারা কিরা'আত পাঠ ত্যাগ করেন। **সহীহ**।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮২৬; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩১২; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৯১৯]

850 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ " .

৮৫০. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাদের ইমাম আছে ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আত।* **হাসান**।

[ইরওয়া ৮৫০। মুসনাদে আহমাদ হা. ১৪৬৮৪]

14 - باب الْجَهْرِ بِامِينَ

অনুচ্ছেদ- ১৪: শব্দ করে আমীন বলা*

* পূর্ববতী হাদীসে সঠিক কথা গত হয়েছে। যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেই হবে।

* যেহ্‌রী সলাতে উচ্চৈসঃস্বরে আমীন না বলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সহাবাদের আমলের বিপরীত, বরং ইমাম ও মুক্তাদির সকলেরই উচ্চ স্বরে আমীন বলতে হবে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেহ্‌রী সলাতে উচ্চৈস্বরে আমীন বলতেন এবং ইমাম যখন আমীন বলে তখন মুক্তাদিকে আমীন বলার নির্দেশ দিতেন। যেমন ৮৫১ থেকে হাদীসগুলোতে আছে।

(বুখারী ১ম ১০৭-১০৮, পৃষ্ঠা; মুসলিম ১৭৬ পৃষ্ঠা। আবূ দাউদ ১৩৪ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা। নাসাঈ ১৪০ পৃষ্ঠা। মুয়াত্তা মালেক ১০৮ পৃষ্ঠা।

অনেক মুসলিম ভাইয়েরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ইমামের পিছনে যেহ্‌রী সলাতের উচ্চস্বরে আমীন বলেন না। যেটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলের বিপরীত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের পিছনে যেহ্‌রী সলাতে জোড়ে আমীন বলার ফযীলত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তার নির্দেশ ও দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের উচিত যেহ্‌রী সলাতে জোড়ে আমীন বলা।

https://www.facebook.com/178945132263517

851 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

৮৫১. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কুরআন পাঠকারী (ইমাম) ''আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা ফেরেশতাগণও তখন আমীন বলেন। অতএব যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে হয় তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করা হয়। সহীহ।

[ইরওয়া ৩৪৪, সহীহ আবূ দাউদ ৮৬৬। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৮০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪১০); (ই. সে.) হা. ৮১০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৯৮]

852 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

৮৫২. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কুরআন পাঠকারী (ইমাম) ''আমীন'' বলে, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে হয়,তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করা হয়। সহীহ। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

853 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ " {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} ". قَالَ " امِينَ ". حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ .

৮৫৩. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আমীন বলা ত্যাগ করেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালা দোয়াল্লীন বলার পর আমীন বলতেন, এমনকি প্রথম সারির লোকেরা তা শুনতে পেতো

https://www.facebook.com/178945132263517

এবং এতেমসজিদে প্রতিধ্বনি হতো। যঈফ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৪৬৫, যঈফ আবূ দাউদ ৪৬৬। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

854 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ {وَلاَ الضَّالِّينَ} قَالَ " امِينَ " .

৮৫৪. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ওয়ালায যোয়াল্লীন' বলার (পড়ার) পর 'আমীন' বলতে শুনেছি। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

855 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَالَ {وَلاَ الضَّالِّينَ} . قَالَ " آمِينَ " . فَسَمِعْنَاهَا مِنْهُ .

৮৫৫. আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সলাত পড়লাম। তিনি ''ওয়ালায যোয়াল্লীন'' বলার পর ''আমীন'' বলেছেন। আমরা তা তাঁকে বলতে শুনেছি। সহীহ।

[মিশকাত ৮৪৫ আহাদীসুস সহীহাহ ৪৬৫, সহীহ আবূ দাউদ ৮৬৩, ৮৬৪। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৯৩৩; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৪৮; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৮৭৯]

856 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَىْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِينِ".

৮৫৬. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইহূদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এত বেশী ঈর্ষান্বিত নয় যতটা তারা তোমাদের সালাম ও আমীনের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ৬৯১ । মুসনাদে আহমাদ হা. ২৫০৭৩]

857 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلاَّلُ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُسْهِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صُبَيْحٍ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ،

https://www.facebook.com/178945132263517

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَىْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى امِينَ فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ امِينَ ".

৮৫৭. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইহুদীরা তোমাদের আমীন বলায় যত বেশী ঈর্ষান্বিত হয়, আর কোন জিনিসে তত ঈর্ষান্বিত হয় না। তাই তোমরা অধিক পরিমাণে আমীন বলো। নিতান্ত যঈফ অধিক বার বলার কথা ব্যতীত সহীহ সূত্রেও বর্ণিত আছে। **অত্যন্ত দুর্বল।**

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

15 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ- ১৫: রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় দু'হাত উত্তোলন *

858 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

৮৫৮. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি সলাত শুরু করতে তাঁর দুই হাত, তাঁর দুই কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন, তিনি রুকূতে যেতে এবং রুকূ থেকে মাথা তুলতেও তাই করতেন কিন্তু দুই সাজদাহর মাঝখানে হাত উত্তোলন করতেন না। **সহীহ।**

[সহীহ আবূ দাউদ ৭১২, ৭১৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) উমদাতুল ক্বারী ও ফাতহুল বারী হা. ৭৩৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৯০); (ই. সে.) হা. ৭৫৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৪৫]

---

* অনেক মুসলিম ভাইয়েরা তাকবীরে তাহরীমাহ ছাড়া কোথাও রফউল ইয়াদাঈন করেন না। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন সলাতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াও রাফ'উল ইয়াদাঈন বা হাত উত্তোলন করেছেন। এই অধ্যায়ের হাদীসগুলো তার জলন্ত প্রমাণ। এই বিষয় বিস্তারীত পড়তে আমাদের প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ইমাম বুখারী (রহ) এর **জুযউ রফউল ইয়াদাঈন** নামক গ্রন্থটি পড়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বুখারী ১ম খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা, মুসলীম ১৬৮ পৃষ্ঠা। আবূ দাউদ ১০৪-১০৫ পৃষ্ঠা। তিরমিযী ১ম খণ্ড ৫৯ পৃষ্ঠা। নাসাঈ ১৪১, ১৫৮, ১৬২, ইবনু খুযায়মাহ ৯৫, ৯৬ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা।

https://www.facebook.com/178945132263517

859 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ .

৮৫৯. মালিক ইবনু হুয়াইরিস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, তখন তাঁর দুই হাত তাঁর উভয় কানের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি রুকূতে যেতেও তাই করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা তুলতেও অনুরূপ করতেন। সহীহ।

[ইরওয়া ২/৬৭ সহীহ আবূ দাউদ ৭৩০। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৩৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৯১); (ই. সে.) হা. ৭৬২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৪৯]

860 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ .

৮৬০. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি সালাত শুরু করতে, রুকুতে যেতে এবং সাজদাহয় যেতে তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭২৪]

861 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ .

৮৬১. উমাইর বিন হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম ফরয সালাতের প্রতিটি তাকবীরের সাথে তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭২৪। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

862 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ قَالَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

https://www.facebook.com/178945132263517

كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ " اللهُ أَكْبَرُ ". وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ فَإِذَا قَالَ " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ". رَفَعَ يَدَيْهِ فَاعْتَدَلَ فَإِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ .

৮৬২. আবু হুমাইদ আস-সাইদী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক অবগত। তিনি যখন সালাতে দাঁড়াতেন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং তাঁর দুই হাত তার কাঁধ বরাবর উঠাতেন, অতঃপর আল্লাহু আকবার বলতেন। তিনি যখন রুকূতে যাওয়ার ইচছা করতেন তখনও তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন। অতঃপর তিনি যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতে দুই সাজদাহ থেকে যখন দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দুই হাত তার কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যেমনটি তিনি সালাত শুরু করার সময় করতেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮২৮]

863 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ .

৮৬৩. আব্বাস ইবনে সাহল আস-সাঈদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ আস-সাইদী, সাহল ইবনে সা'দ ও মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুম একত্র হয়ে রাসুলুর্‌লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সলাত সম্পর্কে আলোচনা করেন। আবু হুমাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সলাত সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত উপরে উঠাতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকূতে যাওয়ার সময়ও হাত উপরে উঠাতেন, অতঃপর দাঁড়াতেন এবং তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন ও সোজা হয়ে দাঁড়াতেন , যাতে সকল প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে এসে স্থির হয়। সহীহ।

https://www.facebook.com/178945132263517

[আবু দাউদ-৭২৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮২৮]

864 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

৮৬৪. আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয সলাত পড়তে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন। যখন তিনি রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনও অনুরূপ করতেন, যখন রুক থেকে মাথা উঠাতেন, তখনও অনুরূপ করতেন। যখন তিনি দুই রাক'আত শেষ করে দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপ করতেন। হাসান সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭২৯।]

865 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ .

৮৬৫. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি তাকবীরের সময় তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭২৪]

866 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَإِذَا رَكَعَ .

৮৬৬. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শুরু করার সময় এবং রুকুতে যাওয়ার সময় তাঁর দুই হাত (উপরে) উঠাতেন। সহীহ ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

867 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ

https://www.facebook.com/178945132263517

يُصَلِّي فَقَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ .

৮৬৭. ওয়াইল ইবনে হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে সলাত পড়েন তা অবশ্যই দেখবো। তিনি দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হলেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান বরাবর উঠালেন। তিনি রুকূতে যাওয়ার সময়ও তাঁর দুই হাত অনুরূপভাবে উঠালেন। তিনি যখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠালেন তখনও তাঁর উভয় হাত অনুরূপভাবে উঠালেন। সহীহ।

[সহীহ আবু দাউদ ৭১৬-৭১৭। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪০১) (ই. সে.) হা. ৭৯১]

868 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ . وَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ .

৮৬৮. আবু যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন সলাত শুরু করতেন, তখন তার উভয় হাত উপরে উঠাতেন। তিনি যখন রুকু করতেন এবং রুকু থেকে তার মাথা উঠাতেন, তখনও অনুরূপ করতেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। অধস্তন রাবী ইবরাহীম ইবনে তাহমান (র) তার দুই হাত তার দুই কান পর্যন্ত উঠালেন। সহীহ। [সহীহ। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

16 - باب الرُّكُوعِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৬: সলাতে রুকূ করা

869 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ .

৮৬৯. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ করতেন, তখন তাঁর মাথা উচুও করতেন না, নিচুও করতেন না, বরং সোজা রাখতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৫, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৯৮): (ই. সে.) হা. ১০০২: ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৯১]

https://www.facebook.com/178945132263517

870 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ".

৮৭০. আবূ মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রুকূ ও সাজদাহ করে তার পিঠ সোজা করে না, তার সালাত পূর্ণাঙ্গ হয় না। সহীহ।

[মিশকাত ৮৭৮ সহীহ আবূ দাউদ ৮০১। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮৫৫; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৫; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১০২৭]

871 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ. عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ - وَكَانَ مِنَ الوَفْدِ - قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلاً لاَ يُقِيمُ صَلاَتَهُ - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ " يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ".

৮৭১. আলী ইবনে শায়বান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন প্রতিনিধি দলের সদস্য। তিনি বলেন, আমরা রওনা হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম, তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম এবং তাঁর পিছনে সলাত পড়লাম। তিনি এক ব্যক্তির দিকে হালকা দৃষ্টিতে তাকান যে রুকূ ও সাজদাহয় তার পিঠ সমতল রাখেনি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত শেষ করে বলেন ঃ হে মুসলিম সমাজ! যে ব্যক্তি রুকূ ও সাজদাহয় তার পিঠ সমতল করে না তার সালাত হয় না। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ২৫৩৬, মুসনাদে আহমাদ হা. ১৬৩২৭]

872 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ المَاءُ لاَسْتَقَرَّ.

৮৭২. ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাত পড়তে দেখেছি। তিনি যখন রুকূ করতেন তখন তাঁর পিঠ এমনভাবে সমতল করতেন যে, তার উপর পানি ঢাললে অবশ্য তা স্থির থাকতো। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

https://www.facebook.com/178945132263517

17 - باب وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ১৭: দু' হাঁটুর উপর দু'হাত রাখা

873 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ .

৮৭৩. মুস'আব ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার পাশে রুকূতে গেলাম এবং উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো একত্র করে তা দুই হাঁটুর মাঝকানে রাখলাম। তিনি আমার হাতে আঘাত করে বলেন, আমরা (প্রথমে) এরূপ করতাম, অতঃপর আমাদেরকে হাঁটুর উপর হাত রাখার- নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সহীহ।

[আবূ দাউদ ৮১৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৯০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৩৫) (ই. সে.) হা. ১০৮৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০৭৮]

874 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ .

৮৭৪. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করার সময় তাঁর দুই হাত তাঁর দুই হাঁটুতে রাখতেন এবং তাঁর বাহুদ্বয় তাঁর বগল থেকে আলাদা রাখতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭২৩]

18 - باب مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ- ১৮: রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় যা বলবে

875 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ". قَالَ " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ".

https://www.facebook.com/178945132263517

৮৭৫. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ''সামিআল্লাহু লিমান হামিদা'' বলার পর বলতেন ''রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ''। সহীহ।

[আবূ দাউদ ৭৮৭, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৯৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪০৯) (ই. সে.) হা. ৮০৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৯৬]

876 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، . أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " .

৮৭৬. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইমাম যখন ''সামিআল্লাহু লিমান হামিদা'' বলেন তখন তোমরা বলবে ''রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ্‌'' (হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা তোমার জন্য। সহীহ।

[সহীহ লিগাইরিহী। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৩২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪১১) (ই. সে.) হা. ৮১৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮০৪]

877 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " .

৮৭৭. আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলে তখন তোমরা বলবে, 'আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ'। সহীহ।

[আবূ দাউদ ৭৯৩, ৭৯৪]

878 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ " .

৮৭৮. ইবনে আবূ আওফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখন বলতেন (অনুবাদ) ঃ ''যে ব্যক্তি

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শুনেন। আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আকাশমণ্ডলী, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও সব কিছুই তোমার প্রশংসায় পূর্ণ"। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৯২, মুসলিম। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

879 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: ذُكِرَتِ الْجُدُودُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ رَجُلٌ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الْخَيْلِ . وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الإِبِلِ . وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الْغَنَمِ . وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الرَّقِيقِ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَتَهُ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ قَالَ: " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ". وَطَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَهُ بِالْجَدِّ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ

৮৭৯. আবূ জুহাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতরত থাকা অবস্থায় তার নিকটেই ধন-সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এক ব্যক্তি বলেন, অমুকের অনেক ঘোড়া আছে। আরেকজন বলেন, অনমুকের অনেক উট আছে। আর একজন বলেন, অমুকের অনেক বকরী আছে। অন্যজন বলেন, অমুকের অনেক দাস-দাসী আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাক'আতের রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু! তোমার জন্য সকল প্রশংসা, আসমান, জমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও সব কিছুই তোমার প্রশংসায় পূর্ণ। হে আল্লাহ! তুমি কাউকে দান করলে তার কোন প্রতিরোধকারী নাই এবং তুমি কাউকে দান না করলে কেউ তাকে দান করতে পারে না। সম্পদশালীকে তার সম্পদ তোমার বিপরীতে উপকৃত করতে পারে না"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সম্পদ' শব্দটি উচ্চস্বরে বললেন, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, তারা যা বলছে তা অনুরূপ নয়। যঈফ।[১] কিন্তু উল্লেখিত দুয়াটি সহীহ,

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ".

সিফাতুস সালাত ১৩৭ । [য'ঈফ। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

---

[১] বুসয়রী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদে আবূ উমার অজ্ঞাত। তার অবস্থান জানা যায়নি।- তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

https://www.facebook.com/178945132263517

19 - باب السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ- ১৯: সাজদাহ করা

880 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ فَلَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ .

৮৮০. মাইমূনাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাজদাহতে তাঁর দুই হাত (বগল থেকে) এতটা বিস্তার (ফাঁকা) করে রাখতেন যে, বকরীর বাচ্চা যেতে চাইলে তাঁর দুই হাতের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে পারতো। সহীহ।

[সহীহ আবু দাউদ ৮৩৫ মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৯৬, ৪৯৭); (ই. সে.) হা. ৯৯৯, ১০০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৮৮, ৯৮৯]

881 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ فَأَنَاخُوا بِنَاحِيَةِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لِي أَبِي كُنْ فِي بَهْمِكَ حَتَّى آتِيَ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ فَأُسَائِلَهُمْ . قَالَ فَخَرَجَ وَجِئْتُ - يَعْنِي دَنَوْتُ - فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَضَرَتْ الصَّلاَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبْطَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّمَا سَجَدَ . قَالَ ابْنُ مَاجَهْ النَّاسُ يَقُولُونَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ النَّاسُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ .

৮৮১. উবাইদুল্লাহ ইবনে আকরাম আল-খুযাঈ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উবাইদুল্লাহ) বলেন, আমি আমার পিতার সংগে নামিরা এলাকায় এক সমতল ভূমিতে ছিলাম। আমাদের নিকট দিয়ে কতক আরোহী অতিক্রম করে এবং তারা রাস্তায় এক প্রান্তে তাদের উট বসায়। আমার পিতা আমাকে বলেন, তুমি তোমার বকরীর পালের সাথে থাকো যতক্ষন না আমি তাদের জিজ্ঞেস করে আসি যে, তারা কারা। রাবী বলেন, এরপর তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং আমিও তার কাছে পৌঁছলাম। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইত্যবসরে সলাতে ওয়াক্ত হলো। আমি তাদের সাথে সলাত পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই সাজদাহ করেছেন, আমি তাঁর দুই বগলের শুভ্রতার দিকে দৃষ্টিপাত করেছি। সহীহ। [সহীহ। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৭৪]

https://www.facebook.com/178945132263517

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَصَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوا حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

দাউদ ইবনু কাইস (র) উবাইদুল্লাহ সূত্রে তার পিতা, আবদুল্লাহ ইবনু আকরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে নাবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

882 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

৮৮২. ওয়াইল ইবনে হুজুর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি সাজদাহয় দু'হাতের আগে দুই হাঁটুর রাখতেন। তিনি সাজদাহ থেকে দাঁড়াতে তাঁর দুই হাটুর আগে দুই হাত উঠাতেন। যঈফ।

[ইরওয়া ৩৫৭ মিশকাত ৮৯৮ যঈফ আবূদাউদ ১৫১। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮৩৮; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬৮; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১০৮৯]

883 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ".

৮৮৩. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি সাত অঙ্গে সাজদাহ করতে আদিষ্ট হয়েছি। সহীহ।

[সহীহ আবু দাউদ ৮২৯ ইরওয়া ৩১০। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮০৯, ৮১০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৯০); (ই. সে.) হা. ৯৮৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৭৮]

884 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلاَ أَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا ".

৮৮৪. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি সাত অঙ্গে সাজদাহ করতে এবং চুল ও পরিধেয় বস্ত্র না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছি। ইবনে তাউস (র) বলেন, আমার পিতা বলতেন, (সাত অংগ হলো) দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা এবং কপাল ও নাক। তিনি নাক ও কপালকে একটি অংগ গণ্য করতেন। সহীহ। ইরওয়া ৩১০, সহীহ আর দাউদ ৮২৯।

https://www.facebook.com/178945132263517

قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَكَانَ يَعُدُّ الْجَبْهَةَ وَالأَنْفَ وَاحِدًا .

[সহীহ। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮১২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৯০); (ই. সে.) হা. ৯৯০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৭৯]

885 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ ارَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ " .

৮৮৫. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ বান্দা যখন সাজদাহ করে তখন তার সাথে তার সাতটি অঙ্গ সাজদাহ করে- তার মুখমণ্ডল তার দুই হাতের তালু, তার দুই হাঁটু ও তার দুই পা। সহীহ।

[সহীহ আবু দাউদ ৮৩০, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৯১); (ই. সে.) হা. ৯৯২]

886 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَرُ، صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا يُجَافِي بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ .

৮৮৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আহমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদাহরত অবস্থায় তাঁর বাহুদ্বয় (বগল থেকে) এতটা পৃথক করে রাখতেন যে, তাঁর অত্যধিক কষ্টে আমাদের মনে সহানূভূতি জাগতো। হাসান সহীহ।

[[আবূ দাউদ ৮৩০। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৯০০]

20 - باب التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ- ২০: রুকূ ও সাজদাহর তাসবীহ্

887 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي، إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ " اجْعَلُوهَا

https://www.facebook.com/178945132263517

فِي رُكُوعِكُمْ " . فَلَمَّا نَزَلَتْ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ " اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ " .

৮৮৭. উক্ববাহ ইবনে আমের আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন নাযিল হয় (অনুবাদ), অতএব তুমি তোমার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো'' (সূরা ওয়াকিআ ঃ ৭৪ ও ৯৬ এবং আল-হাক্কাহ ঃ ৫২), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেন ঃ একে তোমাদের রুকূতে স্থাপন করো। আবার যখন নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ তুমি তোমার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো'' (সূরা আল-আলা ঃ ১) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেন ঃ একে তোমাদের সাজদাহয় স্থাপন করো। যঈফ।

[ইরওয়া ৩৩৪ মিশকাত ৮৭৯ যঈফ আবূ দাউদ ১৫২। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮৬৯]

888 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ " سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ ". ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

৮৮৮. হুযায়ফাহ ইবনু ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকূতে ''সুবহানা রব্বিয়াল আযীম'' তিনবার বলতে এবং সাজদাহয় ''সুবাহানা রব্বিয়াল আলা'' তিনবার বলতে শুনেছেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৩৩৩ সহীহ আবূ দাউদ ৮২৮। মুসলিম অনুরূপ, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৭৭২); (ই. সে.) হা. ১৬৯১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৬৮৪; আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮৭১; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬২; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১০০৮]

889 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ". يَتَأَوَّلُ القُرْآنَ .

৮৮৯. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকূ ও সাজদাহয় প্রায়ই বলতেন ঃ ''সুবাহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফির লী' (হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা করো)। তিনি কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তা

https://www.facebook.com/178945132263517

করতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৮২১। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৯৪, ৮১৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৮৪); (ই. সে.) হা. ৯৭৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৬৭]

890 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ . ثَلاَثًا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى . ثَلاَثًا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ " .

৮৯০. ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ রুকূতে গিয়ে যেন তার রুকূতে ''সুবহানা রব্বিয়াল আযীম'' তিনবার বলে। সে তাই করলে তার রুকু পূর্ণ হলো। তোমাদের যে কেউ তার সাজদাহয় গিয়ে যেন ''সুবহানা রব্বিয়াল আলা'' তিনবার বলে। সে তাই করলে তার সাজদাহ পূর্ণ হলো। আর এটা হল তার ন্যূনতম সংখ্যা। যঈফ। [১]

[মিশকাত ৮৮০ যঈফ আবূ দাউদ ১৫৫। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮৮৬; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬১]

21 - باب الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ- ২১: সঠিকভাবে সাজদাহ করা

891 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ ".

৮৯১. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ সুষ্ঠভাবে যেন তার সাজদাহ করে। সে যেন কুকুরের ন্যায় তার বাহুদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে না দেয়। সহীহ।

[ইরওয়া ২/৯১, সহীহ আবূ দাউদ ৮৩৪। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৭৫]

---

[১] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এর সানাদ মুত্তাসিল নয়। কেননা আওনাহ, ইবনু মাসউদের সাক্ষাত পায়নি। মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

892 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَسْجُدْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ " .

৮৯২. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সুষ্ঠুভাবে সাজদাহ করো। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের ন্যায় তার বাহুদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে সাজদাহ না করে। সহীহ।

[ইরওয়া ৩৭২। বুখারী (তা.পা. : আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৩২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৯৩); (ই. সে.) হা. ৯৯৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৮৩]

22 - باب الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ২২: দুই সাজদাহর মাঝে বসা

893 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى .

৮৯৩. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সাজদাহয় যেতেন না। তিনি এক সাজদাহ থেকে তাঁর মাথা তুলে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত দ্বিতীয় সাজদাহয় যেতেন না এবং তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে বসতেন। সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ ৭৫২, মুসলিম।

[সহীহ। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৯৮); (ই. সে.) হা. ১০০২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৯১]

894 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ " لاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ" .

৮৯৪. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি দুই সাজদাহর মাঝে (কুকুরের ন্যায়) বসো না। যঈফ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৮৩৮, আহদীসুয যঈফাহ ৪৭৮৭ মিশকাত ১০৩। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৮২]

https://www.facebook.com/178945132263517

895 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "يَا عَلِيُّ لاَ تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ ".

৮৯৫. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আলী! তুমি কুকুরের ন্যায় বসো না। হাসান। [য'ঈফ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

896 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا الْعَلاَءُ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلاَ تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ ضَعْ أَلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالأَرْضِ " .

৮৯৬. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি সাজদাহ থেকে তোমার মাথা তুলে কুকুরের মত বসো না। তোমার উভয় নিতম্ব তোমার দুই পায়ের পাতার মাঝখানে রাখো এবং তোমার দুই পায়ের পিঠ মাটির সাথে স্থাপন করো। মাওযূ বা (বানোয়াট)। [১]

[আহদীসুয যঈফাহ ২৬১৪। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

23 - باب مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ২৩: দুই সাজদাহর মাঝে দু'আ

897 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي ".

[১] আল্লামা বুসয়ারী 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, এই সানাদের আ'লা আবু মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান ও হাকিম বলেছেন, সে আনাস সূত্রে বানোয়াট হাদীসবলী বর্ণনা করে। ইমাম বুকারী ও অন্যরা বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। আর ইবনুল মাদীনী বলেন, সে হাদীস জাল করত।--তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

৮৯৭. হুযায়ফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সাজদাহর মাঝখানে বসে বলতেন ঃ ''রব্বিগফির লী রব্বিগফির লী'' (''প্রভু! আমার ক্ষমা করুন, প্রভু আমায় ক্ষমা করুন'')। সহীহ ।

[ইরওয়া ৩৩৫, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮৭৪; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১০৬৯]

898 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلاَءِ، قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي".

৮৯৮. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সলাতে দুই সাজদাহর মাঝখানে (বসে) বলতেন ঃ ''রব্বিগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়ারযুক্বনী ওয়ারফানী'' (হে প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমার বিপদ দূর করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন)। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৯৬। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৮৫০; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৮৪]

24 - باب مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ- ২৪: তাশাহহুদ প্রসঙ্গে

899 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَعَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ. يَعْنُونَ الْمَلاَئِكَةَ. فَسَمِعَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ " لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ

https://www.facebook.com/178945132263517

أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".

৮৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সলাত পড়ার সময় বলতাম, ''আল্লাহর উপর সালাত তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে, জিবরাঈল ও অমুক অমুক ফেরেশতার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আসসালামু আলাল্লাহ' বলো না। আল্লাহই তো সালাম (শান্তিদাতা)। অতএব তোমরা বসে বলবে ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি.... আবদুহু ওয়া রাসূলুল্লাহ'' অর্থাৎ 'সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রহমত ও প্রাচুর্যও। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দার নিকট তা পৌঁছে যায়। ''আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল''। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৮৮৯]

মুহাম্মাদ ইবনে মা'মার কাবীসাহ থেকে সুফিয়ান থেকে 'আমাশ, মানুসূর ও হুসাইন-আবু ওয়াইল-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সুফিয়ান আবু ইসহাক থেকে আবু উবায়দাহ থেকে আসওয়াদ ও আবুর আহওয়াস থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন.... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। সহীহ।

[সহীহ। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮৩১, ৮৩৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪০২); (ই. সে.) হা. ৭৯২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৮০]

900 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

৯০০. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদেরকে কুরআনের সুরা শিখাতেন। তিনি বলতেন ঃ আত্তাহিয়াতুল মুবারাকাতু... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু''। (''সমস্ত বরকতময় সম্মান, ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি এবং

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহর রহমাত ও করুণা বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল")। সহীহ।

[সহী আবূ দাউদ ৮৯৫। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪০৩); (ই. সে.) হা. ৭৯৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৮৫]

901 - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ . وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ "إِذَا صَلَّيْتُمْ فَكَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ تَحِيَّةُ الصَّلاَةِ " .

৯০১. আবু মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন, আমাদের জন্য আমাদের পালনীয় সুন্নাতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আমাদেরকে আমাদের সলাত শিক্ষা দেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা যখন সলাত পড়বে এবং বৈঠকে বসবে তখন তোমাদের প্রথম কথা হবে ঃ "আত্তাহিয়্যাতুত তায়্যিবাতুস সালাওয়াতু.... ওয়া রাসূলুহু"। ("সমস্ত প্রশংসা, পবিত্রতা ও ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রহমাত ও বরকতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল")। **এই সাতটি বাক্যই সলাতে আত্তাহিয়্যাতু।** سَبْعُ كَلِمَاتٍ ব্যতীত বর্ণিত হাদীসটি সহীহ।

সহীহ আবূ দাউদ ৮৯৩, ইরওয়া ৩৩২। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪০৪); (ই. সে.) হা. ৭৯৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৮৭]

902 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ "بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ

https://www.facebook.com/178945132263517

وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ".

৯০২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদের কুরআরে সূরা শিক্ষা দিতেন ঃ বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি.... আউযু বিল্লাহি মিনান নার" (''আল্লাহর নামে ও আল্লাহর তৌফীকে শুরু করছি। সমস্ত সম্মান, ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রহমাত ও বরকতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহর নিকট বেহেশতের প্রার্থনা করি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় চাই'')। যঈফ।

[য'ঈফ। নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১১৭৫]

25 - باب الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ- ২৫: নাবী ﷺ-এর প্রতি দূরূদ পাঠ

903 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ "

৯০৩. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই হলো আপনার প্রতি সালাম, যা আমরা জেনে নিয়েছি। অতএব দূরূদ কিরূপ? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো (অনুবাদ) ঃ '' হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর রহমাত বর্ষণ করুন, যেরূপ রহমাত নাযিল করেছেন ইবরাহীমের প্রতি। আপনি মুহাম্মাদের উপর বরকত নাযিল করুন, যেরূপ বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীমের উপর। সহীহ, বুখারী। [সহীহ। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৭৯৮]

https://www.facebook.com/178945132263517

904 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا السَّلاَمَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

৯০৪. ইবনে আবু লাইলা (র) বলেন, কা'ব ইবনে উজরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি উপহার দিবো না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসলে আমরা বললাম, আমরা আপনার প্রতি সালাম পেশের নিয়ম জেনে নিয়েছি। আপনার প্রতি দূরূদ কিভাবে পড়তে হবে? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো (অনুবাদ) ঃ ''হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমাত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করুন, যেমন আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (আ)-কে। নিশ্চয় আপনি পরম প্রশংসিত মহিমান্বিত''। সহীহ।

[ইরওয়া ৩২০ সহীহ আবূ দাউদ ৮৯৬, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৩৭০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪০৬); (ই. সে.) হা. ৮০৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৯২]

905 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ طَالُوتَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَمَرَنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

৯০৫. আবু হুমাইদ আস-সাঈদী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি দুরূদ পাঠের জন্য আমরা আদিষ্ট হয়েছি। অতএব আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দুরূদ পাঠ করবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো (অনুবাদ) ঃ ''হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও

https://www.facebook.com/178945132263517

তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর উপর এবং আপনি মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন যেমন আপনি এ বিশ্বজগতে বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রশংসিত মহিমান্বিত''। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৯০০, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৩৬৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪০৭); (ই. সে.) হা. ৮০৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৯৪]

906 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَيَانٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقَالُوا لَهُ فَعَلِّمْنَا . قَالَ: قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلاَتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

৯০৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পেশ করবে, তখন তোমরা তাঁর প্রতি উত্তমরূপে দুরূদ পেশ করবে। কেননা তোমাদের জানা নেই যে, নিশ্চয়ই তা তাঁর সামনে পেশ করা হয়। রাবী বলেন, সাহাবীগণ তাঁকে বললেন, আপনি আমাদের শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, তোমরা বলো (অনুবাদ) ঃ

''হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল, প্রেরিত রাসূলগণের নেতা, মুত্তাকীগণের ইমাম, সর্বশেষ নাবী, কল্যাণের উৎস, কল্যাণের দিকে পরিচালনাকারী ও দয়ার নাবী মুহাম্মাদের উপর আপনার রহমাত, আপনার দয়া ও আপনার প্রাচুর্য নাযিল করুন। হে আল্লাহ! তাঁকে সেই সুপ্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিন, যার প্রতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ ঈর্ষান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের উপর রহমাত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমাত বর্ষণ করেছেন

https://www.facebook.com/178945132263517

ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত"। যঈফ।[১]

[তাখরীজ ফাযলুস সলাতুন নাবী ﷺ ৬১, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

907 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ ".

৯০৭. রাবীআহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে এবং যতক্ষণ সে আমার প্রতি দুরূদ পাঠরত থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। অতএব বান্দা চাইলে তার পরিমাণ (দূরূদ পাঠ) কমাতেও পারে বা বাড়াতেও পারে। হাসান।

[হাসান। মুসনাদে আহমাদ হা. ১৫৭২৭]

908 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ ".

৯০৮. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দুরূদ পাঠাতে ভুলে গেলো সে জান্নাতের পথই ভুলে গেলো। হাসান সহীহ।

[সহীহাহ ২৩৩৭, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

26 - باب مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ- ২৬: তাশাহহুদ এবং নাবী ﷺ-এর প্রতি দুরূদ পাঠের পর যা বলা হবে

[১] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর রিজাল নির্ভরযোগ্য। তবে সানাদে মাস'উদী তার শেষ বয়সে সংমিশ্রন করত। হাদীসটি তার প্রথম দিকের না মেষ দিকের তা পার্থক্য করা যায়নি। অতএব বর্জন করাটাই আবশ্যক। যেমনটি ইবনু হিব্বান বলেছেন।--তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

https://www.facebook.com/178945132263517

909 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ".

৯০৯. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের যে কেউ শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ে অবসর হয়ে যেন চারটি বিষয়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে ঃ দোযখের শাস্তি থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন মৃত্যুর বিপর্যয়কর পরিস্থিতি থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে। সহীহ।

[ইরওয়া ৩৫০ সহীহ আবু দাউদ ৯০৩, বুখারী (তা.পা. : আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১৩৭৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৮৮); (ই. সে.) হা. ১২১১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২০০]

910 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ "مَا تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ ". قَالَ أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ أَمَا وَاللهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ . فَقَالَ "حَوْلَهُمَا نُدَنْدِنُ ".

৯১০. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি সলাতে কি পড়ো? সে বললো, আমি তাশাহহুদ পড়ার পর আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই। তবে আল্লাহর শপথ! আপনার ও মুআযের নীরব দোয়া কতই না উত্তম। তিনি বলেন ঃ আমরা নীরবে জান্নাতের পরিবেশ লাভের দোয়া করি। সহীহ। [সহীহ আবু দাউদ ৭৫৭, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৭৯২]

27 - باب الإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ- ২৭: তাশাহহুদের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা

911 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلاَةِ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ .

https://www.facebook.com/178945132263517

৯১১. নুমাইর আল-খুযাঈ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সলাতে মধ্যে তাঁর ডান হাত তাঁর ডান উরুর উপর রাখতে এবং তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতে দেখেছি। সহীহ।

[সহীহ। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৯৯১; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১২৭১]

912 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ حَلَّقَ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهِمَا يَدْعُو بِهَا فِي التَّشَهُّدِ .

৯১২. ওয়াইল ইবনে হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাশাহ্হুদে) বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা বৃত্তাকার করতে এবং তর্জনী উঁচু করতে দেখেছি। তিনি তা দিয়ে তাশাহ্হুদের মধ্যে দোয়া করতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭১৬, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৯৫৭; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১২৬৫]

913 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَيَدْعُو بِهَا وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا .

৯১৩. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতে (তাশাহ্হুদের) বৈঠকে বসে তাঁর দুই হাত তাঁর হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখতেন এবং ডান হাতের তর্জনী উঁচু করতেন ও তার দ্বারা দোয়া করতেন। বাম হাত তাঁর হাঁটুর উপর বিছানো থাকতো। সহীহ। [ইরওয়া ৩৬৬, সহীহ আবূ দাউদ ৯০৭, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৮০); (ই. সে.) হা. ১১৯৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১৮৫]

28 - باب التَّسْلِيمِ

অনুচ্ছেদ- ২৮: সালাম ফিরানো

914 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

৯১৪. আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন, এমনকি তাঁর দুই গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। (তিনি বলতেন) ঃ ''আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'' (আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক)। সহীহ।

[ইরওয়া ৩৪৬, সহীহ আবূ দাউদ ৭১৪, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৯৯৬; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৯৫]

915 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ .

৯১৫. আমের ইবনে সা'দ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান দিকে ও বাঁম দিকে সালাম ফিরাতেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৩৬৮, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৮২); (ই. সে.) হা. ১২০২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১৯১]

916 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ . السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ " .

৯১৬. আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডানে ও বামে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর দুই গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। (তিনি বলতেন) ঃ ''আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ''। সহীহ লিগাইরিহী। ।

[৯১৫ নং হাদীস দ্বারা সহীহ, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

917 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلاَةً ذَكَّرَنَا صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكْنَاهَا فَسَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ .

৯১৭. আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু উটের যুদ্ধের দিন আমাদেরসহ সলাত পড়েন। তার সলাত আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

https://www.facebook.com/178945132263517

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সলাতে কথা স্মরণ করিয়ে দিল। জানি না, আমরা কি সেই পদ্ধতি ভুলে গিয়েছি, না আমরা তা ত্যাগ করেছি। তিনি তার ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন। মুনকার।[১]

[তবে ডানে-বামে সালাম ফেরনো পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

29 - باب مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

অনুচ্ছেদ- ২৯: একবার সালাম ফিরানো

918 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ، أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ .

৯১৮. সাহল ইবনে সা'দ আস-সাইদী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনের দিকে একবার সালাম ফিরান। সহীহ।

[এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

919 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ .

৯১৯. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনের দিকে একবার সালাম ফিরাতেন। সহীহ।

[তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৯৬]

920 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً .

৯২০. সালামাহ ইবনুল আকওয়া' রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সলাত পড়তে দেখেছি। তিনি একবার সালাম বলেছেন। সহীহ। [এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

---

[১] সানাদে আবূ ইসহাক একজন মুদাল্লিস। সে শেষ বয়সে সংমিশ্রন করত।--তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

https://www.facebook.com/178945132263517

30 - باب رَدِّ السَّلاَمِ عَلَى الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ- ৩০: ইমামের সালামের জওয়াব দেওয়া

921 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَرُدُّوا عَلَيْهِ ".

৯২১. সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইমাম যখন সালাম ফিরান, তোমরা তখন তার জবাব দিও। যঈফ।[১]

[ইরওয়া ৩৬৯, আহদীসুয যঈফাহ ২৫৬৪। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

922 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ .

৯২২. সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামগণকে এবং আমাদের একে অপরকে সালাম দেয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যঈফ।[২] [ইরওয়া ২/৮৮। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১০০১]

31 - باب وَلاَ يَخُصُّ الإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ- ৩১: ইমাম কেবল নিজের জন্য দু'আ করবে না

923 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لاَ يَؤُمُّ عَبْدٌ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ".

৯২৩. সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা ইমামতি করলে সে যেন অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দোয়া না করে। সে যদি তাই করে,তবে সে মুকতাদীদের সাথে প্রতারণা করলো। যঈফ।

[যঈফ আবূদাউদ ১১, ১২, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৯০; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৫৭]

[১-২] হাদীসটি হাসান বাসরী সামুরাহ হতে শুনেছেন কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে। তাছাড়া তিনি তাদলীস করতেন, যেমন হাফিয ও অন্যরা বলেছে এবং তিনি আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন।-ইরওয়াউল গালীল।

https://www.facebook.com/178945132263517

32 - باب مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অনুচ্ছেদ- ৩২: সালাম ফিরানোর পর যা বলা হয়

924 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ " اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ " .

৯২৪. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়ার অতিরিক্ত সময় বসতেন না ঃ ''হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি বিধাতা এবং আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি আসে। হে মহিমান্বিত ও গৌরবময় সত্তা! আপনি প্রাচুর্যময়''। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১৩৫৪, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৯২); (ই. সে.) হা. ১২২৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২১১]

925 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مَوْلًى، لأُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً " .

৯২৫. উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সলাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক ও এবং কবুল হওয়ার যোগ্য কর্মতৎপরতা প্রার্থনা করি''। সহীহ।

[সহীহ। মুসনাদে আহমাদ হা. ২৬৫৬৪]

926 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ وَابْنُ الأَجْلَحِ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "خَصْلَتَانِ لاَ يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا " . فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ " فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ

https://www.facebook.com/178945132263517

بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ؟". قَالُوا: وَكَيْفَ لاَ يُحْصِيهِمَا؟ قَالَ " يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَنْفَكَّ الْعَبْدُ لاَ يَعْقِلُ وَيَأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ فَلاَ يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ" .

৯২৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি দু'টি অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই দু'টি অভ্যাস আয়ত্ত কারাও সহজ, কিন্তু এ দু'টি অভ্যাস অনুশীলনকারীর সংখ্যা কম। প্রতি ওয়াক্ত পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবর এবং দশবার আলহামদু লিল্লাহ বলা। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এগুলো তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে গণনা করতে দেখেছি। তিনি বলেন ঃ তা মুখে পড়লে হয় এক শত পঞ্চাশ এবং মীযানে হয় এক হাজার পাঁচ শত। সে শয্যা গ্রহণকালে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু ল্লিাহ ও আল্লাহু আকবার এক শতবার পড়লে তা তার মুখে হয় এক শত এবং মীযানে হয় এক হাজার। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে প্রতিদিন দুই হাজার পাঁচ শত গুনাহ করবে? তারা বলেন, কেউ এ দু'টি অভ্যাস কেন অনুশীলন করবে না। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সলাতে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার নিকট এসে বলে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ করো, এমনকি বান্দা (থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বুঝতে পারে না (যে, সে কত রাকআত পড়ছে)। অনুরূপভাবে সে তার বিছানায় অবস্থানকালেও শয়তান সেখানে আসে এবং তাকে ঘুম পারাতে থাকে,অবশেষে সে ঘুমিয়ে যায়। সহীহ।

[মিশকাত ২৪০৬ সহীহ আবূ দাউদ ১৩৪৬, তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৪১০]

927 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ - يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهْلُ الأَمْوَالِ وَالدُّثُورِ بِالأَجْرِ يَقُولُونَ كَمَا نَقُولُ وَيُنْفِقُونَ وَلاَ نُنْفِقُ . قَالَ لِي "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ مَنْ قَبْلَكُمْ وَفُتُّمْ مَنْ بَعْدَكُمْ تَحْمَدُونَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُسَبِّحُونَهُ وَتُكَبِّرُونَهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَأَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ ". قَالَ سُفْيَانُ لاَ أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ أَرْبَعٌ .

৯২৭. আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো (সুফিয়ানের বর্ণনায় আছে, আমি বললাম), ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিত্তবান লোকেরা পুরস্কার লাভে আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে। আমরা যা বলি, তারাও তা বলে এবং তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে, কিন্তু আমরা তা পারি না। তিনি আমাকে বলেন ঃ আমি কি তোমাদের

https://www.facebook.com/178945132263517

এমন বিষয় বলে দিবো না, যা করলে তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের ধরতে পারবে এবং তোমরা যাদের অগ্রবর্তী হতে পারবে তারা তোমাদের অতিক্রম করতে পারবে না? তোমরা প্রতি ওয়াক্ত সলাতে পর আলহামদু লিল্লাহ সুবহানাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, ৩৩ বার এবং ৩৪ বার পাঠ করবে। সুফিয়ান (র) বলেন, আমার মনে নেই যে, কোন কালেমাটি ৩৪ বার পাঠ করতে হবে। হাসান সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ১১২৫, মুসনাদে আহমাদ হা. ২১৪৪৯; দারেমী হা. ১৩৫৩]

928 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ".

৯২৮. সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত সমাপ্তর পর তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, অতঃপর বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি শান্তি দাতা এবং আপনার পক্ষ থেকে শান্তি পাওয়া যায়। হে মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। আপনি বরকতময় প্রাচুর্যময়"। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১৩৫৫, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৯১); (ই. সে.) হা. ১২২২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২১০]

33 - باب الاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৩৩: সলাত শেষে ঘুরে বসা

929 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَمَّنَا النَّبِيُّ ﷺ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا .

৯২৯. কাবীসা ইবনে হুলব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন এবং (সালাম ফিরিয়ে) তাঁর উভয় দিকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর চেহারা ঘুরাতেন। হাসান সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৯৫৬, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১০৪১; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩০০]

https://www.facebook.com/178945132263517

930 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ جُزْءًا يَرَى أَنَّ حَقًّا لله عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ .

৯৩০. আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন নিজের মধ্যে শয়তানের জন্য অংশ নির্ধারিত না করে। সে মনে করে যে, তার প্রতি আল্লাহর অধিকার হলো, কেবল তার ডান দিকে মোড় ঘোরা। অথচ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রায়ই তাঁর বাম দিকে ঘুরে বসতে দেখেছি। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৯৫৭, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮৫২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৭০৭); (ই. সে.) হা. ১৫১৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৫০৮]

931 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلاَةِ .

৯৩১. আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাত শেষে তাঁর ডান দিকে ও বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতে দেখেছি। হাসান সহীহ। [হাসান সহীহ। মুসনাদে আহমাদ হা. ৭০২১]

932 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ثُمَّ يَلْبَثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ .

৯৩২. উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত শেষে সালাম ফিরানোর পর মহিলারা উঠে চলে যেতেন। অতঃপর তিনি উঠে যাওয়ার আগে নিজ জায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৯৫৫, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮৩৭]

https://www.facebook.com/178945132263517

34 - باب إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

অনুচ্ছেদ- ৩৪: সলাতের সময়ে খাবার উপস্থিত করা হলে

933 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ".

৯৩৩. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বলেন ঃ (একই সময়) সলাতের ইক্বামাত ও আহার দেয়া হলে, তোমরা আগে আহার করো। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৭২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৫৭); (ই. সে.) হা. ১১৩০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১২১]

934 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ". قَالَ فَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ لَيْلَةً وَهُوَ يَسْمَعُ الإِقَامَةَ .

৯৩৪. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের খাবার উপস্থিত করা হলে এবং (একই সময়) ইক্বামাত দেয়া হলে তোমরা প্রথমে আহার করো। রাবী বলেন, ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এক রাতে ইকামত শ্রবণরত অবস্থায় আহার করেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৭৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৫৯); (ই. সে.) হা. ১১৩৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১২৪]

935 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ " .

৯৩৫. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাতের খাবার উপস্থিত হলে এবং সলাতে ইক্বামতও দেয়া হলে তোমরা আগে আহার করো। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৪৬৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৫৮); (ই. সে.) হা. ১১৩২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১২৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

35 -باب الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

অনুচ্ছেদ- ৩৫: বৃষ্টির রাতে সলাতে জামা'আত

936 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ . قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ "صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " .

৯৩৬. আবু মালীহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক বৃষ্টিমুখর রাতে বের হলাম। আমি ফিরে এসে ঘরের দরজা খুলতে বললাম। আমার পিতা বলেন, কে? আমি বললাম, আবু মালীহ। তিনি বলেন, আমরা হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমাদেরকে বৃষ্টিতে পেলো, যাতে আমাদের জুতার তলাও সিক্ত হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ডেকে বলেন, তোমাদের খিমাতে সলাত পড়ে নাও। সহীহ।

[ইরওয়া ২/৩৪১, ৩৪২ আহাদীসুস সহীহাহ ৯৬৯; আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১০৫৭; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৮৫৪]

937 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوِ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ " صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " .

৯৩৭. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বৃষ্টিপাতের রাতে অথবা শীতের রাতে বায়ু প্রবাহ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ডেকে বলতেন, তোমরা তোমাদের আবাস স্থলে সলাত পড়ো। সহীহ।

[। ইরওয়া ৫৫৩, সহীহ আবু দাউদ ১৭০। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৩২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৯৭); (ই. সে.) হা. ১৪৭৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৪৭০]

938 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ مَطِيرَةٍ " صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " .

৯৩৮. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

https://www.facebook.com/178945132263517

বৃষ্টিমুখর জুমুআর দিনে বলেন ঃ তোমারা তোমাদের নিজ নিজ আবাসে সালাত পড়ো। সহীহ লিগাইরিহী ।

। ৯৩৭ এবং ৯৩৯ নং হাদীস দ্বারা সহীহ, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬১৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৯৯): (ই. সে.) হা. ১৪৮২]

939 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . ثُمَّ قَالَ نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ . فَقَالَ لَهُ النَّاسُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي تَأْمُرُنِي أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ بُيُوتِهِمْ فَيَأْتُونِي يَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِهِمْ .

৯৩৯. আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু জুমুআর দিন মুয়াযযিনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। দিনটি ছিল বৃষ্টিমুখর। মুয়াযযিন বলেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহ আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অতঃপর তিনি বলেন, লোকদের মাঝে ঘোষণা দাও যে, তারা যেন তাদের আবাসে সলাত পড়ে। লোকেরা তাকে বললো, আপনি একি করলেন? তিনি বলেন, আমার চেয়ে মহান ব্যক্তি এটাই করেছেন। তোমরা কি আমাকে নির্দেশ দাও যে, আমি লোকদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করি, আর তারা হাঁটু পর্যন্ত কাদা মেখে আমার নিকট উপস্থিত হোক? সহীহ।

[ইরওয়া ৫৫৪, সহীহ আবূ দাউদ ৯৭৭]

36 - باب مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

অনুচ্ছেদ- ৩৬: মুসল্লী যা দিয়ে আড়াল করবে

940 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ "مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَىْ أَحَدِكُمْ فَلا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " .

https://www.facebook.com/178945132263517

৯৪০. মূসা ইবনে তালহা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সলাত পড়তাম, আর চতুস্পদ জন্তু আমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতো। বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্তাপন করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের কারো সামনে খুঁটির ন্যায় কিছু থাকলে তার সামনে দিয়ে যে কেউ অতিক্রম করলে তা তার কোন ক্ষতি করবে না। হাসান সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৬৮৬, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৯৯); (ই. সে.) হা. ১০০৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৯৩]

941 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ فِي السَّفَرِ فَيَنْصِبُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا .

৯৪১. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরকালে তাঁর জন্য একটি বর্শা সাথে নেয়া হতো। তিনি তা মাটিতে গেড়ে তার দিকে ফিরে সলাত পড়তেন। সহীহ।

[সহীহ আবু দাউদ ৯৭৭, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৯৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫০১); (ই. সে.) হা. ১০০৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৯৬]

942 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَصِيرٌ يُبْسَطُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ يُصَلِّي إِلَيْهِ.

৯৪২. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চাটাই ছিল, যা দিনের বেলা বিছানো হতো এবং রাতে তিনি তা দিয়ে ঘের তৈরি করে সেদিকে মুখ করে সলাত পড়তেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৩০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৭৮২); (ই. সে.) হা. ১৭০৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৬৯৭]

943 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ، حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ".

https://www.facebook.com/178945132263517

৯৪৩. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের যে কেউ সলাত পড়ার সময় যেন তার সামনে কিছু রেখে দেয়। সে কিছু না পেলেযেন একটি লাঠি তার সামনে স্থাপন করে। যদি সে তাও না পায় তাহলেযেন (জমীনের উপর) রেখা টেনে দেয়, অতঃপর তার সামনে দিয়ে কিছু অতিক্রম করলে তা তার কোন ক্ষতি করবে না। যঈফ।

[মিশকাত ৭৮১, যঈফ আবূদাউদ ১০৭। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬৮৯]

37 - باب الْمُرُور بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّي

অনুচ্ছেদ- ৩৭: মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা

944 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّي فَأَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ". قَالَ سُفْيَانُ فَلاَ أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ صَبَاحًا أَوْ سَاعَةً .

৯৪৪. বুসর ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সলাতীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য সাহাবীগণ আমাকে যায়েদ ইবনে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট পাঠালেন। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সলাতীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে ''চল্লিশ'' পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। সুফিয়ান (র) বলেন, চল্লিশ দ্বারা তিনি চল্লিশ বছর না মাস না দিন, না ঘন্টা বুঝিয়েছেন তা আমি অবগত নই। সহীহ লিগাইরিহী।

[৯৪৫ নং হাদীস দ্বারা সহীহ, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫১০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫০৭); (ই. সে.) হা. ১০২৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০১৩]

945 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ

---

[১] আহমাদ (৭৩৪৫)। এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হচ্ছে, এতে খুব কঠিন উলটাপালট ও দু'জন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে। এ কারণে একদল ইমাম একে দুর্বল বলেছেন। যাদের মধ্যে ইমাম আহমাদও রয়েছেন। -মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী।

https://www.facebook.com/178945132263517

النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَالَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي كَانَ لأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ - قَالَ لاَ أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا - خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ " .

৯৪৫. বুসর ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু জুহাইম আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে পাঠান ঃ সলাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে আপনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কি শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের যে কেউ তার সলাতরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার পরিণতি সম্পর্কে যদি জানতো, তাহরে অবশ্য সে 'চল্লিশ' পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম ভাবতো। রাবী বলে, তিনি কি চল্লিশ বছর অথবা চল্লিশ মাস বা চল্লিশ দিন বলেছেন তা আমি অবগত নই। সহীহ।

[সহীহ তারগীর ৫৬০-সহীহ আবূ দাউদ ৬৯৮]

946 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلاَةِ كَانَ لأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا ".

৯৪৬. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ যদি জানতো যে, তার সলাতরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে তার অতিক্রম করার পরিণতি কি, তাহলে সে এ ধরনের পদক্ষেপ ফেলার চাইতে এক শত বছর দাঁড়িয়ে থাকাকে অবশ্য অধিক উত্তম মনে করতো। যঈফ।

[। মিশকাত ৭৮৭ সহীহ আবূ দাউদ ৬৯৮, মুসনাদে আহমাদ হা. ৮৬২০]

---

১ এর সানাদ সম্পর্কে মুনযিরী 'আত-তারগীব'' গ্রন্থে বলেছেন 'সহীহ'। কিন্তু এতে প্রশ্ন রয়েছে। যা 'তা'লীকুর রাগীব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সারকথা হল, তাতে একজন সমালোচিত এবং অন্যজন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে।-মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী

আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলছেন, এর সানাদ সমালোচিত। কেননা সানাদে উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমানের চাচা রয়েছে। তার নাম হল উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ। ইমাম আহমাদ বলেন, তার হাদীসসমূহ মুনকার। আল্লামা সূয়ূতী জামিউস সাগীর গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন, এবং আল্লামা মানাবী তাতে নীরব থেকেছেন। -তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

https://www.facebook.com/178945132263517

38 - باب مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ- ৩৮: সলাত বিনষ্টকারী কার্যাবলী

947 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ فَجِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا ثُمَّ دَخَلْنَا فِي الصَّفِّ .

৯৪৭. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে সলাত পড়ছিলেন। আমি ও ফাযল গাধায় চড়ে সলাতে একটি কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম। আমরা গাধার পিঠ থেকে নেমে সেটিকে ছেড়ে দিয়ে সলাতে কাতারে শামিল হলাম। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭০৯। বুখারী (তা.পা. : আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫০৪); (ই. সে.) হা. ১০১৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০০৫]

948 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، - هُوَ قَاصُّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَرَجَعَ فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ " هُنَّ أَغْلَبُ" .

৯৪৮. উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে সলাত পড়ছিলেন। আবদুল্লাহ অথবা উমার ইবনে আবু সালামাহ তাঁর সামনে দিয়ে যেতে উদ্যত হলে তাঁ হাত দিয়ে ইশারা করলে তিনি ফিরে যান। তারপর যয়নব বিনতে উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা যেতে চাইলে তাকেও তিনি হাতের ইশারায় নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি অতিক্রম করে চলে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত শেষে বলেন ঃ নারীরা (পুরুষের উপর) বিজয়ী। যঈফ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ২৫৯৮]

---

১ আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। কতিপয় সানাদে তার পিতা হতে পরিবর্তে তার মাতা হতে রয়েছে। তাদের দু'জনকেই চেনা যায়নি।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদে এমন লোক রয়েছে যাকে চেনা যায় না। এ জন্যই ইবনুল কাত্তান ও আল্লামা বুসয়রী এটিকে দুর্বল বলেছেন।-তামামুল মিন্নাহ ঃ আলবানী।

https://www.facebook.com/178945132263517

949 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ".

৯৪৯. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কালো বর্ণের কুকুর ও ঋতুবতী নারী সলাত নষ্ট করে। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭০০, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৭০৩]

950 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ ".

৯৫০. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নারী, কুকুর ও গাধা সলাত নষ্ট করে। সহীহ।

[সহীহ। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫১১); (ই. সে.) হা. ১০৩০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০২০]

951 - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ " .

৯৫১. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নারী, কুকুর ও গাধা সলাত নষ্ট করে। সহীহ। [সহীহ। মুসনাদে আহমাদ হা. ১৬৮৪৩]

952 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَقْطَعُ الصَّلاَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَىِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ". قَالَ: قُلْتُ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ " الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ ".

৯৫২. আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সলাতীর সামনে শিবিকার খুঁটির ন্যায় কোন জিনিস না থাকলে নারী, গাধা ও কালো বর্ণের কুকুর তার সলাত নষ্ট করে। অধস্তন রাবী বলেন, আমি বললাম, লাল বর্ণের কুকুর থেকে কালো বর্ণের

https://www.facebook.com/178945132263517

কুকুরে পার্থক্য কি? তিনি বলেন, তুমি আমাকে যেরূপ জিজ্ঞেস করলে আমিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তদ্রূপ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ কালো কুকুর হলো শয়তান। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৬৯৯, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫১০); (ই. সে.) হা. ১০২৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০১৮]

39 - باب ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

অনুচ্ছেদ- ৩৯: সলাতে সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতকারীকে যথাসাধ্য বিরত রাখা

953 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى أَبُو الْمُعَلَّى، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْجَدْيِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقِبْلَةَ .

৯৫৩. আল-হাসান আল-উরানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিসে সলাত নষ্ট করে তা ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-র উপস্থিতিতে আলোচিত হলো। লোকেরা কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ করলো। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ছয়-সাত মাসের বকরীর বাচ্চা সম্পর্কে আপনারা কি বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সলাত পড়ছিলেন। তাঁর সামনে দিয়ে ছয়-সাত মাসের একটি বকরীর বাচ্চা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটিকে কিবলার দিকে থেকে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। সহীহ। [সহীহ আবূ দাউদ ৭০২, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৭০৯]

954 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " .

৯৫৪. আবদুর রহমান ইবনে আবূ সাঈদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ সলাত পড়তে চাইলে যেন সুতরা সামনে রেখে সলাত পড়ে এবং তার নিকটবর্তী হয়। সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। অতএব যদি কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ সে একটা শয়তান। হাসান সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৬৯৪, ৬৯৫, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫০৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫০৫); (ই. সে.) হা. ১০২০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০১১]

https://www.facebook.com/178945132263517

955 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ، وَالْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ". وَقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزَّى .

৯৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সলাত পড়ে, তখন সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। যদি সে (অতিক্রমকারী) অস্বীকার করে তবে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কেননা তার সাথে তার সহযোগী (শয়তান) রয়েছে। আল-হাসান ইবনে দাউদ আল-মুনকাদিরী (র) বলেন, নিশ্চয় তার সাথে উয্যা (প্রতিমা) রয়েছে। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ৫৬২। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫০৬); (ই. সে.) হা. ১০২২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০১১]

40 - باب مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَىْءٌ

অনুচ্ছেদ- ৪০: যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে তার এবং ক্বিবলার মাঝে কিছু থাকা।

956 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ " .

৯৫৬. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সলাত পড়তেন এবং আমি তখন তাঁর ও কিবলার মাঝখানে জানাযার লাশের ন্যায় আড়াআড়িভাবে শোয়া থাকতাম। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭০৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৮৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫১২); (ই. সে.) হা. ১০৩১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০২১]

957 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُهَا بِحِيَالِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

৯৫৭. যয়নব বিনতে আবু সালামাহ (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার বিছানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাজদাহর স্থানের দিকে ছিল। সহীহ।

https://www.facebook.com/178945132263517

[সহীহ। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪১৪৮]

958 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا بِحِذَائِهِ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ .

৯৫৮. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত পড়তেন এবং আমি তাঁর সামনে থাকতাম। তিনি সাজদাহয় গেলে কখনো কখনো তাঁর পরিধের বস্ত্র (কাপড়) আমার শরীরে লাগতো। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. : আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫১৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫১৩); (ই. সে.) হা. ১০৩৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০২৭]

959 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ .

৯৫৯. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাক্যালাপে রত ব্যক্তি ও ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন। হাসান। [ইরওয়া ৩৭৫ সহীহ আবূ দাউদ ৬৯২। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬৯৪]

41 - باب النَّهْىِ أَنْ يُسْبَقَ الإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ- ৪১: ইমামের আগে রুকূ সাজদাহয় যাওয়া নিষিদ্ধ

960 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا أَنْ لاَ نُبَادِرَ الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.

৯৬০. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, আমরা যেন ইমামের আগে রুকূ ও সাজদাহয় না যাই। তিনি আরো বলেন ঃ ইমাম যখন তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলো এবং তিনি যখন সাজদাহ করেন, তোমরাও তখন সাজদাহ করো। সহীহ।

https://www.facebook.com/178945132263517

[সহীহ আবূ দাউদ ৬৩১-৬৩৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭২২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪১৫); (ই. সে.) হা. ৮২৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮১৫]

961 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَلاَ يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ " .

৯৬১. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের আগে (রুকূ-সাজদাহ থেকে) মাথা তোলে সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তিত করে দিবেন? সহীহ।

[। ইরওয়া ৫১০, সহীহ আবূ দাউদ ৬৩৪। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৯১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪২৭) (ই. সে.) হা. ৮৫৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৪৫]

962 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ دَارِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا وَلاَ أُلْفِيَنَّ رَجُلاً يَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوعِ وَلاَ إِلَى السُّجُودِ " .

৯৬২. আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এখন ভারী হয়ে গেছি। অতএব আমি যখন রুকূ করি, তোমরাও তখন রুকূ করো এবং আমি যখন মাথা উঠাই, তোমরাও তখন মাথা উঠাও। আমি যখন সাজদাহ করি, তোমরাও তখন সাজদাহ করো। আমি যেন কোন ব্যক্তিকে আমার আগে রকূ ও সাজদাহয় যেতে না দেখি। সহীহ। [আহাদীসুস সহীহাহ ১৭২৫। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

963 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لاَ تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ ".

https://www.facebook.com/178945132263517

৯৬৩. মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার আগে রুকূ-সাজদাহয় যাবে না। যখনই আমি তোমাদের আগে রুকূতে যাই, তোমরা আমাকে মাথা তোলার পূর্বেই পেয়ে যাও। আবার যখনই আমি তোমাদের আগে সাজদাহয় যাই, তোমরা আমাকে মাথা তোলার পূর্বেই পেয়ে যাও। নিশ্চয় এখন আমি (বয়সের কারণে) ভারী হয়ে গেছি। হাসান সহীহ।

[ইরওয়া ২/২৮৯-২৯০। সহীহ আবূ দাউদ ৬৩০। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬১৯]

42 - باب مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৪২: সলাতে মাকরূহসমূহ

964 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيُّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلاَتِهِ ".

৯৬৪. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে সলাতরত অবস্থায় তার মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেছেন। যঈফ। [আহদীসুয যঈফাহ ৮৭৭, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

965 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لاَ تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ ".

৯৬৫. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির তার সলাত থেকে অবসর না হয়েই অধিক বার তার কপাল মোছা রূঢ় আচরণের অন্তর্ভুক্ত। যঈফ।

[আহদীসুয যঈফাহ ৮৭৭, যঈফ আল জামে ৬২৫১ ইরওয়া ৩৭৮, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

---

[১] হাদীসের সানাদে হারুন ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু হুদাইর দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, সে দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্যদের সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়। আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, যেস সকলের ঐকমত্যে দুর্বল।-যঈফাহ্

[২] আল্লামা বুসয়রী বলেছেন, এর সানাদে হারিস ইবনু আব্দুল্লাহ আ'ওয়ার যুহাইর হামাদানী দুর্বল। কোন কোন মুহাদ্দিস তাকে সন্দেহভাজন বলেছেন।-ইরওয়াউল গালীল।

https://www.facebook.com/178945132263517

966 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلاَةِ .

৯৬৬. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে সলাতরত অবস্থায় তার মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেছেন। হাসান।

[মিশকাত ৭৬৪, সহীহ আবূ দাউদ ৬৫০। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬৪৩]

967 - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلاَةِ فَفَرَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

৯৬৭. কা'ব ইবনে উজরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সলাতরত অবস্থায় তার এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ করাতে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আঙ্গুলসমূহ ফাঁকা (পৃথক) করে দিলেন। যঈফ। [১]

[ইরওয়া ৩৭৯, মিশকাত ৯৯৪। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৮৬]

968 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ " إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَلاَ يَعْوِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ " .

৯৬৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন তার হাত তার মুখের উপর রাখে এবং সজোরে শব্দ না করে। কেননা তাতে শয়তান হাসে। উল্লেখিত শব্দে হাদীসটি মাওযূ' তবে لا يعوى "আ' আ' না করে" শব্দ বাদে হাদীসটি সহীহ।

[মিশকাত ৯৯৩, আহদীসুয যঈফাহ ২৪২০ বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬২২৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ২৯৯৪); (ই. সে.) হা. ৭২৭২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭২২০]

[১] আহমাদ (১৭৬৩৭, ১৭৬৪৬, ১৭৬৬৪), দারিমী (১৪০)। এর সানাদে আবূ বাকর ইবনু আয়্যাশ যদিও বুখারীর রিজালভুক্ত তথাপি তার স্মৃতি দুর্বলতা রয়েছে। তিনি সানাদে এবং মাতানে বিপরীত করেছেন।- ইরওয়াল গালীল

https://www.facebook.com/178945132263517

969 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الْبُزَاقُ وَالْمُخَاطُ وَالْحَيْضُ وَالنُّعَاسُ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ".

৯৬৯. আদী ইবনে সাবিত (র) থেকে তার পিতা, অতঃপরতার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সলাতরত অবস্থায় থুথু, নাকের শ্লেষ্মা, হায়েয ও তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। যঈফ।[১]

[আহদীসুয যঈফাহ ৩৩৭৯, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

43 - باب مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

অনুচ্ছেদ- ৪৩: লোকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করা

970 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاَةٌ: الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَالرَّجُلُ لاَ يَأْتِي الصَّلاَةَ إِلاَّ دِبَارًا - يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ - وَمَنِ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا ".

৯৭০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সলাত কবুল হয় না, যে ব্যক্তি লোকেদের ইমামতি করে তাকে তারা অপছন্দ করা সত্ত্বেও, যে ব্যক্তি সলাতে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর সলাত পড়ে এবং যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস বানায়। প্রথম ব্যক্তির বর্ণনা পর্যন্ত সহীহ। যঈফ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৬০৭ সহীহ, তাগবীর ৪৮৩-৪৮৬,আবূ দাউদ ৯২। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫৯৩]

971 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَرْحَبِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "ثَلاَثَةٌ لاَ تَرْتَفِعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ".

[১] আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের আবু ইয়াকজান এর নাম হল, উসমান ইবনু উসায়র। সে দুর্বল, এ ব্যাপারে সকলে একমত।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন।

https://www.facebook.com/178945132263517

৯৭১. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিন ব্যক্তির সলাত তাদের মাথার এক বিঘত উপরেও উঠে না, যে ব্যক্তি জনগণের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করে, যে নারী তার স্বামীর অসন্তুষ্টিসহ রাত যাপন করে এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দুই ভাই। এশব্দে বর্ণনা মুনকার, اخوان متصارمان এর স্থলে العبد الابق শব্দে হাদীসটি হাসান।

[গয়াতুল মারাম ২৪৮, মিশকাত ১১২৮। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

44 - باب الاِثْنَان جَمَاعَةٌ

অনুচ্ছেদ- ৪৪: দু'জনে জামা'আত হয়

972 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَمْرِو بْنِ جَرَادٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ " .

৯৭২. আবু মূসা আল-আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি জামা'আত হতে পারে। যঈফ।[২]

[ইরওয়া ৪৮৯, মিশকাত ১০৮১, এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

973 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

৯৭৩. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা-র এখানে রাত কাটালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সলাত পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ালে তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশের দাঁড় করান। সহীহ ।

[ইরওয়া ৫৪০, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৯৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৭৬৩); (ই. সে.) হা. ১৬৬৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৬৫৮]

---

[১] ইমাম বায়হাকী বলেছেন, হাদীসটি একদল রাবীঈ ইবনু বদর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সে দুর্বল বর্ণনাকারী। আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ' (ক্বাফ ৬২/২) বলেছেন, এই সানাদটি রাবীঈ এবং তার পিতা বদর ইবনু আমরের দুর্বলতার কারণে দুর্বল। তার দুর্বলতা হল, তাকে চিনতে না পাড়া। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তার অবস্থা জানা যায়নি, জাহালাত রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন, সে মাজহুল। তার অনুরুফ অবস্থা রাবীঈ ৪ দাদা আমর ইবনু জারাদ এর। অতএব সানাদটি খুবই নিকৃষ্ট। -ইরওয়াউল গালীল

https://www.facebook.com/178945132263517

974 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

৯৭৪. জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের সলাত পড়ছিলেন। আমি এসে তাঁর বাঁপাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৭৬৬); (ই. সে.) হা. ১৬৮২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৬৭৫]

975 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَصَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا .

৯৭৫. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রী ও আমাকে নিয়ে সলাত পড়েন। তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান এবং মহিলাটি আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত পড়েন। সহীহ।

[ইরওয়া ৫৪২। নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৮০৫]

45 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمَامَ؟

অনুচ্ছেদ- ৪৫: ইমামের নিকটবর্তী স্থানে কার দাঁড়ানো পছন্দনীয়?

976 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ " لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " .

৯৭৬. আবু মাসউদ আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতে মধ্যে আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতেন ঃ তোমরা (কাতারে আঁকাবাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে) বিশৃঙ্খল হয়ো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরসমূহ বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্দিমান তারা (কাতারে) আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে, অতঃপর (যোগ্যতায়) তাদের নিকটতর লোকেরা, অতঃপর তাদের নিকটতর লোকেরা দাঁড়াবে।

https://www.facebook.com/178945132263517

সহীহ। [সহীহ তারগীব ৫১১, সহীহ আবূ দাউদ ৬৭৮, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৩২); (ই. সে.) হা. ৮৬৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৫৪]

977 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ .

৯৭৭. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের সলাতে তার কাছাকাছি দাড়ানো পছন্দ করতেন। যাতে তারা তার নিকট থেকে শিখে নিতে পারে। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ-১৪০৯, মুসনাদে আহমাদ হা. ১১৯৮১]

978 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ: "تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ ".

৯৭৮. আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের পেছনে হটতে দেখে বলেন ঃ তোমরা সামনের কাতারে এগিয়ে আসো এবং আমার অনুসরণ করো, যাতে তোমাদের পরবর্তী লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করতে পারে। লোকেরা যখন পেছনেই হটতে থাকে, তখন আল্লাহও তাদের পেছনেই হটিয়ে দেন। সহীহ।

[তারগীব ৫০৯, সহীহ আবূ দাউদ ৬৮৩, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৩৮); (ই. সে.) হা. ৮৭৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৬৪]

46 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ؟

অনুচ্ছেদ- ৪৬: ইমামতির জন্য কে অধিক হকদার?

979 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمَّا أَرَدْنَا الاِنْصِرَافَ قَالَ لَنَا " إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا " .

৯৭৯. মালেক ইবনুল হুয়াইরিস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক সঙ্গী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। যখন আমরা ফিরে যেতে মনস্থ করলাম, তখন তিনি আমাদের বলেন ঃ সলাতে ওয়াক্ত উপস্থিত হলে তোমরা আযান

https://www.facebook.com/178945132263517

দিবে, অতঃপর ইকামত দিবে এবং তোমাদের দু'জনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠজন তোমাদের ইমামতি করবে। সহীহ।

[সহীহ আবু দাউদ ৬০৪, ইরওয়া ২১৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬৩০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৭৪); (ই. সে.) হা. ১৪২১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৪০৯]

980 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ ابْنَ ضَمْعَجٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلاَ يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْ بِإِذْنِهِ " .

৯৮০. আবু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন অধিক জানে সে লোকদের ইমামতি করবে। তারা যদি কুরআনে সমকক্ষ হয়, তবে তাদের মধ্যে হিজরতে অগ্রগামী ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। যদি হিযরতেও তারা সমান হয়, তবে তাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির বাড়িতে বা তার প্রভাবাধীন এলাকায় তার সম্মতি ছাড়া ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার জন্য নির্দিষ্ট আসনে তার সম্মতি ছাড়া না বসে। সহীহ।

[ইরওয়া ৪৯৪, সহীহ আবূ দাউদ ৫৯৪, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৭৩); (ই. সে.) হা. ১৪১৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৪০৪]

47 - باب مَا يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ– ৪৭: ইমামের উপর যা আবশ্যক

981 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخُو فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ يُقَدِّمُ فِتْيَانَ قَوْمِهِ يُصَلُّونَ بِهِمْ فَقِيلَ لَهُ تَفْعَلُ وَلَكَ مِنَ الْقِدَمِ مَا لَكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "الإِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءَ - يَعْنِي - فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ ".

৯৮১. আবু হাযিম (র) বলেন, সাহল ইবনে সাদ আস-সাঈদী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার গোত্রের যুবকদেরকে (ইমামতির জন্য) এগিয়ে দিতেন। তারা তাদের ইমামতিতে সলাত

https://www.facebook.com/178945132263517

পড়তেন। তাকে বলা হলো, আপনি এরূপ করছেন, অথচ আপনি (ইসলাম গ্রহণে) প্রবীণ। আপনার তা করার কারণ কি? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ইমাম হলেন যিম্মাদার। তিনি উত্তম করলে (সূচারুরূপে সলাত পড়লে) তার জন্যও উত্তম এবং মোক্তাদীদের জন্যও উত্তম (পুরস্কার)। তিনি খারাপ করলে তার দায় তার উপর বর্তাবে, মোক্তাদীদের উপর নয়। সহীহ। [আহাদীসুস সহীহাহ ১৭৬৭, ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

982 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُمِّ غُرَابٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا عَقِيلَةُ عَنْ سَلاَمَةَ بِنْتِ الْحُرِّ، أُخْتِ خَرَشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لاَ يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ " .

৯৮২. খারাশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-র বোন সারামাহ বিনতুল হুর রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ লোকের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তারা ঘণ্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও তাদের (নামাযে) ইমামতি করার মত যোগ্য লোক পাবে না। যঈফ।[১] [যঈফ আবূ দাউদ ৯০। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৫৮১]

983 - حَدَّثَنَ امُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُ خَرَجَ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ فَحَانَتْ صَلاَةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَأَمَرْنَاهُ أَنْ يَؤُمَّنَا وَقُلْنَا لَهُ إِنَّكَ أَحَقُّنَا بِذَلِكَ أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَبَى فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ فَالصَّلاَةُ لَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ " .

৯৮৩. আবু আলী আল-হামদানী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নৌভ্রমণে বের হন, তাতে উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। কোন এক সলাতে ওয়াক্ত উপস্থিত হলে আমরা তাকে আমাদের ইমামতি করতে অনুরোধ করলাম এবং তাকে বললাম, নিশ্চয় আমাদের মধ্যে আপনিই এর যোগ্য। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। কিন্তু তিনি (ইমামতি করতে) অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করলো এবং সঠিকভাবে সলাত পড়লো, তাতে তার ও মোক্তাদীদের সলাত হয়ে গেলো। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে কোন ত্রুটি করলো, তার দায় তার উপর বর্তাবে, তাদের উপর নয়। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৫৯৩। মুসনাদে আহমাদ হা. ১৭৪৩৭]

---

[১] এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদে আক্বিলাহ এবং উম্মু গুরাব ত্বালহা রয়েছে। উভয়ের অবস্থা জানা যায়নি। তবে হাদীসটি হাসান। তাহক্বীক্ব আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির।

https://www.facebook.com/178945132263517

48 - باب مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ

অনুচ্ছেদ- ৪৮: ইমামের সলাত সংক্ষেপ করা

984 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ لِمَا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا . قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطُّ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُجَوِّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ".

৯৮৪. আবু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ফজরের সলাতে জামা আতে অমুকের কারনে দেরীতে উপস্থিত হই। কারণ তিনি আমাদের সলাতে দীর্ঘ কিরা'আত পড়েন। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে দিনের চাইতে আর কোন দিন অধিক রাগান্বিত হয়ে খুত্ববাহ দিতে দেখিনি ঃ ''হে তুহে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে লোকদের ঘৃণা উদ্রেককারী ব্যক্তিও আছে। অতএব তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সলাত পড়ে তখন সে যেন সংক্ষিপ্ত কিরাআত পড়ে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোকও রয়েছে''। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭০৯। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৯০; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৬৬); (ই. সে.) হা. ৯৩৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯২৬]

985 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوجِزُ وَيُتِمُّ الصَّلاَةَ .

৯৮৫. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে অথচ পূর্ণরূপে সলাত পড়তেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭০৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৬৯); (ই. সে.) হা. ৯৪৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৩৪]

https://www.facebook.com/178945132263517

986 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الأَنْصَارِيُّ بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ . فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ لَهُ مُعَاذٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ " .

৯৮৬. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইবনে জাবাল আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সাথীদের নিয়ে এশার সলাত পড়লেন। তিনি তাদের সলাত দীর্ঘ করলেন। ফলে আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি (সলাত থেকে) পৃথক হয়ে একাকী সলাত পড়ে। মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তার সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, নিশ্চয় সে মোনাফিক্ব। লোকটি তা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তার সম্পর্কে মু আয রাযিয়াল্লাহু আনহু-র মন্তব্য তাঁকে অবহিত করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে মু'আয! তুমি কি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হতে চাও? তুমি যখন লোকদের নিয়ে সলাত পড়বে, তখন সূরা আস-শামসি ওয়া যুহাহা, সূরা আল-আলা, সূরা আল-লাইল ও সূরা ইকরা বিসমি রব্বিকা পাঠ করবে। সহীহ।

[সহীহ ইবনে খুযাইমাহ্ ১৬৩৩। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭০১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৬৫); (ই. সে.) হা. ৯৩৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯২৩]

987 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، يَقُولُ كَانَ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَمَّرَنِي عَلَى الطَّائِفِ قَالَ لِي " يَا عُثْمَانُ تَجَاوَزْ فِي الصَّلاَةِ وَاقْدِرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَالسَّقِيمَ وَالْبَعِيدَ وَذَا الْحَاجَةِ " .

৯৮৭. মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আবুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তায়েফের আমীর নিয়োগ করাকালে আমার থেকে সর্বশেষ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে বলেন ঃ হে উসমান! তুমি সলাত সংক্ষেপ করবে এবং লোকদের মধ্যকার দুর্বলদের

https://www.facebook.com/178945132263517

সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কেননা তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, নাবালেগ, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, দূরের পথের পথিক এবং কর্মব্যস্ত লোক আছে। হাসান সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৬৮); (ই. সে.) হা. ৯৪৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৩২]

988 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ آخِرَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَّ بِهِمْ".

৯৮৮. উসমান ইবনে আবুল'আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ আমাকে যা বলেছেন তা হলো ঃ যখন তুমি লোকদের ইমামতি করবে, তখন তাদের সলাত সংক্ষেপ করবে। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৬৮); (ই. সে.) হা. ৯৪৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৩৩]

49 - باب الإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلاَةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

অনুচ্ছেদ- ৪৯: কোন কারণ ঘটলে ইমাম সলাত সংক্ষেপ করবে

989 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي مِمَّا أَعْلَمُ لِوَجْدِ أُمِّهِ بِبُكَائِهِ ".

৯৮৯. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি সলাত শুরু করে তা দীর্ঘায়িত করার সংকল্প করি। কিন্তু আমি শিশুদের কান্না শুনতে পাই এবং তাতে তার মায়ের বিচলিত হওয়ার কথা চিন্তা করে আমার সলাত সংক্ষিপ্ত করি। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. : আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭০৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৭০); (ই. সে.) হা. ৯৫০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৩৮]

990 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلاَثَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنِّي لأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلاَةِ ".

৯৯০. উসমান ইবনে আবুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

https://www.facebook.com/178945132263517

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি শিশুর কান্না শুনতে পাই এবং আমার সলাত সংক্ষিপ্ত করি। সহীহ লিগাইরিহী ।

[৯৮৯ নং হাদীস দ্বারা, ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

991 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ ".

৯৯১. আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে সংক্ষিপ্ত করি, তার মায়ের তাতে কষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৫৫। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭০৭]

50 - باب إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

অনুচ্ছেদ– ৫০: সলাতে কাতার সোজা করা

992 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا". قَالَ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: "يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ ".

৯৯২. জাবির ইবনে সামুরাহ আস-সুওয়াঈ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! তোমরা এমনভাবে কাতারবন্দী হও যেভাবে ফেরেশতাগণ তাদের প্রভুর নিকট কাতারবন্দী হন। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ফেরেশতারা তাদের প্রভুর সামনে কিভাবে কাতারবন্দী হন? তিনি বলেন ঃ তারা প্রথম সারিগুলো আগে পূর্ণ করেন এবং সারিতে গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়ান। সহীহ।

[সহীহ তারগীর ৪৯৬, সহীহ আবূ দাউদ ৬৬৭, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৩০); (ই. সে.) হা. ৮৬৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৫০]

https://www.facebook.com/178945132263517

993 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ " .

৯৯৩. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো। কারণ কাতার সোজা করা পূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭২৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৩৩); (ই. সে.) হা. ৮৭০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৫৭]

994 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ ابْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرُّمْحِ أَوِ الْقِدْحِ . قَالَ فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ "سَوُّوا صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ".

৯৯৪. নু'মান ইবনে বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্শা অথবা তীরের মত কাতার সোজা করতেন। রাবী বলেন, তিনি এক ব্যক্তির বুক একটু বাইরে অগ্রসর দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭১৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৩৬); (ই. সে.) হা. ৮৭৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৬১]

995 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً " .

৯৯৫. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারা কাতারগুলো মিলিয়ে রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সহীহ। [আহাদীসুস সহীহাহ ১৮৯২, ২৫৩২, সঈফাহ ১০৪। মুসনাদে আহমাদ হা. ২৪৪২৬]

https://www.facebook.com/178945132263517

51 - باب فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

অনুচ্ছেদ- ৫১: সামনের কাতারের ফযীলত

996 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً .

৯৯৬. ঈরবায ইবনে সারিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কাতারের লোকের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকের জন্য একবার। সহীহ। [নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৮১৭]

997 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ مُصَرِّفٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُوَلِ ".

৯৯৭. বারাআ ইবনে আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের লোকের উপর রহমত বর্ষন করেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৬৭০ মিশকাত ১১০১, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬৬৪; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৮১১]

998 - حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ ".

৯৯৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানতো যে, প্রথম কাতারে কি (মর্যাদা) আছে, তাহলে (প্রথম কাতারে দাঁড়াতে) লটারীর ব্যবস্থা করতে হতো। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ৪৮৭। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৬১৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৩৭); (ই. সে.) হা. ৮৭৬; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৬৩]

https://www.facebook.com/178945132263517

999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ ".

৯৯৯. ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের লোকদের উপর রহমত নাযিল করেন। হাসান সহীহ।

[ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

52 - باب صُفُوفِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ- ৫২: মহিলাদের সলাতে কাতার

1000 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا ".

১০০০. আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহিলাদের কাতারগুলোর মধ্যে (সওয়াবের দিক থেকে) উত্তম হলো শেষ কাতার এবং তাদের জন্য মন্দ কাতার (কম সওয়াবের) হলো তাদের প্রথম কাতার। পুরুষদের কাতারগুলোর মধ্যে উত্তম হলো প্রথম কাতার এবং তাদের জন্য মন্দ হলো তাদের শেষ কাতার। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ৪৮৮ সহীহ আবূ দাউদ ৬৮১। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৪০); (ই. সে.) হা. ৮৮০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৬৭]

1001 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ مُؤَخَّرُهَا وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا ".

১০০১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের কাতারগুলোর মধ্যে উত্তম হলো তাদের

https://www.facebook.com/178945132263517

সামনের (প্রথম) কাতার এবং মন্দ হলো তাদের পিছনের (শেষ) কাতার। মহিলাদের কাতারগুলোর মধ্যে উত্তম হলো তাদের পিছনের (সর্বশেষ) কাতার এবং মন্দ হলো তাদের সামনের কাতার। **হাসান সহীহ**। [মুসনাদে আহমাদ হা. ১৪১৫৫]

53 - باب الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ- ৫৩: দুই খুঁটির মাঝখানে সলাতের কাতার করা

1002 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو قُتَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا .

১০০২. মু'আবিয়া ইবনে কুররাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় আমাদেরকে দুই খুঁটির মাঝখানে কাতারবন্দী হতে নিষেধ করা হতো এবং আমাদেরকে কঠোরভাবে বিরত রাখা হতো। **হাসান সহীহ**।

[সহীহ আবূ দাউদ ৬৭৭ আহাদীসুস সহীহাহ ৩৩৫।]

54 - باب صَلاَةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদ- ৫৪: কাতারের পিছনে একাকী সলাত আদায় করা

1003 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ ابْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ - وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ - قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلاَةً أُخْرَى فَقَضَى الصَّلاَةَ فَرَأَى رَجُلاً فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ. قَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ حِينَ انْصَرَفَ قَالَ " اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ لاَ صَلاَةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ".

১০০৩. আলী ইবনে শাইবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক প্রতিনিধি দল রওয়ানা হয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর নিকট বাই আত (ইসলাম) গ্রহণ করলাম এবং তাঁর পিছনে সলাত পড়লাম, অতঃপর তাঁর পিছনে আরো এক ওয়াক্তের সলাত পড়লাম। তিনি সলাত শেষে এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে সলাত পড়তে দেখলেন। রাবী বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

https://www.facebook.com/178945132263517

তার নিকট থামলেন এবং সে সলাত শেষ করলে তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি পুনরায় সলাত পড়ো। কারন যে ব্যক্তি কতারের পিছনে একাকী দাঁড়ায় তার সলাত হয় না। সহীহ।

[ইরওয়া ২/৩২৮। মুসনাদে আহমাদ হা. ২২০৩]

1004 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَأَوْقَفَنِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ .

১০০৪. হিলাল ইবনে ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিয়াদ ইবনে আবুল জাদ (র) আমার হাত ধরে আর-রাক্কা নামক স্থানে ওয়াবিসা ইবনে মাবাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নামক এক প্রবীণ ব্যক্তির নিকট নিয়ে যান। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী সলাত পড়লে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৫৪১, মিশকাত ১১০৫, আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬৮২; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৩১]

55 - باب فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ- ৫৫: কাতারের ডানদিকে দাঁড়ানোর ফযীলত

1005 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ".

১০০৫. আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারসমূহের ডান দিকের (মুসল্লীদের) উপর রহমত বর্ষণ করেন। যঈফ।

[যঈফ আবূ দাউদ ১০৩। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬৭৬]

1006 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ مِسْعَرٌ - مِمَّا نُحِبُّ أَوْ مِمَّا أُحِبُّ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ .

https://www.facebook.com/178945132263517

১০০৬. আল-বারাআ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে সলাত পড়তাম তখন (কাতারের) ডান দিকে দাঁড়াতে পছন্দ করতাম। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ৫০০, সহীহ, আবূ দাউদ ৬২৮, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৭০৯); (ই. সে.) হা. ১৫২১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৫১২]

1007 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلاَبِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ تَعَطَّلَتْ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ الأَجْرِ ".

১০০৭. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, মসজিদের বাম দিক খালি হয়ে গেছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদের বাম দিকের খালি জায়গা পূর্ণ করবে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার লিপিবদ্ধ করা হয়। যঈফ।

[তা'লীকুর রগীব ১/১৭৫। ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

56 - باب الْقِبْلَةِ

অনুচ্ছেদ- ৫৬: ক্বিবলার বর্ণনা

1008 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللهُ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}. قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ أَهَكَذَا قَرَأَ {وَاتَّخِذُوا}؟ قَالَ: نَعَمْ .

১০০৮. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ (কাবা ঘর) তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে আসেন। তখন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এটা তো আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মাকাম, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন (অনুবাদ) ঃ ''তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সলাতে স্থানরূপে গ্রহণ করো'' (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)। ওলীদ ইবনে মুসলিম (র) বলেন, আমি ইমাম

https://www.facebook.com/178945132263517

মালেক (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি এভাবে ''ওয়াত্তাখিযূ'' পড়েছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। যঈফ, এশব্দে মুনকার।

1009 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} .

১০০৯. উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন হে আল্লাহর রসূল যদি আপনি মাকামে ইবরাহীমকে সলাতের স্থানরূপে গ্রহণ করতেন। তখন নাযিল হলো ঃ ''তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে স্থানরুপে গ্রহণ করো'' (সুরা বাক্বারাহ ঃ ১২৫) সহীহ।

[সহীহ। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪০২, ৪৪৮৩]

1010 - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَصُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِشَهْرَيْنِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَكْثَرَ تَقَلُّبَ وَجْهِهِ فِي السَّمَاءِ وَعَلِمَ اللهُ مِنْ قَلْبِ نَبِيِّهِ ﷺ أَنَّهُ يَهْوَى الْكَعْبَةَ فَصَعِدَ جِبْرِيلُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ وَهُوَ يَصْعَدُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ يَنْظُرُ مَا يَأْتِيهِ بِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} الآيَةَ فَأَتَانَا آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ صُرِفَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَنَحْنُ رُكُوعٌ فَتَحَوَّلْنَا فَبَنَيْنَا عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "يَا جِبْرِيلُ كَيْفَ حَالُنَا فِي صَلاَتِنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ". فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} .

১০১০. বারাআ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আঠার মাস যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে সলাত পড়ি। তাঁর হিজরত করে মাদীনায় আসার দুই মাস পর কাবা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে সলাত পড়তেন, তখন অধিকাংশ সময় তিনি তাঁর মুখমণ্ডল আকাশের দিকে ফিরাতেন। আল্লাহ তাঁর নাবীর মনের আকাঙ্খা জানতেন যে, তিনি কাবাকে পছন্দ করেন। জিবরাঈল (আ) আরোহণ

https://www.facebook.com/178945132263517

করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি তাঁর অনুসরণ করে। তিনি আসমান ও যমীনের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করেন, তিনি কি হুকুম নিয়ে আসেন তাঁর জন্য। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ ''আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি... '' (সূরা বাকারাহ ঃ ১৪৪)। এরপর আমাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বলেন, নিশ্চয় কিবলাতো কাবার দিকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। ইতমধ্যে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে জিবরাঈল! আমাদের বাইতুল মাকদিসের দিকের সলাতে অবস্থা কি? তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ ''আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন'' (সূরা বাকারাহ ঃ ১৪৩) মুনকার।

[এতে বুখারী (৪০) ও মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫২৫); (ই. সে.) ১০৬৫ বর্ণিত হাদীসের চাইতে অনেক অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে।]

1011 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ".

১০১১. আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা অবস্থিত। সহীহ।

[মিশকাত ৭১৫ ইরওয়া ২৯২। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৪২, ৩৪৪]

57 - باب مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

অনুচ্ছেদ- ৫৭: মাসজিদে প্রবেশকারী, সলাত আদায়ের পূর্বে যেন না বসে

1012 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ " .

১০১২. আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের যেই কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দুই রাক'আত সলাত না পড়া পর্যন্ত না বসে। সহীহ লিগাইরিহী। [১০১৩ দ্বারা সহীহ, ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

https://www.facebook.com/178945132263517

1013 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ".

১০১৩. আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দু'রাক'আত সলাত পড়ে। সহীহ।

[ইরওয়া ৪৬৭, সহীহ আবূ দাউদ ৪৮৬। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৪৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৭১৪); (ই. সে.) হা. ১৫৩১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১২৫৪]

58 - باب مَنْ أَكَلَ الثُّومَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ- ৫৮: রসূন খেয়ে কেউ যেন মাসজিদের নিকটবর্তী না হয়

1014 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيبًا - أَوْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لاَ أُرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الثُّومُ وَهَذَا الْبَصَلُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ آكِلَهَا لاَ بُدَّ فَلْيُمِتْهَا طَبْخًا .

১০১৪. মাদান ইবনে আবু তালহা আল-ইয়ামুরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু জুমু'আর খুত্বা দিতে দাঁড়ান অথবা তিনি জুমু'আর দিন খুত্বা দেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন, হে লোক সকল! তোমরা দুইটি গাছ খেয়ে থাকো, আমার দৃষ্টিতে তা নিকৃষ্ট ঃ এই রসুন ও এই পিয়াজ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দেখতাম, যার মুখ থেকে এর দুর্গন্ধ পাওয়া যেতো, তার হাত ধরে তাকে আল-বাকী নামক স্থানের দিকে বের করে দেয়া হতো। অতএব যে ব্যক্তি তা খেতেই চায়, সে যেন তা রান্না করে খায়। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৬৭); (ই. সে.) হা. ১১৪৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১৩৮]

https://www.facebook.com/178945132263517

1015 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ النُّومِ فَلاَ يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا ". قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِيهِ الْكُرَّاثَ وَالْبَصَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . يَعْنِي أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النُّومِ .

১০১৫. আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই গাছ অর্থাৎ রসুন খায়, সে যেন তার দ্বারা আমাদের এই মসজিদে (এসে) আমাদের কষ্ট না দেয়। ইবরাহীম ইবনে সা'দ (র) বলেন, আমার পিতা এর সাথে দুর্গন্ধযুক্ত তরকারী ও পিঁয়াজকে শামিল করতেন। অর্থাৎ তিনি রসুন সম্পর্কে আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের সাথে ঐগুলোকেও যোগ করতেন। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ২০৬ পৃষ্ঠা, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৬২/৭১); (ই. সে.) হা. ১১৪০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১৩১]

1016 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ ".

১০১৬. উবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই গাছের কিছু খায়, সে যেন মসজিদে না আসে। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮৫৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৬১); (ই. সে.) হা. ১১৩৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১২৮]

59 - باب الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كَيْفَ يَرُدُّ

অনুচ্ছেদ- ৫৯: মুসল্লীকে সালাম দেয়া হলে সে কিরূপে সালামের জওয়াব দিবে

1017 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيهِ فَجَاءَتْ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ .

https://www.facebook.com/178945132263517

১০১৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত পড়ার জন্য কুবা মসজিদে আসেন। তখন একদল আনসারী তাঁকে সালাম দিতে আসেন। আমি তাঁর সঙ্গী সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তাদের সালামের জবাব দিতেন? তিনি বলেন, তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করতেন। সহীহ।

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৯২৭; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১১৮৭]

1018 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ " إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي ".

১০১৮. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিশেষ কাজে আমাকে পাঠান। আমি ফিরে এসে তাঁকে সলাতরত অবস্থায় পেলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমার দিকে ইশারা করেন। তিনি সলাত শেষ করে আমাকে ডেকে বলেন ঃ তুমি এইমাত্র আমাকে সালাম দিয়েছো এবং আমি তখন সলাত পড়ছিলাম। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৮৫৯, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৪০); (ই. সে.) হা. ১০৯৪]

1019 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ فَقِيلَ لَنَا إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً .

১০১৯. আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সলাতরত অবস্থায় সালাম দিতাম। আমাদের বলা হলো ঃ সলাতে মধ্যে অবশ্যই একটা ব্যস্ততা (ধ্যানমগ্নতা) আছে। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১১৯৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৩৮); (ই. সে.) হা. ১০৯০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০৮২]

60 - باب مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

অনুচ্ছেদ- ৬০: কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত: ক্বিবলাহ ছাড়া অন্যদিকে ফিরে সলাত আদায় করলে

https://www.facebook.com/178945132263517

1020 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ فَصَلَّيْنَا وَأَعْلَمْنَا فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}.

১০২০. রবীআহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় কিবলা নির্ণয় করা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লো। আমরা সলাত পড়লাম এবং একটি চিহ্ন রাখলাম। এরপর সূর্য উদ্ভাসিত হলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমরা কিবলা ছাড়া অন্যদিকে সলাত পড়েছি। আমরা বিষয়টি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লামের নিকট উত্থাপন করলাম। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ ''তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকই আল্লাহর দিক'' (সূরা বাকারা ঃ ১১৫)। হাসান। [ইরওয়া ২৯১। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৪৫]

61 - باب الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

অনুচ্ছেদ- ৬১: সলাত আদায়কারীর কফ ফেলা

1021 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا صَلَّيْتَ فَلاَ تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلاَ عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنِ ابْزُقْ عَنْ يَسَارِكَ أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ "

১০২১. ত্বারিক ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুহারিবী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি সলাতরত অবস্থঅয় তোমার সামনে ও ডানে থুথু ফেলবে না, বরং তোমরা বামে অথবা তোমার পায়ের নিচে তথু ফেলবে। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৪৯৭ আহাদীসুস সহীহাহ ১২২৩। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৪৭৮; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৫৭১; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৭২৬]

1022 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَهُ - يَعْنِي رَبَّهُ - فَيَتَنَخَّعُ

https://www.facebook.com/178945132263517

أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقَنَّ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ لِيَقُلْ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ ". ثُمَّ أَرَانِي إِسْمَاعِيلُ يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَدْلُكُهُ .

১০২২. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কিবলার দিকে থুথু পতিত দেখতে পেয়ে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ তোমাদের কারো কি হলো যে, তার রবের সামনে দাঁড়ায় এবং তার সামনে দিকে থুথু নিক্ষেপ করে? তোমাদের কেউ কি তার সামনে থেকে তার মুখে থুথু নিক্ষিপ্ত হওয়ার পছন্দ করে? অতএব তোমাদের কেউ যখন থুথু ফেলবে, তখন সে যেন তা তার বাম দিকে ফেলে অথবা এভাবে তার কাপড়ে ফেলে। অতঃপর ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যা তার থুথু নিক্ষেপ করে তা রগড়িয়ে আমাকে দেখান। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ২৮০, বুখারী (তা.প. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪০৮, ৪০৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাক্বী) (হা. ৫৪৮): (ই. সে.) হা. ১১১৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১০৮]

1023 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ رَأَى شَبَثَ بْنَ رِبْعِيٍّ بَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا شَبَثُ لاَ تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ".

১০২৩. হুযায়ফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি শাবাছ ইবনে রিবঈকে তার সামনে থুথু ফেলতে দেখে বলেন, হে শাবাছ! তোমার সামনের দিকে থুথু ফেলো না। কেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন সলাতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন, যতক্ষণ না সে সলাত শেষ করে ফিরে যায় অথবা কোন নিকৃষ্ট আচরণ করে। হাসান আহাদীসুস আহাদীসুস সহীহাহ ১৫৯৬। শেষ করে অথবা কোন খারাপ কাজ করে। হাসান।

[ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

1024 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ دَلَكَهُ.

https://www.facebook.com/178945132263517

১০২৪. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতরত অবস্থায় তাঁর কাপড়ে থুথু ফেলেন, অতঃপর তা ঘষে ফেলেন। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৪১]

62 - باب مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৬২: সলাতে থাকাবস্থায় কংকর স্পর্শ করা

1025 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا ".

১০২৫. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (সলাতরত অবস্থায়) কাঁকর স্পর্শ করলো সে বাজে কাজ করলো।

[মুসলিম, [(ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৮৫৭) দীর্ঘায়িতভাবে; (ই. সে.) হা. ১৮৬৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৮৫৮]

1026 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ " إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَمَرَّةً وَاحِدَةً ".

১০২৬. মু'আইক্বীব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতরত অবস্থায় পাথর স্পর্শ করা সম্পর্কে বলেছেন ঃ তোমার যদি তা করতেই হয় তবে মাত্র একবার। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ৫৫৭, সহীহ আবূ দাউদ ৮৭২। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১২০৭; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৪৬); (ই. সে.) হা. ১১০৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১০০]

1027 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى".

১০২৭. আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সলাতে দাঁড়ানোর পর যেন আর কাঁকর না

https://www.facebook.com/178945132263517

সরায়। কেননা তখন রহমাত তার অভিমুখী হয়। যঈফ।[১]

[। ইরওয়া ৩৭৭ মিশকাত ১০০১ যঈফ আবূ দাউদ ১৭৫। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৯৪৫; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৭৯; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১১৯১]

63 - باب الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ- ৬৩: চাটাইয়ের উপর সলাত আদায় করা

1028 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

১০২৮. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের উপর সলাত পড়তেন। সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের উপর সলাত পড়তেন। সহীহ।

[সহীহ। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৭৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫১৩); (ই. সে.) হা. ১৩৮৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৩৭৬]

1029 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ .

১০২৯. আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের উপর সলাত পড়তেন। সহীহ।

[রওযুন নাযীর ৬৮, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫১৯); (ই. সে.) হা. ১০৫০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০৪০]

1030 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَلَى بِسَاطِهِ ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى بِسَاطِهِ .

---

[১] এর সানাদের আবুল আহওয়াস কে ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি। তার আদালাত ও স্মরণ শক্তি প্রমাণিত নয়। তাই বিনু কাত্তান বলেছেন, তার অবস্থা জানা যায়নি। ইমাম নাববী বলেছেন,তাতে জাহালাত রয়েছে। হাফিয বলেছেন, সে মাকবুল। অর্থাৎ মুতাবি'আতের ক্ষেত্রে, অন্যথায় শিথিল। সুতরাং সে দুর্বল।- ইরওয়াউল গালীল

https://www.facebook.com/178945132263517

১০৩০. আমর ইবনে দীনার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বসরায় অবস্থানকালে তার বিছানার উপর সলাত পড়েছেন। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিছানার উপর সলাত পড়তেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৬৬৫, মুসলিম, ফুয়াদ আ. বাক্বী (হা. ৫১৯): (ই. সা) হা. ১০৫০]

64 - باب السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

অনুচ্ছেদ- ৬৪: ঠাণ্ডা এবং গরমের কারণে কাপড়ের উপর সাজদাহ করা

1031 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ .

১০৩১. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসেন এবং আমাদেরকে সাথে নিয়ে আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদের সলাত পড়েন। আমি তাঁকে সাজদাহ করাকালে তাঁর উভয় হাত তাঁর কাপড়ের উপর রাখতে দেখেছি। যঈফ।[১]

[ইরওয়া ৩১২, মুসনাদে আহমাদ হা. ১৮৪৭৪]

1032 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَشْهَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفِّفٌ بِهِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ يَقِيهِ بَرْدَ الْحَصَى .

[১] এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ, সানাদে ইসমাঈল হচ্ছে ইবনু আবীহাবীবাহ। সে দুর্বল, যেমন আত-তাক্বরীব গ্রন্থে এসেছে।-ইরওয়াউল গালীল।

https://www.facebook.com/178945132263517

১০৩২. ছাবিত ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল আশহাল গোত্রে সলাত পড়েন। তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল একখানা চাদর। পাথরের ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্যতিনি তাঁর দুই হাত ঐ চাদরের উপর রাখেন। যঈফ।[১]

[ইরওয়া ৩১২, ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

1033 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

১০৩৩. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সলাত পড়তাম। আমাদের কেউ (মাটিতে) তাঁর কপাল রাখতে অসমর্থ হলে তার কাপড় বিছিয়ে তার উপর সাজদাহ করতো। সহীহ।

[ইরওয়া ৩১১, সহীহ আবূ দাউদ ৬৬৬। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৫৩৮; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬২০); (ই. সে.) হা. ১২৯৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৮৮১]

65 - باب التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلاَةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ- ৬৫: সলাতে (ইমামের ভুল সংশোধনের জন্য) পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি

1034 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ".

---

[১] আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, সানাদের ইব্রাহীম ইবনু ইসমাঈল সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, মুনকারুল হাদীস। অন্যান্য তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ ও আজলী তাকে সিকাহ বলেছেন। এছাড়া সানাদের আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমানকে দোষী বা নির্ভরযোগ্য বলতে কাউকে দেখিনি।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

সানাদে ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈল হল, ইবনু আবী হাবীবাহ। সেও তার পিতার ন্যায় দুর্বল।-ইরওয়াউল গালীল

https://www.facebook.com/178945132263517

১০৩৪. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৮৬৭, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১২০৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪২২); (ই. সে.) হা. ৮৪৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৩৬]

1035 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ".

১০৩৫. সাহল ইবনে সা'দ আস-সাঈদী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৮৬৮, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১২০৪; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪২১); (ই. সে.) হা. ৮৪৪; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৩১]

1036 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ فِي التَّصْفِيقِ وَلِلرِّجَالِ فِي التَّسْبِيحِ .

১০৩৬. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের জন্য হাততালি এবং পুরুষদের জন্য তাসবীহ পাঠের অনুমতি দিয়েছেন। সহীহ লিগাইরিহী।

[১০৩৫ নং হাদীসের কারণে সহীহ, । ইবনু মাজাহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।]

66 - باب الصَّلاَةِ فِي النِّعَالِ

অনুচ্ছেদ- ৬৬: জুতা পরে সলাত আদায় করা

1037 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ: كَانَ جَدِّي أَوْسٌ يُصَلِّي فَيُشِيرُ إِلَيَّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَأُعْطِيهِ نَعْلَيْهِ وَيَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ .

১০৩৭. ইবনে আবু আউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দাদা আউস রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনো কখনো সলাতরত অবস্থায় আমার দিকে ইশারা করতেন। আমি তার জুতা জোড়া

https://www.facebook.com/178945132263517

এগিয়ে দিতাম। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জুতাজোড়া পরিহিত অবস্থায় সলাত পড়তে দেখেছি। সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ১৬২২২]

1038 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً .

১০৩৮. আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খালি পায়ে এবং জুতা পরিহিত অবস্থায়ও সলাত পড়তে দেখেছি। হাসান সহীহ।

[আবূ দাউদ ৬৬০। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬৫৩]

1039 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ.

১০৩৯. আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুতা পরিহিত অবস্থায় এবং মোজা পরিহিত অবস্থায় সালাত পড়তে দেখেছি।। 'আবদ অবস্থায় সলাত আদায় করতে দেখেছি। সহীহ।

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৪৩৯৭]

67 - باب كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৬৭: সলাতরত অবস্থায় চুল ও কাপড় সামলানো

1040 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أُمِرْتُ أَنْ لاَ أَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا ".

১০৪০. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন (সলাতরত অবস্থায়) চুল বা পরিধেয় বস্ত্র না গুটাই। সহীহ।

https://www.facebook.com/178945132263517

[বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮০৯; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪৯০); (ই. সে.) হা. ৯৮৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৯৭৮]

1041 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُمِرْنَا أَلاَّ نَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا وَلاَ نَتَوَضَّأَ مِنْ مَوْطِنٍ.

১০৪১. আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা যেন চুল কাপড় না গুটাই এবং আবর্জনার স্থান অতিক্রম করলে উযু না করি। সহীহ।

[ইরওয়া ১৮৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৯৯। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ২০৪]

1042 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُخَوَّلُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ، رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - يَقُولُ رَأَيْتُ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ فَأَطْلَقَهُ أَوْ نَهَى عَنْهُ وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ.

১০৪২. মাদীনার বাসিন্দা আবূ সা'দ হতে বর্নিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস আবূ রাফে রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখলাম যে, তিনি হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে চুল বাঁধা অবস্থায় সলাত পড়তে দেখে তা খুলে দিলেন বা তাকে তা নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুলের খোঁপা বেঁধে পুরুষদের সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন। সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ২৩৮৬, সহীহ আবূ দাউদ ৬৫৩। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৬৪৬; তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩৮৪]

https://www.facebook.com/178945132263517

68 - باب الْخُشُوعِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৬৮: সলাতে বিনয়ী হওয়া

1043 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لاَ تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ تَلْتَمِعَ ". يَعْنِي فِي الصَّلاَةِ .

১০৪৩. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সলাতরত অবস্থায় তোমাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠাবে না, অন্যথায় তোমাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে। সহীহ। [তারগীব ১/১৮৮।]

1044 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ". حَتَّى اشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ "لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَيَخْطَفَنَّ اللهُ أَبْصَارَهُمْ ".

১০৪৪. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে সলাত পড়েন। তিনি সলাত শেষ করে লোকদের দিকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে বলেন ঃ লোকদের কী হলো যে, তারা আকাশের দিকে তাকায়। এ ব্যাপারে তিনি কঠোর মন্তব্য করেন। অবশ্যই তারা যেন তা থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় আল্লাহ নিশ্চয় তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিবেন। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ৫৪৮, সহীহ আবূ দাউদ ৮৪৭। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৫০]

1045 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ أَبْصَارُهُمْ".

১০৪৫. জাবির ইবনে সামুরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকেরা যেন আকাশের দিকে তাদের চোখ তোলা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে, অন্যথায় তারা তাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে না। সহীহ।

https://www.facebook.com/1789451322635 17

[সহীহ তারগীব সহীহ, আবূ দাউদ ৮৪৬। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৪২৮); (ই. সে.) হা. ৮৬১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৮৪৮]

1046 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لِئَلاَّ يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَإِذَا رَكَعَ قَالَ هَكَذَا يَنْظُرُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} فِي شَأْنِهَا .

১০৪৬. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক পরমা সুন্দরী মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে সলাত পড়তেন। কতক লোক সামনের কাতার এগিয়ে যেতো যাতে তার প্রতি তার দৃষ্টি না পড়ে এবং কতক লোক পেছনের শেষ কাতারে সরে যেতো। সে রুকূতে গিয়ে নিজ বগরের নিচ দিয়ে (তার প্রতি) তাকাতো। তখন আল্লাহ তার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ ''আমি তোমাদের মধ্যকার অগ্রগামীদেরকেও জানি এবং পশ্চাদগামীদেরকেও জানি'' (সূরা হিজর ঃ ২৪) সহীহ।

[আহাদীসুস সহীহাহ ২৪৭২। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৩১২২; নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ৮৭০]

69 - باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

অনুচ্ছেদ- ৬৯: এক কাপড়ে সলাত আদায় করা

1047 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدُنَا يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ".

১০৪৭. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ কেউ এক কাপড়ে সলাত পড়ে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইটি করে পরিধেয় বস্ত্র আছে! সহীহ।

https://www.facebook.com/178945132263517

[সহীহ আবু দাউদ ৬৩২, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৬৫; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫১৫); (ই. সে.) হা. ১০৪১; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০৩১]

1048 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ .

১০৪৮. আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় তার দুই প্রান্ত কাঁধের সাথে বেঁধে সলাত পড়ছিলেন। সহীহ।

[সহীহ। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫১৯); (ই. সে.) হা. ১০৫০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০৪০]

1049 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

১০৪৯. উমার ইবনে আবু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সালস্থঅল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটি কাপড় জড়িয়ে তাঁর দুই প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধে বেঁধে সলাত পড়তে দেখেছি। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৬৩৯, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৫৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫১৭); (ই. সে.) হা. ১০৪৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১০৩৩]

1050 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ مُشْكَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالْبِئْرِ الْعُلْيَا فِي ثَوْبٍ.

১০৫০. আবদুর রহমান ইবনে কাইসান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিরে উলিয়া নামক কূপের নিকট এক কাপড়ে সলাত পড়তে দেখেছি। হাসান। [মুসনাদে আহমাদ হা. ১৫৪৮৪]

https://www.facebook.com/178945132263517

1051 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَلَبِّبًا بِهِ .

১০৫১. আবদুর রহমান ইবনে কাইসান (র) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি কাপড় পরে যুহর ও আসরের সলাত পড়তে দেখেছি। হাসান।

[পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

70 - باب سُجُودِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ– ৭০: কুরআন তিলাওয়াতের সাজদাহ

1052 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ ".

১০৫২. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বানী আদম যখন সাজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদাহ দেয় তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায় আর বলে ঃ আফসোস! বানী আদমকে সাজদাহ দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং সে সাজদাহ করছে। তাই তার প্রতিদান জান্নাত। আর আমাকে সাজদাহ দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আমি তা অমান্য করেছি। তাই আমার প্রতিদান হলো জাহান্নাম। সহীহ।

[মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৮১); (ই. সে.) হা. ১৫২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৪৭]

1053 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ يَا حَسَنُ أَخْبَرَنِي جَدُّكَ، عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أُصَلِّي إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ فَقَرَأْتُ

https://www.facebook.com/178945132263517

السَّجْدَةَ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ.

১০৫৩. হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ (র) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, ইবনে জুরাইজ (র) আমাকে বললেন, হে হাসান! তোমার দাদা উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ (র) ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-র সূত্রে আমাকে অবতি করেন যে, ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি গতরাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি গাছের গোড়ায় সলাত পড়ছি এবং তাতে আমি সাজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করছি। আমি সাজদাহ করলাম এবং গাছটিও আমার অনুরূপ সাজদাহ করলো। আমি গাছটিকে বলতে শুনলাম, ''হে আল্লাহ! এই সাজদাহর দ্বারা আমার গুনাহ অপসারিত করুন, আমার জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করুন এবং এটাকে আপনার নিকট সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখুন''। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করার পর সাজদাহ দিতে দেখেছি এবং তাঁকে তাঁর সাজদাহয় সেই দোয়া করতে শুনলাম, গাছটির যে দোয়া ঐ ব্যক্তি তাঁকে অবহিত করেছিলো। হাসান।

[মিশকাত ১০৩৬, আহাদীসুস সহীহাহ ২৭১০। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৫৭৯]

1054 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ قَالَ "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي شَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ".

১০৫৪. আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তিলাওয়াতের সাজদাহয় বলতেন ঃ ''হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সাজদাহ করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম এবং তুমিই আমার প্রভু। আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তাকে সাজদাহ করলো, যিনি এর কারনে শ্রবণশক্তি ও চোখের দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান'' সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ৭৩৮। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাক্বী) (হা. ৭৭১); (ই. সে.) হা. ১৬৮৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৬৮২]

https://www.facebook.com/178945132263517

71 - باب عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآن

অনুচ্ছেদ- ৭১: তিলাওয়াতে সাজদাহর সংখ্যা

1055 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ سَجَدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهُنَّ النَّجْمُ .

১০৫৫. উম্মুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এগারটি সাজদাহ করেছেন। সূরা নাজম-এর সাজদাহও তার অন্তর্ভুক্ত। যঈফ।[১]

[তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ৫৬৮]

1056 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَائِدٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنِ الْمَهْدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ خَاطِرٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ شَيْءٌ الأَعْرَافُ وَالرَّعْدُ وَالنَّحْلُ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَرْيَمُ وَالْحَجُّ وَسَجْدَةُ الْفُرْقَانِ وَسُلَيْمَانُ سُورَةُ النَّمْلِ وَالسَّجْدَةُ وَفِي ص وَسَجْدَةُ الْحَوَامِيمِ .

১০৫৬. আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এগারটি সাজদাহ করছি, তার মধ্যে মুফাসসাল সূরা ছিল না (সাজদাহর সূরা সমূহ) ঃ সূরা আরাফ, রা'দ, নাহাল, বানূ ইসরাঈল, মারয়াম, হজ্জ, ফুরক্বান, নামল, আস-সাজদাহ,সাদ ও হা মীম সংযুক্ত সূরাসমূহ। যঈফ।[২] [প্রাগুক্ত।]

---

১ আহমাদ (২৬৯৪৮)। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন, এর সানাদ খূবই নিকৃষ্ট। ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী বলেন, অর্থাৎ সানাদটি দুর্বল।-'আওনুল মা'বুদ

২ আহমাদ (২৬৯৪৮)। আল্লামা বুসয়রী আয-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, ঁ সানাদে উসমান ইবনু ফায়িদ দুর্বল।-তাখরীজ ঃ ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন

https://www.facebook.com/178945132263517

1057 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سَعِيدٍ الْعُتَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُنَيْنٍ، - مِنْ بَنِي عَبْدِ كِلاَلٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلاَثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ .

১০৫৭. আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুরআনের পনেরটি সাজদাহ পড়িয়েছেন। তন্মধ্যে মুফাসসাল সূরায় তিনটি এবং সূরা হজ্জে দুইটি সাজদাহ রয়েছে। যঈফ। [১]

[মিশকাত ১০২৯, যঈফ আবূ দাউদ ২৪৮। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১৪০১]

1058 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}

১০৫৮. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সূরা ইযাসসামাউন শাক্বক্বাত ও সুরা ইকরা বিসমে রব্বিকায় সাজদাহ করেছি। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১১৬৮। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৬৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৭৮); (ই. সে.) হা. ১১৮৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১৭৭]

1059 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَذْكُرُهُ غَيْرَهُ .

---

১ এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হল, সানাদে আব্দুল্লাহ ইবনু মুনাইন ঃ জাহালাত আছে। -মিশকাত ঃ তাহক্বীক্ব আলবানী আল্লামা মুনযিরী ও ইমাম নাব্বী এটিকে হাসান বলেছেন। কিন্তু কখনোই এটি হাসান নয়। কেননা এতে অজ্ঞাত ব্যক্তিবর্গ রয়েছে। তাই তো হাফিয আত-তালখীস গ্রন্থে মুনযিরী ও নাব্বীর হাসান কথাটি উদ্ধৃতির পর বলেছেন, আর এটিকে দুর্বল বলেছেন আব্দুল হাক্ব ও ইবনুল কাত্তান। এর সানাদে আব্দুল্লাহ ইবনু মুনাইন-অজ্ঞাত লোক এবং তার সূত্রে বর্ণনাকারী হারিস বিনু সীদকেও চেনা যায়নি। ইবনু মাকুলাহ বলছেন, তার এই হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস নেই।" বরং হাদীসটির সানাদ দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি এটি এর বিপরীত সহীহ হাদীসেরও পরিপন্থী। -তামামুল মিন্নাহ ঃ আলবানী

https://www.facebook.com/178945132263517

১০৫৯. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযাস সামাউন শাককাত সূরাতে সূরাতে সাজদাহ করেছেন। আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা (র) বলেন, এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র) সূত্রে বর্ণিত। আমি তাকে ছাড়া আর কাউকে হাদীসটি উল্লেখ করতে শুনিনি। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১১৬৯। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৬৬; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৫৭৮); (ই. সে.) হা. ১১৮৭; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১১৭৫]

72 - باب إِتْمَامِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ– ৭২: যথাযথাভাবে সলাত আদায় করা

1060 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ " وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ". فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ ". قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا ".

১০৬০. আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সলাত পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক পাশে অবস্থান করছিলেন। সে এসে তাঁকে সালাম দিলো। তিনি বলেন ঃ তোমার প্রতিও (সালাম), তুমি ফিরে যাও, আবার সলাত পড়ো। কেননা তুমি সলাত পড়োনি। সে ফিরে গিয়ে সলাত পড়লো, তারপর এসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলো। তিনি বলেন ঃ তোমার প্রতিও, ফিরে যাও এবং সলাত পড়ো। কেননা তুমি সলাত পড়োনি। তৃতীয়বারে সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি সলাত পড়ার ইচ্ছা করলে উত্তমরূপে উযু করো, তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলো, এরপর কুরআনের যে অংশ তোমার কাছে সহজ সেখান থেকে কিরাআত পাঠ করো, তারপর ধীরস্থিরভাবে রুকূ করো, অতঃপর রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে সোজা হও, তারপর ধীরস্থিরভাবে সাজদাহ করো, অতঃপর মাথঅ তুরে সোজা হয়ে

https://www.facebook.com/178945132263517

বসো। তুমি তোমার গোটা সলাত এভাবে পড়ো। সহীহ।

[ইরওয়া ২৮৯, সহীহ আবূ দাউদ ৮০২, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৭৫৭, ৬২৫১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৩৯৭); (ই. সে.) হা. ৭৮০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ৭৬৮]

1061 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . قَالُوا لِمَ؟ فَوَاللهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعَةً وَلاَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً . قَالَ: بَلَى . قَالُوا: فَاعْرِضْ . قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَقِرَّ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَمِدًا لاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقُولُ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الأَرْضِ وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّةَ صَلاَتِهِ هَكَذَا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي يَنْقَضِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ مُتَوَرِّكًا . قَالُوا: صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ .

১০৬১. মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) বলেন, আমি আবূ হুমাইদ আস-সাঈদী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সলাতে ব্যাপারে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত। তারা বলেন, তা কিভাবে? আল্লাহর শপথ! আপনি আমাদের চেয়ে অধিক কাল তঁঅর অনুসরণকারী নন এবং তাঁর সাহচর্য লাভের দিক থেকেও আমাদের অগ্রগামী নন। তিনি বলেন, হাঁ। তারা বলেন, তাহলে আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতে দাঁড়িয়ে

https://www.facebook.com/178945132263517

তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন, তারপর তাঁর উভয় হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উাতেন এবং তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব স্থানে স্থির থাকতো। অতঃপর তিনি কিরাআত পড়েন, অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর তাঁর উভয় হাত উঠাতেন। তারপর তিনি রুকূ করতেন এবং রুকূতে তাঁর উভয় হাত যথাযথভাবে দুই হাঁটুর উপর রাখতেন, তাঁর মাথঅ অধিক উঁচু বা নীচু না করে সমানভাবে রাখতেন। অতঃপর তিনি সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলে উভয় হাত উভয় কাঁধ বরাবর উঠাতেন, এমনকি তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে যেতো। অতঃপর তিনি যমীনের দিকে (সাজদাহয়) বুঁকে যেতেন এবং পার্শ্বদেশ থেকে উভয় হাত আলাদ রাখতেন, তারপর মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন এবং সাজদাহর সময উভয় পায়ের আঙ্গুলগুরো ভাজ করে খাড়া রাখতেন, তারপর সাজদাহ করতেন, অতঃপর তাকবীর বলে সাজদাহ থেকে উঠে) বাম পায়ের উপর বসতেন, এমনকি তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বস্থানে স্থির হয়ে যেত। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাক'আতেও প্রথম রাক'আতের অনুরূপ করতেন। তিনি দ্বিতীয় রাক'আত থেকে দাঁড়ানোর সময় তাঁর উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যেমন উঠাতেন সলাত শুরু করার সময়। তিনি অবশিষ্ট সলাত এভাবে পড়তেন। শেষ সাজদাহ করে তিনি সালাম ফিরিয়ে এক পা আগে-পিছে করে, বাম দিকের পাছার উপর ভর করে বসতেন। তারা বলেন, আপনি যথার্যই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই সলাত পড়তেন। সহীহ।

[ইরওয়া ৩০৫, সহীহ আবূ দাউদ ৭২০, ৭২১, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৮২৮]

1062 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ سَمَّى اللهَ وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُقِيمُ صُلْبَهُ وَيَقُومُ قِيَامًا هُوَ أَطْوَلُ مِنْ قِيَامِكُمْ قَلِيلاً ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ مَا اسْتَطَاعَ فِيمَا رَأَيْتُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى وَيَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ .

১০৬২. আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সলাত কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, তিনি উযু করার সময় বিসমিল্লাহ বলে পাত্রে তাঁর দুই হাত রেখে পূর্ণরূপে উযু করতেন, অতঃপর ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত

https://www.facebook.com/178945132263517

তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন, অতঃপর (কিরা'আত শেষে) রুকূ করতেন এবংতাঁর উভয় হাত উভয় হাঁটুতে রাখতেন এবং হাত দু'টোকে পৃথক করে রাখতেন। তারপর মাথা উত্তোলন করে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তোমাদের চাইতে সামান্য বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ করতেন এবং তোমাদের চাইতে সামান্য বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমি যতটা দেখেছি, তিনি যথাসাধ্য তাঁর হাত দু'টি (পাঁজর থেকে) পৃথক রাখতেন। অতঃপর তিনি তাঁর মাথা তুলে তাঁর বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখতেন। তিনি বাঁদিকে ঝুঁকে বসতে অপছন্দ করতেন। নিতান্ত যঈফ।

[অত্যন্ত দুর্বল। আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ৭৭৬]

73 - باب تَقْصِيرِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ- ৭৩: সফরে সলাত কসর করা

1063 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ قَالَ: صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১০৬৩. উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে সফরের সলাত দুই রাক'আত, জুমু'আর সলাত দুই রাক'আত এবং ঈদের সলাত দুই রাক'আত। এগুলো পূর্ণ সলাত, এগুলোর কসর নাই। সহীহ।

[ইরওয়া ৬৩৮, নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৪২০, ১৪৪০]

1064 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرُ وَالأَضْحَى رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১০৬৪. উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে সফরের সলাত দুই রাকা'আত, জুমু'আর সলাত দুই রাকা'আত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সলাত দুই রাক'আত করে, এগুলো কসর ব্যতীত পূর্ণ সালাত। সহীহ। পরিপূর্ণ সলাত। [সহীহ। প্রাগুক্ত।]

https://www.facebook.com/178945132263517

1065 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ".

১০৬৫. ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট এই আয়াত উল্লেখপূর্বক (অনুবাদ) ঃ ''যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে সলাত সংক্ষিপ্ত করলে এতে তোমাদের কোন দোষ নেই'', জিজ্ঞাসা করলাম যে, মানুস তো এখন নিরাপদে আছে? তিনি বলেন, তুমি যে বিষয়ে বিস্ময় বোধ করছো, আমিও সে বিষয়ে বিস্ময় বোধ করেছিলাম। এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ এতো একটি দানবিশেষ, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তাঁর দান গ্রহণ করো। সহীহ।

[আবূ দাউদ ১০৮৩, মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাক্বী) (হা. ৬৮৬); (ই. সে.) হা. ১৪৫৩; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৪৪৩]

1066 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ يَفْعَلُ .

১০৬৬. উমাইয়্যাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন, আমরা কুরআনুল করীমে মুক্বীম ব্যক্তির সলাত ভীতিকালীন সালাত (সলাতুল খাওফ) সম্পর্কে বর্ণনা পাই, অথচ মুসাফিরের সালাতের বর্ণনা পাই না। আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের নিকট মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এবং আমার কিছুই জানতাম না। আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেরূপ করতে দেখেছি, আমরাও অবশ্যি তদ্রূপ করি। সহীহ।

[সহীহ। নাসায়ী (আ.মা.প্র.) হা. ১৪৩৪]

https://www.facebook.com/178945132263517

1067 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا .

১০৬৭. ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাদীনা শহর থেকে কোথাও রওনা হয়ে গেলে, এখানে ফিরে না আসা পর্যন্ত দুই রাক'আতের অধিক সলাত পড়তেন না। হাসান সহীহ।

[মুসনাদে আহমাদ হা. ৫৭৫০, ৬০৬৩]

1068 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، وَجُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: افْتَرَضَ اللهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ.

১০৬৮. ইবন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে (তাঁর বান্দাদের উপর) মুক্বীম অবস্থায় চার রাক আত এবং মুসাফির অবস্থায় দুই রাক আত সালাত ফরয করেছেন। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১১৩৪। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৮৭); (ই. সে.) হা. ১৪৫৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৪৪৫]

74 - باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ- ৭৪: সফরে দুই ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় করা

1069 - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوُسٍ، أَخْبَرُوهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ وَلاَ يَطْلُبَهُ عَدُوٌّ وَلاَ يَخَافَ شَيْئًا .

১০৬৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি মুজাহিদ, সাঈদ ইবেন জুবাইর, আ'তা ইবনে আবু রাবাহ ও তাউস (র)-কে অবহিত করেন যে, ব্যতিব্যস্ততা, শত্রুর আক্রমণাশংকা এবং অন্য কিছুর ভয়ভীতিমুক্ত অবস্থায় ব্যতীত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

https://www.facebook.com/178945132263517

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে মাগরিব ও এশার সলাত একত্রে পড়তেন। যঈফ

1070 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي السَّفَرِ .

১০৭০. মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূক যুদ্ধের সফরে যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার সলাত একত্রে আদায় করেন। সহীহ। [ইরওয়া ৩/৩১ সহীহ আবূ দাউদ ১০৮৯। মুসনাদে আহমাদ হা. ১৮৭৪]

75 - باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ- ৭৫: সফরের নফল সলাত আদায় করা

1071 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَهُ وَانْصَرَفَ . قَالَ: فَالْتَفَتَ فَرَأَى أُنَاسًا يُصَلُّونَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ؟ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ . قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ صَلاَتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُمُ اللهُ وَاللهُ يَقُولُ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

১০৭১. হাফস ইবনে আসেম (র) বলেন, আমরা এক সফরে ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের নিয়ে সলাত পড়েন। অতঃপর আমরা সেখানে থেকে তার সাথে ফিরে আসি। রাবী বলেন, তিনি একদল লোককে সলাত পড়তে দেখে বলেন, ঐ সকল লোক কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল সলাত পড়ছে। তিনি বলেন, সফরে নফল সলাত পড়া জরুরী মনে করলে, আমি আমার ফরয সলাত পুরাটাই পড়তাম। হে ভাতিজা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফর সংগী ছিলাম। তিনি তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত সফরে দুই রাক'আতের অধিক সলাত পড়েননি। তারপর আমি আবু বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সফরসংগী ছিলাম, তিনিও দুই রাক'আতের অধিক সলাত পড়েননি। এরপর আমি উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সফর

https://www.facebook.com/178945132263517

সংগী ছিলাম এবং তিনিও দুই রাক'আতের অধিক সলাত পড়েননি। অতঃপর আমি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সফর সংগী ছিলাম, তিনিও দুই রাক'আতের অধিক সলাত পড়েননি। এই অবস্থায় তারা ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ''রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে অবশ্যি তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ'' (সূরা আহ্যাব ঃ ২১)। সহীহ।

[ইরওয়া ৫৬৩, সহীহ আবূ দাউদ ১১০৮,। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১০৮২, ১১০১, ১১০২; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৮৯); (ই. সে.) হা. ১৪৫৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৪৪৯]

1072 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ - وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ - فَقَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ السَّفَرِ فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا .

১০৭২. উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউসকে সফরে নফল সলাত পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন হাসান ইবনে মুসলিম ইবনে ইয়ান্নাকও তার নিকট বসা ছিলেন। তিনি বলেন, তাউস (র) আমাকে বললেন যে,তিনি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্বীম অবস্থায় ও সফরকালের সলাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব আমরা মুক্বীম ও মুসাফির অবস্থায় ফরয সলাতে আগে-পরে নফল সলাত পড়তাম। মুনকার।

[আগের হাদীসের উপর আমল করা হবে. এটি মুসনাদে আহমাদে ২০৬৪ ক্রমিকে বর্ণিত হাদীসের বিরোধী।]

76 - باب كَمْ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ

অনুচ্ছেদ- ৭৬: মুসাফির কোন জনবসতিতে অবস্থান করলে কতদিন সলাত কসর করবে?

1073 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ مَاذَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ؟ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " ثَلاَثًا لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ ".

১০৭৩. আবদুর রহমান ইবনে হুমাইদ আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলাম, মক্কায় অবস্থানকাল সম্পর্কে আপনি কি শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি আলা ইবনুল হাদরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, নাবী

https://www.facebook.com/178945132263517

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাওয়াফে সদরের পর মুহাজির তিন দিন সলাত কসর করবে। সহীহ।

[সহীহ আবূ দাউদ ১৭৬৩, বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ৩৯৩৩; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ১৩৫২); (ই. সে.) হা. ৩১৬০]

1074 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَقَرَأْتُهُ، عَلَيْهِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ .

১০৭৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসের চার তারিখে ভোরে মক্কায় উপনীত হন। সহীহ।

[সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ৯৫৭। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ২৫০৬, ৭৩৬৭]

1075 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا .

১০৭৫. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কায়) উনিশ দিন অবস্থান করেন এবং দুই রাকআত করে (ফরয) সলাত পড়েন। অতএব আমরা যখন উনিশ দিন অবস্থান করতাম, তখন দুই রাকআত করে (ফরয) সালাত পড়তাম এবং তার অধিক (দিন) অবস্থান কররে পূর্ণ চার রাকআতই পড়তাম। সহীহ।

[ইরওয়া ৫৭৫ সহীহ আবূ দাউদ ১১১৪। বুখারী (তা.পা. ; আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১০৮০, ৪২৯৮]

1076 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلانِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلاَةَ .

https://www.facebook.com/178945132263517

১০৭৬. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, 'আতা ইবনে আবু রাবার ও তাউস (র)-কে অহিত করেন যে, ব্যতিব্যস্ততা, শত্রুর আক্রমণাশংকা এবং অন্য কিছুর ভয়ভীতিমুক্ত অবস্থায় ব্যতিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে মাগরিব ও এশার সলাত একত্রে পড়তেন। যঈফ।[১]

[আবূ দাউদ (আ. একা.) হা. ১২৩১]

1077 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَعَبْدُ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا . قُلْتُ كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا .

১০৭৭. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হলাম। আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত দুই রাকআত করে (ফরয) সলাত পড়েছি। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কত দিন মক্কায় অবস্থান করেন? আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দশ দিন। সহীহ।

[ইরওয়া ৩/৫ সহীহ আবূ দাউদ ১১১৬, বুখারী (তা.পা. : আ.মা.প্র.) ও ফাতহুল বারী হা. ১০৮১; মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৬৯৩); (ই. সে.) হা. ১৪৬৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৪৫৬]

77 - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ-৭৭: যে ব্যক্তি সলাত বর্জন করে সে প্রসঙ্গে

1078 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ ".

১০৭৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সলাত বর্জন করা। সহীহ।

[সহীহ। মুসলিম, (ফুয়াদ আ. বাকী) (হা. ৮২); (ই. সে.) হা. ১৫৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা. ১৫০]

---

[১] হাদীসের সানাদে একদল ইবনু আব্বাসের উল্লেখ করেননি। অতএব বর্ণনাটি মুরসাল। সানাদে ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস এবং সে হাদীসটিকে আন্ আন্ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছে। অতএব তার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যাবে না।-ইরওয়াউল গালীল

https://www.facebook.com/178945132263517

1079 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ".

১০৭৯. বুরাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে অংগীকার রয়েছে তা হলো সালাত। অতএব যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করলো, সে কুফরী করলো। সহীহ।

[মিশকাত ৫৭৪। তিরমিযি (আ.মা.প্র.) হা. ২৬২১]

1080 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ".

১০৮০. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন বান্দা ও শিরক-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত বর্জন করা। অতএব যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করলো, সে অবশ্যই শিরক করলো। সহীহ।

[সহীহ তারগীব ৫৬৫-৫৬৭। এটি ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহর দয়ায় ১ম খণ্ড সমাপ্ত হলো।

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

سنن ابن ماجه

https://www.facebook.com/178945132263517

سنن ابن ماجه

تصنيف

أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى

ابن ماجه الربعى

المتوفى سنة ـ ٢٧٣ هـ

تحقيق : محمد ناصرالدين الألبانى

ترجيم : خليل الرحمن بن فضل الرحمن

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

سنن ابن ماجه

تصنيف

أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى

ابن ماجه الربعى

المتوفى سنة ـ ٢٧٣ هـ

تحقيق : محمد ناصرالدين الألبانى

ترجيم : خليل الرحمن بن فضل الرحمن

https://www.facebook.com/178945132263517